পূর্ব্বকথা

"মাতৃঋণ" প্রকাশিত হইল। ১৩১৮ ও ১৩১৯ সালের 'ভারতী' পত্রিকায় "মাতৃঋণ" ধারাবাহিকভাবে প্রথম বাহির হয়। বর্ত্তমান গ্রন্থে উপন্যাসখানির আগাগোড়া পরিমার্জ্জনা করিয়াছি; স্থলবিশেষ পুনর্লিখিতও হইয়াছে।

"মাতৃঋণ" প্রসিদ্ধ ফরাসী ঔপন্যাসিক আলফন্স্ দোদে রচিত 'জ্যাক' নামক উৎকৃষ্ট উপন্যাসের মর্ম্মানুবাদ। মূল গ্রন্থের লাইন ধরিয়া অনুবাদ করিয়াছি, এ কথা যেন কেহ মনে না করেন। সেরূপ অনুবাদ প্রায়ই নির্জ্জীব হয় এবং তাহাতে মূল গ্রন্থের রস একেবারে মারা পড়ে। বর্ত্তমান গ্রন্থে দোদের প্রধান ভাবটিকে ও প্রয়োজনীয় চরিত্রগুলিকে মাত্র বজায় রাখিয়া নিজের ভাবেই আগাগোড়া লিখিয়া গিয়াছি। এ দেশের পাঠক-সম্প্রদায় কতখানি গ্রহণ করিবেন, এবং কোন্ অংশ তাঁহাদের নিকট বিরক্তিকর ঠেকিবে, লিখিবার সময় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছি। সেজন্য দোদের রচনার অংশ-বিশেষ কোথাও একেবারে পরিবর্জ্জন করিয়াছি; কোথাও বা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে লিখিয়াছি। এ গ্রন্থ পাঠ করিয়া যদি কেহ দোদের প্রতিভাসম্বন্ধে কোনরূপ ধারণা করিয়া বসেন, তাহা হইলে মূল গ্রন্থের অপূর্ব্ব-শক্তিশালী লেখকের প্রতি তাঁহারা অবিচার করিবেন! তবে এ গ্রন্থে দোদের প্রতিপাদ্য কি, তাহা যাহাতে ঢাকা না পড়ে, সে বিষয়ে আমার সাধ্যমত যত্নের ত্রুটি করি নাই। সে প্রতিপাদ্য কি, তাহার ইঙ্গিত দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। সুধী পাঠক সহজেই তাহা ধরিতে পারিবেন। সে বিষয়টি আমাদের এ দেশেও ভাবিয়া দেখিবার যোগ্য; অথচ উক্ত বিষয় লইয়া

মৌলিক উপন্যাস লেখার সময় এদেশে এখনও বোধ হয় আসে নাই। এ গ্রন্থ-অনুবাদে আমার অগ্রসর হওয়ার ইহাই প্রধান কৈফিয়ৎ।

এই অনুবাদ গ্রন্থখানির নাম-করণের জন্য প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি, এ, বার্-এট্-ল মহাশয়ের নিকট আমি কৃতজ্ঞ আছি।

পরিশেষে আর একটি কথা আছেঃ 'ভারতী'র ভূতপূর্ব্ব সম্পাদিকা পূজনীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর আগ্রহে ও অনুরোধেই বিদেশীয় উপন্যাস-অনুবাদে আমি প্রবৃত্ত হই। তিনি যদি 'ভারতী' পত্রিকায় এ গ্রন্থ প্রকাশ না করিতেন, তবে এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সুযোগও আমার ঘটিত না। এজন্য তাঁহাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

এখন কি গড়িতে কি গড়িয়াছি, তাহার বিচার বাঙ্‌লার সুধী পাঠকের হাতে। ইতি—

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

ভবানীপুর,
৩রা আষাঢ়, ১৩২২

বন্ধুবর

সুকবি

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

করকমলেষু

মাতৃঋণ

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

মা ও ছেলে

শীতের কুয়াশা ঠেলিয়া সূর্য্য তখন আকাশের অনেকখানি উর্দ্ধে উঠিয়াছে। একখানি সুদৃশ্য ব্রুহাম আসিয়া প্রকাণ্ড স্কুল-বাড়ীর দ্বারে দাঁড়াইল। একটি বালকের হাত ধরিয়া এক সুন্দরী গাড়ী হইতে নামিল। বালকটি ঈষৎ কৃশ হইলেও দেখিতে বেশ সুশ্রী, তাহার পরিচ্ছদেও একটা পারিপাট্য ছিল; বয়স সাত আট বৎসরের বেশী হইবে না।

রমণী তন্বঙ্গী। দেহে বহুমূল্য কালো পোষাক। কণ্ঠে পশু-লোমের বেষ্টনী, মাথায় টুপি—জমক[illegible] [illegible]টী-বোড়া। এ-সকল দেখিয়া তাহাকে রীতিমত বিলাসি[illegible] বলিয়াই মনে হয়। সুন্দর কোমল মুখের চারিধারে সোনালী কেশের গুচ্ছ [illegible] পড়িতেছে—রমণী সুডৌল

বাহু দ্বারা সেগুলি সরাইয়া দিতেছিল। সস্মিত ওষ্ঠ, উজ্জ্বল নীল চক্ষু, গতিতে সুন্দর লীলা-ভঙ্গী, ক্ষুদ্র ললাটে চিন্তার রেখাটি অবধি পড়ে নাই, রমণী অপূর্ব্ব সুন্দরী। পুত্রের হাত ধরিয়া সে স্কুল-গৃহে প্রবেশ করিল।

রমণী আসিয়া স্কুলের অধ্যক্ষের সহিত দেখা করিল। বালকটিকে স্কুলের বোর্ডিংএ রাখিবার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তা শেষ হইলে মোটা একখানি খাতা টানিয়া অধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছেলেটির নাম কি ?"

"জ্যাক !"

অধ্যক্ষ কহিলেন, "জ্যাক—! পদবী ?"

রমণী কহিল, "জ্যাক, শুধু জ্যাক! এর ধর্ম্ম-বাপ যিনি, তিনি ছিলেন ইংরেজ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিতে তিনি কাজ করতেন! ভারী বিখ্যাত লোক, লর্ড পিমবক! বোধ হয়, নাম শুনে থাকবেন! খুব সম্ভ্রান্ত বংশ! নাচতে গাইতেও ভারী মজবুত! এই সে বছর সিঙ্গাপুরে তিনি মারা গেছেন! রাজার সঙ্গে বাঘ শিকার করতে গেছলেন! সিঙ্গাপুরের রাজা, মস্ত রাজা, ভারী বীর! নামটা—আহা, ভুলে যাচ্ছি—মনেও ছিল, ঐ যে,—রাণা—কি,—রাণা—ভাল—"

অধ্যক্ষ কহিলেন, "ক্ষমা করবেন, জ্যাকের পদবীটা—"

রমণী বালকের মুখের দিকে একবার চাহিল! জ্যাকের চোখ ছল-ছল করিতেছিল! 'মা' ছাড়া সে কাহাকেও জানে না—মার সঙ্গ মুহূর্ত্তের জন্যও কখনও সে ত্যাগ করে নাই! সে জানে, বোর্ডিংএ রাখিবার জন্যই মা তাহাকে আজ লইয়া আসিয়াছে! বাড়ীতে কাঁদিয়া কাটিয়া মাকে সে কত মিনতি করিয়াছে, কত বলিয়াছে, মাকে ছাড়িয়া স্কুলে সে থাকিতে পারিবে না, মাকে না দেখিয়া একমুহূর্ত্ত সে বাঁচিবে

না—কিন্তু মা সে কথায় মোটেই কান দেয় নাই! শেষে স্কুলে আসিবার সময় মা আশা দিয়াছে, ছুটি হইলেই জ্যাক বাড়ী যাইতে পাইবে—মাও মধ্যে মধ্যে স্কুলে তাহাকে দেখিতে আসিবে—কাঁদিলে কিন্তু মা ভারী রাগ করিবে! তাই জ্যাক অনেক কষ্টে চোখের জলটুকু কোনমতে সামলাইয়া রাখিয়াছিল, পড়িতে দেয় নাই।

বুড়া অধ্যক্ষের চোখে ধূলি দেওয়া কিন্তু সহজ নহে। স্কুলের কাজেই তাঁহার মাথার চুল শাদা হইয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া পারি সহরে সমাজ-বন্ধন অত্যন্ত শিথিল; উচ্ছৃঙ্খল আমোদ-বিলাসের স্রোতে নর-নারী এখানে গা ভাসাইয়া চলিয়াছে—ইহার মধ্যে ভাল-মন্দ লোক বাছিয়া লওয়া দায়, এই ধারণাটাই অধ্যক্ষের অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল।

রমণীর বেশভূষা ও বাচালতা দেখিয়া বৃদ্ধের মনে কেমন একটা সন্দেহ জন্মিল। রমণীকে নিরুত্তর দেখিয়া তাহার মুখের দিকে কৌতূহল দৃষ্টিতে তিনি চাহিলেন, কহিলেন, "তা হলে নামটা কি লিখব?"

বৃদ্ধের দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলিলে রমণী একান্ত সঙ্কুচিত হইল। তাহার গোলাপের মত গণ্ডদ্বয় গাঢ় রক্ত বর্ণ ধারণ করিল। দৃষ্টি নত করিয়া সে কহিল, "মাপ করবেন—পরিচয়টা দিতে ভুলে গেছলুম।" বলিয়া পকেট হইতে হস্তিদন্তনির্ম্মিত কার্ড-কেস্ বাহির করিয়া তাহা হইতে একখানি সুন্দর কার্ড লইয়া রমণী অধ্যক্ষের হাতে দিল! তাহাতে পরিষ্কার ক্ষুদ্র অক্ষরে লেখা ছিল,—

"ইদা দ্য বারান্সি।"

অধ্যক্ষ মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "নামটা তাহলে জ্যাক দ্য বারান্সি?" বক্তার সুরে কেমন-একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ মিশানো ছিল। সঙ্কোচ কাটাইয়া রমণী কহিল, "হাঁ।"

অধ্যক্ষ গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "আমিও তাই বলছি !"

কথাটা বলিয়া অধ্যক্ষ কার্ডখানি হস্তে লইয়া উঠিলেন, পরে সম্মুখের সাশি খুলিলেন। বাহিরে গাছপালাগুলার উপর সূর্য্যের স্নিগ্ধ রশ্মি তখন ছড়াইয়া পড়িয়াছে! সাশির পশ্চাতে একজন তরুণ শিক্ষক আসিয়া দেখা দিল।

অধ্যক্ষ কহিলেন, "জ্রাফিয়, এই ছেলেটিকে একবার ওধারে নিয়ে যাও—চারিধার দেখিয়ে আনো।"

জ্যাকের বুক কাঁপিয়া উঠিল। সে ভাবিল, মাতার সঙ্গ ত্যাগ করাইবার জন্য এ বুঝি একটা ছল! হতাশভাবে সে মার মুখের পানে চাহিল—তাহার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম করিল!

অধ্যক্ষ বুঝিলেন, মিষ্ট স্বরে কহিলেন, "যাও জ্যাক, ভয় কি? তোমার মা ত এখনই যাচ্ছেন না। ঘুরে এস। ইনি এখন এখানে কিছুক্ষণ আছেন!"

তবু জ্যাক নড়িতে চাহে না। মার পানে চাহিয়া মার গা ঘেঁসিয়া আরও সে সরিয়া দাঁড়াইল। মা বলিল, "যাও—জ্যাক, ছিঃ। লক্ষ্মী ছেলে যে তুমি!"

তখন কোন কথা না বলিয়া জ্যাক শিক্ষকের সহিত চলিয়া গেল।

জ্যাক চলিয়া যাইবার পর কক্ষ-মধ্যে কাহারও মুখে কিছুক্ষণ কোন্ কথাই ফুটিল না। বাহিরে ছাত্রের দল খেলা করিতেছিল। তাহাদের উল্লাস-চীৎকার কক্ষমধ্যে ভাসিয়া আসিতেছিল। ক্বচিৎ দুই একটা পাখী ডাকিতেছিল। দূরে কে কাঠ কাটিতেছিল, সেই সব শব্দ এবং অদূরে পিয়ানোর ঝঙ্কার,—এ-সমস্ত মিলিয়া এক সুমধুর মিশ্র রাগিণীর সৃষ্টি করিয়াছিল! শীতের এই যন্ত্রণা-কাতর মুমূর্ষু মলিন রুক্ষ দিনগুলার মধ্যে যেন একটা ব্যগ্র জীবনের সুস্পষ্ট আভাষ পাওয়া যাইতেছিল!

অধ্যক্ষই প্রথমে কথা কহিলেন। জ্যাকের কচি মুখ ও শান্ত মধুর ভাব দেখিয়া তাঁহার প্রাণে কেমন মায়া জন্মিয়াছিল। তিনি কহিলেন, "ছেলেটি আপনাকে বড্ডই ভালবাসে!"

মাদাম বারান্সির যেন চমক ভাঙ্গিল। সে কহিল, "তা আর বাসবে না! এত বড় পৃথিবীতে মা ছাড়া ওর আর কে আছে, বলুন! মা-ছাড়া কাকেই বা আর ও জানে? বেচারা জ্যাক!"

"আপনি বিধবা?"

"হাঁ মশায়! আমার স্বামী আজ দশ বৎসর হল, মারা গেছেন! সে এক ভয়ঙ্কর মৃত্যু! যাঁরা উপন্যাস লেখেন, তাঁরা কল্পনার চোখে কতই মিথ্যে দুঃখ-যন্ত্রণা দেখে বেড়ান—কিন্তু তাঁরা জানেন না যে, আমাদের এই সাদা-সিধে জীবনে কি সব অসহ্য দুঃখ-যন্ত্রণা আমরা ভোগ করি! তা থেকে তাঁদের দশখানা উপন্যাসের খোরাক জোগানো যেতে পারে। আমার নিজের জীবনই ত তার মস্ত প্রমাণ! আমার স্বামী কাউন্ট দ্য বারান্সি ভুরেনের এক কত বড় বংশের—"

অধ্যক্ষ চমকিয়া উঠিলেন! কাউন্ট দ্য বারান্সি! আশ্চর্য্য! না, না, অসম্ভব! তাঁহার সংশয় বাড়িল—মনের ভাব চাপিয়া তিনি কহিলেন, "তবে এই অল্প বয়সেই ছেলেটিকে স্কুলে দিচ্ছেন কেন? এখনও ত ও ছেলেমানুষ। তা ছাড়া আপনাকে ছেড়ে যখন থাকতে পারবে না—! এ বিচ্ছেদ ওর সহ্য হবে কি?"

রমণী কহিল, "আপনি ভুল কচ্ছেন! জ্যাক এ দিকে তেমন অবুঝ নয়! তা ছাড়া শরীর ওর ভাল, অসুখ-বিসুখ নেই বললেও চলে! একটু রোগা, এই যা—তা এ পারি সহরের বদ্ধ বাতাসে আর কি হবে, বলুন?"

অধ্যক্ষ কহিলেন, "তা ছাড়া দেখুন, আমাদের বোর্ডিংএ এখন এত ছেলে রয়েছে যে, নতুন ছেলে নেওয়া আপাততঃ সম্ভব নয়!

আর বছর সুবিধে হতে পারে—কিন্তু তার জন্যও এখন থেকে অবশ্য আমি কথা দিয়ে রাখতে পারি না।"

রমণী এ ইঙ্গিতের মর্ম্ম কিছু বুঝিল, কহিল, "তা হলে আমার ছেলেকে আপনারা রাখবেন না! বেশ, কারণটা শুনতে পারি কি?"

অধ্যক্ষ বাহিরের দিকে একবার চাহিলেন—পরে চশমাটা খুলিয়া তাহার কাঁচ দুইখানা রুমালে সাফ করিতে করিতে কহিলেন, "শুনবেন? কিন্তু কারণটা না শুনলেই বোধ হয় ভাল হত—তবু যখন শুনতে চাচ্ছেন তখন বলতে পারি। শুনলে আপনি কষ্ট পাবেন বই—"

রমণীর মুখ লজ্জায় দুঃখে রাঙা হইয়া উঠিল! অধ্যক্ষের মুখের পানে সতেজে সে চাহিয়া দেখিল। অধ্যক্ষ বলিতে লাগিলেন,—কথাগুলা শুনিয়া রমণী একান্ত কাতর হইয়া পড়িল—বেদনায় সে কাঁদিয়া ফেলিল! হতভাগিনী! ওগো, সত্যই সে হতভাগিনী! কেহ জানে না, এই দুর্ভাগা পুত্রের জন্য কি দুঃখই না তাহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে!

সত্য! এ কথা খুবই সত্য! সত্যই বালকের কোন পদবী নাই। পিতা নাই,—ছিলও না! কিন্তু এ কি ছেলের দোষ? পিতা-মাতার কবেকার একটা পাপের ভার মাথায় বহিয়া সারা জীবন তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া মরিবে, এমনই সে দুর্ভাগা! রমণী কাঁদিয়া ফেলিল, চোখের জল মুছিতে মুছিতে কহিল, "দয়া করুন—বেচারাকে একটু দয়া করুন আপনি। নিষ্ঠুর হবেন না।" সে স্বরে কি গভীর নিরাশা, কি মর্ম্মভেদী অনুতাপ!

অধ্যক্ষ ব্যথিত চিত্তে কহিলেন, "শান্ত হন, আপনি!"

কিন্তু কথাটা নিতান্ত চাপা দিবারও নহে! অধ্যক্ষ জানিতেন, তুরেনের এই প্রসিদ্ধ প্রাচীন বংশ, কি সে কলঙ্ক-কালিমায় আচ্ছন্ন! সে এক গভীর পাপের সুদীর্ঘ ইতিহাস! বারান্সি পরিবারের প্রতিবেশী এই অধ্যক্ষের আজ আবার নূতন করিয়া সব কথা মনে

পড়িল! কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন!

রমণীকে সান্ত্বনা দিবারও কোন কথা নাই! তবু তিনি কহিলেন, "এ পাপের শুধু এক প্রায়শ্চিত্ত আছে! আপনি ছেলের মা—নিজের ঘরটিকে ভালো করুন—জীবনের সমস্ত কালি, সমস্ত পাপ দূর করে নতুন মানুষ হবার চেষ্টা করুন—এ ছাড়া আর কি উপায় আছে? কিছু না। প্রাণপণে ছেলেটিকে মানুষ করে তুলুন।"

রুমালে চোখের জল মুছিয়া রমণী কহিল, "আমারও জীবনের সাধ তাই। জ্যাক এখন বড় হয়েছে, সেয়ানা হয়েছে। সে এ-সব কিছু জানে না। তাই ওকে আমি আমার কাছ থেকে দূরে রাখতে চাই। আপনাদের সঙ্গে থেকে, আপনাদের কাছে শিক্ষা পেয়ে ও মানুষ হয়, এই আমার সাধ! আজ যদি ওকে আপনারা ঠাঁই না দেন, ওজর-আপত্তি করে খাড়িয়ে দেন, তাহলে ও কোথায় যায়? —মানুষ হবারই বা ওর সম্ভাবনা কোথায় থাকে?"

সে কথাটাও অধ্যক্ষ ভাবিয়া দেখিয়াছিলেন। হতভাগ্য বালক! সে কি অপরাধ করিয়াছে যে, বিকচোন্মুখ ফুলের মতই তাহার এই অমল শুভ্র নবীন জীবন, বিধাতার এই অমূল্য দান, এমন অনাদরে, এতখানি অবজ্ঞায় ধূলায় লুটাইবে!

তিনি কহিলেন, "ছেলেটিকে নিতে আমি রাজী আছি, কিন্তু দুটি সর্তে।"

রমণী কহিল, "কি সে, বলুন।"

"প্রথম, যতদিন আপনার জীবনের গতি না শোধরায়, ততদিন জ্যাক আপনার বাড়াতে যেতে পাবে না—মোটে না। ছুটির সময়ও সে এখানে আমাদের কাছে থাকবে।"

"কিন্তু আমাকে না দেখতে পেলে ও যে মরে যাবে! আহা,

জ্যাক—আমাকে ছেড়ে ও যে কোথাও কখনও থাকেনি—এই প্রথম—"

"কেন? আপনি মাঝে মাঝে এখানে এসে ওকে দেখে যেতে পারেন—কিন্তু সে দেখা আমার ঘরে আমার সামনে হবে—অন্য কোন ঘরে নয়, আর কারও সামনে নয়।"

রমণী শিহরিয়া উঠিল! ছুটির সময় অপর সকলে আসিয়া যখন তাহাদের পুত্রগুলিকে আদর করিবে, তাহাদের সহিত কত কথা কহিবে—সে তখন আসিতে পাইবে না—আপনার ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া অপরের ঈর্ষা উদ্রেক করিতে পারিবে না! আর ইহাতে জ্যাকই বা কি মনে করিবে? সে কি লজ্জা—কি অপমান! ইদা সকল কষ্ট সহ্য করিতে পারে, কিন্তু সারা প্যারির সম্ভ্রান্ত নর-নারীর চিত্তে আপনার ঐশ্বর্য্যের জাঁকজমক দেখাইয়া যে ঈর্ষা জাগাইতে পারিবে না, ইহা একেবারেই অসহ্য!

রমণী কহিল, "এ বড় নিষ্ঠুর সর্ত্ত! আমি কি করে সহ্য করব—বিশেষ আমি তার মা! আর ছেলেই বা কি মনে করবে?"

সেই সময় খোলা সার্শির পশ্চাতে পুত্রকে দেখিয়া ইদা চুপ করিল। পুত্রকে কক্ষে আসিতে সে ইঙ্গিত করিল। জ্যাক আসিল। হাসিয়া মার গা ঘেঁসিয়া সে কহিল, "তুমি এখনও আছ, মা? বাঃ! ওরা বলছিল, আছ, তবু আমি মনে করেছিলুম, তুমি চলে গেছ!"

জ্যাকের ছোট হাতখানি আপনার হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া তাহার অধরে চুম্বন করিয়া ইদা কহিল, "না বাবা—চল, আমরা বাড়ী যাই! এদের স্কুলে তোমার পড়া হবে না। এঁরা রাখবেন না।"

কথাটা বলিয়া পুত্রের হাত ধরিয়া ইদা বাহিরে চলিয়া গেল! খাঁচার পাখীকে বাহির করিয়া দিলে সে যেমন আনন্দে উচ্ছ্বসিত

হইয়া উঠে, মার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া এই স্নেহ-হীন পরুষ কঠিন স্কুলগৃহে যে থাকিতে হইবে না, ইহা শুনিয়া জ্যাকের ক্ষুদ্র হৃদয়খানি ঠিক তেমনই আনন্দে ভরিয়া উঠিল!

অধ্যক্ষ ঈষৎ নিম্ন কণ্ঠে কহিলেন, "আহা, বেচারা ছেলেটি!" কথাটা জ্যাকের কাণে গেল। তাহার বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল।

বেচারা? সে বেচারা! কেন?

কথাটা তাহার অন্তরে একটা দীর্ঘ কালীর রেখার মতই গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়া গেল।

অধ্যক্ষ ঠিক বুঝিয়াছিলেন। এই কাউণ্টেস্ দ্য বারান্সি সত্যই ছদ্ম নাম! এই রমণী মাদাম বারান্সি নহে—ইদাও তাহার প্রকৃত নাম নয়! কে তবে এই রমণী? এক গভীর রহস্যের জাল তাহার চারিধারে বিছানো রহিয়াছে! প্রতিবেশীরা কেহ তাহার পরিচয় জানে না। এই বিলাসিনী চরিত্র-হীনা রমণীর দুর্ভেদ্য অতীত রহস্যের কোনরূপ একটা মীমাংসা এ পর্য্যন্ত কেহ করিতে পারে নাই! এক-একটা লক্ষ্যভ্রষ্ট উল্কাপিণ্ড যেমন সহসা অন্ধকারের মধ্যে জ্বলিয়া উঠিয়া কোথায় পৃথিবীর গায় ঝরিয়া পড়ে, এ যেন তাহারই মত পারি সহরের বুকের মধ্যে সহসা কোথা হইতে ঠিকরিয়া আসিয়া পড়িয়াছে!

গাড়ীতে মাতা-পুত্রে কিছুক্ষণ কোন কথা হইল না! সহসা জ্যাক ডাকিল, "মা!"

ইদা কহিল, "কেন, জ্যাক?"

"তুমি কথা কচ্ছ না কেন, মা?"

ইদা কহিল, "তোর জন্ত আমার কি কষ্ট, তা তুই জানিস্ না, জ্যাক! যেদিন তুই প্রথম এসেছিস্, সেইদিন থেকেই যে আমি কি

যাতনা পাচ্ছি—।” ইদা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল! জ্যাকের মুখে বিষাদের একটা কালো ছায়া পড়িল। মুখ তুলিয়া সে কহিল, “আমি ত কিছু করিনি, মা!”

জগতে জ্যাক শুধু একজনকে জানে, একজনকে ভালবাসে—সে একজন আর কেহ নহে, তাহার এই মা! সেই মার মনে সে ব্যথা দিয়াছে! জ্যাকের বুক যেন ফাটিয়া গেল! ফুঁপাইয়া সে কাঁদিয়া উঠিল! মায়ের প্রাণ এ দুঃখে স্থির রহিল না। ইদা বলিল, “ছিঃ, দুষ্ট ছেলের মত কাঁদে কি? আমি তোমায় ক্ষেপাচ্ছিলুম যে! ছিঃ, চুপ কর—সোনা আমার, মাণিক আমার! না, না, তোমাকে পেয়ে আমি সুখে আছি! বড় সুখে আছি! আর কে আমার আছে, জ্যাক? আমারই দোষ—না,—তুমি কিছু জানো না—ফুলের মতই সুন্দর নিষ্পাপ তুমি!”

জ্যাককে বুকের মধ্যে টানিয়া ইদা বার বার তাহার মুখে চুম্বন করিতে লাগিল। সে আদরে জ্যাকের সকল কষ্ট, সকল অভিমান নিমেষে দূর হইয়া গেল! মার বুকে মুখ রাখিয়া আনন্দ-গদ্‌গদ স্বরে জ্যাক ডাকিল, “মা—”

গাড়ী আসিয়া বাটীর দ্বারে লাগিল। দাসী কনস্তাঁ ছুটিয়া আসিল। জ্যাককে দেখিয়াই তীব্র স্বরে সে কহিল, “এ কি! তুমি ফিরে এসেছ? নাঃ, ভারী দুষ্ট হয়েছ, তুমি! পাহারওলা দিয়ে তোমাকে স্কুলে পাঠাতে হবে দেখ্‌ছি। আর মাও অমনি তেমনই,—কিছু বলবে না ত! খালি আদর, খালি আদর!”

ইদা কহিল, “না, না, কনস্তাঁ, ওর কোন দোষ নেই! তারা ওকে স্কুলে নিলে না যে—বুঝতে পাচ্ছিস্? এমনভাবে অপমান করলে—”

ইদার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল! সে ভাবিল, এমন কি অপরাধ সে করিয়াছে যে তাহার ভাগ্যে এত দুঃখ, এমন লাঞ্ছনা!

জ্যাককে বুকের কাছে টানিয়া কর্ত্রী কহিল, "স্কুলে নিলে না, তাতে কি হয়েছে? আর কি স্কুল নেই? ভাবনা কি! কিন্তু আস্পর্দ্ধা দেখ একবার! এই সেদিন ডিক বলছিল, ও আগে যেখানে কাজ করত, ওর সেখানকার সেই মনিবের ছেলে এক স্কুলে পড়ে,—খাসা স্কুল সে, মাইনেও কম। সেই স্কুলের খোঁজ নিচ্ছি আমি। দাঁড়াও ত!"

ইদা বলিল, "সে তখন কাল ভেবে দেখা যাবে! এখন খাবার দে, জ্যাকের খিদে পেয়েছে। অনেক ক্ষণ ও খায়নি। আহা, মুখখানি শুকিয়ে গেছে। জ্যাক—"

"মা" বলিয়া জ্যাক মার কাছে আসিল। মা জ্যাকের মুখে চুম্বন করিয়া আবার ডাকিল, "জ্যাক!"

"কেন, মা?"

"বাবা—"

ইদা দুই হাতে জ্যাককে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল। তাহার মুখে আর একটিও কথা ফুটিল না! সে ভাবিতেছিল, পাপের কি এমনই তেজ যে এ জগতে তাহার জ্বালা কখনও থামিবে না? এই সুন্দর অবোধ বালক, সে কেন অপরের জন্য কষ্ট পায়? সে ত নির্দ্দোষ, অকলঙ্ক, তবু মানুষের এমনই বিচার, এমনই তাহার ন্যায়ের দণ্ড! জ্যাক মার দেহের উপর ভর দিয়াছিল—সে অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল—অল্প তন্দ্রাও আসিতেছিল। তন্দ্রার ঘোরে স্বপ্নে সে শুনিল, করুণ স্বরে যেন কে বলিতেছে, "আহা বেচারা—বেচারা ছেলেটি!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নূতন স্কুল

পারি সহরের এক প্রান্তে কতকগুলা জীর্ণ প্রাচীন অট্টালিকার পশ্চাতে একটা সরু গলি বাঁকিয়া গিয়াছে। সেই গলিতে কয়েকখানা কুটীর; কুটীরগুলিতে কুলি, সহিস, কর্ম্মান্বেষী ভৃত্য-সম্প্রদায় এবং দরজী ও শ্রমজীবিদের বাস। সকালে সন্ধ্যায় কুশ্রী কদাকার বালকগুলার খেলার দাপটে ভদ্রলোকের পক্ষে সে পথে চলা দায় হইয়া উঠে। বড় গাড়ী সে গলির পথে চলিতে পারে না, এবং এ পথে আসিবার প্রয়োজনও তাহাদের বড়-একটা ঘটিয়া উঠে না।

এমনই গলির মধ্যে এক স্কুল-গৃহ, নাম, 'মোরোনভা জিম্-নাজ্।' বাড়ীটি যেমন জীর্ণ, অধিবাসীদের জীবনও তেমনই। প্রত্যহ সকালে এবং সন্ধ্যায় যখন নানা-বেশধারী শীর্ণকায় কুৎসিত বালকের দল তাড়াইয়া স্কুলের অধ্যক্ষ গৃহে ফিরিত, তখন তাহাদের চাল-চলনে দর্পের যথেষ্ট আড়ম্বর থাকিলেও ভিতরকার দৈন্যটুকু কিছুতেই ঢাকা পড়িত না। কিন্তু পল্লীর মধ্যে সে দৈন্য বুঝিবার লোক ছিল না, ইহাই ছিল আশ্বাসের কথা! মাদাম বারান্সি স্বয়ং আসিয়া যদি এ স্কুল-গৃহ প্রত্যক্ষ করিত, তাহা হইলে বেচারা জ্যাক কখনই এই অন্ধকার গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইত না! কিন্তু জ্যাককে লইয়া ইদা আজ এখানে আসে নাই, জ্যাকের সঙ্গে আসিয়াছিল, দাসী কন্স্তাঁ!

বহির্দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ ছিল! সহসা দিবা দ্বিপ্রহরে সে দ্বারে করাঘাতের শব্দ শুনিয়া অধ্যক্ষ মোরোনভা বিস্মিত হইয়া গেল! সে যেন উদ্‌ভ্রান্ত হইল! এ কি স্বপ্ন! কিন্তু না, ঐ যে দ্বারে কে আবার ঘা দেয়! চাবির গোছা লইয়া মোরোনভা দ্রুত দ্বারের দিকে চলিল।

দ্বার মুক্ত হইলে কনস্তাঁ ও জ্যাক ভিতরে প্রবেশ করিল।

নদীতে জোয়ার আসিলে ভিতরকার জল যেমন স্রোতের বেগে কাঁপিয়া ফুলিয়া উঠে, সারা স্কুলগৃহে তেমনই একটা আনন্দের স্পন্দন বহিয়া গেল। "ড্রয়িং রুমে আগুন আনো" শব্দে স্তব্ধ স্কুলগৃহ সহসা কাঁপিয়া দুলিয়া উঠিল। জ্যাক ও কনস্তাঁকে আনিয়া মোরোন্ভা ড্রয়িং রুমে বসাইল! এক কৃষ্ণকায় কাফ্রি বালক আসিয়া আগুন জ্বালিয়া দিল!

দেখিতে দেখিতে ভিড় জমিয়া গেল। বহুদিন পরে জীর্ণ গৃহের সংস্কার হইলে চারিধার যেমন একটা নূতন শ্রীতে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, সকলের মুখে তেমনই একটা আনন্দের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল।

কনস্তাঁর সহিত মোরোন্ভার কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। 'জিম্-নাজ্ মোরোন্ভা'র নাম শুনিয়া ছেলেটি যাহাতে মানুষ হয়, এই ভরসায় জ্যাককে মোরোন্ভার তত্ত্বাবধানে রাখিবার জন্যই তাহার আগমন হইয়াছে!

মাদাম মোরোন্ভা অত্যধিক আত্মীয়তা দেখাইবার লোভে বলিয়া উঠিল, "ছেলেটির চোখদুটি দেখেছ! একেবারে হুবহু মার মত।"

একটা তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টি মাদামের মুখে স্থাপিত করিয়া জ্যাক বলিল, "ও আমার মা নয়—ও ঝী!"

মাদাম মোরোন্ভা অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিল।

তখন দর-দস্তুর চলিল। মোরোন্ভা কহিল, "এখানে বেশী ছেলে নেওয়া হয় না। নম্বরে বেশী হলে ছেলেদের তদ্বির তেমন হয় না—লেখাপড়ারও ব্যাঘাত হয়! তা ছাড়া এখানে মন আর শরীর দুয়েরই শিক্ষা দেওয়া হয় কি না, সে জন্য দরটা একটু বেশীই পড়ে। বছরে একশ' কুড়ি পাউণ্ড দিতে হবে—তা ছাড়া কাপড়-চোপড় যা লাগে।"

তার পর স্কুলের অপূর্ব্ব পরিচয়ও দেওয়া হইল। উচ্চারণ দুরু‍ করিতে এবং সর্ব্বপ্রকার আদব-কায়দা শিখাইতে এমন স্কুল আ দুইটি নাই! আর স্নেহ-যত্ন! ছাত্রেরা স্কুল-গৃহটিকে ঠিক বাড়ীর মতই মনে করে! স্কুল ছাড়িয়া নড়িতে চাহে না! মোরোন্‌ভা কহিল, "এক রাজপুত্তুর আবার এখানে পড়ছে!"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কন্‌স্তাঁ কহিল, "রাজপুত্তুর?"

মোরোন্‌ভা কহিল, "হাঁ, রাজপুত্র! বুঝলে জ্যাক, রাজার ছেলের সঙ্গে তুমি পড়বে, এখানে! দাহমির রাজপুত্র! মাদু যখন সে রাজ্যের রাজা হবে, তখন এখানকার শিক্ষার জন্য চিরকাল সে কৃতজ্ঞ থাকবে!"

কথাটা শুনিয়া জ্যাক একটু আনন্দিত হইল! রাজপুত্র! মার কাছে সে কত পরীর গল্প, রাজপুত্রের গল্প শুনিয়াছে। রাজপুত্রকে দেখিবার জন্য কত দিন তাহার সাধ হইয়াছে, কিন্তু কখনও দেখা মিলে নাই। এখানে সেই রাজপুত্রের সহিত সে একত্র পড়িবে! না জানি, কোন্ পরীকন্যার স্নিগ্ধ সরস প্রেমের সুন্দর নির্ম্মল ধারায় এই রাজপুত্রের হৃদয়টুকু অভিসিঞ্চিত!

কন্‌স্তাঁ বলিল, "তা হলেও মশায়, একটি ছোট ছেলের জন্য বছরে এত টাকা!"

মোরোন্‌ভা বাধা দিয়া বলিল, "তার জন্য তাড়া কি? এক কিস্তিতে না পারো, দু কিস্তিতে টাকাটা দিলেও চলবে!"

কিন্তু তাড়া যথার্থই ছিল!

সমস্ত বাড়ীখানাই সে কি-এক করুণ সুরে সাহায্য চাহিতেছিল। ভগ্ন টেবিল-চেয়ার, জীর্ণ দেওয়াল, ছিন্ন মলিন কার্পেট, মোরোন্‌-দারিদ্র্য-জীর্ণ বিশ্রী পোষাক, অর্দ্ধপূর্ণ অন্নের পাত্র দারুণ দুঃখেই আশ্র-মাগিতেছিল। এ দৈন্য ঘুচাইবার উপায়ও ছিল না! যেমন করিয়া

উক, যেখান হইতে হউক, চাই, চাই, সাহায্য চাই, ভিক্ষা ই!

এই জীর্ণ গৃহ, শিক্ষকগণের দীন-মলিন বেশ, চারিধারে এই বিষম নিরানন্দ ভাব দেখিয়া জ্যাকের প্রাণ কেমন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল! তাহার বারবার মনে পড়িতেছিল, সেই স্কুল-বাড়ীর কথা—যেখানে মার সহিত সেদিন সে গিয়াছিল। শিক্ষকদের সস্মিত প্রফুল্ল মুখ, সুন্দর সজ্জিত বাড়ী, সঙ্গী ছাত্রগণের মুক্ত স্বচ্ছ আনন্দ-কোলাহল, সে কি মধুর! কেন সে সেখানে থাকিতে পাইল না?

মোরোনভা তখন একখানি বাঁধানো মোটা খাতা লইয়া কি লিখিতে বসিল। কনস্তাঁ মাদাম মোরোনভার সহিত কথা কহিতে কহিতে জ্যাকের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। কনস্তাঁর কথা শুনিতে শুনিতে মাদাম মোরোনভা বলিতেছিল, "আহা, বেচারা, বেচারা ছেলেটি!"

বেচারা ছেলে! ইহারাও বলে, সেই কথা! কেন,—সে কি করিয়াছে যে, পৃথিবীর সকল প্রাণীর নিকট আজ সে এতখানি করুণার্হ হইয়া পড়িয়াছে! এ অযাচিত করুণা, এ অনাহূত সহানুভূতি জ্যাক চাহে না ত! তবু কেন এ বিড়ম্বনা!

কনস্তাঁ পকেট হইতে নোটের তাড়া বাহির করিয়া মোরোনভার হাতে দিল। চারিধারে শিক্ষকগণের চক্ষু হইতে একটা লোলুপ অধীর দৃষ্টি নোটগুলার উপর যেন ঝাঁপাইয়া পড়িল। কনস্তাঁর সহিত শিক্ষকগণের আলাপ-পরিচয় হইল! ইনি আচার্য্য লাবাস্যান্দ্র্—সঙ্গীত-শিক্ষক! ইনি ডাক্তার হারজ্—বিজ্ঞানের অধ্যাপক,—মুখখানা ঘোড়ার মতই দীর্ঘ, কুশ্রী, ক্ষুদ্র চক্ষু চশমার আবরণে মণ্ডিত, শীর্ণ দেহ! ইনি আর্জাস্তঁ—ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ কবি, নিভৃতে শিক্ষা-ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন—সাহিত্যের অধ্যাপক!

দলের মধ্যে দেখিতে যদি কেহ সুশ্রী থাকে, তবে সে এই আর্জান্ত ! কিন্তু ইহাকে দেখিয়া জ্যাকের বুক কাঁপিয়া উঠিল ! তাহার চোখে যেন হিংসার একটা 'তরল' প্রবাহ বহিতেছে,—জ্যাকের মনে হইল, এ যেন কোন্ ভীষণ শত্রু—পরী-কাহিনীর সেই দৈত্যের সম্মুখে সে আসিয়া পড়িয়াছে !

হায়, জীবনের কত দুর্দ্দিনে তাহাকে এই আর্জান্তর চোখের বিষে জর্জ্জরিত হইতে হইবে—সুদূর ভবিষ্যৎ ক্ষিপ্র একটা বিদ্যুৎ-চমকের মতই জ্যাকের সমস্ত অন্তর চিরিয়া তাহার রেখাপাত করিয়া গেল !

মোরোন্ভা, জ্যাকের পৃষ্ঠে হাত রাখিয়া ডাকিলেন, "তাহলে এসো জ্যাক !"

কন্স্তাঁ যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে উঠিতে দেখিয়া জ্যাকের চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল ! কন্স্তাঁর উপর তাহার এতটুকু টান ছিল না, কিন্তু তবু জ্যাকের মনে হইতেছিল, কন্স্তাঁ বাড়ী যাইবে। সেই বাড়ী,—যেখানে মা আছে, কত আদর-স্নেহের সম্ভার লইয়া মা বসিয়া আছে, কন্স্তাঁ সেই মার কাছে ফিরিয়া যাইবে ! কিন্তু সেই মার কাছে যাইবার তাহার আজ আর কোন পথ নাই ! সে স্নেহ-ভরা ভবনের দ্বার তাহার সম্মুখে আজ রুদ্ধ ! সে আনন্দ-উল্লাসের সহিত সকল সম্পর্কই তাহার ফুরাইয়াছে ! আহা, সে যদি জ্যাক না হইয়া কন্স্তাঁ হইত ! এখানে মিষ্ট কথা বলিতে কেহ নাই, আদর করিতেও কেহ নাই ! চারিধারেই বিচারকের অপ্রসন্ন অকরুণ মুখ—না আছে ভালবাসা, না আছে স্নেহ !

কন্স্তাঁর হাত ধরিয়া জ্যাক বলিল, "কন্স্তাঁ, মাকে আসতে বলো—"

"তা বলব—মা আসবেন, কিন্তু তাই বলে তুমি কেঁদো না, জ্যাক !"

জ্যাকের চোখে বাণ ডাকিয়াছিল। কিন্তু এতগুলা লোক ব্যগ্রভাবে

এখন জিম-নাজ্ মোরোন্‌ভার অধ্যক্ষগণের হাতে পড়িয়া ইহা এক অপূর্ব্ব শিক্ষা-নিকেতনে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে রৌদ্রের তেজ এবং শীতের রাত্রে হিমের উৎপাত, ইহার কোনটা হইতেই নিষ্কৃতি ছিল না! ছাত্রের দলকে দুইটা অসুবিধাই সমানে ভোগ করিতে হইত, উপায়ান্তর ছিল না!

এই ঘরে কুড়িখানি খাটিয়া পাতা, তাহার মধ্যে দশটিতে বিছানা পড়িয়াছে। দ্বারের নিকট একখণ্ড জীর্ণ কার্পেট বিছানো! মোরোন্‌ভা বলিত, ইহার অধিক ব্যবস্থা ঠিক হইবে না, কারণ, ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালন করাটাই সঙ্গত।

কিন্তু এতখানি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য বালকদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল দাঁড়াইল না। স্যাঁতসেঁতে ঘরে পোকা-মাকড়েরও যথেষ্ট উপদ্রব ছিল। তাহার উপর হিম ও রৌদ্রের নিরবচ্ছিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতে তাহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। বাত, কাশী, জ্বর ত ছাত্রদের শরীরে লাগিয়াই ছিল—তাহার উপর ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দে সুনিদ্রারও উপায় ছিল না! অসহায় ছাত্রের দল এ-সকল কষ্টই নীরবে সহ্য করিত।

প্রথম রাত্রে জ্যাকের চোখে ঘুম আসিল না। বাড়ীতে তাহার সেই শীতাতপিত সু-উষ্ণ আলোকোজ্জ্বল সজ্জিত ছোট ঘরখানি! তাহার তুলনায় এ যেন এক অন্ধকারময় ভীষণ গহ্বর!

বালকের দল শয়ন করিলে এক কাফ্রী বালক আসিয়া কক্ষের আলো লইয়া গেল। সকলে ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িল, কিন্তু জ্যাকের চোখে ঘুম আসিল না!

তুষারকণা-পরিব্যাপ্ত কাচের মধ্য দিয়া যেটুকু ক্ষীণ আলো আসিতেছিল, তাহারই সাহায্যে জ্যাক দেখিল, পাশাপাশি খাটিয়াতে কতকগুলা যেন কম্বলের পুঁটুলি পড়িয়া রহিয়াছে! তাহার মধ্য হইতে নিশ্বাস ও নাসিকার ধ্বনি এবং থাকিয়া থাকিয়া কাশির শব্দও জাগিয়া

উঠিতেছে! সে যেন মানব-জীবনের এক করুণ কাহিনীর শোচনীয় পৃষ্ঠা!

জ্যাকের শীত বোধ হইতেছিল। এই অনভ্যস্ত জীবনের প্রবেশ-দ্বারে এক বিচিত্র কৌতূহল তাহাকে কেমন অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। সে দিনের ঘটনাগুলা তাহার যেন স্বপ্নের মতই মনে হইতেছিল! মোরোনভার সাদা টাই, হারজের প্রকাণ্ড চশমা এবং মলিন জামা, এবং সর্ব্বোপরি 'শত্রুর' সেই গর্ব্বিত বিষদৃষ্টি—জ্যাকের প্রাণটাকে ত্রাসিত করিয়া তুলিয়াছিল! মার কাছে ছুটিয়া যাইবার জন্য প্রাণটা তাহার অধীর আকুল হইয়া উঠিতেছিল। এমন সময় দূরের ঘড়িতে এগারোটা বাজিল! মা এখন কি করিতেছে? নিশ্চয় এখন থিয়েটারে, না, বোধ হয়, নাচে! কিন্তু এখনই ফিরিয়া আসিবে—গলায় সেই ফারের বেষ্টনী, মাথার টুপিতে লেসের ঝালর!

রাত্রে গৃহে ফিরিয়া জ্যাকের বিছানার পাশে দাঁড়াইয়া মা ডাকিত, "জ্যাক, ঘুমিয়েছ ত!" কি মিষ্ট, মধুর, সে স্বর! নিদ্রাতেও জ্যাক মার উপস্থিতি কেমন সহজে বুঝিতে পারিত! মার স্পর্শে তাহার যেন দিব্য দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিত—এবং স্বপ্নে-জাগরণে মার কোমল সুন্দর মুখখানি তাহার চোখের সম্মুখে জাগিয়া রহিত। মা চলিতেছে-ফিরিতেছে, চতুর্দ্দিকে যেন একটা দীপ্ত ঔজ্জ্বল্য, বালসূর্য্যের একটা স্নিগ্ধ রশ্মিচ্ছটা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! স্বর্গ হইতে যেন কোন দেবী নামিয়া আসিয়াছে! কিন্তু আজ?

দিনের বেলা অধ্যক্ষ ও শিক্ষকগণের অতিরিক্ত মনোযোগ ও অভ্যর্থনার ঘটায় বাড়ীর অভাবটা জ্যাককে ততখানি কাতর করিতে পারে নাই। তাহার উপর নূতন সহচরগণের সহিত খেলা-ধূলায় সময়টুকু বেশই কাটিয়া গিয়াছে।

এখন একটা কথা জ্যাকের মনে পড়িল। রাজপুত্র,—দাহমি

রাজপুত্র! কোথায় সে? ছুটিতে বাড়ী গিয়াছে কি? রাজপুত্রের সহিত একবার দেখা হইলে জ্যাক তাহার সহিত তখনই ঘনিষ্ঠতা করিয়া ফেলিবে—বন্ধুত্বের স্বর্ণশৃঙ্খলে আপনাকে ধরা দিবেই। বিছানায় শুইয়া জ্যাক কেবলই ভাবিতেছিল, কোথায় এই রাজপুত্র!

রুদ্ধ কাটির অপর কক্ষ হইতে মধ্যে মধ্যে বাদ্যের একটা ঝঙ্কার উঠিতেছিল! লাবাস্থাল্ড্র্ অর্গিণ বাজাইতেছিল---পার্শ্বে অশ্বের ক্ষুরোথিত শব্দে ঘরের দেওয়াল অবধি কাঁপিয়া উঠিতেছিল। জ্যাক বিছানায় শুইয়া তাহাই শুনিতেছিল। ক্রমে চারিধার নিস্তব্ধ হইয়া আসিল!

এমন সময় সেই কাফ্রী বালক লণ্ঠন-হস্তে কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিল। জ্যাক মাথা তুলিয়া দেখিতেই কাফ্রী বালক কহিল, "এঁ কি, তুমি ঘুমোও নি?"

মৃদু নিশ্বাস ফেলিয়া জ্যাক বলিল, "না, ঘুম আসছে না!"

বিদ্রূপের মত সুরে কাফ্রী বালক কহিল, "নিশ্বাস ফেলছ! তা নিশ্বাস ফেললে দুঃখ অনেকটা কমে বটে! গরীব লোকে যদি এই নিশ্বাসটুকু না ফেলতে পারত, তা হলে দুঃখে বোধ হয় তাদের বুকখানাই ফেটে যেত!"

লণ্ঠন রাখিয়া কাফ্রী বালক জ্যাকের শয্যার পার্শ্বে একটা কম্বল বিছাইল, পরে তাহাতে বসিয়া সে কহিল, "উঃ, বাইরে কি ভয়ঙ্কর বরফ পড়ছে!"

জ্যাক কহিল, "তুমি এখানে শোবে? ঐ শুধু কম্বলের উপরই? চাদর কি?"

কাফ্রী বালক উত্তর দিল, "না—আমি কালো মানুষ, চাদরের দরকার নেই।"

কথাটা বলিয়া কাফ্রী বালক মৃদু হাসিল। পরে বুকের মধ্য হইতে হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত ছোট একটি কৌটা বাহির করিয়া সসম্ভ্রমে সেটিতে চুম্বন করিয়া সে শুইয়া পড়িল।

জ্যাক কহিল, "বাঃ—মেডেলটা ত ভারি মজার দেখতে !"

কাফ্রী বালক কহিল, "এ মেডেল নয়—এ আমার গ্রিগ্রি।"

"গ্রিগ্রি"র অর্থ জ্যাকের ঠিক বোধগম্য হইল না। সে ভাবিল, ভাগ্য সুপ্রসন্ন করিবার জন্য এ বুঝি কোনরূপ একটা মন্ত্রঃপূত মাদুলি !

বালক কহিল, দেশ ছাড়িয়া আসিবার সময় পিসী ক্যারিকা তাহার কণ্ঠে এই মাদুলিটি পরাইয়া দিয়াছে ! পিসী ক্যারিকা—যাহাকে ছাড়িয়া একদণ্ড সে থাকিতে পারিত না—যে ক্যারিকা মাতৃহীন কাফ্রী বালককে একান্ত স্নেহে বুকের মধ্যে পুরিয়া রাখিয়াছিল—এবং আবার একদিন লেখাপড়া শেষ করিয়া যে ক্যারিকার কাছে সে ফিরিয়া যাইবে !

জ্যাক কহিল, "আমিও মার কাছে ফিরে যাব।"

মুহূর্ত্তের জন্য উভয়ে নিস্তব্ধ হইল। উভয়েই ক্যারিকার কথা ভাবিতেছিল ! কি স্নেহশীলা এই নারী—তিনি এখন কোথায়, কি করিতেছেন ? প্রবাসী বালকের কুশল মাগিতেছেন, নিশ্চয় !

জ্যাক বলিল, "তোমার দেশ খুব ভাল, না ? সে এখান থেকে কতদূর ? সে দেশের নাম কি ?"

কাফ্রী বালক উত্তর দিল, "দাহমি !"

জ্যাক বিছানার উপর উঠিয়া বসিল, সাগ্রহে কহিল, "ওঃ, তাহলে —তাহলে তুমি তাকে নিশ্চয় জান ! তার সঙ্গেই বুঝি তুমি ফ্রান্সে এসেছ ?"

"কার সঙ্গে ?"

"রাজা—দাহমির রাজপুত্রের সঙ্গে !"

"আমিই ত সে।" বলিয়া কাফ্রী বালক আবার হাসিল।

জ্যাক বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল ! রাজা ! রাজপুত্র ! যাহাকে সে সারাদিন নানা ফরমাস খাটিতে দেখিয়াছে, ঝাঁটা লইয়া

চারিধার যে পরিষ্কার করিয়াছে, টেবিলে খাবার পরিবেষণ প্লেট, গ্লাস, সব সাফ্ করিয়াছে, সেই ভৃত্য—এই কালো কাফ্রী —দাহমির রাজপুত্র! আশ্চর্য্য! কিন্তু না, কথাটায় তামাসা না মলে ত! বালকের চোখে-মুখে কেমন একটা স্বচ্ছ সরল ভাব ফুটিয়া রহিয়াছে যে! সে বুঝি কোন্ সুদূর দেশের সুন্দর অতীতের সুখের দিনগুলির কথা ভাবিতেছিল!

জ্যাক বিস্ময়ের সহিত কহিল, "কি রকম?"

কাফ্রী বালক, "এই রকম!" বলিয়াই সে ধড়মড়িয়া উঠিয়া আলোটা নিবাইয়া দিল, কহিল, "সারা রাত আলো জ্বললে কাল মার খেতে হবে আবার।" তারপর নিজের বিছানা জ্যাকের বিছানার কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, "তুমি ঘুমোবে না? দাহমির কথা মনে পড়লে আমার ত ঘুম আসে না—আজ আর ঘুম আসবেও না! দাহমির গল্প শুনবে, তুমি?"

"শুনব!"

তখন সেই নিস্তব্ধ রাত্রে সুনিবিড় অন্ধকারে কাফ্রী বালক জ্যাককে তাহার জীবনের বিচিত্র কাহিনী বলিতে লাগিল। উৎসাহে তাহার চোখ হইতে যেন একটা আনন্দের দীপ্তি ঠিকরিয়া পড়িতেছিল। শ্রোতার প্রাণও আগ্রহে পূর্ণ হইয়া উঠিল!

বালকের নাম মাদু। বিখ্যাত যোদ্ধা রাক-মাদু ঘেজোর সে একমাত্র পুত্র!

রাক-মাদু ঘেজোর বীরত্বের কথা কে না জানে! তাহার অসংখ্য সুবৃহৎ কামান, অগণ্য বীর সৈন্য, তীর-ধনু প্রভৃতি নানারকম অস্ত্র-শস্ত্র, সুশিক্ষিত রণহস্তী, বাদ্যকর, পুরোহিত, নর্ত্তকী, দুই শত স্ত্রী—এ সকলই রাক-মাদুর বিপুল ঐশ্বর্য্যের চূড়ান্ত পরিচায়ক! তাঁহার উচ্চ

জ্যাক কর্ণিত বর্ষায় সুরক্ষিত, বিচিত্র শঙ্খ-রত্নে খচিত, অসংখ্য কাষ্ঠজালে সজ্জিত। এই প্রাসাদে মাতুর জন্ম হয়। সূর্য্যের কিরণে "রিধার তখন ঝলমল করিতেছিল—প্রাসাদ-চূড়ায় পতাকা-শ্রেণী অধীর পবনে মৃদু-মন্দ কাঁপিতেছিল। শৈশবেই মাতুর মা তাহাকে ছাড়িয়া গেল। পিসী ক্যারিকা ছোট মাতুকে বুকের মধ্যে তুলিয়া লইল। মাতু যেন মাকে আবার ফিরিয়া পাইল। ক্যারিকার হৃদয়ে যেমন স্নেহ, বাহুতে তেমনই শক্তি! হস্ত-পদে তবলকীর মালা আঁটিয়া মুক্তকেশী ক্যারিকা মস্তকে হরিণের শৃঙ্গ-রচিত মুকুট লাগাইয়া যখন রণক্ষেত্রে নামিত, তখন বলবান শত্রুর হৃদয়েও ত্রাসের সঞ্চার হইত। সেই ক্যারিকার আদরে লালিত মাতু যখন একটু বড় হইল, তখন তাহার বিদ্যা-শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িল। দেশে সে সুবিধা নাই—কাজেই তাহাকে বিদেশে আসিতে হইল।

দেশে সে কি সুখেই দিন কাটিত। ক্যারিকার সহিত মাতু বনে শিকারে বাহির হইত। কি নিবিড় সে জঙ্গল! গাছের পাতায় কোথাও ফাঁক নাই! আকাশ দেখা যায় না,—কোন দিক দিয়া সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করে না, মাথার উপর আগাগোড়া কে যেন পত্র-রচিত সুবিস্তৃত চাঁদোয়া খাটাইয়া রাখিয়াছে। কথা কহিলে প্রতিধ্বনি গম্ভীর স্বরে বণিয়া উঠে! ফল-ফুলের অন্ত নাই—বর্ণ-গন্ধের সে এক অপরূপ লীলা। কোথাও পায়ের কাছ দিয়া নিরীহ সাপ সরিয়া যাইতেছে, কখনও কাহাকে আঘাত করে না! পাখীর দল নানা সুরে গান গাহিতেছে, বানরগুলা এ-গাছে ও-গাছে লাফাইয়া বেড়াইতেছে, ফুলগাছের আশে-পাশে ভ্রমরের দল ঘুরিয়া ফিরিতেছে! কোথাও বা সুদীর্ঘ পুষ্করিণী—আকাশের এতটুকু ছায়া তাহার বুকে প্রতিবিম্বিত হয় না, যেন বনদেবীর সুবৃহৎ দর্পণের মতই যে পড়িয়া রহিয়াছে;—যেন সবুজ রঙের প্রকাণ্ড একটা ঘোলা কাচখণ্ড!

জ্যাক বলিল, "বাঃ, বেশ ত!"

"হ্যাঁ, সুন্দর সে।"

তারপর মাদু শৈশবের কথা বলিতে লাগিল—অতিরঞ্জনের ফলে কাহিনীটি পরীর দেশের কাহিনীর মতই সুন্দর উপভোগ্য হইয়া উঠিল। গল্প বলিতে বলিতে মাদু অতীতের দিনগুলিকে এক নূতন চক্ষে দেখিতেছিল। অতসী কাচের মধ্য দিয়া দেখিলে বাহিরটা যেমন বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত বলিয়া মনে হয়, অতীতের এই দৃশ্যটুকুও তেমনই বিচিত্র মধুর রঙে ভরিয়া উঠিল!

দল বাঁধিয়া সকলে শিকারে বাহির হইত। বনের মধ্যে চারিধারে প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া তাহারই মধ্যে বসিয়া দুর্দ্দান্ত পশুর আক্রমণ হইতে সকলে আত্মরক্ষা করিত। কি সুখ, সে কি আনন্দ! তাই মাদুকে এ-সব ছাড়িয়া যেদিন ফ্রান্সের সুবিখ্যাত বর্নাফিলের স্কুলে আনা হইল, সেদিন তাহার প্রাণটা হাহাকার করিয়া উঠিল! এ যেন এক গহ্বরের মধ্যে কে তাহাকে নিক্ষেপ করিল! কোথায় গেল, স্বাধীনতার সে অপূর্ব্ব আনন্দ, সরল সঙ্গীবর্গের সে প্রাণ-খোলা উল্লাস-চীৎকার!

এখানে বাঁধা নিয়মে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়াশুনা করিতে হয়! সকলের সঙ্গে দলে মিশিয়া পরিমিত আহার, ভ্রমণ, খেলা—দুই দিনেই এ সব তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল! শেষে মাদু একদিন সকলের অজ্ঞাতে স্কুল ছাড়িয়া চম্পট দিল!

কিন্তু বেচারার ভাগ্য অপ্রসন্ন ছিল। তাই সে চট্ করিয়াই ধরা পড়িয়া গেল! আবার স্কুলে ফিরিতে হইল। এবার কড়া পাহারা বসিল। নিত্য সেই বই খুলিয়া বি, এ—বে, বি আই—বাই করিতে করিতে সে ভাবিতে লাগিল, পড়ার চেয়ে বুঝি মৃত্যুও ভাল! নীল আকাশের দিকে মাদু চাহিয়া থাকিত—এই আকাশ তাহার দেশেও ঠিক

নিটি! পাখী উড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া মাদু ভাবিত, সে হয়ত মিতেই চলিয়াছে! সে যদি মাদু না হইয়া পাখী হইত ত, কঠিন ওয়ালের অন্তরালে বসিয়া এমনভাবে দুঃখে পিষিয়া তাহাকে মরিতে ত না—পিসী ক্যারিকার কাছে কবে সে উড়িয়া যাইত!

একদিন সকলে মিলিয়া সমুদ্রের তীরে জাহাজ দেখিতে গিয়াছিল। হাজে উঠিয়া মাদুর মনে হইতেছিল, একদিন এই সুবৃহৎ জলের নীটা পিঠে বসাইয়া যেমন তাহাকে এখানে বহিয়া আনিয়াছে—আজ বার তেমনই ফিরাইয়া লইয়া যাইতে পারে না কি! সকলের চোখ ইয়া জাহাজের খোলে সে লুকাইয়া বসিয়া রহিল। তারপর যখন হাজ বহুদূরে ভাসিয়া চলিয়াছে, ক্ষুধায় কাতর মাদু তখন আর ইয়া থাকিতে পারিল না! জাহাজের কাপ্তেন পুরস্কারের লোভে কে আনিয়া বনফিলের হাতে তুলিয়া দিয়া গেল! বনফিল তখন পনার নিকট রাখা আর নিরাপদ নহে ভাবিয়া মাদুকে জিম-নাজ রোন্‌ভায় ভর্ত্তি করিয়া দিল।

প্রথম-প্রথম এখানে তখন সে কি আদর, কি অভ্যর্থনা! কের আদর-অভ্যর্থনার চেয়ে ঢের বেশী! রাজপুত্র আসিয়াছে—রধারে একটা ধূম বাধিয়া গেল! মোরোন্‌ভার সহিত এক বিলে বসিয়া মাদু আহার করিত, অপর বালকের দল ঈর্ষায় র পানে চাহিয়া থাকিত! মোরোন্‌ভা প্রায়ই বলিত, "মাদু যখন া হবে, স্কুলটা তখন দাহমিতে উঠিয়ে নিয়ে যাব, সরকারী বৃত্তিতে নে আর কোন দুঃখ-কষ্ট থাকবে না—মনের মত করে লেখাপড়া পয়ে দাহমিকে স্বর্গ করে তুলব।"

হারজ্‌ও তখন চিকিৎসা-শাস্ত্রে আপনার প্রতিভা খেলাইতে পারিবে! ন ঔষধ আবিষ্কার করিলে তাহার পরখের কোন সুবিধাই এখানে —ঔষধ খাইয়া যদি কেহ মরিয়া যায় ত পুলিশের টানাটানিতে

এমনিটি! পাখী উড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া মাদ্রু ভাবিত, সে হয়ত দাহমিতেই চলিয়াছে। সে যদি মাদ্রু না হইয়া পাখী হইত ত, কঠিন দেওয়ালের অন্তরালে বসিয়া এমনভাবে দুঃখে পিষিয়া তাহাকে মরিতে হইত না—পিসী ক্যারিকার কাছে কবে সে উড়িয়া যাইত!

একদিন সকলে মিলিয়া সমুদ্রের তীরে জাহাজ দেখিতে গিয়াছিল। জাহাজে উঠিয়া মাদ্রুর মনে হইতেছিল, একদিন এই সুবৃহৎ জলের পাখীটা পিঠে বসাইয়া যেমন তাহাকে এখানে বহিয়া আনিয়াছে—আজ আবার তেমনই ফিরাইয়া লইয়া যাইতে পারে না কি। সকলের চোখ এড়াইয়া জাহাজের খোলে সে লুকাইয়া বসিয়া রহিল। তারপর যখন জাহাজ বহুদূরে ভাসিয়া চলিয়াছে, ক্ষুধায় কাতর মাদ্রু তখন আর লুকাইয়া থাকিতে পারিল না! জাহাজের কাপ্তেন পুরস্কারের লোভে মাদ্রুকে আনিয়া বনফিলের হাতে তুলিয়া দিয়া গেল। বনফিল তখন আপনার নিকট রাখা আর নিরাপদ নহে ভাবিয়া মাদ্রুকে জিম-নাজ মোরোন্‌ভায় ভর্ত্তি করিয়া দিল।

প্রথম-প্রথম এখানে তখন সে কি আদর, কি অভ্যর্থনা! জ্যাকের আদর-অভ্যর্থনার চেয়ে ঢের বেশী! রাজপুত্র আসিয়াছে—চারিধারে একটা ধুম বাধিয়া গেল। মোরোন্‌ভার সহিত এক টেবিলে বসিয়া মাদ্রু আহার করিত, অপর বালকের দল ঈর্ষায় তাহার পানে চাহিয়া থাকিত। মোরোন্‌ভা প্রায়ই বলিত, "মাদ্রু যখন রাজা হবে, স্কুলটা তখন দাহমিতে উঠিয়ে নিয়ে যাব, সরকারী বৃত্তিতে সেখানে আর কোন দুঃখ-কষ্ট থাকবে না—মনের মত করে লেখাপড়া শিখিয়ে দাহমিকে স্বর্গ করে তুলব।"

হারজ্‌ও তখন চিকিৎসা-শাস্ত্রে আপনার প্রতিভা খেলাইতে পারিবে! নূতন ঔষধ আবিষ্কার করিলে তাহার পরখের কোন সুবিধাই এখানে নাই—ঔষধ খাইয়া যদি কেহ মরিয়া যায় ত পুলিশের টানাটানিতে

প্রাণ হইবার উপক্রম! মাদুর রাজ্যে সে নিত্য নূতন ঔষধের পরীক্ষা চালাইবে, পুলিশ তখন তাহার কিছু করিতে পারিবে না!

লাবাস্যান্দ্র দাহমির বর্ব্বর সঙ্গীত-শাস্ত্র সমুন্নত করিবে! সকলেই ভবিষ্যতের আশায় মাদুকে আদর করিত, সম্মান করিত। সকলেই আশা করিয়া বসিয়াছিল, মাদু একবার রাজা হইলে ভয়—চক্ষের পলকে সব দুঃখ ঘুচিয়া যাইবে! এখন যেমন তাহাদের প্রতিভার আলো অন্যায় দ্বেষের ভস্মে প্রচ্ছন্ন আছে, অনুকূল পবনে তখন সে ভস্মের রাশি উড়িয়া গেলে কি তীব্র তেজে তাহা জ্বলিয়া উঠিবে! এমন সময় সহসা একদিন সংবাদ আসিল, আশান্তিরা দাহমি অধিকার করিয়াছে, মাদুর পিতা যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছে, পিসী ক্যারিকা নিরুদ্দিষ্টা! লোক-মুখে পিসী শুধু একটা সংবাদ পাঠাইয়াছিল, মাদু যেন মাদুলিটিকে সযত্নে রক্ষা করে, তাহারই সাহায্যে নষ্ট রাজ্য আবার সে ফিরিয়া পাইবে,—দৈবজ্ঞের দল এ-কথাটা বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছে!

এ সংবাদের পর মাদুর আদর একটু কমিলেও তেমন কিছু অসুবিধা তাহাকে ভোগ করিতে হইল না। কিন্তু যখন এক বৎসর, দুই বৎসর কাটিয়া গেল, মাদুর হইয়া কেহ অর্থ দিল না, তখন স্কুলের ভৃত্যটিকে ছাড়াইয়া দেওয়া হইল—ভৃত্যের ব্যয়-নির্ব্বাহ রীতিমত কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল—এবং সেই ভৃত্যের স্থান অধিকার করিল, রাজপুত্র মাদু! মাদুকে একেবারে বিদায় দেওয়া হইল না—কারণ তাহা হইলে "রাজপুত্র এখানে পড়িতেছে" বলিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইবে না ত!

এ অপমানে মাদু কিন্তু সায় দিল না! তাহার সমস্ত অন্তর বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। নানা ভাবে সে বুঝাইতে লাগিল, যে এতখানি হীনতা সে সহ্য করিবে না! কিন্তু বেতের ঘায় নিত্য জর্জ্জরিত

হইয়া অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া সে দাসত্বেও সে নামিয়া পড়িল! কোথায় রহিল, তখন অত আদর, অত যত্ন! কর্পূরের মত কোথায় যেন সব উবিয়া গেল!

এখন ভোরে উঠিয়া মাহ্‌ বাজার করিতে যায়, ঘর পরিষ্কার করে, অর্থাৎ ভৃত্য ও পাচকের সকল কাজই তাহার দ্বারা সারিয়া লওয়া হয়।

হায় ক্যারিকা—পিসী ক্যারিকা—কোথায় তুমি? তোমার কত সাধের, কত আদরের মাহ্‌—আজ এখানে অধম ভৃত্য হইয়া দিন কাটাইতেছে! একবার যদি সে রাজ্য ফিরাইয়া পায় ত, মনের যত কিছু আক্রোশ—কিন্তু না, খুব মিষ্ট কথায় আদর-অভ্যর্থনা করিয়া জিন-নাজের এই দলটিকে সে দাহমিতে লইয়া যায়! তার পর এই মোরোন্‌ভা-হার্‌জের দলকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতিয়া এ দারুণ অপমানের চূড়ান্ত প্রতিশোধ লয়!

এই ভীষণ লাঞ্ছনায় থাকিয়া থাকিয়া মাহ্‌র বুকখানা যেন জ্বলিয়া উঠে! এই আগুনে মোরোন্‌ভার দলকে যদি সে পুড়াইয়া মারিতে পারে, তবেই মনের ঝাল মিটে! ভগবান কি সে দিন দিবেন না?

মাহ্‌র চোখ দুইটা বাঘের চোখের মতই জ্বলিতেছিল! জ্যাকের প্রাণ শিহরিয়া উঠিল! মাহ্‌র কাহিনী শুনিয়া তাহার দুঃখ হইতেছিল—আহা, রাজপুত্র মাহ্‌—সামান্য চাকরের মত আজ সে খাটিয়া সার হইতেছে! দুর্ভাগ্য, নিতান্তই সে উপায়-হীন, অসহায়!

মাহ্‌ কহিল, "তোমার মা বেশ বড় লোক, না? অনেক টাকা আছে, তাঁর?"

জ্যাক কহিল, "হ্যাঁ।"

মাহ্‌ কহিল, "তাই এরা তোমায় এত আদর করছে! টাকা না থাকলে এরা ভারী অত্যাচার করে! দেখছ ত, আমাকে!"

জ্যাক কিছু বলিল না। তখন দুই নূতন বন্ধুতে মিলিয়া আরও কত গল্প করিল। গল্প করিতে করিতে শেষে কখন যে উভয়ে ঘুমাইয়া পড়িল, কেহই তাহা জানিতে পারিল না। স্বপ্নের ঘোরে জ্যাকের মুখে প্রসন্ন হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে স্বপ্ন দেখিল, মাত্নকে লইয়া যেন সে মার কাছে ফিরিয়া গিয়াছে, মা মাত্নকেও কত আদর করিতেছে!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সাহিত্যিক মজলিস

মানুষ ঠেকিয়া শিখিতে চায়, দেখিয়া নহে। শিশু-প্রবৃত্তেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

মাত্নর কাহিনী শুনিয়া জ্যাকের প্রথমটা ভারী ভয় হইয়াছিল, কিন্তু মোরোন্‌ভার আদরে আর শিক্ষকদের সুমধুর ব্যবহারে ভয় দুঃস্বপ্নের মতই মিলাইয়া গেল।

প্রথম কয়েক মাস জ্যাক এতখানি আদর-সোহাগ ভোগ করিল যে সে ভুলিয়া গেল, অভাগা মাত্নর ভাগ্যেও একদিন এমনই আদর সোহাগ ঘটিয়াছিল, কিন্তু বেশী দিন রহে নাই!

লাবাস্যান্দ্র্‌, হার্‌জ্‌, আর্জান্তঁ সকলেই জ্যাকের সুখের জন্য শশব্যস্ত! ভোজের টেবিলে মোরোন্‌ভার পার্শ্বেই তাহার আসন! ছাত্রেরা খেলা-ধুলা করে, গান গাহে, সে সব শুধু জ্যাকের তৃপ্তির জন্যই!

জিমনাজ্‌-বাস কাজেই জ্যাকের সহিয়া গেল।

জ্যাকের এই অবস্থা দেখিয়া মাত্নর কিন্তু দুঃখ হইত। জ্যাকের পানে মাঝে মাঝে কেমন এক করুণ দৃষ্টিতে সে চাহিয়া থাকিত! সে

চাহনির অর্থ, হাবে অবোধ, এ সুখ, এ সোহাগ, কয় দিনের
জন্য ? অমন আদর-যত্ন আমিও একদিন পাইয়াছিলাম, কিন্তু আজ

এমনই ভাবে কয় মাস কাটিয়া গেল।

জ্যাকের মা প্রায়ই জ্যাককে দেখিতে আসিত। সে সময় ইদা কি সে খাতির। তাহার তুচ্ছ একটা কথাও জিম-নাজের সকলে নিবিষ্ট মনে শুনিতে বসিত!

সাহিসের ছেলেরা সেদিন দল বাঁধিয়া খেলা করিতেছিল। ঘরের মধ্যে জানালার ধারে বসিয়া জ্যাক সেই খেলা দেখিতেছিল। এমন সময় মোরোন্‌ভা আসিয়া ডাকিল, "জ্যাক্, জ্যাক্, তোমার মা এসেছেন।"

মা! জ্যাক লাফাইয়া মোরোন্‌ভার নিকট আসিল, সাগ্রহে কহিল, "কোথায় মা ?"

সুবেশা ইদা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার হাতে একটি ছোট ঝুড়ি—মিষ্টান্নে পরিপূর্ণ। ইদা ছাত্রদিগকে ডাকিয়া পাঠাইল। ক্ষুধার্ত্ত জীর্ণবেশ বালকের দল সম্মুখে আসিলে, ইদা মুঠি ভরিয়া ক বিস্কুট-কেক প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে বিতরণ করিল! ছাত্রের। আমোদের ঘটা পড়িয়া গেল। মার কোলের কাছে দাঁড়াইয়া জ্যাক্ অপূর্ব্ব গর্ব্বোল্লাসে এই বিরাট ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছিল।

এমনই ব্যাপারে যখন-তখন ইদা অত্যন্ত অর্থ ব্যয় করিত। মোরোন্‌ভার সারা দেহ ক্ষোভে জ্বালায় রি-রি করিতে থাকিত। অনর্থক এই সব বাজে খরচ। এত অর্থ টা যদি কোন সুযোগ্য সদাশয় ব্যক্তির হস্তে—যেমন মোরোন্‌ভা একজন—তুলিয়া দেওয়া হইত—অবশ্য তাহার ইচ্ছামত ব্যয়ের জন্য। বেচারার মাথায় সদ্ব্যয় ও সদনুষ্ঠানের কত কল্পনা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। শুধু টাকার অভাবে হৈ ত না!

অনেক সময় মোরোন্‌ভার ইচ্ছা হইত, মনের ভাবটা ইদাকে সে

লিয়া বলে, কিন্তু সাহসে কুলাইত না। তাহার চোখে-মুখে সে ভাব দিব্য ফুটিয়া রহিত। তাহাই যে ইদার বুঝিবার পক্ষে কেন ব্যর্থ হইতেছে না, ইহা সে স্থির করিতে পারিত না। পারিত না বলিয়াই মোরোন্‌ভার কেমন রাগ হইত!

বহু দিন হইতেই মোরোন্‌ভার সাধ—একখানি মাসিক-পত্র বাহির করে! নিজেদের দলের একখানা কাগজ না থাকিলে কি স্বাধীন চিন্তা প্রকাশ করা যায়! না, পাঁচজনের কাছে পরিচিত হওয়া যায়!

বন্ধু-বান্ধবদের কাছে প্রায়ই মোরোন্‌ভা এই কাগজ বাহির করিবার কথাটা পাড়িত। শুনিয়া সকলেই তাহাকে উৎসাহ দিত,—বেশ কথা বলিয়াছ! একখানা কাগজ বাহির করিতে পারিলে চমৎকার হয়! কত নূতন ভাব, নূতন চিন্তা নিত্য সকলের মাথায় আসে—এ-পর্য্যন্ত যাহা কাহারও মাথায় ধরা দেয় নাই—প্রকাশ করা ত দূরের কথা! আহা, শুধু নিজেদের একখানা কাগজের অভাবেই শুধু সে সব ভাব চাপা পড়িয়া নষ্ট হইতেছে!

মোরোন্‌ভার মনে একটা ধারণা কেমন বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল—যদি তাহারা কাগজ বাহির করে, ত তাহার ব্যয়-ভার জ্যাকের মা নিশ্চয়ই গ্রহণ করিবে! কিন্তু তাই বলিয়া ইদার নিকট মোরোন্‌ভা চট্‌ করিয়া কথাটা তুলিতে পারিল না। যদি ইদা তাহার মৎলবটা কোনরূপ সন্দেহের চক্ষে দেখে! তাহা হইলেই সব মাটি! ধীরে ধীরে সে আপনার কাজ গুছাইয়া লইবে, স্থির করিল!

মোরোন্‌ভার স্ত্রী নানা কথার পর ইদাকে ঈষৎ সঙ্কুচিতভাবে কহিল, "মোরোন্‌ভার একটা অনুরোধ আছে, কিন্তু কথাটা তুলতে তিনি একটু কুণ্ঠিত হচ্ছেন—"

ইদা সাগ্রহে বলিল, "কি? কি কথা?"

ইদার কথায় এতখানি আগ্রহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল দিনের মোরোন্‌ভার ইচ্ছা হইল, কাগজের জন্য একেবারেই সে কিছু আজ চাহিয়া বসে! কিন্তু সে বিলক্ষণ চতুর, ভবিষ্যতের বিষয় ভাবিয়া তবে কাজ করে! সুতরাং আসল কথার কিছুই সে আপাততঃ ভাঙ্গিল না, ইদাকে শুধু কহিল, "আমাদের একটা সাহিত্য-সভা আছে, এই রবিবারে তার একটা অধিবেশন হবে, আপনি যদি অনুগ্রহ করে আসেন—"

ইদা জিজ্ঞাসা করিল, "সভায় কি হবে?"

"প্রবন্ধ-পাঠ, আবৃত্তি, গান—"

"আর কে কে সব আসবেন?"

মোরোন্‌ভা একটু কাশিয়া উত্তর দিল, "আরও অনেক ভদ্রলোক আসবেন। বিস্তর মহিলারও নিমন্ত্রণ হয়েছে!"

ভদ্রসমাজে মিশিবার একটা উৎকট বাসনায় এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে ইদা এক মুহূর্ত্তও ইতস্তত করিল না।

মোরোন্‌ভা অত্যন্ত খুসী হইল। সভাগৃহ সাধ্যমত ভাল করিয়া সাজানো হইল। ফটকের সম্মুখে দুইটি রঙিন আলোর ব্যবস্থা হইল। বাতিদান কয়টা মাদ্‌ ঘসিয়া-মাজিয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলিল! কক্ষের সমস্ত আসবাব-পত্র অবধি মাদ্‌ যথাসাধ্য মার্জ্জিত করিল। রাত্রি আটটায় মজলিস বসিবে!

মোরোন্‌ভার জীবনে আজ এক মহা উৎসব। তাহার পরিচিত যত ব্যর্থ কবি, ব্যর্থ শিল্পী সকলেই প্রায় নিমন্ত্রিত হইয়াছে।

আটটার সময় বালকের দল বেঞ্চে আপনাদিগের আসনে আসিয়া বসিল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিমন্ত্রিত লোকেরাও দলে দলে উপস্থিত হইতে লাগিল। সে দলে কবি, শিল্পী, চিত্রকর, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক

কলেই আছে, তবে ভাগ্যলক্ষ্মী যে কাহারও প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন নাই, তাহা তাহাদের মূর্ত্তি দেখিলেই বুঝিতে বিলম্ব হয় না! বাণীর যত অনাদৃত উপেক্ষিত পুত্রগণ! নিতান্তই বেচারা! তাহাদের শীর্ণ দেহ, জীর্ণ বেশ, কোটর-গত চক্ষু, বিষণ্ণ ভাব দেখিলে সত্যই দুঃখ হয়! প্রতিভাসত্বেও লোকে যে তাহাদের কদর বুঝিল না, এই দুঃখই যেন তাহাদের হাড়ে হাড়ে বিঁধিয়া রহিয়াছে!

সকলেই আসিয়াছে। কিন্তু জ্যাকের মা, ইদা কৈ? যাহার জন্য মোরোনভার আজ এত আয়োজন!

ইদার বিলম্ব দেখিয়া মোরোনভা বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল; দলের সকলেই ক্ষুণ্ণ হইল।

সকলের কাছে গিয়া মোরোনভা চুপি-চুপি বলিতে লাগিল, "কাউণ্টেসের জন্যই একটু অপেক্ষা করছি, শুধু, না হলে সময় হয়েছে ঠিক।"

অবশেষে অনেক দেরী হইয়া গেলে ইদার আসিবার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া আর্জান্তঁকে তাঁহার কবিতা পাঠ করিতে অনুরোধ করা হইল।

আর্জান্তঁ তখন এক বিচিত্র ভঙ্গীতে স্ব-রচিত কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিল! রচনা যেমন জঘন্য, আবৃত্তির ভঙ্গীও ঠিক তাহার অনুরূপ। কিন্তু তাহাতে কি আসিয়া যায়! ঘন ঘন করতালি-বৃষ্টি হইতে লাগিল! কেহ বলিল, "বাহবা!" কেহ বলিল, "চমৎকার!"

এইরূপে প্রশংসিত হইয়া আর্জান্তঁ আরও উৎফুল্ল চিত্তে কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিল।

এমন সময় ধীরে ধীরে ইদা সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

আর্জান্তঁর দৃষ্টি তখন ঊর্দ্ধে, কোন্ অনির্দ্দিষ্ট কাব্য-লোকে—কাজেই ইদাকে সে লক্ষ্য করিল না! কিন্তু ইদা তাহাকে দেখিল—

ই চোখে, নূতন দৃষ্টিতে! সেই মুহূর্ত্তেই ইদার ভবিষ্যৎ নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল! তাহার মনে হইল, যেন তাহার সারা জীবনের সকল সাধ, সকল আকাঙ্ক্ষা আজ ঐ মানুষটির মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহার সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে! এক মুহূর্ত্তেই ইদা আপনাকে তাহার পায়ে সঁপিয়া দিল!

ইদাকে দেখিয়া জ্যাক ব্যস্ত হইয়া উঠিল। মোরোন্‌ভা শশব্যস্তে উঠিয়া অভ্যর্থনা করিল। আর্জান্ত ভিন্ন কক্ষস্থ সকলেরই চিত্ত ইদার সে মধুর লাবণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল, কিন্তু ইদা কাহারও পানে চাহিল না; সে শুধু তন্ময় হইয়া আর্জান্তঁকে,—তাহার জীবনের স্বপ্ন—সুখের, সাধের স্বপ্ন, কবি আর্জান্তঁকে দেখিতেছিল!

মোরোন্‌ভা ইদাকে কহিল, "আপনার জন্যই আমরা এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলুম······সময়টা নেহাৎ আড়ষ্ট ঠেকবে বলেই কাউণ্ট আর্জান্তঁর কবিতা শোনা যাচ্ছিল!"

ইদা আনন্দে শিহরিয়া উঠিল—কাউণ্ট! বাঃ!

সলজ্জা বালিকার মতই তরল কণ্ঠে ইদা আর্জান্তঁকে কহিল, "থাম্‌লেন যে আপনি! বেশ হচ্ছিল ত!"

আর্জান্ত কিন্তু সম্মত হইল না। কবিতার শ্রেষ্ঠ অংশটী আবৃত্তির সময় ইদার আগমনে বাধা পাইয়া সে মনে মনে অত্যন্ত চটিয়াছিল। আর্জান্ত কহিল, "আর ত নেই। শেষ হয়ে গেছে।"

ইদার প্রিয় কবি ইদার পানে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া অন্যান্য লোকের সহিত আলাপ করিতে লাগিল। ইদা মরমে মরিয়া গেল। প্রথম দর্শনেই সে তাহার প্রিয়তম কবির বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছে! ইদার মুখখানা এতটুকু হইয়া গেল!

তারপর সভায় কত কাজ হইয়া গেল—ইদার কিন্তু সে দিকে লক্ষ্যই ছিল না; সে শুধু তাহার কবিকে দেখিতেছিল!

কি সুন্দর দাঁড়াইবার ভঙ্গীটুকু! কি উদাস, আহা, তাহার চোখের দৃষ্টি—কবির যোগ্য বটে! এ জগতে যেন তাহার মন নাই! কোন্ সুদূর কল্পনা-স্বর্গে তাহার চিত্ত-চকোর কি অপার্থিব সুধার আশায় তখন ঘুরিয়া ফিরিতেছে! আর্জান্তঁর প্রতি ইদা ক্রমেই আকৃষ্ট হইয়া পড়িল! তাহার পর কখন্ যে সভায় প্রবন্ধ-পাঠ, গান প্রভৃতি বিধি-অনুযায়ী হইয়া গেল, ইদা তাহা বুঝিতেও পারিল না! তখন আবার আর্জান্তঁর পালা আসিল।

ইদা তৃষিত চিত্তে শুনিতে লাগিল। শুনিতে শুনিতে মুগ্ধভাবে সে মোরোন্ভার পানে চাহিল!

মোরোন্ভা বিজয়-গর্ব্বে ঈষৎ হাসিল। ইদা মোরোন্ভাকে কহিল, "এমন লোক আপনার সভার সভ্য? আপনি ভাগ্যবান!"

আবৃত্তি শেষ হইলে ইদা জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ কোন্ কাগজে এঁর কবিতা ছাপা হয়?"

"কোথাও নয়। ছাপে না কেউ। কেন ছাপবে? হিংসেয় সব সারা হয়ে যাচ্ছে। এঁদের কবিতা ছাপলে তাঁদের গুলি ত আর বাজারে বিকোবে না।"

ইদা ঠিক একেবারে মোরোন্ভার মর্ম্মে আঘাত করিয়াছে। মোরোন্ভার ভারী সুযোগ মিলিয়াছে। বর্ত্তমান রুচির সে অজস্র নিন্দা করিল; আরও কহিল, "সাহিত্যের আজকাল এমনই দুর্দ্দশা হয়েছে যে ভাল লেখা এখন আর সম্পাদকদের পছন্দ হয় না! যত পচা লেখারই আদর! প্রতিভার যুগ চলে গেছে। এখন শুধু সুপারিশ আর তোষামোদ, এই বৈ ত না! সব দল পাকিয়ে বসে আছে, বাইরের কারুকে মাথা তুলতে দেবে না।" কথাটা শেষ করিয়া মোরোন্ভা একটা নিশ্বাস ফেলিল। হায় রে, আজ যদি নিজেদের একখানা কাগজ থাকিত!

ইদা কহিল, "আপনাদের নিজেদের একখানা কাগজ থাকা খুব দরকার কিন্তু।"

"নিশ্চয়ই!"

"বার করেন না কেন?"

কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া মোরোন্‌ভা কহিল, "টাকা কোথায়?"

"টাকার ভাবনা কি? যে যেমন করে হোক জোগাড় হবে'খন! এমন সুন্দর জিনিষগুলো তা বলে চেপে রাখা ঠিক নয় ত!"

"কখনই নয়!"

মোরোন্‌ভা ভাবিল, আর ভাবনা নাই, এইবার সে কাজ বাগাইতে পারিবে!

মোরোন্‌ভা তখন আর্জান্তঁর সম্বন্ধে নানা কথা বলিয়া ইদার চিত্তটাকে লুব্ধ করিবার চেষ্টা করিল। মুগ্ধ চিত্তে ইদা আর্জান্তঁর কথা শুনিতে লাগিল। এমন সময় জ্যাক ডাকিল, "মা—"

মা বিরক্ত হইল, বলিল, "আঃ ছি, চুপ কর—জ্যাক, দুষ্টুমি করো না!"

আর্জান্তঁ প্রথমে বুঝিতে পারে নাই যে তাহারই বিষয় লইয়া মোরোন্‌ভার সহিত ইদার কথা এমন জমিয়া উঠিয়াছে! যখন সে তাহা জানিল, তখন আপনাকে আরও জাহির করিবার জন্য সে আকুল হইয়া উঠিল। অপরের সহিত যখন সে কথা কহিতেছিল, তখন তাহার দিকে ইদার দুই তৃষিত নেত্র যে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আকৃষ্ট রহিয়াছে, এ-টুকুও সে বেশ লক্ষ্য করিল!

ইদাও এখন এটুকু বুঝিয়াছিল যে তাহার উপর আর্জান্তঁর যে মোটেই লক্ষ্য নাই, এমন নহে!

আর্জান্তঁর কথাবার্ত্তা ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া সকলেই বলাবলি করিতেছিল, "সুন্দর! এমনটি আর দেখা যায় না!" আর ইদা।

সে কি ভাবিতেছিল? সে অভাগিনী তখন আপনাকে বিকাইতে বসিয়াছে।

সে দিন অনেক রাত্রে সভাভঙ্গ হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মজলিসের জের

পরদিন মোরোন্‌ভার নিকট মাদাম বারান্সির এক চিঠি আসিয়া হাজির! তাহার গৃহে সস্ত্রীক মোরোন্‌ভার নিমন্ত্রণ! চিঠির তলায় ছোট একটী 'পুনশ্চ'তে কবি আর্জান্তঁকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য আবার বিশেষ করিয়া অনুরোধ করা হইয়াছে।

নিমন্ত্রণের কথা শুনিয়া আর্জান্তঁ কহিল, "আমি তা বলে যাচ্ছি না, সেখানে!"

মোরোন্‌ভা একটু বিরক্ত হইল, জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি! যাবে না কেন, শুনি।"

"ও রকম স্ত্রীলোকের সঙ্গে আলাপ করতেই আমি রাজী নই—বাড়ী গিয়ে নিমন্ত্রণ খাওয়া ত পরের কথা!"

"নাঃ, তুমিই, দেখচি, আমার সব মতলব মাটী করবে! নিমন্ত্রণে যেতে দোষ কি? মাদাম দ্য বারান্সিকে তুমি যা ভেবেচ, তা নয়, আর যদি তাইই হয়, তবু আমার খাতিরে তোমায় যেতে হবে! বুঝেছ ত—কাউণ্টেসকে না বাগাতে পারলে আমাদের কাগজখানা বের করার কোনই সম্ভাবনা নেই!"

অনেক বলা-কহার পর আর্জান্তঁ যাইতে রাজী হইল।

হারজের উপর জিম্‌-নাজের ভার দিয়া মোরোন্‌ভা সস্ত্রীক ইদার

বাসার উদ্দেশে যাত্রা করিল। কবি আর্জাস্তঁ বলিল, "তোমরা এগোও, আমি ঠিক সময়ে সেখানে হাজির হব!"

মোরোন্‌ভা জিজ্ঞাসা করিল, "ঠিক যাচ্ছ ত?"

"হাঁ।"

সাতটার সময় আর্জাস্তঁর পৌঁছিবার কথা! সে সাতটা বাজিয়া গেল, তথাপি তাহার দেখা নাই! ইদা অস্থির হইয়া উঠিল! মোরোন্‌ভাকে বার বার সে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "কৈ, এখনও এলেন না যে! অসুখ-বিসুখ হল না ত তাঁর? যে শরীর!"

মোরোন্‌ভারও বিশেষ ভাবনা হইয়াছিল, আর্জাস্তঁ না আসিলে ত কাগজের কথা তোলাই যাইবে না!—নাঃ, আর্জাস্তঁই সব মাটি করিল!

প্রায় সাড়ে সাতটার সময় আর্জাস্তঁ আসিয়া উপস্থিত!

তাহাকে দেখিয়া ইদার প্রাণের মধ্যে কি এক অপূর্ব্ব আনন্দ উথলিয়া উঠিল। মোরোন্‌ভা বলিল, "কি, এত দেরী হল যে?"

"হঠাৎ একটা কাজে দেরী হয়ে গেল।"

ইদার বাড়ী দেখিয়া আর্জাস্তঁ অবাক হইয়া গিয়াছিল—বেশ সাজানো ঘরগুলি ত! ঘরের আসবাব-পত্র দেখিয়া মোরোন্‌ভার মত মুখে অজস্র প্রশংসা না করিলেও আর্জাস্তঁ মনে মনে ঈষৎ খুসী হইল এবং পূর্ব্বের মত গম্ভীরভাবে বসিয়া না থাকিয়া দুই-একটা করিয়া কথাবার্ত্তাও ক্রমে সুরু করিয়া দিল।

কথাবার্ত্তায় আর্জাস্তঁ যে নিতান্ত অপটু, তাহা নহে, কিন্তু নিজের কথা ছাড়া আর-কিছু কহিতে তাহার বড় ভাল লাগে না। ইদার আবার এমনই স্বভাব যে কাহারও আত্মকথা বড় অধিক ক্ষণ সে ধৈর্য্য ধরিয়া শু'নতে পারে না। শ্রোতার এই বিষম অধৈর্য্যে আর্জাস্তঁ

আরও বিষম চটিয়া যায়! আর্জান্তঁর কথার মাঝে ইদা অনেক বার আপনার অজ্ঞাতে তাহাকে বাধা দিয়া ফেলিল! আর্জান্তঁ এক প্রকার বিরক্ত দৃষ্টিতে ইদার পানে চাহিল। ইদা সঙ্কুচিতা হইয়া গেল, ভাবিল, আর্জান্তঁ অমন করিয়া চাহিল কেন? বিরক্ত হইয়াছে কি?—কেন? ইদার বুকের মাঝে এক ঝলক রক্ত উথলিয়া উঠিল। আর্জান্তঁর বিরক্তি যে আজ ইদার কাছে মৃত্যুরও অধিক! ইদার ইচ্ছা হইতে লাগিল, ডাক ছাড়িয়া সে কাঁদিয়া উঠে!

ভোজনান্তে সুসজ্জিত বৈঠকখানায় গিয়া সকলে বসিল। মোরোন্‌ভা ভাবিল, কাগজের কথাটা তুলিবার পক্ষে এইটাই ঠিক সময়! সে বলিল, "দেখুন কাউণ্টেস্, আপনি যে সেই একখানা কাগজ বার করার কথা বলেছিলেন, তা সে সম্বন্ধে আমি ভেবে দেখেছি। খরচটা যত পড়বে, ভেবেছিলুম, ততখানি ঠিক লাগবে না!"

অন্যমনস্কভাবে ইদা উত্তর দিল, "হ্যাঁ।"

"তা দেখুন, এ সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে একটা পরামর্শ করা খুব দরকার হয়ে পড়েছে!"

কথাটা ইদার কানে পৌছিল কি না সন্দেহ! সে আর্জান্তঁর কথা ভাবিতেছিল। কেন কবি অমন চিন্তিতভাবে পায়চারি করিতেছে!

ইদার এই ভাব লক্ষ্য করিয়া মোরোন্‌ভা তাহার পত্নীর পানে চাহিয়া একটু হাসিল। এ হাসির অর্থ, ইস্, একেবারে বিভোর!

এদিকে ইদা ভাবিতেছিল, কি করিয়া সে আর্জান্তঁর মন পাইবে। কেমন করিয়া? সহসা একটা মতলব তাহার মাথায় আসিল! ইদা আর্জান্তঁকে কহিল, "দয়া করে আপনার সেই কবিতাটা একবার শোনাবেন—আমার বড় ভাল লেগেছিল!"

আর্জান্তঁর চিত্ত টলিয়া গেল। এমন কথায় কোন্ কবিরই

না টলিয়া থাকে? সে বলিল, "বলুন, কোন্ কবিতাটা আপনার শুনতে ইচ্ছা। অসংখ্য কবিতা লিখেছি কি না—তাই আর কি—"

"সেই যে, যে কবিতাটি জিম্‌নাজে পড়েছিলেন—প্রথম লাইনটা তার, কি, ঐ যে—

"প্রেম, বিভুসম পূজার যোগ্য! সে নহে ক্ষুদ্র, হীন!"

আর্জান্ত তাহার এই একনিষ্ঠ ভক্তটির প্রতি প্রসন্ন না হইয়া থাকিতে পারিল না। সে বলিল, "আমার কবিতার লাইন পর্য্যন্ত আপনি মনে রেখেছেন, দেখছি—ধন্যবাদ!"

আনন্দে ইদার মুখে ক্ষণেকের জন্য কথা ফুটিল না! মুহূর্ত্ত পরে আত্ম-ভাব সংযত করিয়া ইদা কহিল, "সে কবিতাটি আমার বড় ভাল লেগেছিল—ভাল কবিতার লক্ষণই হচ্ছে, যে তা পাঠক কি শ্রোতার মনে একেবারে যেন গেঁথে যায়।"

ইদার এই অতিরিক্ত প্রশংসায় আর্জান্তর সমস্ত মুখে একটা গৌরব-দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। সে একটা ছোট নিশ্বাস ফেলিল, তাহার অর্থ—তবু সম্পাদকের দল তাহার লেখা ফিরাইয়া দেয়, কাগজে ছাপে না!

জিম্-নাজে ফিরিবার পথে মোরোন্‌ভা আর্জান্তকে বলিল, "দেখ, যদি আমাদের একখানা কাগজ বেরোয়, তবে তোমাকে তার সম্পাদক হতে হবে!"

মোরোন্‌ভা ভাবিয়াছিল, আর্জান্তকে সম্পাদক করিবার লোভ না দেখাইলে তাহার ততটা চাড় হইবে না, আর আর্জান্ত ছাড়া কাউন্টেসের নিকট হইতে টাকা বাহির করিবার সাধ্যও কাহারও নাই!

মোরোন্‌ভার কথায় আর্জান্ত কোন উত্তর দিল না! কাগজের কথা সে একটুও ভাবে নাই। তাহার জীবনে নিমেষের মধ্যে যে

একটা প্রকাণ্ড পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, সে তাহারই বিষয় চিন্তা করিতেছিল। এ পর্য্যন্ত কোন নারী তাহার মনে এতটুকু রেখা টানিতে পারে নাই। কিন্তু সহসা আজ এই নারী কি করিয়া তাহার মনের বাঁধন এমন সহজে শিথিল করিয়া দিল?

সেই দিন হইতে ইদার প্রতি বাহিরে কোনরূপ ভাবান্তর না দেখাইলেও তাহার হৃদয়ের নিভৃত পটে যে একখানি নারীমূর্ত্তি দিন দিন ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল, আর্জান্তঁ নিজেও তাহা বেশ বুঝিতে পারিল!

আর্জান্তঁ জ্যাককে নানা কথার মধ্য দিয়া তাহার মায়ের কথা, বাড়ীর অনেক কথা নিত্যই প্রায় জিজ্ঞাসা করিত। আর্জান্তঁর আদরে জ্যাক গলিয়া গিয়া তাহাদের বাড়ীর ছোট-খাট সকল কথাই একে একে তাহাকে বলিয়া যাইত! এক দিন জ্যাক কথায় কথায় বলিল, "আমার বন্ধু আমায় খুব ভাল বাসেন।"

আর্জান্তঁ জিজ্ঞাসা করিল "বন্ধু?—তিনি কে?"

জ্যাক আশ্চর্য্য হইল। "বন্ধুকে আপনি চেনেন্ না?...তা চিন্‌বেন কেমন করে? তিনি ত এখানে কখনও আসেন নি!"

"তিনি কত বড়—কি নাম?"

"কি নাম, তা জানি না। আমি তাঁকে বন্ধু বলে ডাকি। তিনি ঢের বড়—আপনার চেয়েও বড়। আর তাঁর অনেক টাকা!"

"তোমার মা তাঁকে কি বলে ডাকেন?"

"মা?—মা'ও কৈ তাঁর নাম ধরে ডাকে না—ম্যসিয়ো—ম্যসিয়ো করে!"

"তোমাকে ভাল বাসেন তিনি?"

"খুব ভালবাসেন! যখন-তখন আমাদের দেখতে আসেন, মাঝে

মাঝে থাকেনও। আর যখন আসতে না পারেন, তখন কত ফল-টল পাঠিয়ে দেন! আমিও তাঁকে খুব ভালবাসি!"

"তোমার মাও তাঁকে ভালবাসেন?"

"বাসে বই কি!"

জ্যাক সরলভাবেই উত্তর দিল। কিন্তু এই কথায় ভরিয়া আর্জান্তঁর মনে কে যেন খানিকটা তীব্র বিষ ঢালিয়া দিল। সেই দিন হইতে বন্ধুর কথা আর্জান্তঁর মোটেই ভাল লাগিত না। তাহার বন্ধুর উপর আর্জান্তঁর কেন এমন ভাব হইল, জ্যাক তাহা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। আর্জান্তঁকে জ্যাকও ক্রমে আর দেখিতে পারিত না। ইহার উপর জ্যাকের মা আবার আর্জান্তঁর সহিত এতখানি ঘনিষ্ঠতা করিতেছে দেখিয়া জ্যাক জ্বলিয়া যাইত! ক্রমে আর্জান্তঁ জ্যাকের চক্ষুশূল হইয়া দাঁড়াইল।

ছুটির সময় জ্যাক বাড়ী আসিলে ইদা জিজ্ঞাসা করিত, "তোর মাষ্টার-মশায় আর্জান্তঁ তোকে ভালোটালো বাসেন রে?"

জ্যাক মুখ ভার করিয়া বলিত, "ছাই!"

মাসে দুইটি বৃহস্পতিবার জ্যাক হাফ্-ছুটি পাইত! সেই দুই দিন সে মায়ের কাছে থাকিত, খাওয়া-দাওয়া করিত। একটা বৃহস্পতিবারে জ্যাক দেখিল, খাইবার ঘরটি বেশ সাজানো হইয়াছে—ফুলদানীগুলা বিচিত্র বর্ণের ফুলে ভরা! ঘরে তিন জনের খাইবার আসন। জ্যাক মহা আনন্দিত হইল। সে ভাবিল, বুঝি, বন্ধু আজ তাহাদের সঙ্গে ভোজন করিবেন।

এমন সময় মাকে দেখিয়া জ্যাক জিজ্ঞাসা করিল, "মা, আর একটা কার জায়গা হয়েছে?"

"বল দেখি—যদি বল্‌তে পার—তবে তোমায় একটা খুব ভাল খেল্‌না দেব। বল দেখি, কে আজ আমাদের সঙ্গে খাবে?"

জ্যাক ভাবিয়াছিল, সে ঠিকই বলিতে পারিবে! তাই সে ঠোঁট দুইটি ঈষৎ ফুলাইয়া মায়ের মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "বলি? বন্ধু আসবেন!"

জ্যাকের মা হাসিতে হাসিতে বলিল, "হল না—তোমাদের মাষ্টার মশায় আর্জান্তঁ!"

আর্জান্তঁ!

পলকে জ্যাকের মুখ এতটুকু হইয়া গেল। ইদা ভাবিল, পুরস্কার-লাভে হতাশ হইয়া জ্যাকের মুখ অমন হইয়া গেল! সে জ্যাককে বুকে টানিয়া লইয়া বলিল, "না—না—খেল্‌না পাবে!"

তারপর তিন জনে খাইতে বসিল। আজ জ্যাকের মনে এতটুকু সুখ নাই! ইদা ও আর্জান্তঁ গল্প করিতে করিতে খাইতে লাগিল! তাহাদের কোন কথা জ্যাকের কানে গেল না! তাহার আর এক দণ্ডও সেখানে থাকিতে প্রবৃত্তি ছিল না! তাহার প্রাণ কেমন শিহরিয়া উঠিতেছিল! এ কোথা হইতে কে আসিয়া তাহার সর্ব্বস্ব যেন আজ লুটিয়া লইবার উদ্যোগ করিয়াছে!

আহার শেষ হইলে ইদা ও আর্জান্তঁ দুই জনে বসিয়া নানা গল্প আরম্ভ করিল। আর্জান্তঁ তাহার অতীত জীবনের যত সুখ-দুঃখের কাহিনী বলিয়া যাইতেছিল, আর ইদা তন্ময় হইয়া তাহা শুনিতেছিল। বেচারা জ্যাক দূরে একখানা ছবির বহি খুলিয়া ছবি দেখিতে দেখিতে ঈষৎ তন্দ্রাতুর হইয়া পড়িল।

ইদা কহিল, "যাও জ্যাক,—এখানে ঘুমিও না—কন্‌স্তাঁকে ডাকো।"

জ্যাক করুণ দৃষ্টিতে মায়ের মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তাহার ইচ্ছা, আর একটু সে মায়ের কাছে থাকে!

ইদা কহিল, "ছি, যাও। কথা শোন। না হলে মাষ্টার মশায় বকবেন!"

জ্যাক একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মাতৃ-আজ্ঞা পালন করিল।

ইদার সহিত আর্জান্তঁর ঘনিষ্ঠতা যত গাঢ় হইতে লাগিল, ততই জ্যাক আর্জান্তঁর চক্ষুশূল হইয়া দাঁড়াইল। ইদা আর্জান্তঁর জন্য সব সহ্য করিতে পারে, কিন্তু জ্যাক—তাহার আদরের জ্যাক—আহা, তাহার লাঞ্ছনা ইদার বুকে শেলের মতই আঘাত করে! জ্যাককে ছাড়িয়া বরং সে থাকিতে পারে, কিন্তু জ্যাকের কষ্ট চোখে দেখা—অসহ্য!

আর্জান্তঁর বিষ-দৃষ্টি হইতে জ্যাককে দূরে রাখিবার ইচ্ছায় ইদা একদিন স্পষ্টই আর্জান্তঁকে কহিল, "চল, আমরা অন্য কোথাও যাই—আমার নগদ কিছু আছে, তা ছাড়া আমি খাটতে পারব।"

আর্জান্তঁ সম্মত হইল না। সে বলিল, "এত শীঘ্র! না, আরও কিছু দিন অপেক্ষা কর। আমার এক আত্মীয়া আছেন, তাঁর যাবার সময় হয়ে এসেছে—শীঘ্রই কিছু টাও মারা যাবে! বুঝলে কি না।"

ইহা বলিয়া আর্জান্তঁ ভবিষ্যতের এক মিলন-চিত্র আঁকিতে বসিল! ইদাও মুগ্ধ হইল।

এইরূপে শীত কাটিয়া গেল।

একদিন জ্যাক ম্লান মুখে জানালার পাশে বসিয়া বসন্তের নীল আকাশের পানে চাহিয়া ছিল। সেদিন বৃহস্পতিবার। জ্যাক আর বড়-একটা স্কুলের বাহির হয় না! বসন্তের বাতাসে শীতের জড়তা কাটিয়া গিয়াছে। দলে দলে লোক রাস্তায় বাহির হইয়াছে। জ্যাক ভাবিতেছিল, এই সময় অন্য কোথাও যদি সে যাইতে পাইত!

এমন সময় হঠাৎ কে ডাকিল, "জ্যাক!" জ্যাক ফিরিয়া দেখে,—তাহার মা! তাহাকে সঙ্গে লইয়া সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে যাইবে বলিয়া আসিয়াছে!

জ্যাকের আহ্লাদ দেখে কে! সে তাড়াতাড়ি সব গোছগাছ

করিবার জন্য তাহার ঘরে যাইতেছে, এমন সময় হঠাৎ মাদুর সঙ্গে দেখা হইল।

মাদুকে দেখিয়া জ্যাক ইদাকে কহিল, "মা, মাদুকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে চল না!"

ইদা কহিল, "মাদুকে কি এঁরা যেতে দেবেন?"

"হ্যাঁ মা, তুমি বল্লেই দেবে!"

জ্যাকের নিতান্ত ইচ্ছা দেখিয়া ইদা প্রস্তাব করিল! মাদুও যাইবার অনুমতি পাইল। জ্যাক তখন অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া উঠিল, বলিল, "মাদু, মাদু, শীগ্‌গির সব ঠিক করে নাও।"

গাড়ী করিয়া যাইতে যাইতে জ্যাক জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন, মাদু, বেশ, না?"

মাদু চারি দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিল, "বেশ!"

সমুদ্র-ধারের একটা হোটেলে আহারাদি করিয়া ইদা বলিল, "চল, এখানকার চিড়িয়াখানা দেখে আসা যাক্!"

শুনিয়া জ্যাক আনন্দে লাফাইয়া উঠিল, "বাঃ—বাঃ, বেশ! মাদু কখনও চিড়িয়াখানা দেখে নি—তারও দেখা হবে!"

এতক্ষণ মাদু জ্যাকের খাতিরে পড়িয়া বলিতেছিল, তাহার আমোদ হইতেছে। কিন্তু চিড়িয়াখানা দেখিয়া বাস্তবিকই সে প্রীত হইল! কত দেশের কত শত পশুপক্ষী বন্দী হইয়া রহিয়াছে—কেন? —শুধু মানুষের সুখের জন্য! চিড়িয়াখানার উচ্চ প্রাচীর দেখিয়া জিম্‌-নাজের উঁচু দেওয়াল তাহার মনে পড়িল—তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। মাদু ভাবিল,—তাহার অবস্থাও ত এই সকল জন্তুর মতই! সেও মানুষের হাতে বন্দী—ইহারাও তাই! অসহায় পশুপক্ষীর নীরব বেদনাটুকু মাদু অন্তরে-অন্তরে অনুভব করিল।

হঠাৎ মাদু দেখিল, এক প্রকাণ্ড হাতীর পিঠে চড়িয়া কয়টি

নরনারী মাহুর দিকে আসিতেছে! সূর্য্যের স্বর্ণাভ কিরণ পড়িয়া তাহাদের ভারী সুন্দর দেখাইতেছিল।

হাতী দেখিয়া দেশের কথা মাহুর মনে পড়িল। স্বদেশের স্মৃতির সঙ্গে অতীত সৌভাগ্যের কথা মাহুর মনে আসিল। অতীতের স্মৃতি মাহুর বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা যেন আরও জাগাইয়া তুলিল। মাহু কেমন হইয়া গেল। জ্যাক বলিল, "মাহু—মাহু, কি হয়েছে তোমার?"

মাহু কোন উত্তর দিতে পারিল না। তার পর যখন সে শুনিল, সেও ইচ্ছা করিলে হাতীর পিঠে চড়িয়া চারিদিকে ঘুরিয়া আসিতে পারে, তখন তাহার মুখের বিষণ্ণ ভাব কতকটা কাটিয়া গেল।

জ্যাক বলিল, "তুমি তবে হাতীতে চড়, আমি মার কাছে থাকি।" মাতা-পুত্রে দুই জনে মাহুর হাতীর পিঠে চড়া দেখিতে লাগিল। কি স্বাভাবিক ক্ষিপ্র গতিতে মাহু হাতীর পিঠে উঠিয়া বসিল!

হাতীর পিঠে চড়িয়া মাহুর মেজাজ ফিরিয়া গেল। তাহার মনে হইতে লাগিল, সে যেন আবার দেশে ফিরিয়া গিয়াছে... তাহার নিজের রাজত্বে! পলকে চোখের সম্মুখে দাহমির রাজ-প্রাসাদ ছবির মত ফুটিয়া উঠিল—রণবাদ্যও যেন কাণে আসিয়া পৌঁছিল। সে যে মোরোন্‌ভা-জিম্‌-নাজের একজন লাঞ্ছিত ছাত্র, এ কথা সে তখন ভুলিয়া গেল।

হাতীর পিঠে চড়িয়া মাহু অনেকক্ষণ বেড়াইল।

ক্রমে বেলা পড়িয়া আসিল। হাতী হইতে নামিতে হইল! আবার যে মাহু—সেই মাহু!

বাড়ী ফিরিবার সময় হইল! জ্যাকের মনে আর সে আনন্দ নাই! ইদাও বিমর্ষ-চিত্ত! কি যেন সে বলিবে-বলিবে করিতেছে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিতেছে না। এমনইভাবে কিছুক্ষণ কাটিল

অবশেষে ইদা ডাকিল, "জ্যাক!"

জ্যাক মাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "কি—মা?"

ইদা জ্যাকের মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিল। পরে বলিল, "তোমায় একটা কথা...বলব। শুনে তোমার দুঃখ হবে... কিন্তু..."

জ্যাক শশব্যস্তে বলিয়া উঠিল, "না মা,...তবে থাক্—বলো না!"

"না জ্যাক, আমায় বলতেই হবে। কথাটা হচ্ছে,—কিছু দিনের জন্য আমায় একটু দূরে যেতে হবে—বিদেশে—"

"কোথা?"

"ছি—কেঁদো না! আমি তোমাকে চিঠি লিখব—আর বেশী দিনও থাকব না ত!" বলিয়া ইদা জ্যাককে সান্ত্বনা দিল।

জ্যাক শুধু পাষাণের মত আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল; চোখের দুই কোণে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সমগ্র বিশ্ব যেন এক মুহূর্তে অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল। চারিধার স্তব্ধ হইয়া আসিল।

ইদার কোলের কাছে বসিয়াও জ্যাকের মনে হইতে লাগিল, আজ সে এ জগতে মাতৃহীন, একা, নিতান্ত অসহায়!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাজপুত্র

ইহার কিছুকাল পরে জিম-নাজে মোরোন্‌ভার নামে আর্জান্তঁর এক পত্র আসিল।

মোরোন্‌ভাকে 'বন্ধু' সম্বোধন করিয়া কবি লিখিয়াছে,—অকস্মাৎ এক আত্মীয়ার মৃত্যু হওয়ায় তাহার অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কাজেই আর স্কুলে অধ্যাপনার কার্য্য করা তাহার পক্ষে সুবিধা হইবে না। এজন্য নিতান্তই দুঃখের সহিত এ পবিত্র ব্রত পালন করিতে সে অক্ষম হইতেছে ইত্যাদি। পত্রের নীচে 'পুনশ্চের' জের ছিল। তাহাতে কয়েক ছত্রে লেখা ছিল, মাদাম বারান্সিও সহসা প্যারিতে চলিয়া আসিয়াছেন, পুত্র জ্যাককে পিতার মত স্নেহপরায়ণ অধ্যক্ষ মোরোন্‌ভার তত্ত্বাবধানে রাখিয়া তিনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন, এমন বিশ্বাস মাদামের আছে। মোরোন্‌ভা যে জ্যাককে পিতার মতই স্নেহ করিবেন, মাদাম এ আশাও রাখেন। জ্যাকের অসুখ-বিসুখ হইলে সে সংবাদ আর্জান্তঁকে দিলেই চলিবে, আর্জান্তঁ তখনই সে সংবাদ মাদাম বারান্সিকে প্রেরণ করিতে এতটুকু বিলম্ব করিবে না।

পিতার মত স্নেহপরায়ণ! কি অসহ্য বিদ্রূপ! আর্জান্তঁ কি মোরোনভাকে জানে না? জ্যাকের মা এ দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে,—জ্যাকের তরফ হইতে একটী কপর্দ্দকও পাইবার সম্ভাবনা যখন ফুরাইয়াছে, তখন মোরোন্‌ভার নিকট জ্যাক কেমন ব্যবহার পাইবে, তাহা ত আর্জান্তঁ বিলক্ষণ বুঝে! তবুও সে এ কথা লিখিয়াছে! এ বিদ্রূপ!

নিয়মিত সময়ে পরিমিত আহার, সে কি কষ্টের! তাই সে স্থির করিল, যেমন করিয়া পারে, দাহমিতে ক্যারিকার কাছে সে ফিরিয়া যাইবে! চেষ্টার অসাধ্য কি আছে? জ্যাক যদি রাজী হয় ত তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেও মাহু প্রস্তুত! পথে কোন ভয় নাই, গ্রি-গ্রির প্রসাদে সকল বিপদ কাটিয়া যাইবে।

জ্যাক কিন্তু রাজী হইল না! প্রখর সূর্য্যকিরণে তপ্ত মাহুর সে বনের গৃহের চেয়ে দুঃখ-দারিদ্র্য-ঘেরা জিম-নাজের এ বায়ু ও আলোক-হীন ঘরও ঢের ভাল।

মাহু কহিল, "বেশ, তুমি তবে এখানেই থাক। আমি একলাই যাব।"

জ্যাক কহিল, "কখন যাবে, তুমি?"

মাহু কহিল, "কাল ভোরে।"

পরদিন বেলা অধিক হইলে জিম-নাজে একটা রব উঠিল। ভোরে মাহু বাজারে গিয়াছে, বেলা এগারোটা বাজে, এখনও তাহার দেখা নাই! এখনও কেহ খাইতে পায় নাই! মাদাম মোরোন্‌ভা কহিল, "নিশ্চয় পথে তার কোন বিপদ ঘটেছে।" মোরোন্‌ভা কিছু বলিল না। দীর্ঘ যষ্টি হস্তে অধীর আগ্রহে মধ্যে মধ্যে জিম-নাজের দ্বারে আসিয়া মোরোন্‌ভা দেখিতেছিল, কখন সে কাফ্রীটা ফিরিয়া আসে!

কিন্তু কাফ্রী ফিরিল না। মাদাম মোরোন্‌ভা অবশেষে নিকটের একটা দোকান হইতে আহার্য্য আনিয়া ক্ষুধাতুর জিম-নাজকে আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিল। আহারাদির পর মোরোন্‌ভা কহিল, "তার কাছে টাকাকড়ি কত ছিল?"

"পনেরো ফ্রাঙ্ক!"

"পনেরো ফ্রাঙ্ক! তা হলে নিশ্চয় সে পালিয়েছে।"

ডাক্তার হারুজ্ কহিল, "পনেরো ফ্রাঙ্কে ত আর দাহমি যাওয়া যায় না!"

মোরোন্‌ভা সে কথায় কোন উত্তর না দিয়া মাথায় টুপি উঠাইয়া থানায় চলিল!

যেমন করিয়া হউক, এই মাত্রুকে ফিরাইয়া আনিতেই হইবে। মার্শেল অবধি যেন সে না যায়! বনফিলদের কাণে যেন এ কথা না উঠে! দুনিয়ার চারি দিকে কেবলই ঈর্ষা, কেবলই গভীর ষড়যন্ত্র! রাজপুত্র জিম-নাজের নিন্দা করিলে নিষ্কর্ম্মা সংবাদ-পত্রের সম্পাদক-গুলা এখনই কুকুরের মত চীৎকার করিয়া উঠিবে। জিম-নাজের প্রতিপত্তি, নিমেষে অমনি টুটিয়া যাইবে! কাজেই সকলের মুখে চাপা দেওয়া দরকার! ভিতরকার রহস্য এতটুকুও না প্রকাশ হইয়া পড়ে!

পুলিশের নিকট মোরোন্‌ভা যে বিবরণ লিখাইল, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই,—মাত্রু অনেক টাকা-কড়ি লইয়া জিম-নাজ হইতে পলাইয়াছে, কিন্তু সেজন্য মোরোন্‌ভা কাতর নহে। হতভাগা, বিদেশী রাজপুত্র,—আহা, বয়সে বালকমাত্র,—পথে কত বিপদে পড়িতে পারে যে, তাই—

কথাটা বলিয়া মোরোন্‌ভা রুমালে চোখ মুছিল। ইনস্পেক্টর আশ্বাস দিল, "ভাবনা কি, ম্যাসিয়ো, নিশ্চয় আমরা তাকে খুঁজে বার করব!"

মোরোন্‌ভা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ইনস্পেক্টরের হাত চাপিয়া ধরিল, কহিল, "তাকে খুঁজে দাও, বেচারা রাজপুত্রকে, চিরদিন তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ থাকব।"

চারিধারে সন্ধান চলিতে লাগিল। প্যারি সহরের সমুদয় ফটকে প্রহরীর দল সতর্ক রহিল। কষ্টমের কর্ম্মচারীর কাছে কাফ্রী বালকের আকৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লিখিয়া পাঠানো হইল।

জিম-নাজের বালকের দলকে লইয়া মোরোন্‌ভা-হার্‌জ্‌ সকালে-সন্ধ্যায় নানা পথে ঘুরিয়া বেড়াইল! কিন্তু কোনই ফল হইল না।

রাত্রে ঘরে ফিরিয়া জ্যাক ভাবিতে লাগিল, মাদু এতক্ষণ কত—কত দূর গিয়াছে! তাহার মাথার উপর এই যে অসীম অনন্ত আকাশ, মাদুর মাথার উপরও সেই একই আকাশ! আকাশ তাহাদের দুই-জনকেই দেখিতেছে, অথচ মাদু ও জ্যাকের মধ্যে কি অলঙ্ঘ্য ব্যবধান! কেহ কাহাকে দেখিতে পাইতেছে না। রাত্রে মাদুর শূন্য বিছানা দেখিয়া জ্যাক ভাবিল, মাদু পলাইয়াছে—এখনও চলিয়াছে—কে জানে, কোন্‌ পথে! সে পলাইতেছে! পলাও, পলাও, মাদু—প্রাণপণে ছুটিয়া পলাও!

তার পর জ্যাক নিজের কথাও ভাবিতে লাগিল! মা—কোথায় মা? আর কি কখনও জীবনে মার দেখা মিলিবে না? দারুণ দুঃখে তাহার বুক ভরিয়া উঠিল। চোখে অশ্রুর সাগর বহিল।

এমন সময় কড়কড় শব্দে বাহিরে মেঘ ডাকিয়া উঠিল। ঝম ঝম করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি নামিল! শিলা ও ঘন তুষারপাতেরও বিরাম নাই! জ্যাক ভাবিল, আহা, এই জলে পথে মাদুর কতই কষ্ট হইতেছে! পরে মাদুর কথা ভাবিতে ভাবিতে জ্যাক কখন যে ঘুমাইয়া পড়িল, তাহা সে জানিতেও পারিল না। ঘুমাইয়া স্বপ্নে সে দেখিল, কি সতর্ক সন্তর্পিত গতিতে মাদু পলাইতেছে—ঐ মাদু, ঐ যে যায়! সহসা এক বিকট উল্লাস-চীৎকারে চমকিয়া জ্যাক জাগিয়া উঠিল! জাগিয়া সে শুনিল, বাহিরে একটা বিপুল কলরব উঠিয়াছে! জ্যাক বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে আসিল। একজন কহিল, "মাদুকে পাওয়া গেছে, জ্যাক!" জ্যাকের বুকটা ধ্বক্‌ করিয়া উঠিল! ধরা পড়িয়াছে—এ্যাঁ! বেচারা মাদু! আহা, নিতান্তই অভাগা সে!

জিম-নাজের ছাত্রের দল সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছিল, অধ্যাপকের

দল বসিয়া, আর মোরোন্‌ভার সম্মুখে কাঠগড়ার আসামীর মতই দাঁড়াইয়া, বেচারা মাহ্‌! তাহার চোখদুইটা কোটরে ঢুকিয়া গিয়াছে, মুখ শুষ্ক, পোষাক কাদা-মাখা, স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়াও গিয়াছে! এই মাহ্‌! কয়দিনে তাহার এ কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে!

মাহ্‌ জ্যাকের পানে চাহিল! উভয়ের চোখে নীরব বেদনার কি ভাষা যে ফুটিয়া উঠিল, তাহা তাহারাই বুঝিল! সে ভাষা বুঝিবার অপর লোক জিম-নাজে ছিল না।

পুলিসের লোক চলিয়া গেলে মাহুর শাস্তি আরম্ভ হইল! তীব্র তিরস্কারের সহিত পৃষ্ঠের উপর মোরোন্‌ভার কশার তীব্রতর আঘাত পড়িল,—এক, দুই, তিন, চার ! মাহ্‌ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে লুটাইয়া পড়িল! জ্যাক কাঁপিতে কাঁপিতে দেওয়ালে ভর দিয়া কোন-মতে আপনাকে সামলাইয়া রাখিল!

পরদিন জ্যাক মাহুকে আর একটি বারও দেখিতে পাইল না। রাত্রে তাহারই পার্শ্বে বিছানায় মাহ্‌ শুইয়াছিল—নিকটে মোরোন্‌ভা, মাদাম মোরোন্‌ভা ও ডাক্তার হারুজ্‌।

মোরোন্‌ভা কহিল, "অসুখটা কি বড় বেশী, ডাক্তার?"

মাদাম কহিল, "ভয় আছে, কিছু?"

হারুজ্‌ কহিল, "ভয় আবার কি! এ কাফ্রী-ব্যাটাদের প্রাণ লোহার মত শক্ত!"

তাহারা চলিয়া গেলে, জ্যাক আসিয়া মাহুর পার্শ্বে বসিল, ডাকিল, "মাহ্‌—"

"কে? জ্যাক—"

জ্যাক কহিল, "হাঁ, তোমার গা যে পুড়ে যাচ্ছে, মাহ্‌! অসুখ করেছে কি?"

"মাহ্‌ আর বাঁচবে না, জ্যাক—তার গ্রি-গ্রি কোথায় হারিয়ে

গেছে।” জ্যাক স্থির হইয়া তাহার পানে চাহিয়া শুধু বসিয়া রহিল।

মাহু ডাকিল, “জ্যাক!”

“কেন, মাহু?”

“দাহমিতে আর আমার যাওয়া হল না!”

এক ফোঁটা গরম জল মাহুর কপালের উপর পড়িল।

মাহু কহিল, “জল পড়ল, কোথা থেকে? তুমি কাঁদছ, জ্যাক?”

“না ভাই, ঘুমোও, মাহু। আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দি! কেমন?” জ্যাকের স্বর গাঢ় হইয়া আসিল। চোখও সজল হইল।

“না, না,—তুমি যাও জ্যাক! মোরোন্‌ভা যদি দেখে ত, তোমাকেও আস্ত রাখবে না! এদের তুমি চেনো না—এরা মানুষ নয়, রাক্ষস!”

সকালে মাহুর অবস্থা আরও খারাপ হইল। চেতনা কেমন থাকিয়া থাকিয়া লোপ পাইতেছে—ভুল বকুনিও সুরু হইয়াছে! ডাক্তার হারজ্‌ নিজের মৌলিকতা জাহির করিবার জন্য মাহুর চিকিৎসার নূতন ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিল। বাগানে গাছের তলায় মাহুর জন্য খড়ের বিছানা পড়িল। তারপর হারজের নানাবিধ উদ্ভট ঔষধ-প্রক্রিয়া চলিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতেও কোন ফল পাওয়া গেল না। শেষ রাত্রে মাহুর সকল দুঃখের অবসান হইল! মাহু মরিয়া ইহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া বাঁচিল।

মোরোন্‌ভা আদেশ দিল, খুব ঘটা করিয়া কবরের ব্যবস্থা করিতে হইবে!

এমন ঘটা সে দরিদ্র পল্লীতে কেহ কখনও চক্ষে দেখে নাই!

অজস্র সাদা ফুলে কফিন্‌ ঢাকিয়া দেওয়া হইল। অধ্যাপক ও

ছাত্রের দল শবের পশ্চাতে নত মস্তকে মিছিল করিয়া পথে বাহির হইল। এ শব রাজপুত্রের! তাই শোক-যাত্রার আয়োজনও সাধ্যাতিরিক্ত হইল। মিছিলের চটকে বিজ্ঞাপনটাও জাহির করা যাইবে যে! সারা নগর প্রদক্ষিণ করিয়া এক নিভৃত বন-প্রান্তে মাতৃর দেহ সমাহিত করিয়া সন্ধ্যার সময় সকলে জিম-নাজে ফিরিল।

ফিরিবার সময় পথে জ্যাক ইচ্ছা করিয়াই পিছাইয়া পড়িতেছিল। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার যখন নিবিড় হইয়া আসিল, তখন একটা গলির মোড় বাঁকিবার সময় সকলের অলক্ষ্যে সে সেই অন্ধকারে কোথায় মিশাইয়া গেল!

তীর ছাড়িয়া অনাদৃত অসহায় বালক জগতের বিপুল কর্ম্মস্রোতে ঝাঁপ দিল। সে স্রোতের বেগে ভাসিয়া যে সে কোথায় যাইবে, সে কথা মুহূর্ত্তের জন্যও সে ভাবিয়া দেখিল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মাতৃ-সান্নিধ্যে

দৌড়িলে পাছে কেহ কিছু সন্দেহ করে, এই ভয়ে জ্যাক দৌড়িল না, ধীরে ধীরে চলিল।

গতি ধীর হইলেও, কিছুমাত্র বিঘ্নের আশঙ্কা দেখিলেই যাহাতে ছুটিয়া পলাইতে পারে, সে বিষয়ে কিন্তু সে সতর্ক রহিল। খানিকটা পথ এইরূপে চলিয়া তাহার মনে হইল, এইবার একবার সে ছুট দেয়! ধীরে চলিবার পক্ষে যে ধৈর্য্যের প্রয়োজন, তাহা আর বশ মানিতেছিল না। উদ্বেগে অধীরতা ক্রমেই অসহ্যভাবে বাড়িয়া

উঠিতেছিল। তবু সে ছুটিল না, ধীরেই চলিল। গৃহের পানে সে চলিয়াছিল।

সেখানে গিয়া সে কি দেখিবে? শূন্য-শূন্য সে ঘর! মা নাই! তাহা হইলে সে কি করিবে? মার সংবাদ তবে কোথায় পাওয়া যায়! কি করিলে পাওয়া যায়!

নাই পাওয়া যাক, তবু জিম-নাজে সে আর ফিরিবে না! ফিরিবার উপায়ও সে রাখিয়া আসে নাই! সেখানে ফিরিবার কথা, মুহূর্তের জন্যও তাই জ্যাকের মনে উদয় হইল না। যদিও বা হইত, মাতুর পৃষ্ঠে কশার সেই তীব্র আঘাত, মাতুর সেই সকাতর ক্রন্দন, প্রচণ্ড শাস্তি—সে কথা মনে পড়িতেই তাহার দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল!

ঐ যে বাড়ী—আলো জ্বলিতেছে! মা তবে আছে! খোলা জানালার মধ্য দিয়া বিস্ফুরিত আলোক-রশ্মি বাহিরে পথে পড়িয়াছিল! তাহা দেখিয়া জ্যাকের চিত্ত আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। মা না থাকিলে গৃহের প্রতি কক্ষে এত আলো জ্বলিবে কেন? তবে মা আছে! নিশ্চয় আছে! কিন্তু যদি এখনই কেহ বলে, বাহির হইয়া যাও—? জ্যাক দ্রুত বাটির মধ্যে প্রবেশ করিল।

এ কি! বাড়ীতে এত ভিড় কেন? চেয়ার টেবিল, সোফা, কৌচ, ছবি, আল্‌না প্রভৃতি হল্‌-ঘরে বিক্ষিপ্ত স্তূপাকারে রাখা হইয়াছে। ব্যাপার কি? নানা লোকে নাড়া-চাড়া করিয়া জিনিষ-পত্র লইয়া—ও কি করিতেছে! ভিড় ঠেলিয়া জ্যাক একেবারে ভিতরের ঘরে প্রবেশ করিল! মার শয্যা, খাট, এ-সব এমন অবস্থায় কেন? তাহার নিজের বিছানাটাও মাথায় বহিয়া কে ও বাহির হইয়া যায়?

জ্যাক তাহার হাত ধরিল, সবেগে কহিল, "আমার বিছানা কোথায়

নিয়ে যাচ্ছ? এ আমার বিছানা!" জ্যাক বিছানা ধরিয়া টানিল।

লোকটা সবিস্ময়ে জ্যাকের মুখের পানে চাহিল। এমন সময় কনস্তাঁ আসিয়া কহিল, "এ কি, জ্যাক যে! তুমি কোথা থেকে? স্কুল থেকে বুঝি? কার সঙ্গে এলে?"

"মা কৈ, কনস্তাঁ?" নম্র স্বরে জ্যাক জিজ্ঞাসা করিল, "মা—?" তাহার কণ্ঠস্বরে একটা আশঙ্কা জড়িত ছিল। উত্তরে না জানি, সে কি শুনাবে?

"মা ত এখানে নেই, জ্যাক! তা বুঝি তুমি জান না?"

"কোথায় মা? এরা সব ঐ কি কচ্চে? কারা এরা?"

"দিনের বেলায় এ-সব নিলেম হয়ে গেছে—তখন যারা জিনিষ-পত্তর নিয়ে যেতে পারেনি, এখন আর কি তারা এসে সব নিয়ে যাচ্ছে। এস, তুমি ভিতরে এস, রান্নাঘরে এস। সেখানেই কথা হবে।"

রান্নাঘরের পথে পুরাতন ভৃত্যের দল জ্যাককে ঘিরিয়া ফেলিল। পাছে ইহারা তাহাকে ধরিয়া জিম-নাজে রাখিয়া আসে, এই ভয়ে জ্যাক কাহাকেও খুলিয়া বলিল না যে, সেখান হইতে সে পলাইয়া আসিয়াছে! সে বলিল, ছুটি পাইয়া একবার মাকে দেখিবার জন্যই শুধু সে বাড়ী আসিয়াছে।

কনস্তাঁ কহিল, "মা ত এখানে নেই—কোথায় গেছে, তা—" কথাটা বাধিয়া গেল। কনস্তাঁ আবার বলিল, "আহা, এমন ছেলে ফেলে চলে গেল! এর কাছে লুকোতে আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে! না, না, জ্যাক, আমি জানি, মা কোথায় গেছে,—বলছি। প্যারি ছাড়িয়ে এতিয়োল্ বলে যে গাঁ আছে—মা সেখানে।"

"সে কি অনেক দূরে, কনস্তাঁ?"

"হ্যা, এখান থেকে প্রায় বারো ক্রোশ।"

এতিয়োল্—এতিয়োল্! জ্যাক মনে মনে বারবার ঐ নামটা উচ্চারণ করিল। এতিয়োল! নামটা সে মুখস্থ করিয়া ফেলিল।

কন্স্তাঁ কহিল, "ছোট-খাটো কতকগুলো বাগান আছে—তারই কাছে ছোট একখানি বাড়ী। সুন্দর বাড়ীটি,—বাড়ীর নাম হচ্ছে, আরাম-কুঞ্জ। মা সেখানে আছে।"

একান্ত আগ্রহে জ্যাক কথাগুলি শুনিল! এখান হইতে যে পথ ব্যার্সি গিয়াছে—সেই পথ ধরিয়া চলিয়া ব্যার্সি, শারান্তঁ, বিলেন্যুভ-স্যাঁ-জর্জ্জ পার হইলে একটা বড় পার্ক দেখা যাইবে। তাহারই বাঁয়ে লায়নের পথ—সে পথে না গিয়া ডাহিনে যে পথ কর্‌বেই গিয়াছে, সেই পথ ধরিয়া সিন্ নদীর ধার দিয়া বরাবর গেলে সেনার্টের জঙ্গল; সেই জঙ্গল পার হইলেই এতিয়োল!

দূরত্বের কথা শুনিয়া জ্যাক ভয় পাইল না। সারা পথ সে হাঁটিয়াই যাইবে। আজ রাত্রেই সে চলিতে আরম্ভ করিবে! এখনই। আজ সারা রাত্রি, তার পর কাল সারা দিন চলিলেও কি এতিয়োল্ পৌঁছানো যাইবে না? পথে ত কত লোক চলিতেছে—অনাথ, আতুর, ভিখারী যাহারা—তাহাদের ত গাড়ী চড়িবার পয়সা মিলে না, হাঁটিয়াই তাহারা দেশ-দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়, তবে জ্যাকই বা কেন হাঁটিয়া এতিয়োলে পৌঁছিতে পারিবে না? যেমন করিয়া হউক, এতিয়োলে সে যাইবেই, মাকে সে দেখিবেই! কিসের ভয়!

জ্যাক বলিল, "তবে আমি স্কুলে চল্লুম, কন্স্তাঁ।" আর-একটা কথা জানিবার জন্য প্রাণ তাহার আকুল হইয়া উঠিতেছিল। মনে হইতেছিল, একবার সে জিজ্ঞাসা করে, সেই আর্জাস্তঁটাও কি এতিয়োলে আছে? সেই শত্রুটাই কি মাতা-পুত্রের মধ্যে এই ব্যবধান ঘটাইল? কিন্তু কথাটা জ্যাকের মুখে বাধিয়া গেল—বাহির হইল না।

"তবে, এস জ্যাক,—রাত হয়ে যাচ্ছে; সঙ্গে কেউ যাক, না হয়!"

"না, না, কোন দরকার নেই, কন্‌স্তাঁ।"

বালকের মনে একটা দুর্জ্জয় অভিমান জাগিয়া উঠিয়াছিল! একটা দারুণ দাহ! মা—যে মার জন্য জ্যাকের মনে এতটুকু শান্তি নাই, যে মাকে দেখিবার জন্য জ্যাকের প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে, যে মার সংবাদ একদণ্ড না পাইলে জ্যাকের বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয় না—সেই মা, তাহাকে ভুলিয়া, তাহার কোন সংবাদ না লইয়া ত দিব্য নিশ্চিন্ত আরামে রহিয়াছে! জ্যাক ভাবিল, মার কাছে গিয়া মার কোলে মাথা রাখিয়া যদি সে এখন মরিতে পারে ত, তবেই মার এই অবহেলা-অনাদরের চূড়ান্ত শোধ লওয়া যায়! তাহারও অশান্ত প্রাণখানা চিরদিনের জন্য জুড়াইয়া বাঁচে! আঃ, কি সে গভীর তৃপ্তি!

কন্‌স্তাঁ ও ভৃত্যবর্গের নিকট বিদায় লইয়া জ্যাক পথে বাহির হইল।

চারিধার তখন কুয়াশায় ভরিয়া গিয়াছে। সেই ঘন কুয়াশার মধ্যে পথের আলোগুলা উষার আকাশে দীপ্তিহীন পাণ্ডু নক্ষত্রের মতই মিটমিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল। এক অজানা ভয়ে জ্যাকের বুক মাঝে মাঝে কাঁপিয়া উঠিতেছিল! কত—কত দূর—তাহাকে যাইতে হইবে! কত পথ চলিতে হইবে! উপায় নাই! চলিতেই হইবে! না হইলে সেই দুর্দ্দান্ত মোরোন্‌ভার হাতে পড়িলে আর রক্ষা থাকিবে না! প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহার আশঙ্কা হইতেছিল, এখনই বুঝি ধরা পড়ে! পথে কোন কনষ্টেবলের লণ্ঠন দেখিলেই জ্যাকের বুকটা ধ্বক্‌ করিয়া উঠে, বুঝি, সন্ধান পাইয়া তাহাকেই সে ধরিতে আসিতেছে! দূরে কাহারও কণ্ঠস্বর শুনিলে

জ্যাক কাঁপিয়া উঠে—মনে হয়, কে যেন তাহারই সন্ধান বলিয়া দিতেছে। জ্যাক উর্দ্ধে আকাশের পানে চাহিল, মনে হইল, সারা আকাশ নিস্তব্ধভাবে যেন তাহারই গতি লক্ষ্য করিতেছে। দেখি, কোথায় যায়! যেমনই সে বিশ্রাম করিতে বসিবে, অমনই সকলে মিলিয়া তাহাকে ধরিয়া জিম নাজে চালান করিয়া দিবে! নিস্তব্ধ বাড়ীগুলা, নিস্তব্ধ আকাশ, নিস্তব্ধ প্রকৃতি,—সকলে মিলিয়া যেন তাহারই বিরুদ্ধে এক গভীর ষড়যন্ত্র করিতেছে! ঐ না কে বলে, ধর, ধর, জ্যাককে ধর—ঐ সে পলায়!

সারারাত্রি ধরিয়া জ্যাক পথ চলিল। যখন ভোর হইল, তখন দেহ তাহার অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে! তবুও বিরাম নাই, চলিয়াছে, সে চলিয়াছেই! এ দীর্ঘ পথে একটা যন্ত্রের মতই শুধু সে চলিয়াছে! উদাস দৃষ্টি, শুষ্ক মুখ—যেন প্রাণহীন, মনহীন একটা পুতুলকে দম দিয়া কে পথে ছাড়িয়া দিয়াছে!

পথে আরও কত লোক চলিয়াছে। কর্ম্ম-চক্রের ঘর্ঘর-রবে চারিদিক মুখরিত। সে শব্দে সকলেই নিজের মনে দিশাহারা ছুটিয়া চলিয়াছে—ইহাদের সকলের দৃষ্টি যে জ্যাক এড়াইয়া চলিবে, তাহা আর বিচিত্র কি! জ্যাকের শুষ্ক মুখের দিকে ফিরিয়া চাহিবার অবসরও কাহারও ছিল না!

ক্রমে রৌদ্র পড়িয়া আসিল। এখন নদীর ধার দিয়া পথ—জ্যাক সেই পথে চলিল। অপরাহ্নের বায়ু তখন সূর্য্যের শেষ রশ্মিকণাগুলিকে উড়াইয়া ছড়াইয়া ছুটিয়া ফিরিতেছিল। দিনের গান শ্রান্ত হইয়া থামিয়া আসিতেছিল। কর্ম্ম-ক্লান্ত ধরণীর তপ্ত নিশ্বাস নদীর জলে মিশিয়া যাইতেছিল। প্রকৃতি যেন মূর্চ্ছাতুর হইয়া পড়িতেছিল। আলোকের রেখার উপর ধীরে ধীরে কে একখানি সূক্ষ্ম কালো পর্দ্দা টানিয়া দিতেছিল। ক্রমে চারিদিকে আঁধার নামিল!

দীর্ঘ সারা রাত্রি, সারা দিন ধরিয়া জ্যাক পথ চলিয়াছে। এখন যেন পা দুইখানা আর চলিতে চাহে না! অবশ হইয়া আসিয়াছে! জ্যাকের মনে হইল, আর না,—এইবার ভূমিতে দেহভার লুটাইয়া দি, জন্মের মত এ পথ-চলার বিরাম হইয়া যাক! কিন্তু না, মা—মা—কোথায় মা! মাকে যে দেখিতে হইবে!

বিশ্রাম করিতে বসিলে এখন চলিবে না—বিলম্ব হইবে! যেমন করিয়া হউক, মার কাছে পৌঁছিতেই হইবে। যদি মৃত্যু আসিয়া দেখা দেয়? না, না, এখন নয়,—ওগো জীবন, মার কোলে দুর্ভাগা বালককে একটিবার শুধু টানিয়া লইয়া চল গো! তার পর ছাড়িয়া দিয়ো! হে বন্ধু, আর কিছুক্ষণ সঙ্গে থাক!

তখন গভীর রাত্রি। গ্রামের পথে কচিৎ আলো দেখা যায়! অন্ধকারে চারিধার ভরিয়া গিয়াছে। গ্রাম্য পথে জন-মানবের চিহ্নও নাই, শুধু সে-ই চলিয়াছে। একবার সে বসিল! বসিয়া আকাশের পানে চাহিল—তাহার জিভ্ শুকাইয়া আসিয়াছিল—পা দুইটা বিষম ভার বোধ হইতেছিল। এ ভার টানিয়া লইয়া যাইবার শক্তিও বুঝি ফুরাইয়াছে! এমন সময় সহসা সে দেখিল, দুইটি আলোক-রশ্মি তাহারই দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে!

আলোক-রশ্মি ক্রমে সম্মুখে আসিল। একখানা গাড়ী। জ্যাক চীৎকার করিয়া ডাকিল, "মশায়—"

তাহার জিভ জড়াইয়া গিয়াছিল। স্বর প্রথমটা বাহির হইল না। তখন প্রাণপণে শক্তি সঞ্চয় করিয়া জ্যাক আবার ডাকিল, "মশায় গো, একবার গাড়ী থামান।"

গাড়ী ঈষৎ অগ্রসর হইয়াছিল; থামিল। ভিতর হইতে প্রশ্ন হইল, "কে তুমি?"

"আমায় গাড়ীতে নিন, আমি আর চলতে পাচ্ছি না। সারা রাত হেঁটেছি, আর পাচ্ছি না—"

"কোথায় যাবে, তুমি?"

"সেনার্টে!"

"বেশ, এস, আমার সঙ্গে—আমি এতিয়োলে যাচ্ছি! পথেই সেনার্ট।"

গাড়ীতে উঠিয়া আরোহীর প্রশ্নে জ্যাক শুধু এইটুকু বলিল, সে একটা স্কুলের বোর্ডিংএ থাকে। সেনার্টে মার অসুখ হইয়াছে, শুনিয়া প্রত্যূষের প্রতীক্ষায় থাকিতে না পারিয়া হাঁটিয়াই সে তথায় চলিয়াছে! মা ছাড়া জগতে তাহার আর কেহ নাই!

লোকটি কহিল, "আমার যাবার পথেই সেনার্ট, তার পর একটা জঙ্গল। সেই জঙ্গল পার হয়েই এতিয়োল। আমি এতিয়োলে যাব। তোমায় সেনার্টে নামিয়ে দিয়ে যাব'খন, এস।"

জ্যাকের মনে অনুতাপ হইল। কেন সে মিথ্যা বলিল? সত্য করিয়া কেন সে বলিল না, যে সেও এতিয়োলে যাইবে! সেনার্টে তাহাকে নামাইয়া দিলে আবার বাকী পথটুকু হাঁটিয়া যাওয়া কি তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে? সে শক্তি যে তাহার নাই! হায়, হায়, কেন এ দুর্ব্বুদ্ধি হইল? সে ভাবিল, এখন শুধরাইয়া লইয়া সত্য কথাটা বলিবে কি? কিন্তু না! তাহা হইলে ইঁহার মনে সন্দেহ হইবে—কি জানি, তখন রাগ করিয়া আবার যদি নামাইয়া দিয়া যান! সত্য বলিবার সাহস—না, জ্যাকের আজ তাহা মোটেই নাই! কি দুর্ভাগা সে!

গাড়ী চলিতেছিল, জমাট অন্ধকার ভেদ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছিল। সহসা জ্যাক শুনিল, "এই তোমার সেনার্ট—নামো।" জ্যাকের মনে হইল, কে যেন তাহাকে নিরাপদ আশ্রয়-নীড় হইতে টানিয়া সহসা এক অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করিল। কি ভয়ঙ্কর! এবার

নামিতে হইবে! হাঁ, নামিতেই হইবে! অন্ধকারে জ্যাককে নামাইয়া দিয়া গাড়ী চলিয়া গেল!

অবসন্ন চিত্তে পথের প্রান্তে জ্যাক বসিয়া পড়িল। গাড়ীর আলো ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া শেষে মিলাইয়া গেল! শীতল বায়ু বহিতেছিল! ক্ষুধার ক্লান্তিতে জ্যাকের অনুভব করিবার শক্তিও লোপ পাইয়াছিল। তাহার মনে হইল, তাহার চারি পার্শ্বে সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রগুলা নিবিড় জঙ্গলে ভরিয়া রহিয়াছে! গাছের পাতা কাঁপাইয়া বায়ু বহিতেছিল—নৈশ প্রকৃতির বিরাট গানে প্রান্তর মুখরিত—ইহার মধ্যে বসিয়া জ্যাক কখন যে ঘুমাইয়া পড়িল, তাহা সে জানিতে পারিল না!

সহসা ভীষণ শব্দে চমকিয়া সে জাগিয়া উঠিল! অর্দ্ধোন্মীলিত নেত্রে চাহিয়া সে দেখে, একটা সুদীর্ঘ আলোকপুচ্ছ-ধারী রাক্ষস সশব্দে অদূরস্থ বনপথ দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহার দীপ্ত লোহিত চোখ দুইটা আগুনের মতই জ্বলিতেছে! পরক্ষণেই বাঁশীর শব্দ শুনিয়া সে বুঝিল, না, ওটা রাক্ষস নহে, অদূরে লৌহ-পথ দিয়া একখানা ট্রেণ বেগে সবেগে চলিয়া গেল!

এখন কয়টা বাজিয়াছে? কোথায় সে? কতক্ষণ ঘুমাইয়াছে? কিছুই সে জানে না! ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়া সে জাগিয়া উঠিয়াছে। স্বপ্ন দেখিয়াছে, মাতুর কবরের উপর মাথা রাখিয়া যেন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। মাতু তাহার শ্রান্ত শিরে হাত বুলাইতেছিল। সেই হিম-শীতল স্পর্শে তাহার দেহের সমস্ত রক্ত জমিয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছিল। মাতুর দিকে ফিরিয়া চাহিতেই চট্ করিয়া তাহার মনে পড়িল, এ কি,—মাতু না মরিয়া গিয়াছে! ভয়ে সে কাঁপিয়া তাই জাগিয়া উঠিয়াছে। এই নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রে মাতুর কথা মনে পড়িয়া যাওয়ায় জ্যাকের ভয় বাড়িয়া উঠিল। এখন নিদ্রা

গেলে স্বপ্নে মাতু আসিয়া যদি আবার দেখা দেয়! মাতুর সে মূর্ত্তি মনে করিতেও অঙ্গ তাহার শিহরিয়া উঠিল!

আবার সে চলিতে আরম্ভ করিল। আরও কত পথ চলিলে বনের শেষ মিলিবে! কি সুদীর্ঘ যাত্রা এ,—অফুরাণ পথ!

এমন সময় অদূরে একটা মোরগ ডাকিয়া উঠিল। আকাশের পিছনে উষা আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল—তাহারই ভূষণের হেমচ্ছটা আকাশের কালো পর্দ্দা ভেদ করিয়া ঝিক্-ঝিক্ করিতেছিল। সমস্ত প্রকৃতি স্তব্ধভাবে উষার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল।

কোথায় উষা? এস তুমি, তোমার কিরণে জগতের এ নিবিড় অন্ধকার দূর করিয়া দাও! শ্রান্ত অসহায় বালককে আশা ও উষ্ণতা দিয়া এ হিম হইতে পরিত্রাণ কর! তোমার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য সে দুই বাহু বাড়াইয়া আকুল হইয়া রহিয়াছে!

সহসা সম্মুখে এতিয়োলের পথে দুই হাতে আঁধারের পর্দ্দা ঠেলিয়া উষা আসিয়া জগতে দেখা দিল! প্রথমে সুদীর্ঘ সূক্ষ্ম একটা পীত রশ্মি তুলির মত দেখা গেল। তাহার পর কে যেন সেই রঙ্গিন তুলিটা আকাশের গায়ে চতুর্দ্দিকে বুলাইয়া দিল! কুয়াশার আবরণের মধ্য দিয়া তখন এক বিচিত্র বর্ণ ঝলমল করিয়া ধরণীর বুকে গড়াইয়া পড়িল।

প্রকৃতি তখন জাগিয়া উঠিতেছিল। তাহার স্নিগ্ধ-কোমল নিশ্বাস ধীরে ধীরে বহিয়া গেল। ক্রমে পাখীর গানে স্তব্ধ প্রকৃতি সাড়া দিয়া উঠিল!

সম্মুখেই জ্যাক চাহিয়া দেখে, পরিচ্ছন্ন একখানি ক্ষুদ্র গৃহ। গৃহের একটি বাতায়ন মুক্ত হইতেছে—বাতায়নের মধ্য দিয়া আন-মনে-গাওয়া কাহার মৃদু সঙ্গীতের স্বর ভাসিয়া আসিল। পরিচিত কণ্ঠে পরিচিত গান, ও কে গায়? জ্যাক চাহিয়া দেখিল।

বাতায়নের ধারে দাঁড়াইয়া, কে, ও? এ কি স্বপ্ন! না, না!

জ্যাক দুই হাতে চোখ মুছিল, আবার চাহিয়া দেখিল—না, এ ত স্বপ্ন নয়! স্বপ্ন নয়! এ যে মা! মা-ই ত!

জ্যাক ডাকিল, "মা!" তাহার ক্ষীণ স্বর বাতাসে মিলাইয়া গেল।

বাতায়ন-পার্শ্বে রমণী বিস্ময়ে সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার কণ্ঠের মৃদু সঙ্গীত থামিয়া গেল—পথের ধারে সে চাহিয়া দেখিল।

তখন সবেমাত্র সূর্য্যোদয় হইতেছে। রমণী দেখিল, সূর্য্যের লোহিত আলোক-রাগে-স্নাত এক বালক বাতায়নের নিম্নে সোপানের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া! বালকের মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, চক্ষু কোটরে ঢুকিয়াছে! রমণীর দেহ মুহূর্ত্তের জন্য কাঁপিয়া উঠিল—সমস্ত শিরার মধ্য দিয়া একটা তড়িৎ-প্রবাহ ছুটিয়া গেল! সে চীৎকার করিয়া ডাকিল, "জ্যাক!"

সোপানের নিম্নে জ্যাকের শ্রান্ত শরীর ঢুলিয়া পড়িতেছিল, ইদা আসিয়া তাহাকে আপনার বুকে চাপিয়া ধরিল—মাতৃ-হৃদয়ের সযত্ন-সঞ্চিত স্নেহের তাপে হিম-শীতল মুমূর্ষু পুত্রকে সে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিল। একটা সুগভীর আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া মার বুকে মাথা রাখিয়া জ্যাক ধীরে ধীরে চক্ষু মুদিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আরাম-কুঞ্জ

"না, জ্যাক্ তোমার এখন কোন ভয় নেই। আর তোমাকে ইন্দ্র-নাজে পাঠাব না—কখনও না। তারা তোমার গায়ে হাত তোলে—এত আস্পর্দ্ধা! বেশ করেছ, তুমি পালিয়ে এসেছ! ছি, এখনও কি কাঁদতে আছে? ভয় কি? আর কখনও

তোমায় আমি কাছ-ছাড়া করছি না। এ বেশ দেশ—এখানে কোন গোলমাল নেই—না গাড়ীর ঘড়্ঘড়ানি, না লোকজনের ভিড়। কিছু না। বাড়ীতে আমি কত কি পুষেছি দেখো'খন —পায়রা, খরগোশ, মুরগী, ছাগল, গাধা। ভাল কথা, এখনও তারা খাবার পায় নি যে আজ। আমি সব ভুলে গেছি। তোমাকে দেখে আর কিছুই মনে নেই। তুমি সুরুয়া খেয়ে একটু ঘুমোবে, চল। সারা রাস্তা হেঁটে তোমার বড় কষ্ট হয়েছে। আহা, কাল যখন আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে আরামে ঘুমোচ্ছিলুম, তখন বাছা আমার সেই অন্ধকার রাত্রে কোথায় পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছ! কি ভয়ঙ্কর কথা, জ্যাক! ঐ শোন, পায়রাগুলো ডাকছে—আমি তাদের খাওয়াইগে—তুমি সুরুয়াটুকু খেয়ে এখন একটু ঘুমোও। কেমন?"

ইদা চলিয়া গেল।

জ্যাকের চোখে ঘুম আসিল না। একটু বিশ্রাম,—তার পর স্নান শেষ করিয়া পাচিকা আর্শার হাতের তৈয়ারী সুরুয়া পান করিতেই তাহার ক্লান্তি যেন অনেকখানি ঘুচিয়া গেল। মাকে পাইয়া, নূতন দেশ দেখিয়া কিশোর হৃদয় সহজেই প্রফুল্ল হইল। গত রাত্রের সমস্ত ক্লেশ নিমেষে সে ভুলিয়া গেল। মুগ্ধ নেত্রে সে দেখিল, কি অপূর্ব্ব শান্তি, অভাবনীয় বিরাম এখানে চারিধারে ভরিয়া রহিয়াছে!

তাহার ছোট ঘরটি সূর্য্যের কিরণে ঝলমল করিতেছিল। বাহিরে পল্লীর কি সরল, অনাড়ম্বর শোভা! বৃক্ষের শ্রেণী চলিয়াছে! তাহার পত্র-ঘন শাখায় বসিয়া পাখীর ঝাঁক কাকলী তুলিয়াছে, ছাদে অসংখ্য পারাবতের কলরব—সকলের উপর মাতার মিষ্ট কণ্ঠস্বর, —সমস্ত হইতেই কি বিপুল মাধুরী নির্ঝরের মত সহস্র ধারে ঝরিয়া পড়িতেছে! চারিধারে যেন কি এক মহা উৎসবের রাগিণী বাজিয়া

উঠিয়াছে! জ্যাকের চিত্ত এক পরম নিশ্চিন্ত আরামে বিভোর হইয়া উঠিল।

কিন্তু এ আনন্দেও বিঘ্ন ঘটিল। সহসা সে দেখিল, মাতার শয়ন-কক্ষে দেওয়ালের গায় আর্জান্তঁর এক সুবৃহৎ তৈল-চিত্র ঝুলিতেছে! মুখে সেই বিকট দন্ত, চোখে হিংসার জ্বলন্ত বহ্নি—শত চেষ্টাতেও চিত্রকর এগুলা ঢাকিতে পারে নাই।

জ্যাক ভাবিতে লাগিল, কোথায় সে? এই শয়তান,—সে কি এখানেই থাকে? তবে দেখা নাই, কেন? অবশেষে ছবিখানার সম্মুখে দাঁড়ানোও অসহ্য বোধ হওয়ায় জ্যাক মার কাছে গেল।

ইদা তখন মুরগীগুলাকে আহার দিতেছিল। অন্ন-দায়িনী সেবা-পরায়ণা নারীর মুখ কি এক মহিমার আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। জ্যাক সগর্ব্বে মার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

আর্শা আসিয়া কহিল, "এইটি ছেলে? বেশ ছেলেটি ত। বাঃ!"

"নয় কি, আর্শা? আমি ত বলেই ছিলুম।"

"ছেলেটি ঠিক মার মত হয়েছে—বাপের মত কোনখানটাই নয়। যেমন মুখ-চোখ, গড়নটুকুও কি তেমনই নধর, নিটোল!"

বাপের মত! কথাটা শেলের মত জ্যাকের প্রাণে বিঁধিল। বাপ! কে বাপ!

"ঘুম হলো না, বুঝি, জ্যাক? তবে এস, সব দেখবে, এস।" বলিয়া ইদা জ্যাককে লইয়া ঘর দেখাইতে চলিল।

গ্রামের প্রান্তে ছোট বাড়ীখানি,—ছবির মতই সুন্দর। চারিধারে ছোট-খাট বন। অদূরে একটা শীর্ণ নদী বহিয়া চলিয়াছে। জানালা দিয়া তাহারই ক্ষীণ স্রোত রূপালি সূতার মত দেখা যায়। নদীর পরপারে ঝোপের মধ্য দিয়া সরু পথ জাগিয়া রহিয়াছে—সে যেন কোন্ অজানা স্বপ্নরাজ্যের সীমানায় গিয়া মিশিয়াছে!

একটি সজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিয়া ইদা কহিল, "এই ঘরে উনি কাজ-কর্ম্ম করেন।"

উনি! উনি কে—? যিনিই হৌন্, পরিচয় লইবার জন্য জ্যাক কিন্তু এতটুকু ঔৎসুক্য জানাইল না। শুধু তাহার মর্ম্মস্থল হইতে একটা তপ্ত দীর্ঘ-শ্বাস ইদার অজ্ঞাতে বায়ু-তরঙ্গে নীরবে মিলাইয়া গেল।

মৃদু স্বরে ইদা কহিল, "উনি বেড়াতে গেছেন। নানান দেশে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। শীঘ্রই ফিরবেন। আমি তাঁকে তোমার আসার কথা আজই লিখব। শুনে তিনি ভারী খুসী হবেন। তাঁর মেজাজটা একটু রুক্ষ হলেও, এ-ধারে লোক তিনি বড় ভাল। তোমায় তিনি খুবই ভাল বাসেন। তুমিও তাঁকে ভালবেসো, জ্যাক। বাসবে ত? তোমাদের দুজনের মধ্যে ভালবাসা না হলে, আমার মনে একতিলও স্বস্তি থাকবে না।"

কথাটা বলিয়া দেওয়ালে লম্বিত আজাঁত্তর তৈল-চিত্রখানার দিকে ইদা একবার চাহিয়া দেখিল; তার পর কহিল, "বল, জ্যাক, তুমি এঁকে ভালবাসবে—বল, তা শুনলে তবে আমি ঠাণ্ডা হব।" বলিয়াই ইদা সহসা জ্যাককে আপনার বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল।

ইদার কণ্ঠস্বরে মিনতির এক করুণ সুর বাজিয়া উঠিয়াছিল। জ্যাক সরিয়া মার মুখের দিকে চাহিল, ধীর স্বরে কহিল, "বাসব।"

তার পর উভয়েই সে ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

সেদিনকার প্রফুল্ল উজ্জ্বল আকাশ হইতে মেঘের এই কৃষ্ণবিন্দুটুকুকে কোনমতেই মুছিয়া ফেলা গেল না।

সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধ রিভাল বেড়াইতে আসিল। এতিয়োল গ্রামের প্রবীণ ডাক্তার, রিভাল। গ্রামের ইতর-ভদ্র সকল শ্রেণীর লোকই রিভালের সদাশয়তায় তাহার গুণমুগ্ধ। রিভাল আসিয়া জ্যাকের সহিত আলাপ করিল; তাহার পিঠ চাপড়াইয়া সস্নেহে কত কথা

জিজ্ঞাসা করিল। স্নেহের ভিখারী বালক বৃদ্ধের ব্যবহারে চমৎকৃত হইয়া গেল।

ডাক্তার চলিয়া গেলে গৃহের দ্বার রুদ্ধ হইল। তার পর রাত্রে যখন ঝিল্লীর গানে চারিধার ঝঙ্কৃত মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন জ্যাককে বিছানায় ঘুমাইতে পাঠাইয়া ইদা আর্জান্তঁকে এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিতে বসিল। জ্যাক আসিয়াছে—সে সংবাদ দিয়া, জ্যাকের প্রতি আর্জান্তঁর একটু স্নেহ ও সহানুভূতি সে কাতরভাবে ভিক্ষা চাহিল। বেচারা জ্যাক—তাহার জন্য আর কিছু না—শুধু একটু করুণা! একটুকু স্নেহ! সে নিতান্ত অভাগা! তাহাকে দেখিবার কেহ নাই!

দুই দিন পরে পত্রের উত্তর আসিল।

সে উত্তরে মাতার দুর্ব্বলতার প্রতি বক্র ইঙ্গিত ও তজ্জন্য তিরস্কার এবং বালকের শিক্ষার অভাবের কথাটা মোটেই বাদ পড়ে নাই। তবু ইদার মনে হইল, ইহাতে রূঢ়তা নাই! আর্জান্তঁ লিখিয়াছে, মোরোন্‌ভার স্কুলে অনর্থক কতকগুলা অপব্যয় হইতেছিল। কারণ স্কুলের দশাও আর তেমনটি নাই—তথাপি সেখান হইতে জ্যাকের পলাইয়া আসা কোনমতে সমর্থন করা যায় না—কাজটি খুবই গর্হিত হইয়াছে। যাক্, যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার ত আর চারা নাই! তবে বালকের ভবিষ্যতের ভার আর্জান্তঁ লইতে প্রস্তুত আছে। এতিয়োলে ফিরিয়া—আর এক সপ্তাহ পরেই সে ফিরিবে—এ সম্বন্ধে আর্জান্তঁ কর্ত্তব্যও নির্ণয় করিয়া ফেলিবে।

এই সাতটি দিন জ্যাকের যেরূপ সুখে কাটিয়া ছিল, ভবিষ্যতে তাহার সমস্ত জীবনে—এমন সুখ অদৃষ্টে আর কখনও মিলে নাই। গৃহে মাতার সঙ্গ, বাহিরে বন, বাগান, নদী—ঘরে-বাহিরে যত ইচ্ছা, ঘুরিয়া বেড়াও! সর্ব্বত্রই সমান অধিকার! বাহিরে মুক্ত আনন্দে ছুটিয়া বেড়ানো, গৃহে মার প্রচুর স্নেহ! সহস্র আদর-আবদারে ডুবিয়া থাকা,

প্রাণ খুলিয়া হাসির তুফান তোলা! জ্যাকের জন্যই যেন পৃথিবীর যত কিছু আনন্দ-উল্লাস বিধাতা উদার হস্তে চারিধারে আজ ছড়াইয়া দিয়াছেন! শুধু তুলিয়া লইলেই হয়!

আর্জান্তঁর নিকট হইতে আর একখানি পত্র আসিল—কাল সে এতিয়োলে আসিয়া পৌঁছিবে।

জ্যাককে স্নেহ ও সহানুভূতির চক্ষে দেখিবে বলিয়া আর্জান্তঁ পত্রে স্বীকার করিলেও ইদার মন কিন্তু একদণ্ডও সুস্থির ছিল না। ষ্টেশনে যাইবার সময় ইদা জ্যাককে সঙ্গে লইয়া গেল না; পথে কাতর অনুনয়ে একবার সে আর্জান্তঁর মন ভিজাইবার চেষ্টা করিবে! সহসা জ্যাককে দেখিলে যদি আর্জান্তঁ জ্বলিয়া উঠে—এই ভয়েই শুধু জ্যাককে গৃহে রাখিয়া আর্জান্তঁর অভ্যর্থনার জন্য ইদা গাড়ী লইয়া একাই ষ্টেশনে গেল। জ্যাককে সে বলিয়া গেল, "তুমি বাগানে থেকো—ফস্ করে যেন ওঁর সামনে এসো না। আমি ডাকলে তবে এস—কি জানি—" কথাটা শেষ না করিয়াই ইদা চলিয়া গেল।

মার কথা শুনিয়া জ্যাক দমিয়া গেল। তাহার পর কখন যে গৃহ-দ্বারে গাড়ী আসিয়া থামিয়াছে, তাহা সে জানিতেও পারে নাই। সহসা সে মার স্বর শুনিল,—মা ডাকিতেছে, "জ্যাক, এদিকে এস!"

জ্যাকের বুক কাঁপিয়া উঠিল। এইবার! কক্ষে প্রবেশ করিয়া কোনমতে আর্জান্তঁকে অভিবাদন করিয়া জ্যাক স্থির হইয়া দাঁড়াইল! আর্জান্তঁ তাহার বক্তৃতাটুকু সংক্ষেপেই সারিয়া লইল। বক্তৃতায় উপদেশের সহিত যে একটু শ্লেষও মিশানো না ছিল, এমন নহে।

আর্জান্তঁ কহিল, "জ্যাক—তোমাকে মানুষের মত হতে হবে, কাজ করতে হবে। বুঝলে? কাজ! কাজ ছাড়া মানুষের থাকা চলে না। জীবনটা ধূলোখেলা নয় ত! তবে বেশী কিছু করতে হবে না, তোমায়!

শুধু আমি যা বলব, তাই করে যাবে, সেই হলে আমিও ভালবাসব, বুঝলে! আর সকলেই তাহলে বেশ নিঃঝঞ্ঝাটে থাকতে পাব। আমি এখন এইটুকু চাই—আমার নিজের যথেষ্ট কাজ আছে—অবসর খুবই কম—তবু তোমাকে মানুষ করে তোলবার জন্য তোমার দিকে একটু মন আমাকে দিতেই হবে। দু'ঘণ্টা আমি তোমার জন্য খরচ করতে পারি, আর করতে হবেও, দেখছি—তোমার শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য। যদি আমার মতে চলতে পার—তবেই একদিন আমার মত কাজের লোক হতে পারবে—সংসারের সঙ্গে যুদ্ধ করবার শক্তি হবে! নাহলে যেমন অপদার্থ আছ, চিরকাল তেমনই থেকে যাবে! কোন উন্নতি হবে না।"

"শুনছ, জ্যাক? শোন!" পুত্র-স্নেহাতুরা মঙ্গলার্থিনী মাতা সাগ্রহে সানন্দে কহিল, "তোমার জন্য উনি নিজের কত ক্ষতি করছেন, বুঝছ ত, জ্যাক?"

"হাঁ, মা।"

"থাম, শার্লং" আর্জান্ত কহিল, "আগে আমি জানতে চাই—আমার কথা থাকবে কি না! আমি বেণা-বনে কথা ছড়াই না। অবশ্য আমি বাধ্যও করছি না যে এ-রকমভাবে চলতেই হবে।"

"বল, জ্যাক, পারবে ত?

মাকে আর্জান্ত শার্লং বলিয়া ডাকিল দেখিয়া জ্যাক কেমন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িল! সে তাই চট্ করিয়া কথাটার কোন উত্তর দিতে পারিল না। সহসা চমক ভাঙ্গিলে সে বলিল, "পারব।" বলিয়াই কক্ষ ত্যাগ করিয়া দ্রুত সে নীচে নামিয়া গেল! তাহার বুকের মধ্যে কি একটা বেদনা ঠেলিয়া উঠিতেছিল, মাথার ভিতর যেন আগুন জ্বলিতেছিল; নীচে আসিয়া একটা শূন্য কক্ষে প্রবেশ করিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সে বসিয়া পড়িল।

পরদিন প্রভাতে নিদ্রা ভাঙ্গিলে জ্যাক দেখিল, তাহার ঘরের দেওয়ালে ফ্রেমে বাঁধা একটা কাগজ ঝুলিতেছে! কাগজে কবির আঁকাবাঁকা অক্ষর ছড়ানো রহিয়াছে! নিকটে আসিয়া জ্যাক দেখিল, খুব মোটা অক্ষরে লেখা আছে,—

রুটিন

নীচে তাহার জীবনের একটা গণ্ডী নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, পড়া-শুনা কাজ-কর্ম্মের ধারা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। দিনের মুহূর্ত্তগুলাকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাগ করা হইয়াছে—ছয়টায় শয্যা-ত্যাগ।

ছয়টা হইতে সাতটা—প্রাতর্ভোজনাদি।

সাতটা হইতে আটটা—পড়া—

আটটা হইতে নয়টা—ইত্যাদি।

প্রাচীর-গাত্রে অসংখ্য ছিদ্র করিলে সেই সকল ছিদ্রের মধ্য দিয়া বায়ু যেমন প্রচুরভাবে প্রবেশ করিতে পারে না, আলোক-প্রবেশেরও যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটে, তেমনইভাবে দিনটাকে যেন অসংখ্য টুকরায় ভাগ করা হইয়াছে! লাটিন, গ্রীক, বীজগণিত, জ্যামিতি, দেহতত্ত্ব, ব্যাকরণ প্রভৃতির নামে সে টুকরাগুলা পরিপূর্ণ! সকল বিষয়েই শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। তারপর এই বিক্ষিপ্ত টুকরা-গুলাকে হৃদয় কোন্ সুদূর শুভ মুহূর্ত্তে এক অখণ্ড জ্ঞানের স্তূপে পরিণত করিয়া তুলিবে! জ্যাক একেবারে সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ হইয়া উঠিবে!

কিন্তু এ ধরা-বাঁধা নিয়মে চলা বালকের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল! তাহার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে এত জিনিষ ধরিবার মত স্থানও ছিল না! কাজেই তাহার চিত্ত স্ফূর্ত্তির অভাবে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল!

অপরাহ্ণে রৌদ্রের তাপ কমিয়া আসিলে যখন সে বইয়ের রাশির মধ্যে আপনাকে মগ্ন রাখিত, ছাপার অক্ষরের দিকে কেবলই ঝুঁকিয়া চাহিয়া থাকিতে থাকিতে সেগুলা ক্রমে তাহার চোখের সম্মুখে অস্পষ্ট হইয়া উঠিত, তখন বাহিরের মুক্ত বায়ু ও আনন্দ লাভের জন্য চিত্ত তাহার নিতান্তই কাতর অস্থির হইয়া উঠিত! তাহার মনে হইত, একবার যেমন জিমনাজ হইতে পলাইয়াছিল, আবার তেমনই করিয়া সে কোথাও পলাইয়া বাঁচে!

খোলা জানালার মধ্য দিয়া বসন্ত তাহার অজস্র পুষ্পের স্নিগ্ধ সুরভি বহিয়া আনিত, প্রকৃতি আপনার সবুজ মসৃণ আসনখানি বিছাইয়া কোল পাতিয়া শ্রান্ত বালককে সস্নেহে যেন আহ্বান করিত, জ্যাক তখন বহি বন্ধ করিয়া চোখ মেলিয়া শুধু বাহিরের পানে চাহিয়া থাকিত। কখনও সে দেখিত, কোমল পুচ্ছ তুলিয়া কাঠবিড়ালীর দল এ-গাছে ও-গাছে কি আনন্দে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে! বাহিরে সারা বন যখন অজস্র ফুটন্ত গোলাপে ভরিয়া লালে-লাল হইয়া গিয়াছে, তখন ঘরের মধ্যে বন্ধ থাকিয়া, "Rosa—The Rose—গোলাপ" এ নীরস পাঠ মুখস্ত করা কি দারুণ কষ্টকর! আর কোন কথা তখন জ্যাকের মনে আসিত না—শুধু সে ভাবিত, কেমন করিয়া এই মুক্ত রৌদ্রালোকে, অজস্র বায়ুতে আপনাকে অবাধে সে ছাড়িয়া দিবে!

কিছুদিন পরে "অপদার্থ—বোকা" বলিয়া আর্জান্ত জ্যাকের হাল ছাড়িয়া দিল! ইদা করুণ দৃষ্টিতে জ্যাকের পানে শুধু একবার চাহিল, মুখে কোন কথা ফুটিল না! জ্যাক হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। এতদিন যেন কয়েদীর মত গারদে সে বন্দী ছিল—আজ ছাড়া পাইয়াছে! মুক্তি! মুক্তি! সে আজ মুক্ত, স্বাধীন!

ছাড়া পাইয়া জ্যাক বনের দিকে ছুটিল। পাখীর গানে আকাশ তখন ভরিয়া গিয়াছে,—ফুলের গন্ধে চারিদিক মাতিয়া উঠিয়াছে—

নদীতে নৌকা ছুটিয়া চলিয়াছে,—প্রজাপতির দল বিচিত্র পাখা মেলিয়া ফুলে ফুলে উড়িয়া বেড়াইতেছে, জ্যাক নৌকা দেখিয়া প্রজাপাত ধরিয়া পরম স্বচ্ছন্দ নিরুদ্বেগে সময় কাটাইয়া দিল!

সন্ধ্যার সময় গৃহে ফিরিলে, গৃহের নিস্তব্ধতায় প্রথমটা যেন তাহার নিশ্বাস রোধ হইয়া আসিল! ইদা তাড়াতাড়ি আসিয়া মৃদু স্বরে বলিল, "চুপ, চুপ, গোল করো না যেন। উনি কাজ করছেন —বই লিখছেন।"

অতিরিক্ত সতর্কতার সহিত দ্বার বন্ধ করিতে গিয়া জ্যাক শব্দ করিয়া ফেলিল, ছোট টেবিলটাও সঙ্গে সঙ্গে উল্টাইয়া গেল! ইদা আসিয়া বিরক্তভাবে বলিল, "আঃ, শান্ত হয়ে থাক, জ্যাক—শব্দ করো না!" হাঁ, খুব সাবধান! আর্জান্ত বহি লিখিতেছে—কাজ করিতেছে। গোল হইলে এখনই সব মাটী হইয়া যাইবে! প্রতিভা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইবে!

প্রকাণ্ড খাতা লইয়া প্রথম পৃষ্ঠায় গ্রন্থের নাম "কষ্টের কন্যা" সুবৃহৎ অক্ষরে আঁকা-বাঁকা ছাঁদে লিখিয়া ভাব-সংগ্রহের জন্য আর্জান্ত কক্ষমধ্যে উদ্বিগ্ন চিত্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। এত করিয়াও এক ছত্র লেখা বাহির হয় না! কি বিড়ম্বনা! জানালার ধারে আসিয়া আকাশ, মাঠ, বাগান, নদী প্রভৃতির পানে বিহ্বল নেত্রে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার হৃদয় ভাবের বন্যায় কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠে, কিন্তু কলমটি যেমনই সে হাতে লয়, অমনই সে বিপুল ভাব-স্রোত কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া যায়, কোনই তাহার সন্ধান মিলে না! খাতার পৃষ্ঠা যেমন শূন্য, তেমনই শূন্য থাকে! জীবনের চারি ধারে কি প্রচুর কাব্য মুঞ্জরিত রহিয়াছে—কিন্তু তাহাদের কঠিন পণ, আর্জান্তর সহিত যেন তাহারা শত্রুতা সাধিয়াই বসিয়া আছে, কোনমতে তাহার কাছে আপনাদের ধরা দিবে না।

গ্রামের প্রান্তে লতা-পাতা-ঘেরা এমন কুটীরে থাকিয়াও যদি গ্রন্থ লেখা না যায় ত সে দুঃখ রাখিবার যে ঠাঁই নাই!

ইদা আসিয়া বলিল, "কি লিখলে? কতখানি হল?"

আর্জাস্ত্ঁ বলিল, "এসেছ তুমি! বেশ হয়েছে! আচ্ছা, বসো চুপ করে।"

ইদা কহিল, "হাঁ, আমি জানতে এলুম, নভেলটা কতখানি লেখা হল। পড়বার জন্য মনটা এমনি উতলা হয়ে রয়েছে!"

"ফষ্টের কথা? ওঃ! তুমি জান, ফষ্টখানি লিখতে গেটের কত বছর লেগেছিল! দশটি বছর! একেবারে পাকা দশ বছর! তবু ত তিনি যে যুগে বাস করতেন, সেটাকে কাব্যের সত্যযুগ বললেও বলা যায়! লোকের মনে তখন এতটুকু নীচতা ছিল না, হিংসা-দ্বেষ কাকে বলে, তা কেউ জানত না—সহানুভূতিতে সকলের মন ভরা ছিল! আর এখন—? চারিধারে সকলে ষড়যন্ত্র করে বসে আছে, প্রতিভাশালী নতুন লেখককে মাথা তুলতেই দেবে না, যেন লাঠি উঁচিয়ে আছে। যেমন করে হোক, নিষ্ঠুর সমালোচনা করে, ঠাট্টা করে, উৎসাহ না দিয়ে—শেষটা একদম দমিয়ে দেবে!"

খাতা খুলিয়া আর্জাস্ত্ঁ ভাবের সন্ধান না পাইয়া শেষে খপরের কাগজ পড়িতে বসিল! এমনই সে নিত্য করিয়া থাকে! নিত্যই এই এক আয়োজন, একই অনুযোগ! কল্পনা যেন তাহার সহিত নিষ্ঠুর ছলনা করিয়া ফিরে! কলমের কালি কলমেই শুকাইয়া যায়—ভাবের একটা কণাও সে ঝরাইয়া তুলিতে চাহে না! সংবাদপত্র পাঠ করিতে বসিয়া কবি তাহার প্রথম ছত্র হইতে আরম্ভ করিয়া মুদ্রাকরের নামটি অবধি—কোন কথাই বাদ দেয় না। যেরূপ আগ্রহের সহিত সে তাহাতে মনোনিবেশ করে যে, সহসা দেখিলে মনে হয়, যেন কবি তাহার অপ্রকাশিত উপন্যাসের সমালোচনার সন্ধান করিতেছে,

কিম্বা কল্পিত নাটকের চরিত্রানুশীলন পাঠ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছে! কিন্তু সংবাদপত্র পাঠ করিয়া তাহার অসন্তোষ বাড়ে বই কমে না! দেশের এই লক্ষ্মীছাড়া কাগজপত্রগুলা এত লোকের সংবাদ দিতে বিন্দুমাত্র কাতর হয় না, আর শুধু তাহার সন্ধান লইতে হইলেই সকলের সর্ব্বনাশ ঘটে! সন্ধান রাখিবার জন্য আগ্রহও ত কাহার এতটুকু নাই!

এ জগতে সকলে সুখী, সকলে ভাগ্যবান! তাহাদের রাশি রাশি নাটক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতেছে—অথচ কি কদর্য্য সব নাটক! তাহাদের গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে,—তাহারও হাজার হাজার পাঠক জুটিতেছে! অথচ—কি-ই—বা গ্রন্থ! শুধু তাহারই গ্রন্থগুলা চিরদিন অপ্রকাশিত থাকিয়া যায়! আবার শুধুই কি তাই? কোন একটি ভাব তাহার মাথার মধ্যে দেখা দিয়া যখনই প্রকাশের অবসর খুঁজিয়া ফিরে, তখন অপরে কি না সেই ভাবেরই সহিত কোনমতে পরিচয় ঘটাইয়া অবাধে গ্রন্থ ছাপিয়া ফেলে! প্রকাশ করিয়া কাহারও নিকট সে আপনার ভাবের কথা না বলিলেও লোকগুলা তাহার মন হইতে ভাবগুলাকে কেমন করিয়া যে ছিনাইয়া লইয়া যায়, ইহা ভাবিয়াই সে ব্যথিত হইয়া উঠিত! কোন বই পড়িতে বসিলে, তাহার মনে হইত, হায়, হায়, এই কথাগুলা তাহারও মনে যে উঁকি দিয়া ঘুরিয়া ফিরিতেছিল! শুধু তাহার লিখিবার অবসর ঘটে নাই! আর ইহারা—এই সব নির্লজ্জ গ্রন্থকার—সেই কথাগুলাই মন হইতে কখন্ আত্মসাৎ করিয়া বই ছাপাইয়া বসিয়াছে! প্রতি সপ্তাহেই সে দেখিত, তাহারই মনের কথা, মনের যত নূতন ভাব কেমন করিয়া জানিয়া ফেলিয়া এই সকল হতভাগা গ্রন্থকার দিব্য আসর জমাইয়া তুলিয়াছে—নাম জাহিরের ব্যবস্থা করিয়াছে!

সে একদিন ইদাকে কহিল, "দেখ, কাল ফ্রাঙ্ক থিয়েটারে এক

খানা বইয়ের অভিনয় দেখে এলুম,—হুবহু একেবারে সেটা আমার "আত্লাতাঁর আপেল" নাটকখানার নকল।"

"কি ভয়ঙ্কর! তোমার বই চুরি করেছে! তা তোমার বইখানা গেল কোথায়? নালিশ করে দাও।"

"এখনও অবশ্য সেটা লেখা হয় নি—ভাবটা সবেমাত্র মাথায় আসছিল,—লিখব লিখব, ভাবছিলুম—তা,—নাঃ, লিখতে আর এরা দিলে না দেখছি, আমায়।"

নিষ্ফল আক্রোশে যখন নির্লজ্জ গ্রন্থকারদের দুঃসহ চৌর্য্য-বৃত্তির প্রাবল্য ও ঈর্ষাপরায়ণ সমালোচকগুলার কটূক্তির উল্লেখ করিয়া আর্জান্ত আপনার প্রতিভাস্ফুরণের সহস্র বিঘ্নের কথায় ভোজন অবসরটুকু সরগরম করিয়া দেয়, ইদা তখন একান্ত অসহায় করুণভাবে তাহার প্রিয় কবির মুখের পানে চাহিয়া থাকে, এবং জ্যাক নত মুখে নিঃশব্দে আপনার ভোজন ব্যাপার শেষ করিয়া যায়। কিন্তু সে সময় দৈবাৎ যদি কখনও আর্জান্তঁর দৃষ্টির সহিত জ্যাকের দৃষ্টি মিলিত হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে শিহরিয়া উঠিত! নিষ্ফলতার দারুণ আক্রোশে কবির রোষের মাত্রা যখন উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, তখন জ্যাক একদিন স্পষ্টই বুঝিল, যে তাহাকে দগ্ধ করিবার জন্যও এ অগ্নি জ্বলিবার আর বড় বিলম্ব নাই। সামান্য একটু ছল পাইলেই যে তাহা ভীষণভাবে জ্বলিয়া উঠিয়া, পুড়াইয়া তাহাকে ছাই করিয়া ফেলিবে, তাহাতে তাহার বিন্দুমাত্র সংশয় রহিল না।

নবম পরিচ্ছেদ

বন্ধু-লাভ

সেদিন অপরাহ্ণে অলস অবসর-যাপনের অন্য উপায় না দেখিয়া আর্জান্ত ও ইদা করবেই বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল। আকাশে তখন একটু একটু করিয়া মেঘ জমিতেছিল। ক্রমে সেই মেঘ বাড়িয়া উঠিয়া সমস্ত আকাশটাকে ছাইয়া ফেলিল। আকাশ যেন তামার বর্ণ ধারণ করিল। ঝড় আসন্ন বুঝিয়া জ্যাক বনের দিকে যাইবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া আর্শার কাছে আসিয়া বসিল, বলিল, "একটা গল্প বল না, আর্শা।"

আর্শা গল্প বলিতে আরম্ভ করিল। গল্প বলিতে বলিতে জ্যাকের কৌতূহল-প্রশ্নে আর্শার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিলে নিষ্কৃতি-লাভের উদ্দেশ্যে আর্শা বলিল, "ওহো, তাই ত জ্যাক, বৃষ্টি নামতে এখনও দেরী আছে—তুমি দৌড়ে দোকান থেকে খরগোসগুলোর জন্য যদি কিছু খাবার কিনে আন ত ভাল হয়। আমার মনেই ছিল না—আহা, কাল সকালে বেচারারা যে কি খাবে, তার ঠিক নেই। আমি বুড়ো মানুষ, অত তাড়াতাড়ি আনতেও পারব না—পথেই বৃষ্টি এসে পড়বে হয়ত—তুমি যাও যদি লক্ষীটি—আমি ততক্ষণ বাড়ীর জিনিস-পত্তরগুলো তুলে ফেলি—জানলা-টানলাগুলা বন্ধ করে দি।"

আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ছোট একটা ঝুড়ি লইয়া জ্যাক দোকানের দিকে ছুটিল।

ঘন পাতার ছায়ায় ঢাকা শ্যামল পথে নিবিড়তর হইয়া তখন আঁধার নামিতেছে। পথে লোক-চলাচল একেবারেই বন্ধ। আসন্ন ঝড়ের হাত হইতে পরিত্রাণ-লাভের জন্য গ্রাম্য কৃষকের দল পূর্ব্বাহ্ণেই সব

বাসায় ফিরিয়াছে। জন-কোলাহল-হীন পথ নির্জ্জন। জ্যাক দোকান হইতে গৃহের দিকে ফিরিতেছিল। তাহার প্রাণের মধ্যে একটা অপূর্ব্ব আনন্দ ফুটিয়া উঠিতেছিল। এমন সময় অদূরে সে শুনিল, ফিরিওয়ালা হাঁকিতেছে, "টুপি—চাই ভাল টুপি!"

পশ্চাতে ফিরিয়া জ্যাক দেখিল, অসংখ্য টুপির বোঝা পিঠে ফেলিয়া এক ফিরিওয়ালা—বোঝার ভারে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে—সেইদিকে আসিতেছে। শ্রান্তিতে বেচারার স্বর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—ললাট হইতে ঘর্ম্মবিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছে—মুখ শুকাইয়া গিয়াছে—দারিদ্র্যের সঘন মলিন রেখা তাহার মুখে-চোখে সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে! জ্যাক থমকিয়া দাঁড়াইল। ফিরিওয়ালা তাহার নিকটে আসিয়া হাঁকিল, "টুপি—চাই ভাল টুপি!"

জ্যাক দাঁড়াইল। এ কোথায় চলিয়াছে? এই দুর্য্যোগের রাত্রে কোথায় তাহার আশ্রয় মিলিবে—? কোথায়ই বা একটু ঘুমাইয়া বেচারা দিনের ক্লান্তি ঘুচাইবে! এই বোঝা বহিয়া কত পথই না সে ঘুরিয়াছে—কাহার জন্যই বা সে এ নির্জ্জন পথে এ সময় এখন চীৎকার করিয়া ফিরিতেছে! কে তাহার টুপি কিনিবে? শুধু গতিহীন প্রাণহীন দূরত্ব-নির্দ্দেশক পাষাণ-স্তূপগুলা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—আর বৃক্ষ-শাখায় পাখীগুলা নিতান্তই নির্জ্জীবের মত ঝড়ের ভয়ে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে! এখানে কে তাহার টুপি কিনিবে?

টুপিওয়ালা একটা বৃক্ষতলে আসিয়া বোঝা নামাইয়া বসিল। জ্যাক তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। টুপিওয়ালা মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আর কতদূর গেলে গাঁ মিলবে, বলতে পার?"

আকাশের বুক চিরিয়া সশব্দে একটা লোহিত বিদ্যুৎশিখা ছুটিয়া গেল। পথের ধূলি উড়াইয়া কেমন যেন একটা কম্পন ফুটিল—গাছগুলা সে শব্দে শিহরিয়া উঠিল।

জ্যাক কহিল, "আর পনেরো মিনিট হেঁটে গেলেই পাবে।"

"পনেরো মিনিট! তবেই ত মুস্কিল দেখছি! বৃষ্টির আগে দেখছি তাহলে আর গাঁয়ে পৌঁছুতে পারা যাবে না—টুপিগুলো সব ভিজে মাটি হয়ে যাবে—তাই ত! এতগুলো টুপি!"

করুণ সহানুভূতিতে জ্যাকের চিত্ত ভরিয়া উঠিল। সে কহিল, "আমাদের বাড়ী এই কাছেই! সেখানে তুমি আসবে?"

হতভাগ্য টুপিওয়ালা যেন অকূলে কূল পাইল। কৃতজ্ঞতায় সে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

উভয়ে দ্রুত চলিল। টুপিওয়ালা কষ্টে পথ চলিতেছিল। জ্যাক কহিল, "তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, না?"

"হাঁ—এই পায়ে কি কম লাগছে! হয়েছে কি, জানো, আমার পা হচ্ছে বড়—জুতো, তা সে যে জুতোই কিনি, পায়ে কেমন কসা হয়—পয়সা ত আর নেই যে, বায়না দিয়ে ঠিক পায়ের মাপেই এক জোড়া জুতো তোয়ের করাব—"

বকিতে বকিতেই টুপিওয়ালা জ্যাকের সঙ্গে চলিল। গৃহে পৌঁছিয়া জ্যাক টুপিওয়ালাকে ভোজন-কক্ষে বসাইল; কহিল, "বস তুমি। আগে একটু কিছু খাও। আরাম পাবে।"

টুপিওয়ালা রাজী হইল না, কহিল, "না, না—আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না।"

কিন্তু জ্যাক ছাড়িবার পাত্র নহে। আর্শা এই অসভ্য লোকটাকে দেখিয়া বিষম চটিয়া গিয়াছিল—তবুও মুখের কথায় সে বিরক্তি সে প্রকাশ করিল না। জ্যাকের আদেশে মদ ও কিছু খাবারও সে লইয়া আসিল।

জ্যাক বলিল, "খানিকটা মাংস দাও ত আর্শা।"

আর্শা কহিল, "মাংস ত বেশী নেই! তা ছাড়া জ্যাক, বুঝলে, কর্ত্তা এ সব পছন্দ করেন না—জানতে পারলে বকবেন!"

"আচ্ছা, সে যখন বকবেন, তখন দেখা যাবে। এখন ত তুমি দাও।"

নিতান্ত বিরক্তির সহিত আর্শা এক টুকরা মাংস লইয়া আসিল।

জ্যাক কহিল, "কেমন খাচ্ছ?"

টুপিওয়ালা কহিল, "চমৎকার! খাসা!"

চারিধার কাঁপাইয়া আবার বজ্র গর্জ্জিয়া উঠিল। ভীষণ শব্দে ঝড় নামিল। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি! মুষলধারে বৃষ্টি!

জ্যাক কহিল, "তোমাকে অনেক দূর ঘুরতে হয়, না?"

"হাঁ! আমি নাস্তেঁয় থাকি—আমার বোনের বাড়ী সেখানে—সেখানেই আমি থাকি। মস্তাঞ্জ, অর্লিন, তুরে, আঁজু, সব জায়গায় ঘুরতে হয়। বাড়ীতে খেতে পরতে অনেকগুলি লোক—বুড়ো বাপ, বিধবা বোন, চার-পাঁচটি ভাই—সকলের আহার জোগানো সোজা ব্যাপার নয় ত!"

"তোমার বড় কষ্ট হয় তাহলে?"

"হয় বৈ কি—তা কষ্ট ঐ যা কেবল ঐ জুতোর জন্যে! জুতো-জোড়া খুলে ফেললে তবে একটু আরাম পাই! কিন্তু তবু ঐ যে বললুম, আরামই বা কোথা? রাত্রে বিছানায় শুয়ে যখন ভাবি যে আবার সকালে সেই জুতো পায়ে দিয়ে বেরুতে হবে, তখনই আবার প্রাণটা কেঁপে ওঠে।"

জ্যাক কহিল, "তা তোমার ভায়েরাও বেরোয় না, কেন?"

"তারা বেরুবে কি! সব যে ছেলেমানুষ! এত ঘুরতে পারবে কেন? আর এমন কিছু ত আমার কষ্ট নয়—তবে যদি ঠিক এই পায়ের মাপে একজোড়া জুতো পেতুম!"

কোথাকার এক নোঙ্‌রা পথের কুকুর! তোমার ব্যবহার দেখে আমি বিষম অবাক হয়ে পড়ছি! ছোটলোক, পাজী—"

ইদার করুণ দৃষ্টি, কাতর অনুনয়ে আর্জান্তঁ জ্যাককে সেদিনকার মত ক্ষমা করিল।

পরদিন আর্জান্তঁর প্রবল জ্বর দেখা দিল। পীড়া কঠিন বুঝিয়া ইদা অস্থির হইয়া উঠিল। তখন আরাম-কুঞ্জে ডাক্তার রিভালের ডাক পড়িল। প্রত্যহ দুইবেলা ডাক্তার রিভাল আসিয়া রোগী দেখিতে লাগিলেন। ইদা কহিল, "ডাক্তার, কবিকে তুমি শীঘ্র আরাম করে দাও—কবির লেখাপড়া একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে—সমস্ত জগতের যে কি ক্ষতি হচ্ছে!"

"কোন ভয় নেই—মাদাম আর্জান্তঁ, তবে দু'দিন সময় লাগবে! রোগীর মন ভাল রাখ। জ্যাক কোথা গেল? তাকে ডেকে দাও দেখি!"

"না, না—এখনই সে গোল করবে!"

"আহা, করুক একটু গোল! ছেলেমানুষ—তাদের গোলমালে ত আর বিরক্তি ধরে না, বরং সে ভালই লাগে। বেচারার মুখখানি শুকিয়ে গেছে! বাপের অসুখ হলে ছেলে-পিলের মন ভাল থাকে কখনও! তুমি তাকে ডেকে দাও দেখি—বেশ ছেলেটি—আমার সঙ্গে ইতিমধ্যে সে সম্পর্কই পাতিয়ে ফেলেছে। আমাকে দাদামশায় বলে ডাকে—কে তাকে শিখিয়ে দিলে, বল? সে জানে, যখন আমার পাকা চুল আর পাকা দাড়ী আছে, তখন আমি দাদামশায় না হয়ে যাই কোথায়!"

রিভাল তখন বসিয়া আপন দৌহিত্রী সেসিলের কথা বলিল—জ্যাকের চেয়ে সে দুই বৎসরের ছোট। তাহার দৌরাত্ম্যে বৃদ্ধের এক মুহূর্ত্তও বিশ্রাম লইবার অবসর ঘটে না। আবার এ

দৌরাত্ম্য বৃদ্ধের এমনই অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে কোন দিন তাহা বাদ পড়িলেও একটা দারুণ অস্বস্তি ঘটে! তাহার মন ভিজাইয়া মনি ভাঙ্গাইয়া নূতন করিয়া দৌরাত্ম্যের সৃষ্টি করাইতে হয়!

ইদা কহিল, "তাকে একদিন এনো না, ডাক্তার, জ্যাকের সঙ্গে খেলা করবে বেশ।"

"না—সেইটি হবার জো নেই! তার দিদিমা তাকে চোখের আড় করতে চায় না। একদণ্ড কাছ-ছাড়া হলে বুড়ী অমনি অস্থির হয়ে ওঠে। সে দুর্ঘটনাটার পর থেকে বুড়ী ওকে নিয়েই কোন-মতে আপনাকে খাড়া রেখেছে কি না!"

কন্যার মৃত্যু-ঘটনার ইঙ্গিত করিয়াই বৃদ্ধ দুর্ঘটনার কথা তুলিলেন। একমাত্র কন্যা মাদলীন যেদিন শিশু সেসিলকে রাখিয়া পৃথিবী ত্যাগ করিল, সেদিন বৃদ্ধের জীবন কি ভীষণ অন্ধকারে ভরিয়া গিয়াছিল। আলোর কণাটুকু পাইবারও আর কোন আশা ছিল না। কিন্তু সেসিল আবার নূতন করিয়া সে অন্ধকারে ছোট একটি দীপ জ্বালিয়া দিয়াছে। সেসিলকে পাইয়া বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা সে দুঃখ আবার ভুলিতে বসিয়াছে। সে দুঃখের কথা শুধু আর্শা জানে, আর কেহ না।

আর্জাস্তঁকে আনন্দ দিবার জন্য, তাহার সম্মতি লইয়া ইদা এক মিলনীর আয়োজন করিল। পুরাতন বন্ধু ছিল, লাবাস্যাঁন্দ্র, মোরোনভা ও ডাক্তার হারুজ্। তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠানো হইল।

একদিন প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া জ্যাক দেখিল, বাড়ী সাজাইবার ধুম পড়িয়া গিয়াছে! চীনা লণ্ঠন, বিচিত্র বর্ণের ফুল-কাগজের নিশান রাশি রাশি আসিয়া পড়িয়াছে। ব্যাপার কি?

ইদার গা ঘেঁসিয়া আসিয়া জ্যাক কহিল, "মা, কি হবে, মা?"

ইদা তখন গৃহসজ্জার আয়োজনে ব্যস্ত। সে কহিল, "চুপ,

লক্ষ্মী হয়ে থাকো। দুরন্তপনা করো না—বাড়ীতে আজ অনেক বড় বড় লোক আসবেন। ভোজ আছে।”

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্ব হইতে দুই-একজন করিয়া অতিথি দেখা দিতে লাগিল। আপনার শয়ন-কক্ষের দ্বার ভেজাইয়া তাহারই ফাঁক দিয়া জ্যাক দেখিল, মোরোন্‌ভা ও ডাক্তার হার্‌জের দল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে! ভয়ে তাহার শরীরের রক্ত হিম হইয়া উঠিল। এই শত্রুগুলা যদি আবার তাহাকে টানিয়া জিম-নাজে লইয়া যায়! কি হইবে? তাহা হইলে, সে কি করিবে?

ক্রমে সন্ধ্যার সময় যত সখের থিয়েটারের ম্যানেজার, নাট্যকার, অভিনেতা ও গ্রন্থপ্রকাশক, সব দল বাঁধিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। ছোট বাড়ী সরগরম হইয়া উঠিল। রন্ধনশালা হইতে বিবিধ ভোজ্যের বিচিত্র সুরভি উত্থিত হইয়া ক্ষুধাতুর নিমন্ত্রিতগণকে মুহুর্মুহু উত্তেজিত করিয়া তুলিল। জ্যাক মাতার পার্শ্বে থাকিয়া, কফি, চা প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেছিল। মাঝে মাঝে লাবাসঁ্যান্দ্র্ ও হার্‌জের বীভৎস চীৎকার এবং হাস্যের শব্দে তাহার শির অবধি ঝন্‌-ঝন করিতেছিল।

অবশেষে ডাক্তার রিভাল আসিলেন। রোগীর প্রসন্ন মূর্ত্তি দেখিয়া রিভাল ইদাকে কহিলেন, “দেখছ, আমোদ-আহ্লাদে আর্জান্তঁর চেহারা অবধি ফিরে গেছে।”

ডাক্তার হার্‌জ্ কহিল, “আপনি ডাক্তার?”

আর্জান্তঁ তখন উভয়ের পরিচয় করাইয়া দিল।

নানা গল্পে, হাস্য-কৌতুকে সে রাত্রিটা বেশ আনন্দেই কাটিল। ইদারও প্রফুল্লতার সীমা ছিল না। আর্জান্তঁর আনন্দের মধ্যে একটু তীব্র বিষও মিশানো ছিল। আপনার ঐশ্বর্য্যের চাকচিক্যে প্রতিভার এই দরিদ্র হতভাগ্য বরপুত্রগণের মনে সে যে একটা তীব্র বিভ্রম জাগাইয়া তুলিয়াছে, ইহা সে বুঝিল। মোরোন্‌ভা-হার্‌জের দল সমস্ত ব্যাপার

দেখিয়া একটু ঈর্ষান্বিত হইল। আহার্য্যের বৈচিত্র্য ও ঘটা দেখিয়া তাহারা ভাবিতেছিল, "আর্জাস্ত ত তোফা আছে। দিব্যি বাগিয়েছে; অবস্থা খাসা ফিরিয়ে ফেলেছে!"

গভীর রাত্রে মজলিস ভাঙ্গিলে অভ্যাগতের দল গৃহে ফিরিতে আরম্ভ করিল। মোরোনভা-হারজের দল একটু অস্থিরতা অনুভব করিল। এমন পরিপাটি আরাম ছাড়িয়া কোথায় এ রাত্রে হিম-জর্জ্জর পথে বাহির হইবে! তাহার পর জির্ম-নাজের সেই ছিন্ন শয্যায় অপ্রচুর গরম কাপড়ে কাঁপিতে কাঁপিতে রাত্রি পোহাইতে হইবে,—ইহা ভাবিয়া যখন তাহাদের রক্ত জমিয়া উঠিবার উপক্রম হইল, তখন আর্জাস্ত কহিল, "এত রাত্রে আর কোথায় সব ফিরবে, আজ? দুদিন এখানে থেকে আমোদ-আহ্লাদ কর,—তারপর যেয়ো। কেউ তখন ধরে রাখবে না।" কি অভয়-প্রদ, নিশ্চিন্ত এ আশ্বাস! হারজের দল তখনই সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

দশম পরিচ্ছেদ

সেসিল

পরদিন গির্জ্জা হইতে ইদা যখন জ্যাককে লইয়া গৃহে ফিরিতেছিল, তখন ফটকের নিকট ডাক্তার রিভালের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। একটি ছোট মেয়ের হাত ধরিয়া রিভাল দাঁড়াইয়া ছিলেন। মেয়েটির রঙ গোলাপের মত রাঙা—চোখেও বেশ একটি শান্ত দীপ্তি ফুটিয়া রহিয়াছে! ললাটের উপর প্রভাতের সূর্য্য-কিরণ আসিয়া

পড়িয়াছে, বায়ু-স্পর্শে কুঞ্চিত অলকের কয়েকটি গুচ্ছ সেই সূর্য্য-কিরণে কখনও লুটাইয়া পড়িতেছে, কখনও বা আবার সরিয়া যাইতেছে! মেয়েটিকে দেখিলেই কেমন ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়।

ইদা কহিল, "ডাক্তার, এটি বুঝি তোমার নাত্‌নী?" মেয়েটিকে কোলের কাছে টানিয়া ডাক্তার রিভাল বলিল, "হাঁ—এই হচ্ছে, সেসিল, আমার দিদি। এ দিকে এস জ্যাক, সেসিলের সঙ্গে ভাব কর!" তারপর কয়জনে মিলিয়া পথটুকু হাঁটিয়াই চলিল। গৃহও বেশী দূরে নহে। রিভাল কহিল, "সেসিল আর কোথাও বড়-একটা যায় না— বাড়ীতেই থাকে। শুধু এই গির্জ্জায় তার দিদিমার সঙ্গে রবিবার সকালে একবার করে যা আসে। আজ ওর দিদিমা আসতে পারে নি, কাজেই আমাকে নিয়ে আসতে হয়েছে।"

এখানে আসিয়া অবধি সমবয়সী সাথী না পাইয়া জ্যাক কেমন একটা নিঃসঙ্গ বিজনতা বোধ করিত। আর্শার সঙ্গে গল্প করিয়া, বনে কাঠুরিয়া বা কৃষকদের সহিত আলাপ করিয়া তাহার অন্তরের ক্ষুধা মিটিত না, নিতান্ত তৃষিত চিত্তে এমন একজন সঙ্গীর অভাব সে অনুভব করিতেছিল, যাহার সহিত দুই দণ্ড প্রাণ খুলিয়া সুখ-দুঃখের কথা কহিয়া বাঁচে! কিন্তু এমন সঙ্গী মিলিবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কাজেই তাহার মনের দুঃখ মনেই থাকিয়া যাইত!

গৃহে বৃদ্ধ মাতামহ, মাতামহী ও দাসী ভিন্ন সেসিলও কাহারও সহিত মিশিতে পাইত না। রবিবার প্রভাতে একবার করিয়া গির্জ্জায় আসিয়া বাহিরে বালক-বালিকাগণের এই অজস্র হাস্য-কৌতুক দেখিয়া সে এক অজানা স্বপ্নরাজ্যের পরিচয় পাইত! উহারা কি কথা কহে, কেন হাসে, জানিবার জন্য জনভিজ্ঞা বালিকার মনে যে কৌতূহল জাগিত, তাহার তৃপ্তির কোন আশা না দেখিয়া সে কেমন

ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিত। তাই আজ জ্যাক ও সেসিল যখন প্রথম দুই জনে মিশিতে পাইল, তখন জ্যাকের মনে হইল, বনে সে পক্ষিশাবক ধরিয়া সানন্দে যে মুঠি ভরিত—এ হস্তের স্পর্শও ঠিক তেমনই মধুর, তেমনই কোমল!

ইহার পর হইতে জ্যাককে যখনই বাড়ীতে খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না, তখন বনের দিকে আর কেহ তাহার সন্ধান লইতে ছুটিত না। সকলেই বুঝিত, ডাক্তার রিভালের গৃহে সে হয় সেসিলের সহিত বসিয়া ডাক্তার-গৃহিণীর নিকট গল্প শুনিতেছে, নয় সেসিলের জন্য কাগজের ফুল, নৌকা প্রভৃতি তৈয়ার করিতে লাগিয়া গিয়াছে।

গ্রামের প্রান্তে একটা বাগানের ধারে ডাক্তারের গৃহ। গৃহখানি একতালা, নিতান্তই সাদা-সিধা ধরণের। বাহিরে একটা পিতলের পাতে ডাক্তারের নাম লেখা। লেখাগুলা কতক অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে। সেই পিতলের পাতের পার্শ্বেই 'রাত্রি-ঘণ্টা' ঝুলানো! গৃহটি পুরাতন। নূতন কেতায় তাহাকে গড়িয়া তুলিবার যে এককালে চেষ্টা হইয়াছিল, স্থানে স্থানে তাহারও চিহ্ন বর্ত্তমান! দ্বারের সম্মুখেই একটা গাড়ী-বারাণ্ডা, তাহার থামগুলা শুধু খাড়া রহিয়াছে, উপরে ছাদ বসিলেই কাজটুকু সারা হইয়া যাইত, কিন্তু ছাদ আর হইয়া উঠে নাই! ফটক হইতে গৃহের প্রবেশ-দ্বার অবধি পথটায় এক সময় কাঁকর ফেলা হইয়াছিল, কিন্তু গৃহস্বামীর অমনোযোগে সেই কাঁকর-ফেলা পথে মধ্যে মধ্যে এখন প্রচুর ঘাস জন্মিয়া উঠিয়াছে। সে ঘাস আর তুলিয়া ফেলা হয় নাই, স্থানে স্থানে আগাছায় পথের কাঁকর ঢাকিয়া গিয়াছে। দুই-একটা দেওয়ালে প্রকাণ্ড গহ্বর,—নূতন সাশি খড়খড়ি বসাইবার আয়োজন হইতেছিল, পরে আর তাহা বসানো হয় নাই! যদি কেহ বলিত, কাজটুকু শেষ হইয়া যাক্, ত তাহার

উত্তরে বৃদ্ধ মৃদু হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিত, "আর দরকার কি, এ সবে?"

গ্রামের লোক গৃহস্বামীর এ ঔদাসীন্যের কারণ জানিত। বৃদ্ধ ডাক্তার বড় সাধেই জীর্ণ বাটির সংস্কারে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন—বাড়ীখানিও বেশ ছবির মত সজ্জিত সুন্দর হইয়া উঠিত, যদি না সেই দুর্ঘটনা বৃদ্ধের জীবনটাকে একেবারে দলিত চূর্ণ করিয়া দিত! একমাত্র কন্যার মৃত্যুতে বৃদ্ধের সংসারের সকল সাধ মিটিয়া গেল! ডাক্তার-গৃহিণী এ শোক জীবনে ভুলিতে পারিলেন না। সেই দুর্ঘটনার পর হইতে গৃহিণী বাহিরের পৃথিবীর সহিত সকল সম্পর্ক চুকাইয়া বসিলেন। সকলে ভাবিল, বৃদ্ধা এ শোকের বেগ বুঝি সামলাইতে পারিবেন না! তাহাই ঘটিত, যদি সেসিল সহসা এ সংসারটিকে নব আশ্বাসের বাণীতে মুখরিত করিয়া না তুলিত!

বাহিরে কর্ম্ম-কোলাহলের সংস্রবে আসিয়া ডাক্তার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইলেন বটে—কিন্তু পূর্ব্বের সে সহজ প্রফুল্লতাটুকু তাঁহার হৃদয় হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করিল। সারাদিন রোগী দেখিয়া পীড়িতের ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থাদি করিয়া গৃহে ফিরিয়া বৃদ্ধ আপনাকে সেসিলের হস্তে সম্পূর্ণভাবে সঁপিয়া দিতেন! সে যাহা করিয়া যেমন করিয়া সুখ পায়, বৃদ্ধ তাহাই করেন! সেসিলের সহিত এইরূপ খেলা-ধূলা করিয়াই বৃদ্ধ কন্যার শোক ভুলিতে সঙ্কল্প করিলেন।

এই বিষণ্ণ গৃহে শোকের মধ্যে থাকিয়া সেসিল যেন কি এক দারুণ বিজনতা অনুভব করিত। তাহাদের ছোট গৃহখানি কবরের মতই স্তব্ধ, রুদ্ধ! বাহিরের কোন কোলাহল এখানে পৌঁছিতে পারে না—বাহিরের সহিত তাহার কোন সম্পর্কই নাই! ঐ আকাশ, এই বাতাস, ঐ পাখী, এই ফুল—ইহারাই তাহার সর্ব্বস্ব, ইহাদের লইয়াই তাহার সমস্ত পৃথিবী গড়িয়া উঠিয়াছে! বাহিরের লোকজন—

সে যেন কোন্ স্বপ্নের দেশে তাহারা থাকে—তাহাদের সহিত সেসিলের সম্পর্ক কি! এই নিঃসঙ্গতার মধ্যে অহর্নিশি বাস করায় সেসিলের মুখে এমন একটা করুণ বিষণ্ণ রেখাপাত হইয়া গিয়াছিল যে, সেটুকু সহজেই লোকের চোখে পড়িত।

জ্যাক ও সেসিলকে লইয়া রিভাল যখন গৃহে পৌঁছিলেন, তখন জ্যাককে দেখিয়া গৃহিণী কহিলেন, "এ ছেলেটি কে?"

রিভাল কহিলেন, "আর্জান্তঁদের ছেলে। বেশ ছেলেটি! সেসিল বেচারী একলাটি থাকে—ও-ও একলা থাকে, দুজনে একসঙ্গে খেলা করবে, তাই আমি নিয়ে এলুম!"

গৃহিণী গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "কিন্তু ওরা—ঐ আর্জান্তঁরা কেমন লোক, তা কে জানে! কোথায় বাড়ীঘর, তাও কেউ জানে না।"

"ওরা বেশ লোক। আমি নিজে জানি যে! কর্ত্তাটি কেবল খামখেয়ালি—একটু বদমেজাজী—তা সে লোকটা হল কবি—কবিটবি হলে মেজাজ অমন হয়েই থাকে! এর মা কিন্তু বড় ভাল মানুষ, আহা, নেহাৎ বেচারী। তবে ওরা যে বেশ ভদ্রলোক, তার আর পরিচয় নেবার দরকার করে না—সে ওদের ব্যবহারেই বোঝা যায়।"

গৃহিণী মাথা নাড়িলেন। স্বামীর নিশ্চিন্ততায় তাঁহার কেমন বিশ্বাস ছিল না। গৃহিণী কহিলেন, "কিন্তু তুমি জান ত—সেবার—"

নিতান্ত অপরাধীর মত রিভাল সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন; পরে গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিলেন, "কোন ভাবনা নেই, তোমার। জ্যাক ছেলে মানুষ, তোমার সেসিলও তাই, কোন ভয়ের কারণ নেই।"

অবশেষে গৃহিণী নিরাপত্তিতে জ্যাককে দৌহিত্রীর ক্রীড়া-সঙ্গিত্বে গ্রহণ করিলেন। জ্যাক সেসিলের সঙ্গে খেলা করিবার অধিকার পাইল।

তখন জ্যাক জীবনে এক মধুর পরিবর্ত্তন অনুভব করিল। প্রথমটা

এই পরিবারে খাপ খাইতে জ্যাকের কেমন সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল—সে সঙ্কোচ শীঘ্রই কাটিয়া গেল; এবং জ্যাক নিত্য এখানে অতিথি হইতে লাগিল। ক্রমে এমন হইল, যে রাত্রে শয়ন ও আহারের সময় ভিন্ন সর্ব্বক্ষণই সে রিভাল-গৃহে থাকিয়া সেসিলের সঙ্গে খেলা করিত, গল্প করিত! বাড়ীর কথা তাহার আর মনেও পড়িত না।

একদিন রিভাল-গৃহিণী কহিলেন, "জ্যাক, তুমি স্কুলে যাও না?"

"না।"

"পড়া-শোনা কর না কিছু?"

বালক আপনাকে সামলাইয়া লইয়া কহিল, "আমি—আমি রাত্রে বাড়ীতে মার কাছে পড়ি।"

বেচারী শার্লৎ! লেখাপড়া শিখানো কি তাহার কাজ! এ ঝক্কি কি তাহার পোষায়!

রিভাল-গৃহিণী স্বামীকে কহিলেন, "ওরা ছেলেটাকে আদপে দেখে না—সারাদিন ও এখানে খেলা করে বেড়ায় ত দেখি।"

ডাক্তার কহিলেন, "উপায় নেই! ছেলেকে তারা এঁটে রাখতে পারে না, তা ছাড়া জ্যাকের মাথাও তেমন নেই।"

"বুঝেছি—ছেলেটির বুদ্ধিশুদ্ধি তেমন ধারালো নয়—আর ও-ও নিজের বাপ নয় ত! আহা, মার প্রথম পক্ষের ছেলে—এমন জায়গায়, ছেলেদের প্রায়ই কোন যত্ন হয় না!"

রিভাল কহিলেন, "দেখ, আমার মাথায় একটা মতলব আসছে।"

"কি?"

"আমার ইচ্ছে হচ্ছে, তোমার কাছে দুজনেই ওরা একটু-আধটু পড়ুক!"

"বেশ ত!" ডাক্তার-গৃহিণী সম্মত হইলেন।

পরদিন জ্যাক ও সেসিলের পাঠের ব্যবস্থা হইল। রিভাল-গৃহিণীর

কাছে উভয়েই পড়িতে আরম্ভ করিল। এমন আদর, এতখানি যত্ন করিয়া জ্যাককে পূর্ব্বে কেহ কখনও পড়ায় নাই! পড়িতে বসিলে সে কেমন অন্যমনস্ক হইয়া যাইত। পঠিত বিষয় মনে থাকিত না —পূর্ব্বে এ দোষের জন্য তিরস্কার ও প্রহারের অন্ত ছিল না। প্রহার খাইয়া সে আরও কেমন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িত; ভয়ে তাহার স্বর ফুটিত না! তিরস্কারের তীব্রতায় সব কেমন গোল হইয়া যাইত— সহজ কথাও মনে থাকিত না! এখানে রিভাল-গৃহিণীর সস্নেহ অধ্যাপনার গুণে জ্যাকের পড়াশুনা শুধু যে একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল, তাহা নহে, পড়াশুনার দিকে মনটাও তাহার ক্রমে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল।

রিভালের সহানুভূতি-পূর্ণ মিষ্ট ব্যবহারে সমস্ত গ্রামের লোক তাঁহার বশীভূত ছিল। জ্ঞান হওয়া অবধি জ্যাক জীবনে কখনও বাহিরের লোকের মুখে এমন মিষ্ট কথা শুনে নাই, সুতরাং সে যে রিভালের একান্ত বশীভূত হইবে, ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি?

বৃদ্ধ ডাক্তার যখন আপনার ছোট টমটমখানি জুতিয়া রোগী-দর্শনে বাহির হইতেন, তখন জ্যাক ও সেসিল তাঁহার সঙ্গে যাইত। পথে পাখী দেখিয়া সেসিল বলিত, "ওটা কি পাখী, বল ত জ্যাক,—" জ্যাক সঠিক উত্তর দিতে পারিত না। সেসিল হাসিয়া তাহার ভুল শুধরাইয়া দিত। পথের পার্শ্বে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে কে যেন সবুজ শস্পের শয্যা পাতিয়া রাখিয়াছে,—বায়ুস্পর্শে শস্যশীর্ষ ঈষৎ আন্দোলিত হইত। দেখিলে মনে হয়, মাঠের গা বেড়িয়া যেন একটা সবুজ ঢেউ ছুটিয়াছে। তাহা দেখিয়া সেসিল জিজ্ঞাসা করিত, "কি গাছ বল দেখি, জ্যাক,—ধান, না যব, না গম?" জ্যাক আবার ভুল করিয়া বসিত,—সেসিল হাসিয়া সে ভুলও ঠিক করিয়া দিত। এমনই নিত্য সাহচর্য্যে, শৈশবের সরল হাসি-খেলার মধ্য দিয়া বালক-বালিকা

পরস্পরে পরস্পরকে প্রাণ ঢালিয়া ভাল বাসিতেছিল। শৈশবের সে ভালবাসা যেমন অনাবিল, তেমনই স্নিগ্ধ, সুন্দর!

বৃদ্ধ রোগীর বাড়া রোগী দেখিতে যান্—বালক-বালিকা গাড়ীতে বসিয়া থাকে। বৃদ্ধেরই অনুগত পল্লীর দুই-চারি জন ব্যক্তি আসিয়া তাহাদিগকে কত ফুল-ফল দিয়া যাইত—বৃদ্ধ তাহা দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন। বৃদ্ধের গাড়ী কোন পল্লীতে আসিলে সহজে সে স্থান হইতে মুক্তি পাইত না। রাজ্যের লোক আসিয়া সেখানে জমায়েৎ হইত—বুঝি, কোন সম্রাট আসিলেও তাঁহাকে দেখিবার জন্য এত লোক ছুটিয়া ঘরের বাহির হয় না! ইহাদের সকলেই প্রায় নানা অনুযোগ-আব্দার লইয়া আসিত। কেহ বলিত, "আমার মেয়েটি আর কতদিনে সেরে উঠবে, ডাক্তার?" কেহ বলিত, "ছেলেটি আমার আজ একটু ভাল আছে, কাশী কম—সেই ওষুধটাই কি আবার দেব? তা হলে বিকেলে গিয়ে নিয়ে আসতে হয়।" আবার কেহ-বা বলিত, "যে গুঁড়োটা দিয়েছেন, সেটা খাওয়াতে হবে—না, গায়ে ঘসবার জন্যে?"

ডাক্তার সকলের কথাই আগ্রহের সহিত শুনিতেন, সকলের ঔষধ-পথ্যাদিরই যথোচিত ব্যবস্থা করিতেন, সকলকেই হাসিমুখে আশ্বাস দিতেন,—কেহ কখনও নিরাশ হইয়া ফিরিত না। পরে ডাক্তার গাড়ী হাঁকাইয়া দিলে গ্রামের লোক দুই হাত তুলিয়া কহিত, "বেঁচে থাক তুমি বাবা, দীন দুঃখীর মা-বাপ, তুমি—ভগবান তোমার ভাল করুন, বাবা।"

এই সব দেখিয়া শুনিয়া জ্যাকের রুদ্ধ মনের দ্বার খুলিয়া গিয়াছিল, কাজেই লেখাপড়ায় তাহার অনুরাগ ক্রমশ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। গৃহে মাতার নিকট সে বহির পাতাও খুলিত না—রিভালের গৃহে পড়াশুনার কথা মাকে সে কোন দিনই জানিতে

দেয় নাই। আপন ইচ্ছামত সে গৃহে আসিত, আর্শার কাছ হইতে খাবার চাহিয়া আহার করিত,—আবার কখন্ যে বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইত, কেহ তাহার সন্ধানও রাখিত না।

ইতিমধ্যে আবার একদিন আরাম-কুঞ্জে ভোজের ধূম বাধিল। বাড়ী সাজানো দেখিয়া আশ-পাশের লোকের মনে কৌতূহল জাগিয়া উঠিল। আবার তারা সব আসছে রে!

শার্লং আসিয়া আর্শাকে কহিল, "শীঘ্র নাও আর্শা, অনেক ভদ্রলোক আসছেন আজ রাত্রে। আর একটা খরগোস মার—একটা? না, না, দুটো—কতকগুলো অমলেটও তৈরি করা চাই।"

বৈকালে আবার লাবাস্ঁান্দ্র্ হার্জের দল আসিয়া দেখা দিল। আর্জাস্ত বিজয়-গর্ব্বে মাতিয়া উঠিল। রীতিমত বড়মানুষি কেতায় সকলকে সে অভ্যর্থনা করিল। হার্জের দল জমক দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল।

তার পর প্রতি সপ্তাহেই এমন ভোজ, এমনই সমারোহ চলিতে লাগিল। প্রতি সপ্তাহে নব সুখ, নব আনন্দ, নূতন লোক, তবে,—লাবাস্ঁান্দ্র্ ও হারজ্ প্রতি ভোজেই উপস্থিত থাকিত। তাহাদের নিমন্ত্রণ কখনও বাদ পড়িত না।

ডাক্তার রিভাল প্রথমটা এই ব্যয়-বাহুল্য দেখিয়া ভাবিতেন, "এত কেন?" পরে তাঁহার রীতিমত বিরক্তি ধরিল। একদিন তিনি কহিলেন, "ছেলেটাকে দেখবার এদিকে এতটুকু অবসর হয় না, দিবারাত্রি শুধু আমোদ আর মজলিস্ চলেছে!"

অভ্যাগতের দল একদিন জ্যাককে দেখিয়া কহিল, "ছেলেটির পড়া শোনা হচ্ছে, কেমন?" শার্লতের মন পাইবার আশায় একজন জ্যাককে দুই-চারিটা বাণান ও গণিতের সহজ প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করিল। জ্যাক যখন তাহার নির্ভুল উত্তর প্রদান করিল, তখন

আর্জান্ত ও বিস্মিত হইয়া গেল। ডাক্তার রিভাল কহিলেন, "দেখ, ছেলেটিকে আমি কেমন শিখিয়েছি, এই ক'দিনে।" কথাটা বলিয়া ইদার মুখের পানে ডাক্তার একবার চাহিলেন। ইদার মুখে কৃতজ্ঞতা ও প্রফুল্লতার একটা রেখা পড়িল, ডাক্তার তাহা স্পষ্ট লক্ষ্য করিলেন।

দুই-চারিজন তারিফ্ করিয়া কহিল, "বাঃ, বেশ ছেলেটি ত! চমৎকার বুদ্ধি-শুদ্ধি!"

লাবাস্যাঁন্দ্র্ কহিল, "বাগানে ঐ বাদাম গাছটার ডালে একটা কি কল খাটানো দেখলুম, ওটা কি?"

জ্যাক তাড়াতাড়ি বলিল, "ও, ওটা কাঠ-বিড়ালী ধরবার জন্য।"

লাবাস্যাঁন্দ্র্ কহিল, "বটে! কে তৈরি করলে ওটা?"

"আমি।" বিজয়-উল্লাসে জ্যাকের চোখ জলিয়া উঠিল।

সকলে বলিয়া উঠিল, "এ্যাঁ, তুমি? চমৎকার হয়েছে ত! খাসা মাথা!"

লাবাস্যাঁন্দ্র্ কহিল; "তাই ত! ওকে তা হলে কল-কারখানার কাজ শেখাও হে, কল-কারখানার কাজ শেখাও। কারিকুরীতে ওর বেশ মাথা খেলবে।"

ডাক্তার রিভাল উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। তারপর মজলিস্ ভাঙ্গিলে ধীরে ধীরে তিনি প্রস্থান করিলেন।

আর্জান্ত কহিল, "ঠিক! আমিও আজ এক বছর ওর ভাবগতিক লক্ষ্য কচ্ছিলুম—পড়া-শোনায় মোটে ওকে বাধ্য করিনি। ভাবছিলুম, কোন্ দিকে ওর ঝোঁক আছে, দেখি। তা, ঠিক বলেছ তুমি, লাবাস্যাঁন্দ্র্, কল-কব্জা তৈরি করায় মাথা ওর বেশ খেলবে বটে!"

তখন কারখানার মিস্ত্রীর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আলোচনায় লাবাস্যাঁন্দ্রের দল অনেকখানি সময় ও কথা ব্যয় করিয়া ফেলিল। সমস্ত

পৃথিবী যে আর পাঁচ-সাত বছরের মধ্যেই এই সকল মিস্ত্রীর অনুগ্রহের উপরই আপনার অস্তিত্ব ও উন্নতির জন্য নির্ভর করিবে, তাহারও সূচনা দেখা দিয়াছে! যদি সমগ্র পৃথিবীর আর্থিক উন্নতি হয় ত সে উন্নতি সাহিত্য, বিজ্ঞান, কাব্য বা ধর্ম্মের দ্বারা সম্পাদিত হইবে না, সে উন্নতির মূলে জানিয়ো, কারখানার মিস্ত্রী-সমূহের অদ্ভুত কৌশল ও অপূর্ব্ব মস্তিষ্ক-বল!

আর্জান্ত কহিল, "আমি ওকে কারখানায় কাজ শিখতে পাঠাব বলেই ঠিক করেছি ত। তবে তেমন ভাল কারখানার সন্ধান পাচ্ছি না, এইজন্যই না পাঠানো হচ্ছে না।"

লাবাস্যান্দ্র্ কহিল, "তাহলে ছেলেটির উন্নতি আর দেখতে হয় না—এদিকে ওর বেশ প্রতিভা আছে।"

আর্জান্ত কহিল, "এই! প্রতিভা আছে! প্রতিভা! প্রতিভা কি সকলের এক রকম হয়? না, এক বিষয়ে খেলে? কারও সাহিত্যে, কারও বিজ্ঞানে, কারও বা এই সবে প্রতিভা ফুটে ওঠে!"

লাবাস্যান্দ্র্ কহিল, "তবে ওকে কারখানাতেই দাও। আমার জানা বেশ ভাল কারখানা আছে। বল যদি ত আমি সন্ধান নিতেও পারি।"

"বেশ—" আর্জান্ত কহিল, "তুমি আজই সেখানে চিঠি লিখে দাও, সন্ধান নাও। আর দেরী করা ঠিক নয়—যত শীঘ্র কাজে ঢোকা যায়, ততই লাভ!"

শার্লং কহিল, "কিন্তু ওর শরীর তেমন মজবুত নয়। একে ত ভারী রোগা ছেলে—তার উপর এই বয়স! সেখানকার কষ্ট ও সহ্য করতে পারবে কেন?"

হার্জ্ কহিল, "খুব সহ্য হবে! কেন? ওর শরীর ত মন্দ নয়!"

আর্জান্ত কহিল, "ঐ ত মেয়েদের দোষ! ভারী অবুঝ সব! কিসে কার ভাল হবে, তা বুঝবে না—ছেলেদের কোলে বসিয়ে রেখে দেবে শুধু—কাজের জন্য ছেড়ে দেবে না! তোমার চেয়ে ডাক্তার হারজ্ শরীর-সম্বন্ধে ঢের বেশী বোঝেন, নিশ্চয়। তোমরা শুধু মানুষের উন্নতির পথে বাধা দাও বই ত নয়!"

অপ্রতিভ হইয়া শার্লং শুধু জ্যাকের পানে চাহিয়া দেখিল! এই বালক,—এত গুরু শ্রম, তাহার শরীরে সহিবে কেন? তাহার চোখে জল আসিল। কিন্তু কি করিবে, সে? এতগুলা লোকের তর্ক-জালের সম্মুখে তাহার কাতর অশ্রু টিঁকিবে কেন? সে যে অসহায়, নিতান্তই অসহায়!

জ্যাক মার সকাতর নয়নের দৃষ্টি সহিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিল।

কি এক অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কায় প্রাণ তাহার কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। মনটাকে সুস্থির করিবার আশায় জ্যাক রিভালের বাড়ীর দিকে ছুটিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

'এ জীবন নহেক স্বপন'

ইহার কয় দিন পরে সহসা এক সন্ধ্যায় কবি আর্জান্তর নিকট জ্যাকের ডাক পড়িল। সে আসিল। শার্লং তখন পাশে বসিয়া একটা কাগজে কি লিখিতেছিল। আর্জান্ত বলিল, "জ্যাক, তোমায় অনেকবার আমি বলেছি, এ জীবন ধূলোখেলা নয়। কবিও কি বলেছেন, জান, 'এ জীবন নহেক স্বপন!' জীবনটা

শুধু সংগ্রাম, শুধু যুদ্ধ! দেখছ ত আমাকে,—কি রকম যুদ্ধটা কচ্ছি। কখনও একটু কাবু হয়েছি? কখনও না। জয়ের সম্ভাবনাও এবার দেখা দিয়েছে! এখন তোমার পালা। তুমি এখন আর ছেলেমানুষটি নও—বড় হয়েছ!"

জ্যাকের বয়স এখন বারো বৎসর মাত্র। হতভাগ্য বালক!

আর্জান্ত বলিতে লাগিল, "এখন তুমি মানুষ হয়েছ। শুধু মাথায় আর চেহারাতেই যে বেড়েছ, তা নয়, তোমার ভিতরটাও বেড়েছে—এটা কাজে-কর্ম্মেও তোমায় এখন দেখাতে হবে। এতদিন তোমার মনটাকে স্বাধীনভাবে গড়ে ওঠবার জন্য আমি যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছি। প্রকৃতির মুক্ত বিশাল ক্ষেত্রে তুমি শিক্ষা পাবে বলেই আমি পড়াশুনার জন্য একটুও ধরা-বাঁধা করিনি। রুটিন মেনে চললে মানুষের মন স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি পায় না, কাজেই তার তেমন গড়ে ওঠবার অবকাশও ঘটে না, এ আমি জানি। বুঝতে পাচ্ছ, এইজন্যই শুধু তোমায় ছেড়ে দিয়েছিলুম আমি—কোন কথা কইনি, তোমায় কোন বাধা দিইনি! এখন তুমি বেশ গড়ে উঠেছ—ঠিক আমার মনের মত দাঁড়িয়েছ। কর্ম্মক্ষেত্রে ঢোকবার পক্ষে এইটিই হচ্ছে, তোমার এখন উপযুক্ত সময়!"

ডাক্তার হারজ্ ও লাবাস্যাঁদ্র্ আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। একখানা চিঠি বাহির করিয়া লাবাস্যাঁদ্র্ কহিল, "এই দেখ, আমার সেই বন্ধু রুদিক চিঠি লিখেছে—সে লিখেছে যে, জ্যাককে তার কারখানায় কাজ শেখাবার জন্য সে নিতে পারে, শুধু আমার খাতিরে! ওরা কি বাইরের লোককে কাজ শেখাতে চায়, সহজে? শুধু আমার খাতিরেই সে জ্যাককে নেবে, লিখেছে। কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যেই জ্যাককে তাহলে অ্যাঁদ্রেয় যেতে হয়! সেখানেই তার প্রকাণ্ড কারখানা কি না।"

জ্যাকের বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। এ সকলের অর্থ কি? তাহার

মনে পড়িল, শৈশবে সে একবার দেখিয়াছিল, তাহারই পালিত ক্ষুদ্র একটি মেষ-শিশুকে কশাইরা যখন কিনিয়া লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছিল, তখন সেই অসহায় মেষ-শিশু আপনার মাতার পানে কি করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল—নিষ্ঠুর কশাই কিন্তু সে দৃষ্টি গ্রাহ্য না করিয়াই অকাতর চিত্তে মেষ ও শাবকের মধ্যে দারুণ ব্যবধান ঘটাইয়া দিল। জ্যাকের মনে হইল, আজ তাহারও অবস্থা, সেই মেষ-শাবকেরই মত! তেমনই অসহায়, সে তেমনই নিরুপায়!

মার বুক হইতে ছিনাইয়া কোথায় তাহাকে ইহারা লইয়া যাইবে? জ্যাক মার দিকে চাহিল। শার্লং লেখা বন্ধ রাখিয়া কখন যে গিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইয়াছিল, সে তাহা লক্ষ্যও করে নাই! মার দৃষ্টিটুকু বাহিরের দিকে নিবদ্ধ,—যেন একান্ত আগ্রহে কি মহা-দর্শনীয় পদার্থই সে লক্ষ্য করিতেছে! জ্যাক বুঝিল, এ চাহিয়া থাকার আর কোন অর্থ নাই, শুধু অন্তরের বিপুল বেদনাটাকে কোনমতে চাপিয়া রাখিবার জন্যই এ একটা ছল! আহা, জগতে কেহ যদি আপনার জন থাকে ত সে মা, কোথাও যদি নিরাপদ স্থান থাকে ত সে মার কোল! সেই মার কাছ হইতে ইহারা তাহাকে কাড়িয়া লইবে? সে কি আর তাহা হইলে একদণ্ডও বাঁচিবে? না, না, সে যাইবে না! কখনও না! যাইতে পারিবে না, সে!

আর্জান্ত কহিল, "শুনছ জ্যাক, তোমার বরাত ভাল, তাই রুদিকদের কারখানায় তুমি ঢুকতে পাচ্ছ! চার বছর পরে তুমি দেখবে, কি মস্ত পাকা কারিকরই তুমি হয়ে উঠেছ! কি মহান, উচ্চ পদ! এই দাসত্ব আর পরনির্ভরতার যুগে তুমি হবে স্বাধীন, আত্ম-বলে-বলীয়ান এক মহিমাময় পুরুষ!" শেষ দিকটা বলিবার সময় আর্জান্তর চোখদুইটা আবেশে মুদিয়া আসিল।

কারিকর! কারখানা! এ সব কি কথা? বাজের হুঙ্কারেও বুঝি বালক এতটা কাঁপিত না! প্যারিতে থাকিতে সে কত কারিকর দেখিয়াছে,—কালি-ঝুলি-মাখা সব কুৎসিত লোক, তৈলসিক্ত ছিন্ন জামা গায়ে দিয়া দল বাঁধিয়া পথে চলিয়াছে, সুরা-জড়িত কর্কশ তাহাদের চীৎকারে চারিধার মুখরিত! কি সে কদর্য্য বীভৎস লোক সব! জ্যাক তাহাদেরই মত সেই লক্ষ্মীছাড়া কারিকর হইবে! কি ভয়ঙ্কর কথা!

লাবাস্‌সাঁন্দ্র্‌ কহিল, "সাত দিনের মধ্যেই তাহলে সেখানে যেতে হবে। এর ভিতর সব গোছ-গাছ কর, আমিই না হয় গিয়ে রেখে আসব। বলে-কয়ে আসতে হবে ত অমনি, যেন একটু বিশেষ যত্ন করে সেথায়!"

বালক সভয়ে প্রশ্ন করিল, "আমায় যেতে হবে?"

আর্জাস্ত কহিল, "হাঁ! যেতে হবে বৈ কি! আর সাত দিনের মধ্যেই!" জ্যাকের চোখের সম্মুখে সমস্ত আলো মুহূর্ত্তে নিবিয়া গেল। আর এক দণ্ডও সে সেখানে দাঁড়াইল না—একেবারে ছুটিয়া ডাক্তার রিভালের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল।

রিভাল কহিলেন, "কি? ব্যাপারখানা কি, জ্যাক? এমন করে ছুটে আসছ যে! হয়েছে কি? হাঁপাচ্ছ যে তুমি। ইঃ, বসো, বসো। ছি, পড়ে যেতে যদি, তাহলে কি হত বল দেখি! এমন করেও ছোটে!"

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া দম লইয়া জ্যাক রিভালের নিকট সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। আর্জাস্তর উপদেশ, লাবাস্‌সাঁন্দ্রের অনুগ্রহ, কোন কথাই সে গোপন রাখিল না।

শুনিয়া রিভাল কহিলেন, "কারিকর হবে তুমি! ওরা তোমায় কারখানায় পাঠাবে? এই বুঝি শেষ মতলব করেছে! সেদিন একটা কথা শুনেছিলুম বটে,—আমি ভেবেছিলুম, তামাসা! তোমার সমস্ত

ভবিষ্যৎটাকে এমনভাবে ওরা মাটি করে দেবে,—ক'জনে মিলে? এ্যাঁ? না, কখনও না! আমি তা হতে দেব না। এখনই গিয়ে এ বিষয়ে আমি কথা কচ্ছি, জ্যাক! কারিকর হবে তুমি? কারখানার ছোটলোক কারিকর! এই চেহারা, এই বুদ্ধি নিয়ে? না, না, কখনও তা হবে না।"

ডাক্তার আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া আরাম-কুঞ্জে ছুটিলেন। পথে ডাক্তারের গতির ক্ষিপ্রতা দেখিয়া পথিকের দল ভাবিল, কাহারও বুঝি কোন কঠিন পীড়ার কথা শুনিয়া ডাক্তার ছুটিয়া দেখিতে চলিয়াছেন, তাই এখন আর কোন দিকে চাহিয়া দেখিবারও তাঁহার অবসর নাই!

রিভাল আসিয়া যখন আর্জান্তর কক্ষে উপস্থিত হইলেন, তখনও কবি-সভার মজলিস ভাঙ্গে নাই।

রিভাল কহিলেন, "ম্যসিয়ো আর্জান্ত, একটা কথা আমি জানতে চাই—"

আর্জান্ত কহিল, "বসো, বসো, ডাক্তার, হাঁপাচ্ছ যে একেবারে! একটু চা খাবে? আশা, চা—"

"না, না, চা নয়। কিছু খাব না। খেতে আসিনি আমি। শোন, তোমরা না কি ঐ দুধের ছেলেটাকে কারখানায় ছোটলোকগুলোর সঙ্গে ইতর কাজ শেখাবার জন্য পাঠাচ্ছ? ভদ্রলোকের ছেলের যোগ্য কি সে সব কাজ, না, সে সব স্থান? যত কুৎসিত সঙ্গ, লক্ষ্মীছাড়া কাজ! ছি, ছি, এমন চমৎকার বুদ্ধি-শুদ্ধি ওর, সে সব এমন করেই কি নষ্ট করে দিতে হয়?"

আর্জান্ত কহিল, "কেন, এমন কিছু অভদ্র কাজ ত নয়। এঁরা সব জানেন—"

"জানেন? কিছু জানেন না—নয় জেনেও গোপন করছেন!"

ডাক্তারের স্বরে যেন আগুন জ্বলিতেছিল। চট্ করিয়া কেহ উত্তর দিতে পারিল না। শার্লং তখন কথা কহিল; সে কহিল, "কিন্তু আর্জান্ত, আসল কথা হচ্ছে কি—জ্যাক—"

"শার্লং!" আর্জান্তের স্বরের তীব্রতায় ইদা চুপ করিয়া গেল।

আর্জান্ত কহিল, "বল ডাক্তার, কি বলবে তুমি, বল।"

রিভাল কহিলেন, "জ্যাক আমায় বলছিল, তোমরা ওকে না কি কারখানায় পাঠাতে চাও,—কারিকর হতে! যত কামারের কাজ, ছোট লোকের কাজ, এই সব শেখাবার জন্য! এ কথা কি সত্য?"

"হাঁ!"

"সত্য! কি বলছ, আর্জান্ত! ওর বংশ, ওর শিক্ষা, এ সব কি ওকে কামারের কাজের যোগ্য করে গড়েছে? এমন বুদ্ধি—আরও বিশেষ ওর স্বাস্থ্য! ওর শরীরে এ-সব সহ্য হবে কেন?"

ডাক্তার হারজ্ কহিল, "কেন, শরীর ত ওর বেশ শক্ত!"

রিভাল তাহার কথার কোন উত্তর দিলেন না, শুধু একটা অবজ্ঞার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন মাত্র। পরে ইদার দিকে চাহিয়া তিনি কহিলেন, "তুমি শোন, তুমি মা হচ্ছ, তোমাকে বলি। তোমার ছেলের শরীর তেমন মজবুত নয়। সেখানে বড় কষ্ট। সে কষ্ট ওর সহ্য হবে না। ও মারা যাবে—এ আমি বলে রাখছি! শরীরের কষ্ট যদি ছেড়েও দি, তার পর মন। মনের কষ্ট—ভদ্দরলোকের ছেলে, সেই সব ছোট লোকের সঙ্গে বেড়াতে হবে, তাদের দলে মিশে কাজ করতে হবে—এতে ওর মন একেবারে ভেঙ্গে যাবে। তা ছাড়া সেই সংসর্গ থেকে, তুমি মা, তোমার এ জ্যাককে আর ফিরে পাবে না। এ নিশ্চয় জেনো। কিছু দিন তাদের সঙ্গে বাস করলেই জ্যাক যা হবে, তা দেখে, তুমি ত মা হচ্ছ, লজ্জায়, ঘৃণায়, তুমিও তোমার ছেলের দিকে চাইতে পারবে না। শক্ত হাত, কালো কর্কশ

চেহারা, মুখের কথা নিতান্ত অভদ্র, মনের গতি কদর্য্য, নীচ, এ সব নিয়ে তার মার কাছে এসেও সে মুখ তুলে দাঁড়াতে পারবে না!”

আর্জান্ত ক্রোধে ফুলিতেছিল। সে কহিল, “ডাক্তার, এ সব অনধিকার-চর্চ্চা করবার তোমার কোন দরকার দেখি না, আমি। আমার যা খুসী, আমি তাই করব। আমার বাড়ীতে আমিই কর্ত্তা। আর কারও কর্ত্তামি এখানে আমি সহ্য করব না, তার প্রশ্রয়ও দেব না। তোমার পরামর্শ ত আমি চাইতে যাইনি, তবে তোমার এ মাথা-ব্যথা কেন?”

রিভাল তীব্র স্বরে কহিলেন, “তোমায় আমি কোন কথা বলতে আসিনি, আর্জান্ত! জ্যাক তোমার কে? কেউ নয়! তার ভাল মন্দে তোমার কি এসে-যায়? কিছু না! আমি তার মাকে বোঝাতে এসেছি, জ্যাকের মাকে। তাকে শুধু সাবধান করে দিচ্ছি যে, রাক্ষসদের মতে সায় দিয়ে ছেলেটাকে যেন জবাই না করে! সে মা, মাকে আমি তার ছেলে হারাতে দেব না—তাই তার কাছে এ কথা আমি বলতে এসেছি, তোমাকে নয়। তুমি চুপ করে থাকো।”

আর্জান্ত কহিল, “বটে! এতদূর স্পর্দ্ধা! আমার বাড়ীতে এসে আমারই দিকে চেয়ে তুমি চোখ রাঙাও! ডাক্তার, এ সব আমি সহ্য করব না। এখনই এই দণ্ডে তুমি আমার বাড়ী থেকে চলে যাও। যাও।”

“চলে যাব? তাই যাব, আর্জান্ত-সাহেব, এখানে আমি থাকতে আসিনি।” ডাক্তার স্থির দৃষ্টিতে একবার আর্জান্তর পানে চাহিলেন, পরে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন, “চলেই যাচ্ছি—তবে যাবার আগে জ্যাকের মাকে আর একবার আমি বলে যাই,—সাবধান, মা, এমনভাবে ছেলেটার সর্ব্বনাশ করো না, করো না! ওর এমন বুদ্ধি, এই বয়স, এমন করে তার সমস্ত জীবনটাকে নষ্ট করে দিয়ো না।” রিভাল গম্ভীরভাবে চলিয়া গেলেন।

কিন্তু কোনই ফল হইল না। জিনিষ-পত্র গুছানো চলিতে লাগিল। জ্যাককে যাইতেই হইবে। যে দিন তাহার যাইবার দিন স্থির হইল, তাহার পূর্ব্ব সন্ধ্যায় জ্যাক আসিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিল, করুণ স্বরে কহিল, "মা, আমি কারখানায় যাব না, যাব না, মা। কারিকর হতে পারব না, আমি। আমায় এমন করে তাড়িয়ে দিয়ো না, মা। আমি তোমাদের খেতেও চাই না, পরতেও চাই না—শুধু একটি কোণে পড়ে থাকব। তাতেও কি তোমরা—" জ্যাকের স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল; সে আর কিছু বলিতে পারিল না।

"জ্যাক—" ইদার স্বর কাঁপিয়া ভাঙ্গিয়া গেল—আর কোন কথা বাহির হইল না।

"মা—" বলিয়া জ্যাক কাঁদিয়া ফেলিল।

ইদা কহিল, "শোন, জ্যাক। ছি,—কথার অবাধ্য হয়ো না, বাবা। আমি কি সাধ করে তোমায় সেখানে পাঠাচ্ছি? তুমি মানুষ না হলে আমার যে একদণ্ড সোয়াস্তি নেই, জ্যাক। কেন, কারিকরের কাজ মন্দ কি?"

"তবে তুমিও আমাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিতে চাও, মা?"

"ও কি কথা, জ্যাক? বালাই! আমি তোমায় তাড়িয়ে দেব! কেন? তা কি সম্ভব! আমি না তোমার মা? তুমি কাজ শিখে মানুষ হও, তোমারই ভাল হবে। তুমি জান না, জ্যাক,—এখনও সব কথা জানবার তোমার সময় হয়নি—তুমি ছেলেমানুষ! এর পর এক দিন সব বুঝতে পারবে তুমি! কি দুঃখে তোমায় পাঠাচ্ছি, তখন বুঝবে। তোমার জন্ম-কথা সে এক গূঢ় রহস্যে ঢাকা! বড় হলে সব জান্‌তে পারবে! আমার যে কি দুঃখ, সে দিন তা তুমি বুঝবে! কেন তোমায় প্রাণ ধরে যে আমার কাছ থেকে দূরে পাঠিয়ে দিচ্ছি,—আমার প্রাণ কি রকম কাঁদছে—সেই দিন তুমি জান্‌তে পারবে,

জ্যাক! আজ আর কিছু বলব না, বুঝবেও না তুমি। তবে শুধু এইটুকু জেনে রেখো যে, যত দিন না তুমি মানুষ হতে পারছ, যতদিন না তুমি আপনার পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারছ—ততদিন আমার এ কষ্ট কিছুতে যাবে না! আমার সুখের জন্য কি এ কষ্টটুকু তুমি সহ্য করবে না, জ্যাক? তুমি মানুষ হলেই আমার সব দুঃখ ঘুচে যাবে। কারখানায় গেলে চার বছরেই তুমি মানুষ হতে পারবে, কিন্তু লেখা-পড়া শিখে মানুষ হতে সে অনেক দেরী! এই চার বছর আমার মুখ চেয়ে—তোমার মার দুঃখ ঘোচাবে, শুধু এই ভেবে তুমি কাটিয়ে দিতে পারবে না?" ইদার চোখে জল আসিল।

জ্যাক মার বুকে মুখ রাখিয়া বলিল, "না মা, কেঁদো না, তুমি! কেঁদো না, মা। তোমার কষ্ট যাবে? কিন্তু বল মা, এর পর আমায় দেখে তুমি ঘৃণা করবে না—এমনই আদর করেই আমায় বুকে টেনে নেবে? বল—এমনই ভালবাসবে?"

"জ্যাক—জ্যাক—তোকে আমি ভালবাসব না! এ তুই কি বলছিস? তুই ছাড়া পৃথিবীতে আমার আর কে আছে, জ্যাক?" ইদা জ্যাককে দুই হাতে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল!

অবশেষে যাইবার দিন আসিল। যাইবার পূর্ব্বে জ্যাক রিভালের সহিত একবার দেখা করিতে গেল। এ কয় দিন সে দিকে সে মোটেই পা দেয় নাই। মা বারণ করিয়া দিয়াছিল। জ্যাকও মার নিষেধ অমান্য করে নাই!

জ্যাক বলিল, "দাদামশায়, আমি যাচ্ছি!"

রিভাল কহিলেন, "যাচ্ছ, দাদা—ওরা শুনলে না? কিছুতে শুনলে না! তোমাকে যেতেই হল! কি করবে, বল, দাদা? তবে এস, ভাই! কিন্তু একটা জিনিস তোমায় আমি দিচ্ছি—সেটা যত্নে রেখো! তোমার পড়বার জন্য এক বাক্স বই আমি বেছে রেখেছি, জ্যাক! জেনো,

এমন বন্ধু জগতে আর কেউ নেই। এমন সুখ কেউ দিতে পারে না। দুঃখে-শোকে এই বইয়ের মধ্য থেকে তুমি আশ্চর্য্য সান্ত্বনা পাবে। সে সান্ত্বনা মানুষকে মানুষ দিতে পারে না, জ্যাক! এই বইগুলিকে যত্নে রেখো, পড়ো। সেখানকার নীচ লোকগুলোর সঙ্গে মিশো না—তাদের সব কুৎসিত আমোদ-আহ্লাদেও কখনও যোগ দিয়ো না। যেটুকু অবসর পাবে, তাতে বইগুলি পড়ো। যদি সব বুঝতেও না পারো, ক্ষতি নেই —তবু পড়ো। পড়তে পড়তে একদিন সব বুঝতে পারবে, জ্যাক! কেমন, বল, পড়বে?"

"পড়ব, দাদামশায়।"

"ঐ যে বাক্স—একেবারে ভরা আছে। এই নাও চাবি। এগুলি তুমি সঙ্গে নিয়ে যাও। আমি লোক দিয়ে বাক্সটা তোমাদের বাড়ী পাঠিয়ে দিচ্ছি। হাঁ, সেসিলের সঙ্গে যাবার আগে তোমার একবার দেখা হল না! তাই ত! সে তার দিদিমার সঙ্গে পাহাড় দেখতে গেছে, তা আমি তাকে সব বলব'খন!

"তবে আসি, দাদামশায়। সেসিলকে বলো, দেখা হল না বলে সে যেন রাগ না করে!"

সাগ্রহে রিভাল বালককে আলিঙ্গন করিলেন। বৃদ্ধের অন্তরের মধ্যে বেদনা-সিন্ধু উথলিয়া উঠিয়াছিল! এ নিষ্ঠুর দারুণ বিচ্ছেদ-দুঃখে বুক তাঁহার তোলপাড় করিতেছিল। জ্যাকের ললাটে চুম্বন করিয়া রিভাল কহিলেন, "তা হলে এসো, দাদা।"

জ্যাক চলিয়া গেল। আরাম-কুঞ্জের সম্মুখে তখন গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। জিনিস-পত্র বোঝাই হইতেছে। জ্যাক মার কাছে গেল। ইদা জ্যাককে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল। এমন সময় বাহির হইতে ডাক পড়িল, "এসো, জ্যাক। দেরী কিসের?"

বাহিরে গাড়ীর নিকট লাবাস্যাঁন্দ্র্ দাঁড়াইয়াছিল। জ্যাক বাহিরে

আসিল। ইদা লাবাস্তাঁদ্রকে কহিল, "তাদের বলে দেবেন, জ্যাককে যেন তারা খুব যত্ন করে! নেহাৎ ছেলেমানুষ ও, কিছুই বোঝে না!"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়! সে কথা আবার বলে দিতে হবে, আমাকে?"

"জ্যাক—"

"মা—"

শার্লৎ কোনমতে আর উচ্ছলিত অশ্রু চাপিয়া রাখিতে পারিল না। জ্যাকের চোখে একবিন্দুও অশ্রু ছিল না—আপনাকে সে কঠিন দৃঢ় করিয়া ফেলিয়াছিল। মার দুঃখ ঘুচাইতে চলিয়াছে সে, ইহাতে কি গৌরব, কি সুখ! কাঁদিবে কেন? এ বিচ্ছেদ-কষ্ট ত ক্ষণিকের! তারপর? সে মানুষ হইয়া ফিরিলে মার যে আর কোন কষ্ট থাকিবে না! ইহাতে কি তাহার ক্রন্দন শোভা পায়! জ্যাকের মনে একটা গর্ব্ব হইতেছিল—মার জন্য সে আজ আপনাকে বলি দিতে চলিয়াছে! ধন্য সে! সার্থক তাহার জীবন।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। ইদা কহিল, "জ্যাক, চিঠি লিখো, আমাকে।"

মোড় বাঁকিয়া গাড়ী যখন অন্য পথে পড়িল, তখন জ্যাক পিছনে ফিরিয়া দেখিল, দূরে ঐ লতা-গুল্মের অন্তরালে তাহাদের বাটীর জানালার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, এক নারী। জ্যাক নিমেষে তাহাকে চিনিল—সে তাহার মা, ইদা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

অ্যাঁদ্রে

অদূরে কল-কারখানার গগনস্পর্শী চূড়া দেখিয়া উচ্ছ্বাসভরে দুই বাহু বিস্তার করিয়া দিয়া লাবার্সাঁদ্রে জ্যাককে ডাকিয়া কহিল, "দেখ জ্যাক—চারিধার কি চমৎকার দেখাচ্ছে।"

উভয়ে তখন নৌকারোহণে লায়ার নদী পার হইতেছিল। লাবার্সাদ্রের স্বরে কৃত্রিমতা থাকিলেও সম্মুখেই অ্যাঁদ্রের কল-কারখানা একটা অস্ফুট কলরবের সহিত জ্যাকের চক্ষে এক অপরূপ নূতন জগৎ ফুটাইয়া তুলিল।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। সূর্য্য পশ্চিম আকাশে হেলিয়া পড়িতেছিল—তাহারই ক্ষীণ রশ্মি তরল রক্ত-ধারার মত নদী-বক্ষে ঝরিয়া পড়িয়াছে! বায়ুতে একটা কম্পন লাগিয়াছিল। সেই কম্পিত বায়ুতরঙ্গের অন্তরালে সম্মুখস্থ নগরীটিকে কুহেলিকাচ্ছন্ন মায়াপুরীর মতই মনে হইতেছিল।

নদী-বক্ষে অসংখ্য ষ্টীমার, নৌকা। কোন ষ্টীমার ময়দার বস্তা বহিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে—তীরের নিকট জেটিতে বাঁধা কোন ষ্টীমারে লবণ বোঝাই হইতেছে, পুরুষ ও রমণী কুলিদিগের বিচিত্র পোষাকে লবণের টুকরা লাগিয়াছে, তাহাতে রৌদ্র-কিরণ পড়ায় সেগুলা চুমকির মত ঝিকঝিক করিতেছে। বাঁশী বাজাইয়া জ্যাকের নৌকার পাশ দিয়া কত ষ্টীমার চলিয়া গেল। চারিধারেই একটা ব্যস্ততার সাড়া।

জ্যাক কহিল, "আর কতদূর—আঁ্যাদ্রে ?"

"এই ত আঁ্যাদ্রে।"

নৌকা তীরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। অস্পষ্ট তীর স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছিল। জ্যাক দেখিল, সম্মুখে বড় বড় বাড়ী, তাহাতে চিমনির সারি। চিমনিগুলা হইতে কয়লার ধূম নির্গত হইয়া সারা আকাশটাকে কালো করিয়া তুলিয়াছে। লোহা-পেটার শব্দ, কলের ঘড়-ঘড়ানি, লোকের চীৎকার, ষ্টীমারের বাঁশী, সমস্ত মিলিয়া একটা বিরাট কোলাহল বাধাইয়া দিয়াছে।

ক্রমে নৌকা আসিয়া তীরে লাগিল। ঘাটে একজন লোক দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া লাবাস্যান্দ্র্ চীৎকার করিয়া উঠিল, "আরে, রুদিক যে!"

"এই যে, লাবাস্যান্দ্র্ এসেছ!"

লাবাস্যান্দ্র্ ও রুদিক, দুই ভাই। দুইজনের মুখে অনেকটা সাদৃশ্য থাকিলেও, রুদিকের দেহ পরুষ ও বলিষ্ঠ, লাবাস্যান্দ্র্ সুশ্রী না হইলেও তাহার অবয়ব কতকটা কোমল ধরণের।

লাবাস্যান্দ্র্ কহিল, "বাড়ীর খপর কি? ক্লারিস্, জেনেদ্, সব ভাল আছে ত!"

"সবাই ভাল আছে। এটি বুঝি সেই ছোকরা—কাজ শিখতে এসেছে? এর শরীর তেমন শক্ত নয় ত!"

"কে বললে, নয়! দেখতে এমন রোগা হলে কি হয়—পারির ডাক্তাররা অবধি বলেছে, শরীর ওর ভারী মজবুত!"

"তা হলেই ভাল! নইলে আমাদের যে-রকম কাজ-কর্ম্ম—তাতে শরীর বেশ মজবুত না হলে চলেই না মোটে! এস এখন। তোমার নাম কি, বাবা?"

জ্যাক কহিল, "আমার নাম জ্যাক!"

"জ্যাক! বাঃ, বেশ নাম! এস জ্যাক, এস লাবাস্যাঁন্দ্র্, এখনই কারখানায় গিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে নি, তারপর বাড়ী যাওয়া যাবে। পথেই ম্যানেজারের আপিস।"

সকলে কারখানার দিকে চলিল। দুই ধারে ছোট-বড়-মাঝারি, নানা আকারের গাছ—তাহারই মধ্য দিয়া সরু পথ। দুই ধারে কারখানা-বাড়ীর বিভিন্ন ঘর, মাঝে মাঝে দূরে-অদূরে কোথাও জানালায় জামা শুকাইতেছে, কোথাও বা শিশুর ক্রন্দন, মাতার ঘুমপাড়ানি গান শুনা যাইতেছে! এইগুলা না থাকিলে জ্যাকের মনে হইত, এ যেন এক পরিত্যক্ত জন-মানব-হীন গ্রামপ্রান্তে সে আসিয়া পড়িয়াছে। পথে তখন একটীও লোক চলিতেছিল না।

লাবাস্যাঁন্দ্র্ চীৎকার করিয়া উঠিল, "ঐ যে নিশেন নামানো রয়েছে! ওঃ, আগে এই নামানো নিশেন দেখলে কি ভয়ই না হত!"

জ্যাককে তখন নিশান নামাইয়া রাখার অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া হইল। কারখানা খুলিবার পর পাঁচ মিনিট অবধি নিশান তোলা থাকে, তারপর নামাইয়া দেওয়া হয়! নিশান নামানো হইলে আর কোন কারিকরকে কারখানার মধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। কারিকরদের বিলম্ব হইলেই বিপদ—প্রথম অপরাধে সেদিনকার হাজিরা লওয়া হয় না, পরে আর দুই-একবার কারখানায় আসিতে বিলম্ব ঘটিলে তাহাকে একেবারেই ছাড়াইয়া দেওয়া হয়।

সকলে ইতিমধ্যে কারখানার দ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জ্যাক দেখিল, এ যেন লৌহ-নির্ম্মিত এক বিরাট নগর! কত লোক কাজ করিতেছে। বড় বড় লোহার গম্বুজ পড়িয়া রহিয়াছে—কোথাও একটা এঞ্জিনের চারি ধারে বসিয়া অসংখ্য কারিকর এঞ্জিনের অতিকায় দেহে ছোট বড় পেরেক আঁটিতেছে।

মৃত্যুর দূত অসংখ্য পুরাতন মরিচা-ধরা কামানের সারি মেরামতের জন্য পড়িয়া রহিয়াছে!

এই সকল দেখিয়া জ্যাক কেমন স্তম্ভিত হইয়া গেল। কি এ বিরাট ব্যাপার! অমানুষিক কাণ্ড! এ যেন গল্প-শ্রুত সেই কোন্ দৈত্য মহা-সমারোহে নরমেধ-যজ্ঞ-সাধনের জন্য লৌহ কটাহ ও অন্যান্য যন্ত্রাদি নির্ম্মাণে অসংখ্য কারিকর নিযুক্ত করিয়া দিয়াছে! জ্যাক দেখিল, একপাশে একটা প্রকাণ্ড অন্ধকার ঘর—ভিতরে মধ্যে মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠিতেছে,—যেন দৈত্যের ক্ষুধাতুর লোল রসনা আহার মাগিতেছে! আর সেই ঘরের মধ্যে কতকগুলা ছোট ছোট দৈত্য কি এক মহা ষড়যন্ত্রে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। রুদিক কহিল, "এই ঘরে লোহা পেটা হচ্ছে।"

অবশেষে একটা ঘরের সম্মুখে আসিয়া রুদিক কহিল, "এইটে হল, ম্যানেজারের ঘর। এস, যাওয়া যাক—" পরে লাবাসঁ্যান্দ্রের দিকে চাহিয়া কহিল, "তুমিও আসছ ত?"

"আমি! আচ্ছা, চল—একবার বুড়োর সঙ্গে দেখা করা যাক। সে ত আমায় বলেছিল, আমার দ্বারা কারখানার কাজ-কর্ম্ম চলবেই না! এখন শুধু গান গেয়েই আমার অবস্থা কেমন হয়েছে, তাকে একবার দেখিয়ে তারিফটা আদায় করতে দোষ কি!" গর্ব্বে লাবাসঁ্যান্দ্রের চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল।

তিন জনে ম্যানেজারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ম্যানেজার কহিল, "কে—রুদিক! খবর কি?"

রুদিক কহিল, "আজ্ঞে, সেই ছেলেটিকে এনেছি—এখানে সে কাজ শিখতে চায়!"

"বটে!" বলিয়া ম্যানেজার জ্যাকের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল, পরে কহিল, "এর শরীর ত তেমন মজবুত

নয়, দেখছি। এস। কি, তুমি কারখানায় কাজ শিখবে? বেশ!"

রুদিক কহিল, "না—ও বেশ শক্ত আছে।"

লাবাসঁ্যাক্র্ কহিল, "বেশ শক্ত!"

ম্যানেজার তাহার দিকে ফিরিয়া কহিল, "এই যে, তোমায় চিনি চিনি বোধ হচ্ছে যেন!"

লাবাসঁ্যাক্র্ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, ভাবিল, এবার সে পরিচয় দিবে। ছয় বৎসর পূর্ব্বে অযোগ্য বলিয়া এখান হইতে যাহাকে বিদায় করিয়া দিয়াছিলে, এই ছয় বৎসরে শুধু গান গাহিয়া সে কেমন প্রভূত যশের অধিকারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—প্রতিভা তাহার কেমন বিকাশ লাভ করিয়াছে, একবার চাহিয়া দেখ! কিন্তু ম্যানেজার তাহার প্রতি আর লক্ষ্যই করিল না। লাবাসঁ্যাক্রের রাগ হইল। এ কি অবজ্ঞা!

ম্যানেজার রুদিককে কহিল, "তোমার ছাত্রকে তাহলে আজ তুমি নিয়ে যাও, রুদিক! তোমার হাতেই ওর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে, জেনো। ওকে মানুষ করে তোল। বেশ ছেলেটি!"

তারপর তিনজনে গমনোদ্যত হইলে ম্যানেজার রুদিককে আহ্বান করিল। তখন নিভৃতে দুইজনে কি কথা-বার্ত্তা হইল। পরে রুদিক বাহিরে আসিলে লাবাসঁ্যাক্র্ কহিল, "কি বললে, ম্যানেজার? আমার সম্বন্ধে কোন কথা হল না কি? যাই বল, লোকটার কিন্তু ভারী অহঙ্কার হয়েছে!"

রুদিক কহিল, "না, না, তোমার কথা কিছুই হয়নি। ও আমাদের চার্লির কথা হচ্ছিল। সবাইকে সে ভারী কষ্ট দিচ্ছে কি না!" চার্লি রুদিকের খুড়তুতো ভাই, বয়সে রুদিকের চেয়ে অনেক ছোট।

লাবাসঁ্যাক্র্ কহিল, "চার্লি কষ্ট দিচ্ছে! কেন, ব্যাপার কি?"

"ব্যাপার গুরুতর। খুড়িমা মারা যাবার পর থেকে সে একেবারে উচ্ছন্ন গেছে। জুয়া খেলে, মদ খেয়ে বিস্তর দেনা করেছে। ডিজাইনের কাজ ও বেশ জানে! দু পয়সা তাতে বেশ পায়ও! ডিজাইনের কাজে এ সহরে ওর তুল্য লোক আর একটিও পাবে না, তুমি! তা দু পয়সা আনলে কি হবে—যা পায়, সবই নেশায়-জুয়ায় ফুঁকে দেয়। তাকে শোধরাবার জন্য ম্যানেজার, তবে গে, আমি, আমার স্ত্রী, আমরা কি কম চেষ্টা করছি! ও শুধু কাঁদে, আর বলে, আর কোন রকম বদখেয়ালি করবে না—তার পর যেমন আবার মাইনেটি পাওয়া, অমনি যে-কে সেই! ওর বিস্তর দেনা আমি শোধ করে দিয়েছি! কিন্তু কাঁহাতক আর পেরে উঠি, বল? আমার আবার মেয়ে জেনেদ্‌টা রয়েছে, বড় হয়েছে সে—তার বিয়ের জোগাড় দেখতে হবে,—তাতেও বেশ মোটা রকম খরচ আছে ত! এক সময় আমি ভেবেছিলুম, চার্লির সঙ্গেই ওর বিয়ে দেব, কিন্তু এখন বুঝছি, চার্লিকে দেওয়া যা, মেয়েটার হাত-পা বেঁধে তাকে জলে ফেলে দেওয়াও তাই! তা ত দিতে পারিনে! তাই আমরা স্থির করেছি—কোনরকমে এ দেশ থেকে এই বদ সঙ্গীগুলোর কাছ থেকে ওকে যদি একবার দূরে পাঠাতে পারি ত, ওর শোধরাবার কিছু আশা হয়। তাই ম্যানেজার আমায় ডেকে বলছিলেন যে, নেভারে ওর জন্য একটা ভাল কাজের তিনি জোগাড় করেছেন—উপার্জ্জনও এখানকার চেয়ে ঢের বেশী হবে। আমরা ত নাচার, এখন তুমিও একবার ওকে বুঝিয়ে দেখ—তোমার কথা শুনলেও হয় ত শুনতে পারে!"

লাবাস্যাঁদ্র্ সগর্ব্বে উত্তর দিল, "নিশ্চয়, বোঝাব বৈ কি! তার জন্য ভাবনা নেই!"

সকলে মিলিয়া রুদিকের গৃহের দিকে চলিল। পথে বিস্তর লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল! লাবাস্যাঁদ্রের পুরাতন সঙ্গীর দল

পরিচয় পাইয়া অক্লান্ত কৌতূহল ও আগ্রহ লইয়া তাহার পানে চাহিয়া-চাহিয়া দেখিতেছিল—সে ইহাদেরই একজন ছিল! এখান হইতে ছিটকাইয়া গিয়া শুধু প্রতিভার জোরে কেমন সে আজ অবস্থা ফিরাইয়া ফেলিয়াছে। আর তাহারা—?

হায়, বেচারা কারিকরের দল! তাহারা জানে না, লাবাসঁ্যাঁদ্রের স্বরূপ মূল্য কি! তাহার অবস্থা যে এই কারিকরগুলার অবস্থার চেয়ে একটুও ভাল নহে, বরং—যাক্ সে কথা! কারিকরদের অন্ন-চিন্তা নাই—কিন্তু লাবাসঁ্যাঁদ্রের তাহা বিলক্ষণই আছে! তাহার এই পরিচ্ছন্ন কায়েমী পরিচ্ছদের মধ্যেও কি ভীষণ দৈন্য রি-রি করিতেছে, লাবাসঁ্যাঁদ্রের সৌভাগ্য, তাহা লক্ষ্য করিতে কারিকরগুলার তেমন দিব্য দৃষ্টি ছিল না!

লাবাসঁ্যাঁদ্র্ ও জ্যাককে আনিয়া রুদিক আপনার গৃহ-সংলগ্ন ছোট বাগানটিতে বসাইল! বাগানটি ছোট হইলেও পরিচ্ছন্ন! তথায় এক ধারে একটি টেবিল ও তাহার চারি পার্শ্বে কয়েকখানা চেয়ার। একখানা চেয়ার ধরিয়া এক সুশ্রী তরুণী দাঁড়াইয়া ছিল। রুদিক কহিল, "ঐ আমার স্ত্রী ক্লারিস্!"

পথেই রুদিক লাবাসঁ্যাঁদ্র্‌কে বলিয়াছিল, তাহার প্রথমা পত্নী জেনেদের মাতার মৃত্যু হইলে ক্লারিস্‌কে সে আবার বিবাহ করিয়াছে।

ক্লারিস্ সুন্দরী। তাহার মুখে এমন একটি কমনীয়তা মাখা রহিয়াছে, যাহা এই রুগ্ন ও দৈন্য-পীড়িত পল্লী-সমাজে একান্ত বিরল। জ্যাকের মনে হইল, এই নিরানন্দময় বীভৎস দৈত্য-পুরীটার মধ্যে ক্লারিস্ যেন কাহিনী-বর্ণিতা, দৈত্য-গৃহে বন্দিনী সেই রূপসী পরী-কন্যা! আকাশে সন্ধ্যা-সমাগমে এই যে দিব্য আলো ফুটিয়া উঠিয়াছে—সে যেন এই পরী-কন্যারই রূপচ্ছটা! বৃক্ষ-পত্র দুলাইয়া এই যে স্নিগ্ধ ধীর সমীর

বহিয়া চলিয়াছে, সে যেন এই রূপসী পরী-কন্যারই শান্ত মৃদু নিশ্বাস! রুদিক কহিল, "ক্লারিস্‌কে দেখতে খাসা, নয়?"

"চমৎকার—তোমার স্ত্রী-ভাগ্যটা এবার ভাল হয়েছে, দেখছি।"

স্ত্রার সহিত রুদিক সকলের পরিচয় করাইয়া দিলে যথারীতি অভ্যর্থনাদি হইল। পরে লাবাসঁ্যান্দ্র্‌ গান ধরিল, "ওগো, পূত-শান্তিভরা চারু নিবাস—"

সঙ্গীত থামিবার পূর্ব্বেই কে কহিল, "এই যে দাদা—তুমি কখন এলে!" সে চার্লি।

পরে চার্লি ও লাবাসঁ্যান্দ্রের নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা সুরু হইল। ক্লারিস্‌ আসিয়া জ্যাককে কোলের কাছে টানিয়া কহিল, "তোমার নাম কি?" "জ্যাক।"

রুদিক কহিল, "জেনেদ্‌—জেনেদ্‌ কোথায়? জান, লাবাসঁ্যান্দ্র্‌, জেনেদ্‌ এক দর্জীর দোকানে কাজ করছে। জামা, ফ্রক, এ সব সে এমন খাসা তৈরি করতে শিখেছে, আর পারেও বেশ—মাহিনাও মন্দ পাচ্ছে না!"

মৃদু হাসিয়া লাবাসঁ্যান্দ্র্‌ কহিল, "বটে, কোথায় সে?"

ক্লারিস্‌ কহিল, "ঐ যে, সে আসছে!"

ক্লারিসের কথা শেষ হইবার সঙ্গে-সঙ্গেই উদ্যান-মধ্যে এক নারী-মূর্ত্তি দেখা দিল। এই নারী, জেনেদ্‌।

জেনেদের শরীরখানি কিছু স্থূল—মুখে একটুও কমনীয়তা নাই, গড়নও সুশ্রী নহে। চোখে কেমন একটা পরুষ ভাব। বাহু ও পেশীগুলা পুরুষোচিত কঠিন। তবে জেনেদ্‌কে দেখিলে মনে হয়, তাহার নিজের বেশ একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। কর্ম্ম-জীবনে সকল প্রকার বজ্র-ঝঞ্ঝার বিরুদ্ধে সরলভাবে দাঁড়াইবার সামর্থ্যও তাহার বিলক্ষণ। তাহার পাশে তাহার বিমাতা ক্লারিস্‌কে দেখিলে মনে

হয়, ক্লারিস্ যেন একান্তই পরমুখাপেক্ষিনী! লতার মতই সে কেবল আশ্রয় খুঁজিয়া বেড়ায়। আশ্রয় নহিলে সে দাঁড়াইতেই পারে না।

জেনেদ্ আসিয়া তাহার ছুঁচ-সুতা ও লেস-কাঁচিভরা ব্যাগটা টেবিলের উপর রাখিল; পরে চার্লিকে দেখিয়া কহিল, "এই যে চার্লি! তোমার ম্যানেজার বলছিল, তোমায় নিয়ে সে ভারী জ্বালাতন হয়ে পড়েছে। তোমার বদখেয়ালি ত তুমি ছাড়বে না, কিছুতে।"

চার্লি বলিল, "ম্যানেজারই ত আমায় দু'চক্ষে দেখতে পারে না—"

বাধা দিয়া রুদিক বলিল, "না, না, চার্লি, ম্যানেজারের কোন দোষ দিয়ো না! তিনি তোমায় যথেষ্ট ভালবাসেন! তোমার জন্য নেভারে একটা ভাল চাকরিরও তিনি জোগাড় করেছেন, তা জান?"

"নেভারে?"

"হাঁ—নেভারে! সেখানে তোমার সব দিকেই উন্নতি হবার সম্ভাবনা আছে।"

"বেশ - যাব! আমাকে এখান থেকে তাড়াবার জন্যই যখন তোমাদের সকলের এত সাধ, তখন আমি যাব।"

রুদিক কহিল, "তাড়ানোর কথা নয়। তোমার ভালর জন্যই বলা। যা হোক, এখন রাত হয়ে আসচে, চল ভিতরে যাই। ক্লারিস্, খাবার তৈরি হয়েছে ত?"

"হাঁ।"

রাত্রে আহারে বসিয়া লাবাসাঁন্দ্র্ কারিকরদিগের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সুদীর্ঘ এক বক্তৃতা ফাঁদিয়া দিল।

লাবাসাঁন্দ্র্ কহিল, "জ্যাক, এখন তুমি একজন নগণ্য লোক, কেউ তোমায় জানে না, চেনে না—কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে তুমি দেখবে, জগতে তুমি একজন সর্ব্বে-সর্ব্বা হয়ে দাঁড়িয়েছ।"

রুদিক হাসিয়া কহিল, "হাঃ, সর্ব্বে-সর্ব্বা! দু'বেলা পেট ভরে খেয়ে বুড়ো বয়সে মরবার সময় কিছু জায়গা-জমি কেউ যদি করে যেতে পারে ত, সে আপনাকে খুব ভাগ্যবান বলে মনে করুক! সর্ব্বে-সর্ব্বা! কি যে বল তুমি, লাবাস্যান্দ্র্? ..ক্লারিস্, খাওয়া হলে জেনেদের ঘরের পাশের ঘরটায় জ্যাকের জন্য বিছানা করে দিয়ো—কাল ভোরে পাঁচটার সময় ওকে আবার ডেকে দিতে হবে। ওর জন্য ছোট-খাট পোষাক একটা জোগাড় করে দিতে হবে। আছে, বোধ হয়,—একটা দেখে-শুনে তুমি ঠিক করে রেখো। কাল ভোরেই ওকে কারখানায় নিয়ে যাব।"

আহারের পর আপনার নির্দ্দিষ্ট ছোট ঘরটিতে আসিয়া বিছানায় পড়িয়া জ্যাকের মনে হইতে লাগিল, ঐ যে পথে আসিবার সময় অসংখ্য কুশ্রী কুৎসিত কারিকরগুলাকে সে চক্ষে দেখিয়াছে, সে-ও তাহাদেরই একজন হইবে। এই নির্ব্বাসনে থাকিয়া কি দুঃসহ জীবনই না তাহাকে বহন করিতে হইবে! ইহার চেয়ে মোরোনভাল স্কুল—সে-ও যে লক্ষ গুণে ভাল ছিল। সেখানে কত সঙ্গী ছিল। মাদু,—আহা, সে যদি এখানে থাকিত। জ্যাক আবার ভাবিল, উন্নতি! তাহারই বা আশা কোথায়! এ কোথায় সে আসিয়া পড়িল! গৃহ হইতে কত দূরে? কত নদ-নদী পার হইয়া কোন্ অপরিচিত রাজ্যে সে আজ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! হায় মা—কোথায় মা!

মার কথা জ্যাকের মনে পড়িল! সে কারিকর হইলে মার দুঃখ ঘুচিবে, মার আনন্দ হইবে। মার সুখের জন্য এ কষ্টটুকু সে আর সহ্য করিতে পারিবে না? নিশ্চয় পারিবে! এ দুঃখ, এ কষ্ট, সে গ্রাহ্যও করিবে না! নিজের সুখের কথা, সে আর ভাবিবেও না।

তবু বিছানায় পড়িয়া বার বার মার কথাই তাহার মনে

পড়িতে লাগিল। মার মুখ, মার হাসি, মার স্নেহ! এ জীবনে আর কি সে-সব সে ফিরিয়া পাইবে? ভাবিতে ভাবিতে তাহার বুকের মধ্যে নিশ্বাস যেন চাপিয়া আসিতেছিল।

বাহিরে লাবাসঁ্যান্দ্র্ তখন উচ্চ কণ্ঠে গান ধরিয়াছে

'চল ধীর বায়ে নীরে তরী বেয়ে,
চল গো ফ্রান্সে, গান গেয়ে গেয়ে—"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রুদিক-গৃহে

কারখানায় আসিয়া জ্যাক অস্থির হইয়া পড়িল। চারিধারে অবিরাম ভীষণ কোলাহল,—পাশের লোকের মুখের কথাটিও শুনা যায় না। তিন শ' বড় মুগুরে ঘা পড়িতেছে, তাহার সহিত তিন-শ' লোকের উৎসাহোদ্দীপক উচ্চ চীৎকার,—ইহার উপর কোন খানে অবিশ্রাম গতিতে ঘড়-ঘড় করিয়া অসংখ্য চাকা ঘুরিতেছে—কোন খানে বাষ্প-নির্গমনের ভীষণ শব্দ—মুহূর্ত্ত কাহারও বিরাম নাই!

কারখানার মধ্যে যত রুক্ষকেশ মলিন-বেশ কুৎসিত কারিকরের দল—কেহ চাকায় তৈল দিতেছে, কেহ চাকা ঘুরাইতেছে—কেহ-বা হাতুড়ি পিটিতেছে। ইহাদের সহিত একত্র বসিয়া দাঁড়াইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া জ্যাক তাহার জীবনে এক নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত করিল! তাহার মাথা বহিয়া ললাট বহিয়া ঘাম ঝরিয়া পড়িতেছে—হাতে-মুখে কালি, বেশ-ভূষাও নিতান্ত বিশ্রী! এই দূরত্বের ব্যবধান ভেদ করিয়া শার্লতের দৃষ্টি যদি আজ জ্যাকের উপর এখন নিক্ষিপ্ত

হয় ত সে আপনার ছেলেকে চিনিতেই পারিবে না! এই কি সেই জ্যাক?

এক শীর্ণ মলিন বালক, হাতের উপর ছিন্ন জামার আস্তিন গুটানো, ঘর্ম্মাক্ত কলেবর, চোখ-দুইটা আফিমের ফুলের মতই লাল হইয়াছে, গলার ভাঁজে ভাঁজে সূক্ষ্ম কয়লার গুঁড়া! মনে হয়, কে যেন সেখানে কালির দাগ টানিয়া দিয়াছে! জ্যাকের এ মূর্ত্তি দেখিলে শার্লং নিশ্চয়ই শিহরিয়া উঠে!

জ্যাকের শিক্ষার ভার পড়িয়াছিল, লেবেস্কো নামে এক সর্দ্দার কারিকরের উপর। লেবেস্কোর প্রকৃতি ছিল উগ্র, কর্কশ! জ্যাকের এই শান্ত নিরীহ ভাব, কারখানার কঠোর কাজের পক্ষে তাহার এই অপটুতা, লেবেস্কোর প্রাণে সহানুভূতি ও করুণার পরিবর্ত্তে শুধু ঘৃণা ও বিরক্তিই জাগাইয়া তুলিত! তাহার কঠিন পরুষ দৃষ্টির সম্মুখে বালক যেন কেমন ভড়কাইয়া যাইত। তবুও সে সাধ্যমত আপনার কর্ত্তব্য করিবার চেষ্টা পাইত। হাতে ফোস্কা পড়িয়া ছিঁড়িয়া গেলেও আদেশ-মত কার্য্য করিতে কখনও সে কুণ্ঠিত হইত না। আপনাকে সে এই কারখানার প্রকাণ্ড প্রাণহীন যন্ত্র-গুলারই একটা অংশ ভাবিয়া সেইরূপে কাজ করিয়া যাইত। এই যন্ত্রগুলার যেমন কোন সুখ, দুঃখ, অনুরাগ বা বিরাগ নাই, মানুষের আদেশ-মত ঘোরা-ফেরা করিয়া মানুষের কাজটুকু সুসম্পন্ন করিয়া তোলাই তাহাদের ব্রত, কখনও কোন অনুযোগ-অভিযোগের ধার ধারিতে হয় না, ধারিলেও কেহ তাহা গ্রাহ্য করিবে না, তাহারও অবস্থা ঠিক তেমনই! তাহারও আজ আর নিজের কোন সুখ নাই, দুঃখ নাই, সর্দ্দারের আদেশ-মত ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল প্রকার কার্য্যই তাহাকে করিয়া দিতে হয়! তাহার আবার অনুযোগ কি! অভিযোগই বা কি থাকিতে পারে?

দুর্ব্বিসহ এ জীবন! বিশেষ গত দুই বৎসরের মুক্ত স্বাধীন জীবন

প্রবাহের পর কি এ কঠোর বন্ধন! নিতান্তই অসহ্য! হোক অসহ্য, তবু মুক্তি নাই—পরিত্রাণ নাই!

প্রত্যূষে পাঁচটা বাজিতে না বাজিতেই রুদিক তাহার ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিত, "সময় হল, জ্যাক, উঠে পড়।" নিদ্রিত নিস্তব্ধ গৃহের দেওয়ালে-দেওয়ালে সে শব্দ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিত। এক টুকরা রুটি দ্রুত নিঃশেষ করিয়া, ক্লারিসের দেওয়া জলে কোনমতে গলা ভিজাইয়া রুদিকের সহিত সে পথে বাহির হইয়া পড়িত। ঘন কুয়াশার মধ্য দিয়া সূর্য্যের প্রথম রশ্মিচ্ছটা সবেমাত্র তখন জগতে নামিবার জন্য পথ খুঁজিয়া ফিরিতেছে—ভোরের পাখী বাসা হইতে বাহির হইবার আয়োজন করিতেছে; চারিধারে আকাশ, নদী ও নিখিলের বুকে জীবনের স্পন্দন ধীরে ধীরে আবার অল্প সূচিত হইবার উপক্রম করিতেছে! অদূরে কারিকরদলের শান্তি ভাঙ্গাইয়া প্রাণ কাঁপাইয়া কারখানার ঘণ্টা ভীম রোল তুলিয়া তাহাদিগকে কর্ত্তব্যে সচকিত করিয়া সাড়া দিতেছে!

কারখানায় নির্দ্দিষ্ট হাজিরা-সময়ের দশ মিনিট পরে ফটক বন্ধ হয়—ঘণ্টাও থামিয়া যায়! এই সময়ের মধ্যে পৌঁছিতে না পারিলে প্রথম অপরাধে জরিমানা, দ্বিতীয় বারে মাহিনা কাটিয়া লওয়া হয়—তৃতীয়বার যে এ অপরাধ করে, তাহাকে কারখানা হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয়! জ্যাকের মনে হইত, আর্জান্তঁর নিয়ম যত কঠিন, যত নির্দ্দয়ই হোক ইহার তুলনায় সে কিছুই নহে!

একটা বিষয়ে জ্যাকের বড় ভয় ছিল, পাছে কোনদিন এই ঠিক সময়ে কারখানায় সে হাজিরা দিতে না পারে! সেজন্য সময়ের কিছু পূর্ব্বে—অপর কারিকরদের সেখানে পৌঁছিবার প্রাক্কালেই সে কারখানার প্রবেশ-দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইত! একদিন শুধু কয়টা কারিকরের দুষ্টামিতে তাহার দেরী হইয়া গিয়াছিল। সেদিন ভোরে

বাতাস বেশ একটু জোরে বহিতেছিল। পথে জ্যাকের টুপিটা হঠাৎ সে বায়ুর বেগে উড়িয়া যায়। পিছনে আর-কয়েকটা কারিকর আসিতেছিল—তাহারা মহোল্লাসে চীৎকার করিয়া টুপিটাকে লোফালুফি করিতে করিতে অনেক দূরে ফেলিয়া দিয়াছিল—বেচারা জ্যাক বহু কষ্টে টুপি উদ্ধার করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখে, কারখানার দ্বার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সেদিন আর তাহার কষ্টের সীমা ছিল না। বেচারা ফটকের সামনেই বসিয়া পড়িল। চোখের জল বাধা মানিল না। সে ভাবিল, সে কি করিয়াছে? এই কারিকরগুলার কোন অনিষ্ট করা দূরে থাকুক, মনেও সে কখনও কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করে না, তবুও ইহারা তাহাকে লইয়া এত জ্বালাতন করে, কেন? চারিধার হইতে অজস্র ঘৃণা, দ্বেষ, হিংসা, কেন তাহার শিরে বর্ষিত হয়? সে যে নিতান্তই অভাগা, পরিত্যক্ত, ভাগ্যলক্ষ্মীর একান্ত উপেক্ষিত, কাহারও অধিকারে সে হস্তক্ষেপ করিতে চাহে না—কাহারও সুখের মাত্রা হইতে তিলার্দ্ধও বঞ্চনা সে কামনা করে না—তবু কেন, হা ভগবান, ইহাদের বক্র দৃষ্টি হইতে তাহার পরিত্রাণ নাই? এক শ্রেণীর তরুলতা যেমন আপনার জীবন-ধারণের জন্য একান্তভাবেই উত্তাপের মুখাপেক্ষা করে, জ্যাকও তেমনই আপনার জন্য একটু স্নেহ, একটি মিষ্ট কথা বা আদর-বচনের মুখ চাহিয়া থাকে, সেটুকু না হইলে তাহার চলেই না! কিন্তু এখানে না আছে, সে ভালবাসা, না আছে স্নেহ! একটি বিন্দুও নাই!

আসল কথা, কারখানার লোকগুলা জ্যাককে বড় পছন্দ করিত না। এই নিরীহ, নম্র, শান্ত বালক তাহার নারী-সুলভ মুখশ্রী লইয়া এখানে কি করিবে? এখানে চাই, পরুষ বলিষ্ঠ দেহ, অশান্ত উগ্র প্রকৃতি! কিন্তু জ্যাকের তাহা-কিছুই ছিল না, কাজেই তাহার পক্ষে কারখানার সহিত খাপ খাওয়া একান্তই অসম্ভব! প্রত্যহ

তাহাকে লইয়া কারিকর-দলে রীতিমত শ্লেষ-বিদ্রূপ চলিত। অত্যাচার-নির্য্যাতনও কি অল্প ছিল! একদিন একটা তপ্ত লৌহদণ্ড লইয়া এক সঙ্গী কারিকর আসিয়া তাহাকে কহিল, "এইটে একবার ধর ত, জ্যাক, আমায় সর্দ্দার ডাকছে, চট্ করে শুনে আসি।" বেচারা জ্যাক সরলভাবে সে অনুরোধ রক্ষা করিতে গিয়া এমনভাবে হাত পুড়াইয়া ফেলিল যে তাহার ফলে এক সপ্তাহ তাহাকে হাঁসপাতালে বাস করিতে হইল। তাহার উপর, এমন দিন ছিল না, যেদিন একটা ঘুসি বা চড় তাহার অঙ্গে কেহ বর্ষণ না করিত!

কিন্তু সপ্তাহে এক দিন ছিল, যেদিন জ্যাকের অদৃষ্ট ইহারই মধ্যে সুপ্রসন্ন ভাব ধারণ করিত, যেদিনটি তাহার ভাগ্যে আনন্দ ও বিশ্রাম বহিয়া আনিত,—সেদিন রবিবার। এই রবিবারে প্রাতর্ভোজন শেষ করিয়া ডাক্তার রিভালের দেওয়া বইয়ের গোছা হইতে দুই-একখানি বই বাছিয়া লইয়া সে নদীর ধারে চলিয়া যাইত। নিরালায় বসিয়া বই খুলিয়া তখন সে এক নূতন জগতের পরিচয় লাভ করিত! ভগ্ন জনহীন ঘাটের প্রান্তে সে বহি খুলিয়া বসিত,—অদূরে ঘাটের পদতলে নদীর ঢেউ আসিয়া উছলিয়া পড়িতেছে—যেন কোন্ দেবীর স্নিগ্ধ সান্ত্বনা-বাণী সে! জ্যাকের প্রাণ তাহাতে শান্ত হইত, শীতল আশ্বাসে ভরিয়া উঠিত। আপন মনে সে বহির পাতা উল্‌টাইয়া যাইত, কতক তাহার বুঝিত, কতক বা বুঝিতও না—তবুও এই অজানা জগতের অস্ফুট রহস্যালোকে সে কিসের সন্ধান পাইত, তাহা সে-ই জানিত! ইহার মধ্যেই সে মাতার অকৃত্রিম স্নেহ, বন্ধুর অমল সৌহার্দ্দ্যের পরিচয় লাভ করিত। বহি দেখিতে দেখিতে তাহার চিত্ত আবেশে ভরিয়া আসিত, মানস-চক্ষের সম্মুখে সমস্ত বহির্জগৎ মিলাইয়া যাইত—মার মুখের বাণী, ডাক্তার রিভালের আদরের স্বর, সেসিলের সুমধুর কল-হাস্য, সমস্ত মিলিয়া জ্যাকের প্রাণে এক আনন্দ-নির্ঝরের সৃষ্টি

করিত! নির্ব্বাসিত উপেক্ষিত বালক সেই দুর্লভ সুধাস্পর্শে সপ্তাহের অতীত ছয়টা দিনের সকল ক্লান্তি সকল দুঃখ ভুলিয়া যাইত। আপনাকে অপূর্ব্ব সুখে সুখী ভাবিয়া সে পরম নিশ্চিন্ত হইত।

অবশেষে বর্ষা নামিল। হিম-শীতল বায়ুর বেগ বাড়িল, সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিপাত! তখন নদী-তীরস্থ শান্তি-কুঞ্জ এই মহাতীর্থে আসিবার তাহার আর কোন উপায়ই রহিল না। রবিবারের অবসর-মুহূর্ত্তগুলা নিতান্তই নিরানন্দে কাটাইতে হইবে ভাবিয়া অগত্যা সে রুদিক-গৃহেই বহি খুলিয়া বসিল।

বালকের শান্ত প্রকৃতিতে রুদিক তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। ক্লারিস্ জেনেদ্ও তাহাকে ভালবাসিত। সকল রকম ফরমাস খাটিয়া সে জেনেদের হৃদয়টিকে ভাল করিয়াই আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। এই নিরীহ বালকটির উপর রুদিক-পরিবারের প্রকৃতই একটা মায়া পড়িয়াছিল। সকলেই তাহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিত। জ্যাকের কর্ম্ম-সঙ্গীগুলা তাহার অক্ষমতা লইয়া যখন রুদিকের নিকট অনুযোগ করিতে আসিত, রুদিক তখন মৃদু হাসিয়া জ্যাকের পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিত, "বড় ভালমানুষ, আহা, বেচারা!"

রুদিক ভাবিত, লেখাপড়া লইয়া থাকিতেই বালক ভালবাসে—এ সব কঠিন কাজ উহার শক্তিতে কুলাইবে কেন? কারখানায় না আসিয়া সে যদি স্কুলের মাষ্টার কি পাদ্রী হইবার চেষ্টা করিত, তাহা হইলে এ লেখা-পড়া ছিল ভাল! কিন্তু কারখানায় কাজ করিয়াই যখন তাহাকে জীবিকার সংস্থান করিতে হইবে, তখন এ লেখাপড়ার অনুরাগ কিছু কমাইলেই ভাল হয়! জ্যাককে একবার এ বিষয়ে সে আভাষও দিয়াছিল, জ্যাক তাহাতে কাতর দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া করুণ স্বরে বলিয়াছিল, "আমি ত আর কোন সময় বই পড়ি না, শুধু ছুটির দিন একটু পড়ি—মার জন্য মন কেমন করে,

তাই—" জ্যাকের স্বর ভাঙ্গিয়া গিয়া তাহার বক্তব্যটিকে শেষ করিতে দিল না। রুদিকের প্রাণে সে কাতর দৃষ্টি, সে করুণ স্বর, তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার ন্যায়ই বিঁধিয়া ছিল! ইহার পর জ্যাককে সে আর দ্বিতীয় বার গ্রন্থ-পাঠ হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা পায় নাই।

সেদিন বর্ষার মেঘে-ঢাকা রবিবার যখন ম্লান বেশে আসিয়া দেখা দিল, চারিধারে একটা নিরানন্দ অবসাদ ফুটিয়া উঠিল, তখন ক্লারিস্ আসিয়া জ্যাককে কহিল, "ওখানা কি বই পড়ছ, জ্যাক?"

জ্যাক বলিল, "এ একটা গল্প!"

"চেঁচিয়ে পড় না—আমি শুনি।"

জ্যাক তখন তাহার এই নবাগত শ্রোত্রীটির চিত্ত-বিনোদনের জন্য গল্প পড়িয়া যাইতে লাগিল। কত বিচিত্র, সে হর্ষ-বেদনার কাহিনী—কত আশা-নিরাশার মধ্য দিয়া, কত প্রমোদ-স্বপ্ন, যৌবন-গীতির অপূর্ব উন্মাদনা বহিয়া চলিয়াছে! গল্প শেষ হইলে জ্যাক দেখিল, কাহিনী-বর্ণিত নর-নারীর দুঃখে শ্রোত্রী তাহার কাঁদিয়া একেবারে লুটাইয়া পড়িয়াছে!

ইহার পর হইতে যখনই জ্যাক বহি পড়িত, তখনই ক্লারিস্ আসিয়া সাগ্রহে তাহার বহি শুনিতে বসিত। এই মুগ্ধা অনুরক্তা শ্রোত্রীটির উপর জ্যাকের শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। পূর্ব্বে সে বহি পড়িত, শুধু নিজের সুখের জন্য—এখন হইতে ক্লারিস্‌কে গল্প পড়িয়া শুনাইয়া তাহার যে সুখ হইতে লাগিল, তাহা অপূর্ব্ব!

ক্লারিসের প্রকৃতিতে কেমন একটা স্বাতন্ত্র্য ছিল! রুদিক-গৃহ যেন ঠিক তাহার বাসের যোগ্য স্থান বলিয়া জ্যাকের মনে হইত না। সে যেন কোন্ স্বপ্নলোক হইতে এই রুদ্র তপ্ত কর্ম্মলোকে তারার মত ঝরিয়া পড়িয়াছে! এখানকার এই পরুষতার মধ্যে তাহার কান্ত কোমল শ্রী দেখিলে মনে হইত—সে যেন এখানকার কেহ নহে!

তাহার পরিচ্ছন্ন সুশ্রী বেশ, কমনীয় হাব-ভাব কেমন এক বিশেষত্বে মণ্ডিত! ইহা লইয়া পল্লীর অলস সমাজে একটা কাণাঘুষা চলিত। নিন্দুকের দল রুদিককে একটু করুণার চক্ষেও দেখিত—ভাবিত, আহা, বেচারা রুদিক! যে স্ত্রীকে একান্ত বিশ্বাস করিয়া আপনার ভাবিয়া সে নিশ্চন্ত রহিয়াছে, সেই স্ত্রী—

নিন্দুকের কথাগুলায় কি কিছু সত্যও নিহিত ছিল? কে জানে! নিন্দুকের নিন্দায় ক্লারিসের সহিত শেষে চার্লির নামটাও জড়াইয়া পড়িয়াছিল! এ নিন্দা রুদিকের কাণে আসিয়াও পৌছিয়াছিল; কিন্তু সে সরল বিশ্বাসীর চিত্তকে এতটুকুও নাড়া দিতে পারে নাই!

ক্লারিসের স্বপক্ষে এইটুকু শুধু বলা যাইতে পারে, যে, সে নাস্তেকে বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই চিনিত। পরস্পরের মধ্যে বেশ একটু প্রীতি-মধুর বন্ধনেরও সৃষ্টি হইয়াছিল! ক্লারিসের পিতৃ-গৃহে নাস্ত্ নিত্য অতিথি ছিল—তাহার বহু অলস অবসর এককালে ক্লারিসের সহিত সুখ-দুঃখের গল্পে কাটিয়া গিয়াছে; এবং রুদিক যদি আজ তাহাকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ না করিত, তাহা হইলে নাস্তের সহিত তাহার বিবাহও যে না হইতে পারিত এমন নহে। কিন্তু রুদিকের সহিত ক্লারিসের বিবাহের পূর্ব্বে নাস্ত্ ঠিক বুঝিতে পারে নাই, ক্লারিস এমন সুন্দরী! নাস্ত্ পূর্ব্বে দেখে নাই, ক্লারিসের সজ্জিত সুন্দর দেহে এমন লাবণ্যের রাশি ঝরিয়া পড়িয়াছে! সে দেহে এত মাধুরী! কি অন্ধ, নির্ব্বোধ, হতভাগা সে!

বিবাহের পর ক্লারিস্ ও নাস্তের বন্ধুত্ব হ্রাস না মানিয়া বাড়িয়াই চলিয়াছিল! রুদিক নিদ্রিত হইলে কত অম্লান জ্যোৎস্না-রাত্রি দুইজনে বসিয়া গল্প করিয়া কাটাইয়া দিয়াছে। পাড়ার লোকে রুদিকের কাণে এ কথা তুলিলে রুদিক বলিত, "দোষ কি! নাস্ত্ আমার ভাই!"

পাড়ার লোক হাসিয়া মুখ ফিরাইত, পরস্পরের গা টিপিয়া বলিত, "নেহাৎ আহাম্মক রে!"

নিন্দুকের নিন্দায় একজন শুধু বিচলিত হইয়াছিল, সে জেনেদ্! জেনেদ্ অলক্ষ্যে উভয়ের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিত। তাহার সমস্ত প্রাণ একটা দানবী হিংসায় জ্বলিয়া উঠিত। নিষ্ফল আক্রোশে প্রাণের জ্বালা প্রাণের মধ্যেই সে চাপিয়া রাখিত, ভাবিত, "কি এ গ্রহ—এ কি পাপ!"

তাই যখন ম্যানেজারের চেষ্টায় মাস্তু এ গৃহ ছাড়িয়া দেশান্তরে চাকরি করিতে গেল, তখন সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ হইল, জেনেদের! বিজয়ীর গর্ব্ব অনুভব করিয়া জেনেদ্ তখন মনে মনে ভাবিল, চমৎকার হইয়াছে। তাহার পিতার গৃহ এ নির্লজ্জ ঘৃণিত প্রেম-লীলার হাত হইতে এবার নিস্তার পাইল! কি আনন্দ!

সেদিন রবিবার। জ্যাক কাব্য পাঠ করিতেছিল। এবার ক্লারিস্ একেলাই শুধু তাহার শ্রোত্রী ছিল না—রুদিক ও জেনেদ্ও বসিয়া কাব্য শুনিতেছিল। দুই-এক ছত্র শুনিতে না শুনিতেই রুদিক ঘুমে ঢুলিয়া পড়িল। ক্লারিস্ ও জেনেদ্ একান্ত আগ্রহে নিস্পন্দ মনোযোগে কাব্য শুনিতেছিল! সেদিন পড়া হইতেছিল, ফ্রান্সেসকা-রিমিনির করুণ গাথা! জ্যাক যখন পড়িতেছিল,—

"দুঃখ এসে বক্ষ চেপে ধরে,
প্রতি শিরা গ্রন্থি উঠে দহি।
পূর্ব্ব সুখের মর্ম্মরে যে স্মৃতি,
সে দুঃখ হায়, কেমন করে বহি!"

ক্লারিসের প্রাণ তখন শিহরিয়া উঠিল,—ঠিক কথা! দুঃখ কোনমতে সহ্য হয়, কিন্তু দুঃখের দিনে অতীত সুখের স্মৃতিগুলা যখন প্রাণের মধ্যে

তোলপাড় করিয়া উঠে, তখনকার সে দুঃখ—কি দিয়া তাহা রোধ করি ? সে যে একান্ত অসহ্য !

জ্যাক পড়িয়া চলিয়াছিল। কবির ছত্র হইতে যেন আগুন ঠিকরিয়া বাহির হইতেছিল। এই যে বাসনার তীব্র উচ্ছ্বাস, নিরাশার ভগ্ন তান জ্যাকের কণ্ঠ হইতে ঝরিয়া পড়িতেছিল, ক্লারিসের মনে হইতেছিল, সেগুলা শুধু কথা নহে—সেগুলা যেন জীবন্ত, জলন্ত অনল-কণা,—গৃহের চারিধারে যেন তাহারা দারুণ দাহ ছড়াইয়া ঘুরিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে !

ক্লারিসের চোখ ফাটিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। প্রেমের এই করুণ কাহিনী তাহার চিত্তকে একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিল। কাহিনী শেষ হইলে জেনেদ্ কহিল, "কি বদ্ ঐ মেয়েমানুষটা—এঁ্যা ! এমন করে নিজের পাপের কথা প্রকাশ করতে এতটুকু লজ্জা হল না—সতেজে বলে গেল।"

ক্লারিস্ কহিল, "আহা, বদ্ হোক, যাই হোক, বড় দুঃখী সে !"

জেনেদ্ কহিল, "দুঃখী ! ও কথা বলো না না। এই ফ্রান্সেস্কার জন্য তোমার দুঃখ হয় ? আপনার স্বামীর ভাইকে ভাল বাসে সে—এত বড় পাপ—"

"কি করবে বল সে ! কোন উপায় ছিল না বেচারীর ! বিয়ের আগে থেকেই দুজনের মধ্যে ভালবাসা জন্মেছিল যে,—জোর করে মা-বাপ শুধু আর-একজনের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দিলে বই ত না ! অত ভালবাসা—"

"চুপ কর, জোর করে হোক, যে করেই হোক, যখন বিয়ে হয়ে গেল, তখন সেই মুহূর্ত থেকেই মেয়েমানুষ তার স্বামীর দাসী—স্বামীকেই সে ভালবাসবে ! বইয়ে আছে, তার স্বামী বুড়ো,—বুড়ো

বলেই ত স্ত্রীর উচিত, স্বামীকে আরও বেশী ভক্তি করা, ভালবাসা, যাতে অপরে তার জন্য তার স্বামীকে কোন রকম কুৎসিত কথা বলবার সুযোগ না পায়! তার জন্য তার স্বামীর মাথা হেঁট না হয়! বুড়ো স্বামী দুজনকে মেরে ফেলে বেশ কাজ করেছে,—উচিত কাজ করেছে। তাদের পাপের ঠিক শাস্তি হয়েছে। দ্বিচারিণী স্ত্রী, বিশ্বাস-ঘাতক ভাই,—ছিঃ! স্ত্রী তার নিজের কর্ত্তব্য প্রেম, ভালবাসা, এমন করে দু' পা দিয়ে থেঁৎলাবে! কি ভীষণ প্রবৃত্তি! শুধু রূপ, আর যৌবনের মোহেই এত বড় নির্লজ্জ পাপ করবে! এ যে ভয়ানক কথা!"

ক্লারিস কোন উত্তর দিল না; জানালা দিয়া বাহিরের পানে সে চাহিয়া রহিল। সহসা রুদিকের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেলে সে বলিয়া উঠিল, "বাঃ, খাসা গল্প—চমৎকার!"

জ্যাক এক বিচিত্র মোহে বিভোর ছিল! তিন শত বৎসর পূর্ব্বেকার এক প্রাচীন কবির গাথায় এ কি সুর আজ জাগিয়া উঠিয়াছে! কোথায় পৃথিবীর এক নিভৃত প্রান্তে অবস্থিত, দারিদ্রের এক ক্ষুদ্র কুটীর—তাহারই নিরালা কোণে সহসা এ কি সত্য আজ সাড়া পাইয়া উঠিয়াছে! ধন্য কবির নিপুণতা,—রচনার সার্থকতার কি অপূর্ব্ব প্রমাণ এ! কোন্ বহু অতীত যুগের অন্তরাল হইতে ভবিষ্যতের যবনিকা তুলিয়া কবি সত্যের এক অপরূপ ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন! নির্ম্মল রাত্রে সুদূর আকাশে বসিয়া চাঁদ যেমন পৃথিবীর নর-নারী, পথ-ঘাট, গৃহ-কোণটি অবধি আপনার অবাধ অজস্র কিরণে উজ্জ্বল করিয়া তোলে, কবিও তেমনই কোন্ এক গোপন অন্তরালে বসিয়া তুলির একটি রেখাপাতে নরনারীর মনের ভিতরকার লুকানো হর্ষ-বেদনা ও ভাবরাশি কি বিচিত্র উজ্জ্বলবর্ণে স্ফুটিত ফুটিত করিয়া গিয়াছেন, তাহারই উন্মাদ-স্পর্শে এখানে এতগুলি প্রাণী আজ বিহ্বল অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে!

সহসা জ্যাক উঠিয়া দাঁড়াইল। "নিশ্চয় সে—" বলিয়া সে দ্রুত রাস্তার দিকে ছুটিল। তখন বাহিরে পথে কে হাঁকিতেছিল, "টুপি—চাই ভাল টুপি!"

জ্যাক পথে আসিতে বহির্দ্বারের সম্মুখে দেখিল, ক্লারিস গৃহ মধ্যে ফিরিতেছে! ইহার মধ্যে ক্লারিস বাহিরেই বা আসিল, কখন্? আশ্চর্য্য! কেনই বা আসিল সে?

টুপিওয়ালা তখন খানিকটা পথ চলিয়া গিয়াছে; জ্যাক দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে ডাকিল, "বেলিসেয়ার, ও বেলিসেয়ার।"

টুপিওয়ালা জ্যাকের পূর্ব্ব-পরিচিত—তাহার নাম, বেলিসেয়ার। বেলিসেয়ার ফিরিয়া দাঁড়াইল, কহিল, "কে, মাষ্টার জ্যাক যে!"

জ্যাক কহিল, "হাঁ, আমি। তুমি এখানে এলে কোথা থেকে?"

"আমি এই টুপি বেচে দিন-গুজরণ করি কি না! এখানে এই কিছুকাল হল এসেছি! ভগ্নীপতির অসুখ হল—সে দেশে রোজগারও তেমন সুবিধা-মত হচ্ছিল না, তাই এখানে চলে এলুম! তা এখানে দুপয়সা হচ্ছে, মন্দ নয়! মোদ্দা, তুমি এখানে যে—!"

জ্যাক তখন আপনার কথা খুলিয়া বলিল। বেলিসেয়ার কহিল, "তুমি কারখানায় কাজ শিখছ! এঁ্যা! অমন সুন্দর বাড়ী তোমাদের, অত পয়সা, আর তুমি শেষে কি না কারিকর হবে?"

জ্যাক কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না! লজ্জায় সে যেন মাটিতে মিশিয়া যাইবার মত হইল। বেলিসেয়ার তাহা লক্ষ্য করিয়া কথাটাকে উড়াইয়া দিবার মানসে বলিল, "সে রাত্রে হামটা বেশ ছিল—আর তিনি, সেই মেয়েমানুষটি, তিনি তোমার মা, না? তোমার মুখের সঙ্গে তাঁর মুখের বেশ মিল আছে, আমি ঠিকই আঁচ করেছি,—কেমন, না?"

মার নাম শুনিয়া জ্যাকের চিত্ত বিষণ্ণ হইল। জ্যাকের ইচ্ছা হইল,

বেলিসেয়ারকে লইয়া কিছুক্ষণ সে গল্প করে। বেলিসেয়ার কহিল, "আজ আমি আসি, কাজ আছে। আর একদিন এসে তখন গল্প করব। এখন তুমি এখানেই আছ ত। প্রায়ই দেখা-সাক্ষাৎ হবে, ভাবনা কি!"

উভয়ে করকম্পন করিয়া বিদায় লইল। বেলিসেয়ার চলিয়া গেলে জ্যাক গৃহ-মধ্যে ফিরিল।

দ্বারের নিকট উদ্বেগাকুল হৃদয়ে ক্লারিস দাঁড়াইয়াছিল। জ্যাক ফিরিতেই অধীর আগ্রহে সে প্রশ্ন করিল, "ও কি বলছিল তোমায়, জ্যাক?"

ক্লারিসের স্বরে অনেকখানি আশঙ্কা জড়ানো ছিল; সদ্য আনন্দের উচ্ছ্বাসে জ্যাক তাহা লক্ষ্য করিতে পারিল না।

জ্যাক কহিল, "আমার সঙ্গে ওর প্রতিয়োলে জানা-শোনা ছিল, অনেকদিন পরে দেখা হল—তাই কে কেমন আছে, জিজ্ঞাসা কচ্ছিল!"

জ্যাকের দুই হাত আপনার হাতে চাপিয়া ধরিয়া ক্লারিস জিজ্ঞাসা করিল, "আর কিছু বলেনি? আর কোন কথা নয়? আমার সম্বন্ধে কোন কথা নয়?"

জ্যাক সরলভাবে উত্তর দিল, "না, এ-ছাড়া আর কোন কথা হয়নি!"

পরম আশ্বাসে ক্লারিস নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

ফেলুক নিশ্বাস, তবু সেদিন সারা সন্ধ্যা ধরিয়া তাহার বুকে যেন একখানা পাথর চাপিয়া রহিল। এক অজানা ভয়, নূতন ভাবনা! শত চেষ্টাতেও বুকের সে পাথরখানাকে ক্লারিস ঠেলিয়া ফেলিতে পারিল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যৌতুক

কারখানার লোকগুলা যখন এই রুদিক-পরিবার সম্বন্ধে বক্র ইঙ্গিত করিয়া কৌতুক-হাস্যে ফাটিয়া পড়িবার মত হইত, জ্যাক তখন নীরবে শুধু একধারে দাঁড়াইয়া থাকিত। এ সকল কুৎসিত রঙ্গ-রহস্য তাহার কাছে অত্যন্ত বিরক্তিকর ঠেকিত। নিষ্ফল রোষে শরীর তাহার জ্বলিয়া উঠিত। নান্ত ও ক্লারিসের অবৈধ প্রণয়-ব্যাপার কাহারও অগোচর ছিল না। ম্যানেজার এই কুৎসার মূল উৎপাটন করিবার মানসেই নান্তকে লয়ারে চাকুরি দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাই ক্রমে ক্লারিসের দ্রুত পতনের কারণ হইয়া দাঁড়াইল।

নান্ত যতদিন আঁ্যাদ্রেয় ছিল, ততদিন ক্লারিসের মোহ একটা গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ ছিল। নান্তের প্রতি আকর্ষণও তেমন প্রবল হইয়া উঠে নাই। প্রত্যহ দুই-চারিটা গল্প ও কৌতুক করিয়া ক্লারিস বেশ একটা তৃপ্তি অনুভব করিত—সেটা নিত্যকার, প্রার্থিত বস্তু ছিল। বায়ু ও আলোর মতই তাহা সহজ, অনায়াসলভ্য—জীবন-যাত্রার পক্ষে প্রয়োজনীয় বলিয়াও মনে হইত। সে সম্বন্ধে যে কোথাও কোন অনুযোগ উঠিতে পারে—এ কল্পনাও তাহার মনে কোন দিন স্থান পায় নাই। কিন্তু আজ এই দূরত্বের ব্যবধান তাহার প্রাণে এক দারুণ অশান্তির সৃষ্টি করিয়া তুলিল। সন্ধ্যার নিঃসঙ্গ অবসরগুলা এখন যেন আর কিছুতেই কাটিতে চাহে না। নান্তের সহিত বসিয়া কত গল্প, ক্ষণিকের সে কত মান-অভিমান, কলহ-প্রণয়ের কত সে খেলা—বিচিত্র স্মৃতির তরঙ্গ তুলিয়া এখন তাহার

প্রাণটাকে বার বার নাড়া দিতে থাকে! উতলা বাতাসে মনটাও হু-হু করিয়া উঠে। আজ কোথায় নাস্ত্! ক্লারিসের কর্ম্মহীন সমস্ত অলস অবসরটুকু যে সে জুড়িয়া বসিয়া ছিল! তাই আজ জ্যোৎস্না-লোকিত নিশীথে বাতায়ন-পার্শ্বে বসিয়া ক্লারিস যখন হৃদয়-মধ্যে একটা দারুণ শূন্যতা অনুভব করে, অদূরে বৃক্ষশাখার অন্তরালে নাইটিংগেল মধুর সঙ্গীতে চারিধার ভরাইয়া তুলে, তখন নাস্তের অভাব অনুভব করিয়া ক্লারিস আকুল কাতর হইয়া উঠে! কোথায় নাস্ত্—কোথায় সে? এ অভাব আজ কে মিটাইবে? এ শূন্যতা কে পূর্ণ করিবে?

অবশেষে এ বিচ্ছেদ ক্লারিসের অসহ্য হইয়া উঠিল। একদিন সে নাস্ত্‌কে চিঠি লিখিতে বসিল। নাস্ত্‌ও বেশ গুছাইয়া-বানাইয়া সে চিঠির জবাব দিল। তারপর হইতে উভয়ের মধ্যে পত্র-ব্যবহার নিয়মিত ভাবেই চলিতে লাগিল—এবং ক্রমশঃ গোপনে উভয়ের সাক্ষাৎ হইবার পক্ষেও আর বিঘ্ন রহিল না।

বার্স‍্যাদ্রেয় উভয়ের দেখা-সাক্ষাৎ হইত। বার্স‍্যাদ্রে আঁ্যাদ্রের অপর পারে অবস্থিত—মধ্যে একটি নদীমাত্র ব্যবধান। বার্স‍্যাদ্রে হইতে লয়ার দুই ঘণ্টার পথ। ইচ্ছা করিলেই নাস্ত্ এক বেলার ছুটি লইতে পারিত—সে বিষয়ে নিয়মের কোন বাঁধাবাঁধি ছিল না।

ক্লারিসও জিনিস-পত্র কিনিবার ছল করিয়া মধ্যাহ্নে নদী পার হইয়া বার্স‍্যাদ্রেয় আসিত।

আঁ্যাদ্রেয় ক্রমে এ সংবাদ আর কাহারও জানিতে বাকী রহিল না—এ বিষয় লইয়া স্পষ্টই সকলে জল্পনা জুড়িয়া দিল। মধ্যাহ্নে যখন রুদিক জ্যাক প্রভৃতি সকলে কারখানায় থাকিত, ক্লারিস সেই অবসরে পথ দিয়া ষ্টীমার-ঘাটের অভিমুখে চলিত। রাস্তার লোকগুলার চোখে চোখে অমনি একটা ইসারার ঘটা পড়িয়া যাইত। তাহার দিকে চাহিয়া সকলেই একটু বক্র হাসি হাসিয়া লইত। গৃহ-বাসিনী

রমণীরাও পরস্পরের গা ঠেলিয়া অবজ্ঞার সুরে বলিত, "মাগীর কি মোটে লজ্জা নেই, হায়া নেই গা!"

সত্যই ক্লারিসের এতটুকু সঙ্কোচ বা দ্বিধা ছিল না! পথে রাজ্যের লোকের ঘৃণা ও অবজ্ঞা কুড়াইয়া অবাধে সে চলিয়া যাইত! সে যেন এক দুর্লঙ্ঘ্য শক্তির বশে সে চলিত, কোনমতে নিজেকে দমন করিতে পারিত না। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া শঙ্কিত ত্রস্ত চরণে ধীরে ধীরে সে ষ্টীমারে উঠিয়া বসিয়া নিশ্চিন্ত মৃদু নিশ্বাস ফেলিয়া, সুগন্ধি রুমালে ললাটের ঘর্ম্ম মুছিয়া পরপারের দিকে চাহিয়া থাকিত! রৌদ্র মাখিয়া রূপালি ঢেউ তুলিয়া নদী তখন ছুটিয়া চলিয়াছে—বহু ঊর্দ্ধে আকাশের গায় দুই-চারিটা পাখী ছোট কৃষ্ণ বিন্দুর মতই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—তীরের কারখানার চিমনি হইতে ঘন-কৃষ্ণ ধূম উঠিয়া সমস্ত আকাশটাকে ছাইয়া ফেলিবার জো করিয়াছে! এ দৃশ্য বৈচিত্র্যের প্রতি কিন্তু ক্লারিসের কোন লক্ষ্য থাকিত না—সে শুধু ব্যাকুল দৃষ্টিতে পরপারে তীর-রেখার পানে চাহিয়া রহিত। মধ্যে মধ্যে এক অজানা শঙ্কায় বুক তাহার কাঁপিয়া উঠিত, তথাপি বার্সাগ্রেয় যাইতেই হইবে। মুক্তি নাই, মুক্তি নাই—দুর্ব্বল চিত্তকে দমন করিবার এতটুকু শক্তিও তাহার নাই!

জ্যাক এ সমস্তই জানিত। এই গোপন অভিসার-যাত্রা তাহার নিকট এতটুকু গোপন ছিল না। কারখানায় প্রবেশ করিয়া তাহার চোখ ফুটিয়া ছিল। তাহার সম্মুখেই কারখানার লোকগুলা রাঁদকের দুর্ভাগ্যের কথা লইয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিত। এ সকল ব্যাপার লইয়া রঙ্গ-রহস্য তাহাদের নিকট পরম উপভোগের বিষয় ছিল!

জ্যাক এ রঙ্গ-রহস্যে যোগ দিত না। নির্ভরশীল সরল-হৃদয় পত্নীপ্রেমিক এই বৃদ্ধের দুঃখে প্রাণ তাহার সমবেদনায় ভরিয়া উঠিত। আর এই বুদ্ধিহীনা নারী—তাহার দুর্ব্বলতায় সে একান্তই

বেদনা বোধ করিত। তাহার মনে হইত, একবার সে ক্লারিসকে সতর্ক করিয়া দেয়,—সাবধান, সাবধান নারী, যে পথে তুমি চলিয়াছ, সে পথ ত্যাগ কর—নহিলে কোথায় কোন্ নরকের অন্ধ গহ্বর-তলে নিজেকে নিক্ষেপ করিবে, তাহার ঠিকানা নাই! আর নাস্ত্? নাস্তের একবার দেখা পাইলে, তাহাকে সে রীতিমত শিক্ষা দেয়—তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া টানিয়া তাহাকে বলে, দূর হ, পামর, এই দুর্ব্বলা অভাগিনী নারীর সম্মুখে আর তোর এ কুহক-জাল বিস্তার করিস্ নে—তার সর্ব্বনাশ করিস নে।

কিন্তু সব চেয়ে তাহার ক্ষোভ হইত, যখন সে দেখিত, তাহার বন্ধু বেলিসেয়ার প্রেমের এই পৈশাচিক লীলা-অভিনয়ে একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়া বসিয়াছে। এই ফিরিওয়ালা নাস্ত্ ও ক্লারিসের পত্র-বাহকের কাজ করিত। বেলিসেয়ারকে গোপনে বহুবার রুদিক-গৃহে সে আসিতে দেখিয়াছে; আসিয়া মাদাম রুদিকের হাতে পত্রও সে দিয়া গিয়াছে—তাহার পরিবর্ত্তে যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা পাইয়াই সে চূড়ান্ত আপ্যায়িত! তাহার বন্ধু যে এই কদর্য্য পাপাচরণে সহায়তা করিতেছে,—ইহা ভাবিয়াই জ্যাক কাতর হইয়া পড়িল। আতিথ্যের প্রসঙ্গ তুলিয়া বেলিসেয়ার জ্যাকের মাতার প্রশংসায় প্রায়ই পঞ্চমুখ হইয়া উঠিত, জ্যাক কিন্তু সে প্রশংসায় তৃপ্তি পাইত না। সে ভাবিত, একবার বেলিসেয়ারকে স্পষ্ট সে শুনাইয়া দিবে যে এরূপ গর্হিত কাজ করিয়া তাহার প্রীতি-আকর্ষণ করিবার এ চেষ্টা নিতান্তই মিথ্যা হইতেছে। কিন্তু মুখ দিয়া সে কথাটা কিছুতেই বাহির হইত না।

একদিন রুদিকের গৃহের সম্মুখে ক্লারিসকে দেখিতে না পাইয়া বেলিসেয়ার জ্যাককে চুপি চুপি ডাকিয়া নিভৃতে তাহার হাতে একখানি নীল খামে মোড়া চিঠি দিয়া বলিল, "মাদাম রুদিককে এখানা দিয়ো—সাবধান, কেউ যেন জানতে না পারে, আর কারও হাতে দিয়ো না যেন!"

জ্যাক মোড়কের পানে চাহিয়া দেখিল,—উপরে মাদাম রুদিকের নাম—আর সে নামেরই হস্তাক্ষর। দেখিয়া সে রোষে জ্বলিয়া উঠিল, বেলিসেয়ারের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া শাণিত বচনে কহিল, "খবরদার! আমাকে এমন নীচ মনে করো না তুমি যে, তোমার এই হীন কাজে আমি একটুও সাহায্য করব? আমি যদি তুমি হতুম, তাহলে এ রকম হীন কাজ করে পয়সা রোজগারের কথা একদণ্ডের জন্যও আমার মনে উদয় হত না—এতে যদি আমায় অনাহারে মরতে হত, তবুও না।" বেলিসেয়ার বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

জ্যাক কহিল, "তুমি জান বেলিসেয়ার, এ চিঠি কোথা থেকে আসছে—কে দিয়েছে—আর এ চিঠির মানেই বা কি! আমিও যে জানি না, তা ভেবো না—আমি কেন, এ কথা দেশশুদ্ধ লোক সবাই জানে! এই বুড়ো মানুষের চোখে এভাবে ধূলো দিতে তোমার এতটুকু লজ্জা হয় না?"

বেলিসেয়ার জ্যাকের দিকে চাহিল; অবিচলিতভাবে কহিল, "এটা অন্যায় বলছ তুমি, মাষ্টার জ্যাক! বেলিসেয়ারের নাড়ী-নক্ষত্র যারা জানে, তারা হলপ করে বলতে পারে যে সে জীবনে কখনও কারও সঙ্গে ঠকানো করে নি-সে কথা তার মনেও কখনও ঠাঁই পায় না! আমার হাতে কতকগুলো কাগজ দেয়—আমি সেগুলো পৌছে দি—ব্যস্, খালাস! তাতে কি বৃত্তান্ত থাকে, সে আমি কি জানি? আমার তা জানবার দরকারই বা কি? তুমি আমার অবস্থা জান—তোমায় কতবার বলেছি ত! বাড়ীতে অনেকগুলি পুষ্যি—আমার রোজগারই তাদের একমাত্র ভরসা। তাদের মুখে অন্ন না দিয়ে ত আমি নিজে খেতে পারিনে। তার উপর আবার ভগ্নীপতিটির অসুখ—তার আর একটি পয়সা রোজগার করবার সামর্থ্য নেই! টাকার বাজার কেমন, দেখছ ত!

নিজের পায়ের মাপে এক জোড়া জুতো এ পর্য্যন্ত তৈরি করাতে পারলুম না। যদি ঠকাবার ইচ্ছা থাকত জ্যাক, তাহলে এতদিনে আমি একটা মস্ত লোক হয়ে যেতুম!"

বেলিসেয়ার বেশ দৃঢ়ভাবেই কথাটা বলিল। স্বরে এতটুকু কম্পন ছিল না—দৃষ্টিও চাঞ্চল্য-হীন। জ্যাক তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল, এরূপ চিঠি বহিয়া বেড়ানো অত্যন্ত গর্হিত কর্ম্ম। রুদিকের স্ত্রী ও নাস্তের মধ্যে এই যে গোপন পত্র-ব্যবহার চলিতেছে, তাহা একান্ত অনুচিত—তাহা পাপ! স্ত্রীর উপর বৃদ্ধ রুদিকের অগাধ বিশ্বাস—সে বেচারা স্ত্রীকে এতটুকুও সন্দেহ করে না, এক্ষেত্রে যদি, ইত্যাদি। কিন্তু সকলই ব্যর্থ হইল! বেলিসেয়ারের মাথায় এ সকল কথা কিছুতেই প্রবেশ করিল না! টাকার বাজার অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য, গৃহে তাহার পোষ্য অনেকগুলি, ভগ্নীপতির ব্যারাম, তাহার উপার্জ্জনের উপরই সকলের অন্ন নির্ভর করিতেছে, এ যুক্তির বিরুদ্ধে জ্যাকের কোন কথাই খাটিতে পারে না! সে জানে, সে কাহারও সহিত প্রতারণা করিতেছে না, কোন পাপেরই সহায়তা করিতেছে না,—সৎপথে থাকিয়া গতর খাটাইয়া সে এ পয়সা রোজগার করিতেছে!

জ্যাক তখন অনেক কথা ভাবিতে লাগিল। সে আজ রুদিক-পরিবারেরই একজন! তাহার চোখে জল আসিল। বেলিসেয়ারকে আর কোন কথা না বলিয়া ধীর পদে আসিয়া সে গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিল। রুদিক যে এই ভীষণ ব্যাপারের বিন্দু-বিসর্গও জানিত না, তাহাতে বিস্ময়ের কিছু ছিল না! সারা জীবনটা তাহার কারখানায় কাটিয়াছে। কারখানার সঙ্গীবর্গ সকলেই এই বৃদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ছিল। এমন স্নেহ-সরল আত্মভোলা লোক,—তাহার সম্ভ্রমটুকু বাঁচাইয়া তাহার অগোচরেই সকলে কানা-ঘুষা করিত। কিন্তু জেনেদ্—?

জেনেদ্ ত সমস্তই জানে। সে কেন ইহার প্রতিকারে মনোযোগ অর্পণ করে না। সে কি এ-সকল কিছু দেখিতে পায় না? কোন ইঙ্গিত, কোন আভাস? সহসা কি সে অন্ধ হইয়া গিয়াছে? কোথায় সে? রুদিক-গৃহ কি সে তবে ত্যাগ করিয়াছে?

না। জেনেদ্ রুদিক-গৃহ ত্যাগ করে নাই। আজ এক মাস হইল, কাজে সে অবসর লইয়াছে। দৃষ্টি তাহার বেশই তীক্ষ্ণ ছিল, এবং সে দৃষ্টির উজ্জ্বলতা এখন আরও বাড়িয়াছে—একটা বিপুল সুখ-সম্ভাবনায় সে দৃষ্টি সম্প্রতি উচ্ছ্বসিত। তাহার বিবাহের দিন-স্থির হইয়া গিয়াছে। কষ্টম-হাউসের এক তরুণ কর্ম্মচারীর সহিত তাহার বিবাহ হইবে। পাত্রের নাম মাঁজ্যাঁ। সবুজ রঙের পোষাক, সৈনিকের মত সুগঠিত দেহ ও দীর্ঘ গুম্ফে মাঁজ্যাঁর রূপ যেন উছলিয়া উঠিয়াছে। কষ্টম-হাউসে এমন সুশ্রী যুবা আর দুইটি দেখা যায় না—অবশ্য জেনেদের চক্ষে। তাহাকে স্বামিরূপে বরণ করিবার সৌভাগ্য জেনেদের মিলিয়াছে, ধন্য সে! সার্থক তাহার জীবন! বিবাহে পণের টাকা কিছু বেশী দিতে হইবে। রুদিকের সঞ্চিত অর্থের সর্ব্বস্বই প্রায় এ পণ গ্রাস করিয়া ফেলিবে। নগদ চারি হাজার দুই শত মুদ্রা। পণ কমাইতে গেলে মাঁজ্যাঁ সরিয়া পড়ে! দুর্ম্মূল্য হইলেও মাঁজ্যাঁকে চাই, নহিলে জেনেদ্ সুখী হইবে না। নগদ মূল্য পাইলেই মাঁজ্যাঁর চক্ষে জেনেদের কুৎসিত দেহ অপরূপ লাবণ্যে ভরিয়া উঠিবে, শ্যাম বর্ণ পরমোজ্জ্বল স্বর্ণের আভায় উদ্ভাসিত হইবে। এই পণের জন্যই শুধু অপারণীতা সহস্র কিশোরীর পাণি পরিত্যাগ করিয়া জেনেদকে কৃতার্থ করিতে মাঁজ্যাঁ রাজী হইয়াছেন। সারা আঁ্যাদ্রে ও নিকটবর্ত্তী চতুষ্পার্শ্বস্থ কোন প্রদেশের কোন কন্যারই এ মূল্য-প্রদানে সামর্থ্য ছিল না। রুদিক প্রথমে এ পণের কথা শুনিয়া বলিয়াছিল, "এত টাকা দেবার ক্ষমতা আমার নেই। বুড়ো বয়সে

খাব কি? আমি চক্ষু মুদলে ক্লারিসের উপায়ই বা কি হবে? ক্লারিসের ছেলে মেয়ে হলে তাদেরই বা কি সংস্থান থাকবে?" শুনিয়া জেনেদের চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল। তাহার সে ভাব দেখিয়া ক্লারিস সাগ্রহে বলিল, "আমার জন্য তোমায় ভাবতে হবে না! এখনও তোমার যে শক্তি আছে, রোজগার কর, বুঝে সংসার করলে আবার টাকা হতে কত দিন? মঁজ্যার সঙ্গেই জেনেদের বিয়ে দাও। দিতেই চাও। জেনেদ্ ওকে অত ভালবাসে, না হলে ও বেচারীর মনের সুখ চিরদিনের জন্য উবে যাবে।"

ভালবাসা! কি কুহক মন্ত্র জান, তুমি! এই ভালবাসার পায়েই ক্লারিস আপনাকে উৎসর্গ করিয়া বসিয়াছে!

মাদাম মঁজ্যা হইবার আশা জেনেদের পক্ষে যখন আর দুরাশা রহিল না, তখন সে আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। নিভৃতে বসিয়া সে সহস্র সুখের কল্পনা করিত,—মঁজ্যার হাত ধরিয়া নদীর তীরে বেড়াইতেছে, কত সুন্দরী কিশোরীর লোলুপ দৃষ্টি তাহার উপর পড়িয়াছে, ঈর্ষায় সব জ্বলিয়া যাইতেছে! নিভৃত কুঞ্জে বসিয়া মঁজ্যার বুকে শির রাখিয়া সে কত দেশের গল্প শুনিতেছে! সন্ধ্যার পাখী বাসায় ফিরিতেছে! ক্রমে সন্ধ্যার পর রাত্রি আসিল, চাঁদ উঠিল, চারি ধার স্তব্ধ হইয়া আসিল, সেই নির্জ্জনতার মধ্যে তাহারা দুই জনে বসিয়া,—জগতে যেন আর কেহ নাই, শুধু দুইটি নর-নারী—প্রাণের রুদ্ধ দ্বার মুক্ত করিয়া দিয়াছে! ভাবের রাশি আজ ছাড়া পাইয়া সাড়া দিয়া উঠিয়াছে,—কোথাও এতটুকু বাধা নাই, সঙ্কোচ নাই! এ কি সুগভীর পরিতৃপ্তি, বিশ্ব-প্লাবী সুখ! জেনেদ্ ভাবিত, সে কুরূপা! এই তুচ্ছ অর্থগুলার জন্যই শুধু সে মঁজ্যার চরণে আত্মসমর্পণ করিতে সক্ষম হইয়াছে—নহিলে সে কোথায় থাকিত! মঁজ্যা তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিত

না! তুচ্ছ অর্থটাই কি সর্ব্বস্ব হইল? এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের নিবিড় প্রেম,—ইহার কি কোন মূল্য নাই! ইহার দিকে মাঁজ্যাঁ চাহিয়া দেখিবে না? নাই দেখিল—একবার শুধু মাঁজ্যাঁ তাহাকে গ্রহণ করুক, তার পর সে মাঁজ্যাঁকে বুঝাইবে, তাহার প্রেমের মহিমা কতখানি! মাঁজ্যাঁও তখন বুঝিবে, মণি-মাণিক্যের জ্যোতি ম্লান করিয়া কি রত্ন তাহার বুকে সঞ্চিত রহিয়াছে! সে দিন জেনেদের কত সুখ!

ক্লারিসের প্রতি জেনেদের শ্রদ্ধা হইয়াছিল। সে যদি রুদিককে বুঝাইয়া এই পণে সম্মত না করাইত, তাহা হইলে—তাহা হইলে কি সর্ব্বনাশ হইত! আর নাস্ত্ আঁদ্রে ছাড়িয়াছে, বিবাহের সম্ভাবনা লইয়া সেও রীতিমত ব্যস্ত! এই সকল কারণেই ক্লারিসের প্রতি জেনেদের পূর্ব্বেকার সে সতর্ক দৃষ্টি এখন কিছু শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। ক্লারিস আবার স্বহস্তে জেনেদের বিবাহের পোষাক তৈয়ার করিতেছিল। কাজেই ইদানীং ক্লারিসের প্রতি কৃতজ্ঞতায় জেনেদ ঈষৎ আকৃষ্ট হইয়াও পড়িয়াছিল।

আর পনেরো দিন পরেই বিবাহ। আসন্ন সমারোহের একটা আভাস ইতিমধ্যেই রুদিক-গৃহটিকে ঘা দিয়াছে। আত্মীয় বন্ধু ও অনুগতবর্গের নিকট হইতে প্রত্যহই কিছু না কিছু উপহার আসিতেছিল। চারিদিকে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। আত্মীয়-বন্ধুর আনাগোনায় পরামর্শেরও ধূম লাগিয়াছে। কুরূপা হইলেও জেনেদকে অনেকে ভালবাসিত, কাজেই উপহারেও ঘটা ছিল।

জেনেদকে তাহার এই শুভপরিণয় উপলক্ষে কি উপহার দিবে, তাহা ভাবিয়া জ্যাক একটু ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ইদা তাহাকে এজন্য আপনার সঞ্চয় হইতে গোপনে ষাট টাকা পাঠাইয়াছিল! কবি আর্জ.ন্তঁ. অবশ্য এ সংবাদ জানিত না।

ইদা জ্যাককে লিখিয়াছিল, "তোমাকে আজ ষাট টাকা পাঠাচ্ছি, জ্যাক! এই টাকায় জেনেদের বিয়েতে তার জন্য কিছু উপহার কিনে তুমি দিয়ো। কোন একটা ভাল পোষাক যদি কিনতে পার ত ভাল হয়! তুমিও বিয়েতে একটু ভাল সাজ-গোজ করো! তার জন্য তোমার নূতন পোষাকও চাই, বোধ হয়? অনেক দিন ত তুমি পোষাক-টোষাক কিছু কেনোনি। যা ছিল, সেগুলোও এতদিনে পুরনো হয়ে গেছে! নিজের জন্য একটা ভাল পোষাকও তুমি কিনো! এ টাকা সম্বন্ধে আমায় চিঠিতে কোন কথা লিখো না! রুদিকদের কারও কাছেও এ টাকা পাঠানোর কথা বলো না। টাকাটা আমি তোমায় লুকিয়ে পাঠাচ্ছি। ইনি এ টাকার কথা জানেন না, জানলে রাগ করবেন। এখানে এঁর শরীর এখন ভাল যাচ্ছে না, টাকারও বড় টানাটানি, কাজেই ওঁর মেজাজটা কিছু রুক্ষ হয়েছে। সে জন্য ভয় হয়, পাছে এ টাকার কথা শুনে তিনি বিরক্ত হন, বলেন, 'এত নবাবি কেন?' তাই তোমায় এত করে সাবধান করে দিচ্ছি। যদি কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করে ত বলো, এ টাকা তুমি নিজের রোজগার থেকে জমিয়েছিলে।

আর দেখ, এ দেশের লোকগুলো কি হিংসুকে! এঁর বিরুদ্ধে সবাই মহা ষড়যন্ত্র করে বসে আছে! কিছুতেই এঁকে মাথা তুলে সাহিত্য-সমাজে দাঁড়াতে দেবে না, অথচ এঁর লেখবার শক্তি কত!"

আজ দুইদিন জ্যাক এই টাকা কয়টি পাইয়াছে। পাইয়া সে মনে মনে যথেষ্টই আনন্দ-গর্ব্ব উপভোগ করিতেছিল। এ বিবাহে যে তাহাকে নিতান্তই উপহার-হীন রিক্ত হস্তে দাঁড়াইতে হইবে না, ইহা ভাবিয়াই তাহার আনন্দ হইতেছিল! আবেগে মার পত্রখানা সে বুকে চাপিয়া ধরিল।

উপহারের জন্য এখন সে কি কিনিবে? কাহার সহিতই বা সে বিষয়ে পরামর্শ করে? সন্ধ্যার পর বাগানে বসিয়া সেদিন সে শুধু এই কথাই ভাবিতেছিল। ভাবিয়া সে স্থির করিল, জেনেদকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবে, তাহার কি পছন্দ! সে জেনেদের খোঁজে চলিল।

অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। ঘরে আলো ছিল না। যেমন সে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবে, অমনই কাহার সহিত ধাক্কা লাগিয়া গেল। চমকিয়া মুহূর্ত্তের জন্য জ্যাক দাঁড়াইয়া পড়িল, জিজ্ঞাসা করিল, "কে?" সে ব্যক্তি কোন উত্তর দিল না, নীরবে চলিয়া গেল। লোকটি ফটকের নিকট আসিলে বাহিরের ক্ষীণ আলোকে জ্যাক তাহাকে চিনিল,—সে বেলিসেয়ার।

জ্যাক ডাকিল, "বেলিসেয়ার—"

কেহ উত্তর দিল না। জ্যাক ফিরিয়া দেখিল, অদূরে ক্লারিস দাঁড়াইয়া আছে। পাশের ঘর হইতে একটা ক্ষীণ আলো আসিয়া পড়িয়াছে, সেই আলোয় জ্যাক স্পষ্ট দেখিল, ক্লারিস দাঁড়াইয়া একখানা চিঠি পড়িতেছে। তাহার মুখে গভীর উত্তেজনার চিহ্ন। জ্যাকের চট্ করিয়া মনে পড়িল, নান্তের কথা! কারখানায় সেই দিনই সে শুনিয়াছিল, জুয়ায় নান্ত্ বিস্তর পয়সা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে, আর তাহার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার শক্তি বা উপায় নাই। বোধ হয়, এ পত্রে নান্ত্ ক্লারিসকে সেই সংবাদই জানাইয়াছে।

ভিতরের কক্ষে মাঁজ্যা ও জেনেদ বসিয়া সান্ধ্য অবসরটুকু নানা কথায়-গল্পে রীতিমত উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছিল। কন্যার জন্ম সার্টিফিকেট আনিবার জন্য রুদিক সেদিন সহরে গিয়াছিল—পরদিন ফিরিবার কথা। কাজেই এমন সুন্দর সঙ্কোচ-হীন অবসরটুকু নবীন প্রণয়ী-যুগলের পক্ষে নিতান্তই অনায়াস-লভ্য হইয়া উঠিয়াছিল। মাঁজ্যা

বসিয়া গল্প করিতেছিল। গম, কয়লা, নীল, কডলিভার প্রভৃতির আমদানি-রপ্তানিতে মাশুলের হার কত, ইহাই ছিল গল্পের বিষয়। ভাল না বুঝিলেও, কথাগুলা প্রণয়-কাকলীর মতই জেনেদের মিষ্ট লাগিতেছিল।

ইহার কারণ আর কিছুই নহে। সেই দুর্জ্জেয় সুমহান্ শক্তি, প্রেম—সেই সুচতুর কুহকার সুমোহন কুহকের ফাঁদে যে ধরা দিয়াছে, সেই জানে, প্রেমের কাছে সকল শক্তি, সকল তেজ কেমন অভিভূত হইয়া পড়ে! স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিয়া কেমন করিয়া লোকে প্রেমের পায়ে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া বসে, বিশ্বের ইতিহাসে যুগ-যুগান্তর হইতে অমর অক্ষরে সে তথ্য খোদিত রহিয়াছে। এই তুচ্ছ গল্পও তাই আজ জেনেদের কাছে এতখানি তৃপ্তিপ্রদ!

এমন সময় জ্যাক আসিয়া দেখা দিল। ক্লারিসও আসিল, আসিয়া কহিল, "বেশী দেরি করে কাজ কি, মাঁজ্যাঁ? নটা বাজে, আজ তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে বাড়ী যাও। যে মেঘ করে আসছে—যদি ঝড়-বৃষ্টি নামে—"

জ্যাক স্থির দৃষ্টিতে ক্লারিসের পানে চাহিল, মনে মনে ভাবিল, ইহার কোন উদ্দেশ্য আছে, নিশ্চয়! হায়, দুর্ভাগিনী নারী!

রাত্রি-ভোজনের পর মাঁজ্যাঁ বিদায় লইলে ক্লারিস কহিল, "তোমরা শুয়ে পড়—বেশী রাত্তির জাগা ঠিক নয়, জেনেদ,—তাতে অসুখ হতে পারে! জ্যাক, তুমিও সারাদিন খেটেছ খুটেছ, রাত্রে এখন শুয়ে একটু ঘুমোও—না হলে শরীর থাকবে কেন?"

তাহাদিগকে বিদায় দিতে পারিলে ক্লারিস যেন বাঁচে—এমনই ভাবখানা তাহার কথাবার্ত্তার ভঙ্গীতে ঠিকরিয়া বাহির হইতেছিল; জ্যাক সেটুকু লক্ষ্য করিল। সে ভাবিল, এ অধীরতার অর্থ কি!

জেনেদ বসিয়া মাঁজ্যাঁর কথাই ভাবিতেছিল। সে এখন কতদূর

গিয়াছে! বোধ হয়, নদীর তীরে নৌকার সন্ধান করিতেছে—না, বোধ হয়, এতক্ষণ নৌকায় উঠিয়াছে! নাচিয়া নাচিয়া নৌকা তীর ছাড়িয়া চলিয়াছে। মঁাজ্যঁা কি ভাবিতেছে? বোধ হয়, তাহারই কথা—জেনেদের এত প্রেম, এত ভালবাসা—জেনেদ কি মঁাজ্যাঁর সমস্ত হৃদয়খানি এতদিনেও জুড়িয়া বসে নাই? কেন বসিবে না? জেনেদের হৃদয়ে ত এখন আর কোন চিন্তা নাই—সে যে আজ মঁাজ্যাঁ-ময়। শয়নে স্বপনে মঁাজ্যাঁ আজ জেনেদের সমস্ত মনটুকু অধিকার করিয়া বসিয়াছে! তবে জেনেদই বা কেন মঁাজ্যাঁর হৃদয়ে এমন স্থান করিয়া লইতে পারিবে না! সে রূপহীনা? ছাই রূপ! এত প্রেম—তাহার কাছে রূপ ত অতি তুচ্ছ! জেনেদ আবার ভাবিল, কত রাত্রি হইয়া গিয়াছে—বাহিরে কন্‌কনে শীত! না জানি, এ শীতে তাহার কত কষ্ট হইতেছে! আহা!

ঘড়িতে দশটা বাজিল। ক্লারিস ডাকিল, "জেনেদ, এস, শুইগে আমরা।"

অভ্যাস-মত জ্যাক সদর-দ্বার বন্ধ করিবার জন্য উঠিলে ক্লারিস ব্যস্তভাবে তাহাকে নিবারণ করিল, কহিল, "থাক্, থাক্, তোমায় আর যেতে হবে না, দোর আমি বন্ধ করে এসেছি। সব ঠিক আছে। কোন ভয় নেই—চল, উপরে চল—সব শুয়ে পড়ি।"

জেনেদ তখনও মঁাজ্যাঁর চিন্তায় বিভোর ছিল, জ্যাককে কহিল, "মঁাজ্যাঁকে কেমন দেখলে, জ্যাক? বেশ সুপুরুষ না? চায়ের মাশুল কত পড়ে, শুনলে ত,—মনে আছে, তোমার?"

মাদাম রুদিক পরুষ কণ্ঠে কহিল, "জেনেদ, শোবে, না, বসে বসে এমন পাগলামি করবে?" ঈষৎ লজ্জিত হইয়া জেনেদ তখন উঠিল। ক্লারিস কহিল, "ওঃ, আমার এমন ঘুম পেয়েছে যে মাথা তুলে বসতে পারছি না!"

জেনেদ্‌ নিজের ঘরে আসিল। জ্যাক ভাবিল, পরামর্শ করিবার পক্ষে ইহাই এখন ঠিক ক্ষণ! দিনের বেলায় সময় অল্প, যেটুকুও বা পাওয়া যায়, তাহাতে পরামর্শ করিবার সুবিধা হয় না—বন্ধুবান্ধবের ভিড় লাগিয়া থাকে। তাই সে জেনেদের ঘরে আসিল। টেবিলের উপর অজস্র উপহার-সামগ্রী ছড়ানো রহিয়াছে। ফটো, সোণার কাঁটা-চামচ, চা-দানি, এসেন্স, চিত্র-বিচিত্র-করা রঙ্গিন চিঠির কাগজ, ইয়ারিং, আংটি, ঘড়ি, ব্রেসলেট, কড়ির খেলানা, কত রকমের অসংখ্য সামগ্রী! জ্যাক আসিয়া টেবিলের পাশে দাঁড়াইল।

জেনেদ্‌ কহিল, "কি? সব দেখছ, জ্যাক? এ'ত বাইরে যা আছে—যা তুলে রেখেছি, তা'ও তোমায় দেখাচ্ছি! দেখ একবার।"

জেনেদ্‌ তখন আলমারি খুলিয়া পোষাক-পরিচ্ছদ বাহির করিয়া দেখাইতে লাগিল। এইটা ফুলশয্যার পোষাক, অনেক দাম—তাহার দূরসম্পর্কীয়া এক মাতুলানী উপহার পাঠাইয়াছে। এই 'ট্রসো' তাহার সখী নেলির স্বহস্ত-রচিত প্রীতি-উপহার! এই স্বর্ণ-হার তাহার পিতার আশীর্ব্বাদী!

পরে একটি ক্যাস বাক্স বাহির করিয়া জ্যাকের সম্মুখে জেনেদ্‌ তাহা খুলিয়া ধরিল। ভিতরে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রায় চারি হাজার দুই শত টাকা—ইহাই তাহার যৌতুক! এ যৌতুক মঁজ্যাকে উপহার দিতে না পারিলে তাহার পায়ে আজ জেনেদার স্থান হইত না! জেনেদ্‌, কহিল, "এই আমার বিয়ের যৌতুক! আমার সর্ব্বস্ব—আমার সাধনা! এরই সাহায্যে মঁজ্যাকে পেয়েছি! নগদ চার হাজার দু'শ টাকা। বাবা আমায় একেবারে বড়লোক করে দিয়েছে—এ যৌতুকের কথা মনে হলে আমার এমন আহ্লাদ হয়—"

এমন সময় বাহির হইতে দ্বারে কে আঘাত করিল; কহিল, "জেনেদ্‌, জ্যাককে কি তুমি আজ ঘুমোতে দেবে না?—এ্যাঁ? এ কি

হচ্ছে তোমার! দিনের বেলা এ-সব কথাবার্ত্তা হতে পারে না? ও বেচারা সারাদিন খেটে খুটে এল—!"

এ স্বর ক্লারিসের—স্বর ঈষৎ কম্পিত। ক্লারিস্ কক্ষে প্রবেশ করিল।

লজ্জিত হইয়া জেনেদ্ তখন জ্যাককে বিদায় দিল। জ্যাকও গিয়া শয্যায় আশ্রয় লইল! জেনেদকে উপহারের কথা আর জিজ্ঞাসা করা হইল না।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে সমস্ত গৃহ গভীর নীরবতায় আচ্ছন্ন হইল। বাহিরে তখন মৃদু তুষার-বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে! এই রাত্রের নিস্তব্ধতায় অন্য গৃহগুলির মত রুদিক-গৃহও নিদ্রায় সমাচ্ছন্ন বলিয়া মনে হইতেছিল। কিন্তু বাহিরের ছদ্মাবরণে মানুষ যেমন আত্মগোপন করিয়া অপরকে প্রতারণা করে, গৃহও যে সেরূপ প্রতারণা করিতে না পারে, এমন নহে। রুদিক-গৃহ অন্যান্য গৃহগুলির মত রুদ্ধ দ্বার ও বাতায়ন লইয়া বাহির হইতে নিদ্রাচ্ছন্ন বোধ হইলেও আজ সে আপনার বক্ষে এক দারুণ মর্ম্মভেদী নাটকের অভিনয় প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিল।

নিম্নতলে আলোক-হীন এক ক্ষুদ্র কক্ষে বসিয়া দুইজনে মৃদু স্বরে কথা কহিতেছিল। সমুখস্থ চিমনির জলন্ত কয়লা স্তূপ হইতে অস্পষ্ট আলোক বিচ্ছুরিত হইতেছিল সেই আলোয় বেশ বুঝা যায়,—তাহাদের একজন পুরুষ, অপরটি নারী।

নারীর কপোল লজ্জায় রক্তিম হইয়া উঠিতেছিল! নারী দাঁড়াইয়াছিল,—পুরুষ তাহার সম্মুখে নতজানু হইয়া তাহার হাত আপনার হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়াছিল। ড়!

পুরুষ কহিল, "তোমায় আমি মিনতি কচ্ছি,—যদি ক ভালবাস, এক বিন্দুও ভালবাস—" ভূমিকা

মিনতি! তবে সে কি চায়? ক্লারিসের দিবারই যদি বার আছে কি? সে তাহার সর্ব্বস্বই ত নাস্তের হাতে তুলি

আপনার কিছুই রাখে নাই! সে ত তাহারই—কায়মনোবাক্যে নান্তেরই! একটি জিনিস শুধু সে ত্যাগ করিতে পারে নাই, স্বামীর গৃহ! সে আশ্রয়টুকু তাহাকে ছাড়িতে বলিয়ো না, নান্ত্! বেচারা, বেচারা রুদিক—সে কি অপরাধ করিয়াছে যে—

সেদিন সন্ধ্যার সময় নান্ত্ পত্র পাঠাইয়াছিল, "দোর যেন খোলা থাকে, আজ রাত্রে আমি যাব—খুব দরকার আছে।" সে জানিত, রুদিক সে রাত্রে গৃহে থাকিবে না।

ক্লারিস্ শুধু দ্বার খুলিয়া রাখিয়াই নিশ্চিন্ত ছিল না; গৃহের পরিজনবর্গকে ঘুম পাড়াইয়া অবধি রাখিয়াছে! সকলে ঘুমাইলে ক্লারিস্ আপনাকে সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত করিল! যে পরিচ্ছদটি নান্তের চোখে ভাল দেখায়, সেইটি সে পরিল। যেমন করিয়া কেশ-বিন্যাস করিলে নান্তের ভাল লাগিবে, তেমনই ভাবে আপনার কেশবিন্যাস করিল। কোথাও কোন ত্রুটি রাখিল না! আজ সে নান্তের জন্য নিতান্তই নির্লজ্জা নায়িকার মত অপরূপ সাজে আপনাকে সজ্জিত করিল।

নান্ত্ আবার কহিল, "এত করে মিনতি কচ্ছি, ক্লারিস্, তবুও তোমার দয়া হচ্ছে না? শোন তবে—শুধু দুদিনের জন্য—আমার সাড়ে তিন হাজার টাকার দরকার হয়েছে। দু হাজার দেনা আছে, সেইটে শুধে ফেলব—তার পর বাকীটা দিয়ে শেষবার আমার ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখব—এই শেষ! দু-চার বাজি লেই সব একেবারে ফিরে পাব।"

ক্লারিসের প্রাণ শিহরিয়া উঠিল,—নান্তের হাত ছাড়াইয়া প্রবলভাবে এ ড়িয়া সে কহিল, "না, না, নান্ত্—এ আমি পারব না।"

"ব না? না পারলে হবে কেন, ক্লারিস্? আমার যে জেনের, যায়!"

"না—এ হবে না, পারব না আমি। তার চেয়ে অন্য কোন উপায় বরং ঠাওরাও।"

"আর কোন উপায় ত দেখছিনে, আমি!"

"শোন। শাতোব্রিয়াঁয় আমার এক বন্ধু আছে—খুব বড়লোকের মেয়ে সে! স্কুলে তুজনে আমরা এক সঙ্গে পড়তুম। আমি তাকে আমার দরকার বলে লিখে দিচ্ছি—সাড়ে তিন হাজার টাকা এখনই আমার চাই—ধার অবশ্য—"

নান্ত্ কহিল, "অসম্ভব। এ হতেই পারে না—কালই আমার এ টাকা চাই।"

ক্লারিস্ কহিল, "তাহলে বরং ম্যানেজারের সঙ্গে তুমি দেখা কর। তিনি তোমায় ভালবাসেন; সাহায্যও অনায়াসে করতে পারেন—"

"ম্যানেজার! এ কথা জানতে পারলে ম্যানেজার সেই দণ্ডেই আমার চাকরিটুকু শেষ করে দেবে। এই লাভ হবে! আর আমি যা বলছি, তা কত সহজ, বল দেখি। কেউ জানতে পারবে না। তুদিন পরে নিশ্চয় এ টাকা আমি দিয়ে যাব। কোনমতে তার অন্যথা হবে না।"

"তুমি বল কি নান্ত্—তুদিন পরে যে তুমি—"

"হাঁ—দেবই এ টাকা। এর আর নড়চড় হবে না—আমি শপথ করে বলতে পারি।"

ক্লারিস্ কোন কথা বলিল না। তুই হাতে সে আপনার বুক চাপিয়া ধরিল। তাহার বুকের মধ্যে ঝড় বহিতেছিল, দারুণ ঝড়! সে ঝড়ে তাহার চেতনা অবধি লোপ পাইবার উপক্রম করিল!

নান্ত্ কহিল, "আমি গর্দ্দভ, তাই তোমার কাছে এত ভূমিকা ফাঁদতে বসেছি! তোমায় না বলে নিজেই এ টাকা যদি বার করে নিয়ে যেতুম, তাহলে আর এত গোল হত না—"

ক্লারিস্ নান্তের হাতে চাপিয়া ধরিল, অশ্রুরুদ্ধ স্বরে কহিল, "না, না, তুমি জান না, নান্ত্, জেনেদ্ নিজে এখন তার বাক্স খুলে রোজই ঐ যৌতুকের টাকা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে—একে-তাকে দেখিয়ে বেড়াচ্ছে, কতবার করে গুণছে। আজ রাত্রেই সে জ্যাককে নিজের বাক্স খুলে দেখাচ্ছিল—"

"তাই না কি! জ্যাককে দেখাচ্ছিল?"

"হাঁ। আহ্লাদে সে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। এতে সে মরে যাবে, একদণ্ড বাঁচবে না। তা ছাড়া চাবি সে কোথায় রাখে, আমি জানিও না।"

কথার বাহুল্যে ক্লারিসের যুক্তিগুলা ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিল, ইহা সে-ও বুঝিতেছিল! ক্রমে সে স্থির হইল। ক্লারিস্ নান্ত্কে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিল, ইহাই ছিল আরও দুঃখের কারণ। এই বাক্-যুদ্ধের অন্তরালে উভয়ের অধরে-অধরে নয়নে-নয়নে যে ইঙ্গিত চলিতেছিল, তাহা বোধ করিবার শক্তি ক্লারিসের মোটেই ছিল না!

"তবে আর আমার কোন আশা নেই? উপায়ও নেই?" বলিয়া নান্ত্ অবোধ শিশুর মতই কাঁদিয়া উঠিল।

ক্লারিসের চিত্তে করুণার বাণ ডাকিল! উপায় কি? উপায়? সে কি করিবে? কেমন করিয়া নান্ত্কে আজ সে সাহায্য করিবে! সে যে দুর্ব্বলা নারী—তাহার কি শক্তি আছে? ভাবিয়া নিরুপায় চিত্তে সে মাটির উপর বসিয়া পড়িল।

চোখের জল মুছিয়া নান্ত্ কহিল, "তা হলে তুমি সাহায্য করতে পারবে না? বেশ! তবে চললুম, ক্লারিস্। আমি জানি, আমার এখন এক পথ আছে—এক উপায় আছে, দেখি—"

"কি উপায়?"

"মৃত্যু! এ কলঙ্কের বোঝা নিয়ে লোকের সামনে মুখ দেখাব, ভেবেছ? আমি তা পারব না!"

নাস্ত্ ভাবিল, এবার সে ক্লারিসকে বিচলিত করিয়াছে—এবার—না, ক্লারিস্ কিন্তু তেমনই অটল রহিল। কিন্তু সে শুধু ঐ মুহূর্ত্তের জন্য।

পর মুহূর্ত্তেই ক্লারিস আসিয়া নাস্তের সম্মুখে দাঁড়াইল, কহিল, "তুমি আত্মহত্যা করবে? বেশ, আমারও এখন সেই এক পথ! এ জীবনে আমার আর কোন সাধ নেই! এ কলঙ্ক, এ মিথ্যা, এ পাপ, এই গোপনতা আমারও অসহ্য হয়ে উঠেছে! আর না—আমিও এ সব শেষ করে দিতে চাই।" ক্লারিস্ ফোঁপাইতে লাগিল।

নাস্ত্ ক্লারিসের হাত ধরিল, কহিল, "সে কি? তুমি আত্ম-হত্যা করবে! কি ভয়ঙ্কর! এ দুর্ব্বুদ্ধি আবার তোমার মাথায় চাপল কেন? না, ক্লারিস—তুমি আত্মহত্যা করতে পাবে না। কেন করবে?"

নারীর দুর্ব্বল চিত্ত সহসা আজ বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া নাস্তের পক্ষে আত্মসম্বরণ করা দুরূহ হইয়া পড়িল। একটা পাপ বাসনা তাহার মস্তিষ্কটাকে চূর্ণ করিবার উপক্রম করিতেছিল।

"অসম্ভব!" বলিয়া নাস্ত্ সিঁড়ির দিকে চলিল।

ক্লারিস্ তদ্দণ্ডেই ছুটিয়া তাহার সম্মুখীন হইয়া বলিল, "কোথায় যাচ্ছ, তুমি?"

"যেখানেই যাই, বাধা দিয়ো না, ক্লারিস্, টাকা আমার চাইই!"

ক্লারিস্ সজোরে নাস্তের হাত ধরিয়া কহিল, "না, না, আমার কথা রাখ—"

কি এক উন্মাদনা তখন নাস্ত্কে অধীর করিয়া তুলিয়াছিল। সে ক্লারিসের হাত ছাড়াইয়া লইল।

ক্লারিস্ কহিল, "সাবধান নান্ত্—তুমি যদি আর এক পা উপরে ওঠ, তাহলে এখুনই আমি চাৎকার করে সকলকে জাগাব।"

"জাগাবে? জাগাও তুমি। বেশ—সকলে স্পষ্টই আজ জানুক, তোমার দ্যাওর নান্ত্ তোমার প্রণয়ী—আর সেই প্রণয়ী চোর, চুরি করতে এসেছে।"

কথাগুলা নান্ত্ মৃদু স্বরেই কহিল। উভয়েই মৃদু স্বরে কথা কহিতেছিল—পাছে কাহারও ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, সে বিষয়ে উভয়েই সতর্ক ছিল।

চিমনির আলোর তেজ কমিয়া আসিতেছিল—সেই উজ্জ্বল রক্তিম আলোকে আজ নান্তের প্রকৃত মূর্ত্তি সমস্ত আবরণ ভেদ করিয়া ক্লারিসের চোখে ধরা পড়িয়া গেল! এই দুর্বৃত্ত দস্যুর জন্য ক্লারিস ইহ-জগতের সমস্ত ধর্ম্ম, পুণ্য, স্বামী,—সব ত্যাগ করিয়াছে! হারে বুদ্ধিহীনা নারী,—এই পাপিষ্ঠকে তুই কাহার আসনে বসাইয়াছিলি? রুদিক, সরল, প্রেমানুরক্ত রুদিক—কি বলিয়া ক্লারিস আজ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইবে? তাহার মত অভাগিনী কে আছে?

বাহিরে তখন ঝড় উঠিয়াছে—দুর্য্যোগ নামিয়াছে। এ অবৈধ প্রণয়-লীলা-অভিনয়ের পক্ষে এমন প্রলয়-রাত্রিই যোগ্য অবসর!

সহসা দারুণ অনুতাপে ক্লারিসের সমগ্র চিত্ত হাহাকার করিয়া উঠিল। সে কি করিয়াছে—কি হারাইয়াছে? নান্ত্ যখন সিঁড়ি বহিয়া সতর্ক পদে উপরে উঠিতেছিল, চির-পরিচিত গৃহে চোরের মতই নিঃশব্দে প্রবেশ করিতেছিল, ক্লারিস্ তখন হল-ঘরে সোফার উপর ঝটিকা-হত ছিন্ন লতার মতই লুটাইয়া পড়িল। তাহার চোখ ফাটিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। সমস্ত বাধা ঠেলিয়া, সঙ্কোচ ঠেলিয়া প্রাণ ভরিয়া সে আজ কাঁদিল। পাছে উপরকার পাপ-অভিনয়ের

কোন সাড়া তাহার শ্রুতির মূলে লাগিয়া এ ক্রন্দনে বাধা দেয়, অন্তরের এই আকুল অনুতাপকে কালিমা-জর্জ্জরিত করে, এই ভয়ে দারুণ দুঃখেও সে দুই হাত দিয়া আপনার কাণদুইটাকে চাপিয়া রাখিতে ভুলিয়া যায় নাই!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অসংযম

তখনও ঘড়িতে ছয়টা বাজে নাই। অ্যাঁদ্রের পথ-ঘাট তখনও অন্ধকারে আচ্ছন্ন। দুই-একটা রুটি ও মদের দোকানের সার্শি ভেদ করিয়া ক্ষীণ আলোকচ্ছটা পথে পড়িয়াছে। একটা সরাইয়ে টেবিলের সম্মুখে রুদিকের ভ্রাতা নাস্ত্‌ ও জ্যাক বসিয়াছিল। সম্মুখে টেবিলের উপর মদের বোতল ও গ্লাস।

নাস্ত্‌ কহিল, "এস মাষ্টার জ্যাক, এক গ্লাস নাও।"

জ্যাক সসঙ্কোচে কহিল, "আমায় ক্ষমা কর, ম্যসিয়ো, আমি মদ খাই না। ছুঁতেও ভয় হয়।"

হাসিয়া নাস্ত্‌ কহিল, "আরে বাঃ! এমন ছেলেমানুষও দেখিনে ত! সহুরে ছেলে তুমি, মদ ছোঁও না? না, না, এক গ্লাস খাও! ওরে, এখানে আর একটা গ্লাস দিয়ে যা।"

কথামত ভৃত্য আর একটা গ্লাস রাখিয়া গেল। গ্লাসটা কাণায় কাণায় মদ্যে পরিপূর্ণ করিয়া নাস্ত্‌ কহিল, "নাও, খেয়ে ফেল।"

জ্যাক অসম্মতি জানাইতে সাহস করিল না। নাস্তের মত একজন মাতব্বর লোকের অনুরোধ বারবার কি বলিয়া সে এড়াইবে?

নাস্তুকে জ্যাক যে একটু সম্ভ্রমের চক্ষে না দেখিত, এমন নহে! এই শিল্পীটি পূর্ব্বে যখন রুদিক-গৃহে থাকিত, তখন জ্যাককে ডাকিয়া একদিনের জন্যও সে তাহার সহিত কথা কহে নাই! নাস্তের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য রুদিক-পরিবারের সকলেই কতখানি ব্যস্ত থাকিত, ম্যানেজারও নাস্তের মঙ্গলের জন্য কতটা সচেষ্ট ছিল, জ্যাক তাহা বেশই জানিত। সেই নাস্ত্ ডাকিয়া আনিয়া বারবার তাহাকে এতখানি অনুরোধ করিতেছে—সে অনুরোধ রক্ষা না করা ভাল দেখায় না! অগত্যা জ্যাক আর দ্বিরুক্তি না করিয়া গ্লাসটি নিঃশেষ করিল।

জ্যাকের পৃষ্ঠে করাঘাত করিয়া নাস্ত্ কহিল, "হাঁ, এই ত মানুষের মত কাজ! কেমন লাগল, বল দেখি! আর একটু নাও।"

জ্যাক আবার নাস্তের অনুরোধ রক্ষা করিল! নাস্তকে তাহার মন্দ লাগিল না! বেশ আমুদে লোকটি! আহা, বেচারা নাস্ত্। জুয়া খেলা ছাড়িয়া সৎপথে আসিলে সে কি ভালই হয়! জ্যাক ভাবিল, একবার সে অনুরোধ করিবে—নাস্ত্ যাহাতে জুয়াখেলা ছাড়ে।

আবার গ্লাস আসিল—নাস্তের প্রাণ স্ফূর্ত্তিতে মাতিয়া উঠিয়াছিল। জ্যাক কহিল, "আমায় একটা অনুরোধে আছে, ম্যাসিয়ো নাস্ত্—সে অনুরোধ রাখতেই হবে।"

"অনুরোধ? বল, কি তোমার অনুরোধ? রাখব বৈ কি,—কেন রাখব না?"

"জুয়াখেলা তোমায় ছাড়তে হবে! এতে ক্রমাগতই ত লোকসান হচ্ছে, দেখছ, এবার থেকে সাবধান হও।"

"এই কথা! খাসা বলেছ, মাষ্টার জ্যাক!" নাস্ত্ আবার জ্যাকের পৃষ্ঠে মৃদু করাঘাত করিল।

"আর একটা কথা—"

এমন সময় সরাইয়ের অধ্যক্ষ আসিয়া কহিল, "কারখানার ঘণ্টা বাজছে !"

জ্যাক কহিল, "তাহলে আজ আসি, ম্যসিয়ো—"

পকেট হইতে একটি স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া জ্যাক অধ্যক্ষের হাতে দিল। নাস্ত্ কহিল, "সে কি ! তুমি দাম দিচ্ছ কি ?"

"এবারকার দামটা আমিই দিই, ম্যসিয়ো—তুমি এত খরচ করলে !"

স্বর্ণমুদ্রা দেখিয়া অধ্যক্ষ স্তম্ভিত হইয়া গেল। কারখানার একটা সামান্য শিক্ষানবীশ ছোকরা—সে স্বর্ণমুদ্রা বাহির করে! নাস্ত্ও বিস্মিত হইল। তবে কি জ্যাকও জেনেদের যৌতুকের টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে না কি ? তাহাদের বিস্ময় বুঝিয়া জ্যাকের আনন্দ হইল। সে কহিল, "অবাক হয়ে যাচ্ছ ! এই দেখ, আরও কত মোহর আছে !" বলিয়া সে চারি-পাঁচটা স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিল। পকেটে সেগুলা রাখিয়া সে আবার কহিল, "জেনেদের জন্য একটা-কিছু উপহার কিনে দিতে হবে।"

মৃদু হাসিয়া নাস্ত্ কহিল, "বটে !"

অধ্যক্ষ মুদ্রাটা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছিল।

জ্যাক কহিল, "চট্‌পট্ এখন বিদেয় কর ! আমায় এখন কারখানায় যেতে হবে ! ঘণ্টা বাজছে !"

যথার্থই কারখানার ঘণ্টা বাজিতেছিল। কর্ম্মচারীদিগকে সচকিত করিয়া ডাকিবার ঘণ্টা।

সরাইয়ের বাহিরে আসিয়া নাস্ত্ কহিল, "তাই ত জ্যাক, এখনই তোমায় যেতে হবে! দুটো কথা কওয়া হল না! তোমায় আমার বেশ লাগছিল। তোমার অনুরোধ আমি রাখব—দেখে নিয়ো, ঠিক বলছি।" ক্রমে কথায় কথায় নাস্ত্ জ্যাককে নদীর তীর অবধি আকর্ষণ করিয়া আনিল। জ্যাক কোন আপত্তি করিল না,

বাধা দিল না। সরাইয়ের সেই বদ্ধ উষ্ণ বায়ুর মধ্যে বসিয়া কে
ক্লান্তি ধরিয়াছিল, বাহিরের এই শীতল বায়ুর স্পর্শ দিব্য লাগিতেছিল।
চলিতে চলিতে জ্যাকের গতি মন্থর হইয়া পড়িল, পা কেমন জড়াইয়া
আসিতেছিল। নান্তের হাত ধরিয়া সে হাঁটিতেছিল।

কিয়দ্দূর আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া সে কহিল, "এ কি, ঘণ্টা
থেমে গেছে!"

"না!"

উভয়েই পিছনে ফিরিল। রাত্রির অন্ধকার দুই হাতে সরাইয়া
তখন দিনের আলো নামিতেছে। চিমনিগুলার মাথার উপর তপ্ত-কাঞ্চন
বর্ণের একটা ঢেউ খেলিতেছিল। কারখানার নিশান,—কৈ দেখা
যায় না ত! আজ এই প্রথম জ্যাক কারখানায় পৌঁছিতে পারিল
না! ভয়ে তাহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল! কিন্তু নান্ত্ যখন করুণ
স্বরে কহিল, "আমার দোষ! আমারই দোষ! আমারই দোষে
শুধু এটা ঘটল, জ্যাক! ম্যানেজারের কাছে আমি নিজে যাব
তাঁকে বলব যে আমারই জন্য তুমি সময়ে কারখানায় পৌঁছুতে পারনি!"

জ্যাক কহিল, "বয়ে গেল! একদিন কামাই হলে আর কি এসে
যাবে? লেবেস্কোর সঙ্গে সে আমি বোঝাপড়া করে নেব'খন। চল,
যখন যাওয়া হল না, তখন তোমায় ষ্টীমারেই তুলে দিয়ে আসি।"

এই লেবেস্কোর সহিত বুঝা-পড়া করাটাকেই জ্যাক সব-চেয়ে ভয়
করিত। কিন্তু আজিকার এই সদ্য-লব্ধ আনন্দোল্লাসে সে ভয়ের
উগ্রতাও সে ভুলিয়া গেল!

দুই জনে গল্প করিতে করিতে নদীর তীরে আসিয়া পৌঁছিল।
তীরে তখন কে যেন কুয়াশার পর্দা বিছাইয়া রাখিয়াছে। পরপারের
কোন চিহ্ন দেখা যায় না! ষ্টীমার-ঘাটের ক্ষুদ্র বিশ্রাম-কক্ষে আসিয়া
দুইজনে বসিল। প্রাণটাকে জ্যাকের আজ বড় লঘু মনে হইতেছিল।

নানা কথা কহিতে লাগিল। জেনেদের বিবাহ, সরল ও সাধু-হৃদয় ...কদিকের অগাধ স্নেহ, কোমল-হৃদয়া ক্লারিস—কি এক বিষাদের ছায়া তাহার সুন্দর মুখখানিকে ম্লান করিয়া রাখিয়াছে,—এমনই ...ত কথা!

জ্যাক কহিল, "আজ সকালে ক্লারিসের মুখ এমন ফেঁকাশে হয়ে ...ছে! মরার মত সাদা মুখ! আসবার সময় দেখলুম—"

কথাটা বলিবার সময় জ্যাক লক্ষ্য করিল, নাস্তের দৃষ্টি সহসা ...মন স্থির হইয়া গিয়াছে! নাস্ত্ কহিল, "তোমায় ক্লারিস্ কিছু ...লেছে আজ?

"না।"

"কিছু না?"

"না। জেনেদ্ তাকে কি বলছিল, তা, তার সে কোন জবাব দেয়নি ...কন্তু! বোধ হয় কিছু অসুখ করেছে—তার মুখ দেখে তাই মনে ...ল!"

"বেচারী ক্লারিস!" বলিয়া নাস্ত্ এক সুগভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

জ্যাকের মনে হইল, এইবার সে বেলিসেয়ারের কথা তুলিবে! কিন্তু নাস্তের মুখের ভাব দেখিয়া কেমন তাহার অনুকম্পা হইল। সে ভাবিল, "আজ থাক্, আর একদিন বলব।" নাস্তের মুখে দুঃখের একটা ছায়া পড়িয়াছিল।

সহসা নাস্ত্ কহিল, "জ্যাক, তোমার কথা আমি রাখব। জুয়াখেলা ছেড়ে দেব।"

এমন সময় কুয়াশা ভেদ করিয়া বংশীর ধ্বনি উঠিল। ... নাজেয়ারের ষ্টীমার আসিতেছে। এবার বিদায় লইতে হইবে। ...ভাবে করকম্পন করিয়া নাস্ত্ বিদায় গ্রহণ করিলে জ্যাক ... করিতে

অনুভব করিল। কারখানায় যাইতে তাহার আর ইচ্ছা হইল ন... প্রাণের মধ্যে কেমন একটা আনন্দের উত্তেজনা জাগিয়া উঠিয়াছি... সে ভাবিল, আজ যখন একটা দিন অবসর মিলিয়াছে, তখন জেনে... উপহারটা কিনিয়া ফেলা যাক্।

নৌকায় নদী পার হইয়া জ্যাক ষ্টেসনে আসিল। দুপুরের পূ... ট্রেন নাই। কি করিয়া এতখানি সময় কাটান যায়? ও... রুমে কেহ ছিল না। বাহিরে বায়ুর প্রকোপ বাড়িয়াছিল, শী... বায়ু বহিতেছিল। পথের পাশে ছোট একটা হোটেল ছিল, জ্যা... গিয়া তথায় বসিল।

এই প্রভাতেই হোটেলে কারিকর ও কুলিদের ভিড় জমিয়াছি... মদের ফোয়ারা ছুটিয়াছিল। হাস-চীৎকারের বিরাম নাই। ভিত... ঢুকিয়া জ্যাকের বিরক্তি ধরিল। সে বাহিরে আসিবে, এমন স... পিছন হইতে কে ডাকিল, "কি, মাষ্টার জ্যাক যে।"

জ্যাক কহিল, "কে? গাস্কন্।"

গাস্কন্ আঁদ্রের কারখানায় কাজ করিত। অতিরিক্ত পানদোষের জন্য পূর্বাদন কারখানা হইতে সে বরখাস্ত হইয়াছে। এক... টেবিলের ধারে বসিয়া তিন চারিটা সঙ্গীর সহিত সে ম... খাইতেছিল।

গাস্কন্ কহিল, "মাষ্টার জ্যাক, পালাচ্ছ কোথা? আমাদের সঙ্গে দু' এক গ্লাস খাবে, এস।"

এই পিশাচগুলার হাত হইতে পরিত্রাণ-লাভের কোন উপা... ছিল না। তাহারা সাগ্রহে সবলে জ্যাককে আপনাদের দ... টানিয়া বসাইল। পাত্রের পর পাত্র আসিল। মদের প্রবাহ ছুটিল
তীরে

সকলে কহিল, "কিছু খাওয়াও, মাষ্টার জ্যাক।"
কোন টি

...বাদের পর একজন সঙ্গী কহিল, "নৌকো চড়ে এক...
দুইজনে বা

বেড়ানো যাক—প্রাণটা ঠাণ্ডা হবে। মাথা বেজায় গরম হয়ে উঠেছে।"

তাহাই হইল। সকলে গিয়া নৌকায় চড়িয়া বসিল। মৃদু গতিতে নৌকা ভাসিয়া চলিল। উভয় তীরে অস্পষ্ট গ্রাম-সীমা জাগিয়া উঠিয়াছিল। তীরে ধীবরদিগের ক্ষুদ্র কুটীর, রজক বাথালদলের মেলা,—চির-পরিচিত শান্ত পল্লীশ্রীতে মণ্ডিত তটভূমি। জ্যাকের কল্পনা-কাতর চিত্ত কাব্য ও সৌন্দর্য্যের আবেশে ভরিয়া উঠিল। মাথার উপর আকাশ কোথাও সুন্দর নীলিম, কোথাও বা চিমনির ধূমে গাঢ় কৃষ্ণ! দুই-চারিটা পাখী বিক্ষিপ্তভাবে উড়িয়া বেড়াইতেছে। তাহার মনে পড়িতেছিল, কাহিনী-শ্রুত রবিন্সন ক্রুসোর গল্প! সেও যেন জগতের সহিত, পরিচিতের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া কোন্ অজ্ঞাত অপরিচিত নবীন সৌন্দর্য্য-লোকের পানে ক্রুসোর মতই তরী ভাসাইয়া চলিয়াছে! পানোন্মত্ত সঙ্গীগুলা তখন বীভৎস কণ্ঠে চীৎকার করিয়া গান ধরিয়াছে, সেদিকে জ্যাকের মনোযোগ এতটুকুও আকৃষ্ট হইল না। দূরে অদূরে প্রকাণ্ড জাহাজ-গুলার গগনস্পর্শী মাস্তুলের চূড়া দেখিয়া কোন্ স্বপ্ন-দৃষ্ট সুদূর মায়ালোকের কল্পনায় তাহার লুব্ধ চিত্ত বিভোর হইয়া উঠিয়াছিল। ক্রমে ধীরে ধীরে চক্ষু তাহার মুদিয়া আসিল।

যখন নিদ্রা ভাঙ্গিল, তখন সে দেখিল, নৌকা তীরে লাগিয়াছে! সে কোথায় আসিয়াছে, কেন আসিয়াছে, কিছুই আর তাহার মনে ছিল না। ক্রমে ক্রমে তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিতেছিল! জেনেদের পরিণয়-উপহার কিনিতে হইবে, তাহারই জন্য সে সহরে আসিতেছিল! তারপর—? একটা বিরাট অনুশোচনায় তাহার মর্ম্মদাহ উপস্থিত হইল। এই নীচ সঙ্গীগুলার সহিত এমন নির্লজ্জভাবে মিশিয়া হীন আমোদে মাতিয়া সে আপনার সর্ব্বনাশ-সাধন করিতে

বসিয়াছে! সঙ্গীগুলার উপর পৈশাচিক ক্রোধে সে জ্বলিয়া উঠিল! কেমন করিয়া ইহাদের হাত হইতে এখন নিস্তার পাওয়া যায়!

সঙ্গীর দল তীরে উঠিল। জ্যাকও তাহাদের অনুসরণ করিল। সঙ্গীগুলা তীরে বসিয়া নূতন আমোদের পরামর্শে মন দিল! কেহ বলিল, আর একটু মদ চাই, কেহ প্রতিবাদ করিয়া কহিল, না, কিছু খাবার! এইরূপ বাদানুবাদের মধ্যে জ্যাক সতর্কভাবে নিঃশব্দে তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিল। তাহার পা টলিতেছিল, মাথা দপ্‌-দপ্‌ করিতেছিল। দেহটাকে টানিয়া বেড়াইবার এতটুকুও আর শক্তি ছিল না। একটু শুইতে পাইলে যেন বাঁচিয়া যায়! কিন্তু শুইবার স্থান কোথায় মিলিবে? যে দিকে দৃষ্টি যায়, সেই দিকেই সে পা দুইখানা টানিয়া নিতান্তই লক্ষ্যহীন উদ্দেশ্যহীনভাবে চলিতে লাগিল।

খানিকটা পথ সে চলিয়া আসিয়াছে, এমন সময় পাশ দিয়া কে ছুটিয়া গেল—লোকটা জ্যাকের গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। সহসা আরও একজন ছুটিয়া আসিল। সে গাস্কঞ্জ্।

গাস্কঞ্জ্ কহিল, "মাষ্টার জ্যাক, সর্ব্বনাশ হয়েছে—ঝগড়া-মারামারি করে একটা লোককে ওরা জলে ফেলে দিয়েছে, পুলিশ আমাদের পাছু নিয়েছে—এখন কোথায় পালাই! তুমি পুলিশকে কোন পরিচয় দিয়ো না, আমাদের। যদি তারা তোমায় জিজ্ঞাসা করে ত বলো, আমাদের মোটে চেনোই না তুমি।"

গাস্কঞ্জ্ ছুটিয়া পলাইল।

জ্যাক আবার চলিল। সহসা সে শুনিল, কে হাঁকিতেছে, "টুপি? চাই টুপি?" একটা সম্ভাবিত আশায় জ্যাকের প্রাণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ক্ষীণ কণ্ঠে জ্যাক ডাকিল, "বেলিসেয়ার—"

"কে? মাষ্টার জ্যাক! তুমি এখানে!"

জ্যাক কহিল, "হাঁ, আমার শরীর বড় খারাপ বোধ হচ্ছে,

বেলিসেয়ার! আমায় অ্যাঁদ্রেয় রুদিকদের বাড়ী কোনমতে তুমি পৌঁছে দিতে পার?”

“তাই ত! তা এস, মাষ্টার জ্যাক—ষ্টেশন এই কাছেই। ভাগ্যে আমি এ পথে এসেছিলুম, না হলে কি হত, বল দেখি!”

জ্যাককে লইয়া বেলিসেয়ার ষ্টেশনে আসিল। সন্ধ্যায় ট্রেন। অবসন্ন শরীরটাকে ষ্টেশনে প্লাটফর্ম্মের বেঞ্চে জ্যাক লুটাইয়া দিল। ঘুমে তাহার চোখ ঢুলিয়া আসিয়াছিল।

কতক্ষণ সে ঘুমাইল, তাহার কোন ঠিকানা নাই। সহসা প্রবল ধাক্কায় তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চাহিয়া সে দেখে, পুলিশের লোক তাহাকে ধাক্কা দিতেছে! জ্যাক সভয়ে উঠিয়া বসিল, কহিল, “কি? কি হয়েছে? তোমরা কি চাও?”

পুলিশের লোক কহিল, “চাই,—তোমাদের দুজনকে। ভারী চালাক হয়েছ! পুলিশের চোখে ধুলো দেবে? ওঠ—”

বেলিসেয়ার পাশেই ছিল। সে কহিল, “কোথায় যেতে হবে?”

“আপাততঃ অ্যাঁদ্রেয়! তারপর জেলের ঘরে পাকা বন্দোবস্ত করে দেব'খন।”

ভয়ে বেলিসেয়ার কাঁদিয়া ফেলিল। জ্যাকের বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। ভয়ে তাহার প্রাণের স্পন্দনটুকুও থামিয়া যাইবার উপক্রম করিল! এ কি এ ব্যাপার? সে কি করিয়াছে যে পুলিশ আসিয়া এমনভাবে লাঞ্ছনা করিতেছে?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দুঃসংবাদ

পরদিন প্রভাতে যখন জ্যাকের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখনও তাহার শরীরের গ্লানি ঘুচে নহে। মদের এমনই পরিণাম! তীব্র তৃষ্ণায় জ্যাকের বুক অবধি পুড়িয়া যাইতেছিল, শরীরের সর্ব্বত্র সুগভীর বেদনা, মাথায় যেন কে গুরু ভার চাপাইয়া রাখিয়াছে। তাহার উপর দারুণ লজ্জা, তীব্র অনুতাপ! মানুষ হইয়া পশুর মত ব্যবহার করা,—কি ঘৃণা, কি পরিতাপের কথা!

এক অন্ধকার ঘরে জ্যাককে রাত্রি কাটাইতে হইয়াছে। ক্ষুদ্র বায়ু-পথ দিয়া প্রভাতের আলো ক্ষীণ ধারে ঘরের মধ্যে উঁকি দিতেছিল। পাশে আর একজন কে ও পড়িয়া আছে! জ্যাকের মনে পড়িল, সে বেলিসেয়ার! ঠিক, বেলিসেয়ারই ত!

জ্যাক ডাকিল, "বেলিসেয়ার—"

গাঢ়স্বরে উত্তর হইল, "কেন?" সে স্বর গভীর হতাশে পূর্ণ!

জ্যাক কহিল, "আমরা কি করেছি বেলিসেয়ার যে, এমন করে চোরের মত এরা আমাদের আটকে রেখেছে!"

"তুমি কি করেছ না করেছ, তা আমি বলতে পারি না,—তবে আমি ত কিছুই করিনি—শুধু পথে টুপি বিক্রী কচ্ছিলুম! সেটা কি করে দোষের হল, তা ত ভেবে ঠাওরাতে পাচ্ছি না!" তাহার পর কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বেলিসেয়ার আবার কহিল, "টুপিগুলো কি আর আছে! সব নষ্ট হয়ে গেছে! তার দাম এখন কে দেয়? গরিব আমি, আমার রোজগারের সর্ব্বনাশ করে দিলে! তুমি ওদের

বলবে ত জ্যাক যে, আমার কোন দোষ নেই,—তোমায় এতটুকু সাহায্যও আমি করিনি ?”

“আমায় সাহায্য ? কেন, আমি কি করেছি ?”

“সে কি, ওরা যে বলছিল, তুমি শোন নি ? তা ছাড়া তুমি নিজে ত জানছ, কি করেছ—”

“কিছু জানি না আমি, বেলিসেয়ার, যথার্থ বলছি ! ওরা কি বলছিল, বল—”

“ওরা বলছিল, তুমি চুরি করেছ—”

“চুরি করেছি ? কি চুরি করেছি ?”

“রুদিকের মেয়ে জেনেদের বিয়ের টাকা।”

“কি ভয়ানক কথা, বেলিসেয়ার ! তোমায় কি—” জ্যাকের কথা বাধিয়া গেল। সে কাঁদিয়া ফেলিল।

বেলিসেয়ার কোন উত্তর দিল না। সারা সহরময় তখন রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে, জ্যাক চোর ! চুরি করিয়া আঁদ্রে ছাড়িয়া সে পলাইতেছিল। সন্ধান করিয়া কাল সন্ধ্যার সময় পুলিশ তাহাকে ষ্টেশনে ধরিয়া ফেলিয়াছে। চুরির কথা ভোরেই জেনেদ জানিতে পারে। তখনই পুলিশে খবর দেওয়া হয়। চুরির রাত্রে জ্যাক গৃহে ছিল, এবং ঠিক চুরির পর হইতেই সে অদৃশ্য হইয়াছে। সকালে কারখানাতেও তাহাকে কেহ দেখে নাই। সমস্ত ঘটনাই জ্যাকের বিরুদ্ধে তাহার অপরাধ প্রমাণ করিতেছিল; তাহার পর আঁদ্রের দুই-চারিজন কারিকর তাহাকে সরাইয়ে মদ খাইতে দেখিয়াছে, মদ খাইয়া অধ্যক্ষের হাতে স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছে সে, তাহাও সকলে দেখিয়াছে। তাহার মত অবস্থার ছোকরা কোথা হইতে স্বর্ণমুদ্রা পাইতে পারে ? তাহার উপর কতকগুলা বদ সঙ্গী লইয়া নৌকায় সে মাতামাতি করিয়া বেড়াইয়াছে ! জ্যাক যদি চুরি করে নাই, তবে কে করিল ? টাকার সন্ধান অপরে

কোথা হইতে পাইবে? জ্যাক জানিত, জেনেদের বিবাহের টাকা সে কোথায় রাখে! পূর্ব্ব রাত্রে জেনেদ স্বয়ং তাহাকে আলমারি খুলিয়া টাকার বাক্স দেখাইয়াছে! এবং পর দিন ভোরেই সে টাকা উড়িয়া গেল; অথচ টাকার ত ভাবনা ছিল না!

সে যে চুরি করিয়াছে, এ বিষয়ে কাহারও মনে এতটুকু সন্দেহ ছিল না। তবে একটা বিষয় ঠিক বুঝা যাইতেছিল না! সাড়ে তিন হাজার টাকা এক রাত্রে অদৃশ্য হইল, তাহার মধ্যে জ্যাকের পকেটে কয়টারই বা সন্ধান মিলিয়াছে,—বাকী সে কোথায় লুকাইল? বেলিসেয়ারের স্কন্ধেও তাহার বিক্রীত টুপির মূল্য-বাবদ সামান্য পয়সাই পাওয়া গিয়াছে! এই অল্প সময়ের মধ্যে এত টাকা কোথায় তাহারা রাখিয়া আসিল?

যেখানেই রাখিয়া আসুক, সন্ধান করিয়া এই টাকা আদায় করিতেই হইবে।

ম্যানেজারের নিকট অপরাধী দুইজনের তলব পড়িল। জ্যাকের তরুণ বয়স, ভদ্র বংশ ও নম্র শান্ত প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ম্যানেজার পুলিশের কাছে অনুরোধ করিল, আসামীকে আদালতের হাতে না দিয়া তাহার নিকট আনিয়া দিলে সকল বিষয়েই সুব্যবস্থা হইতে পারে! জেলে কয়েদীদের দলে পড়িলে জ্যাকের আর শোধরাইবার কোন উপায় থাকিবে না। সারা জীবনটাই তাহার নষ্ট হইয়া যাইবে!

জ্যাক ও বেলিসেয়ার ম্যানেজারের সম্মুখে আসিয়া নত মস্তকে দাঁড়াইল। সে কক্ষে ম্যানেজার, রুদিক ও পুলিশের দুইজন কর্ম্মচারী ভিন্ন আর কেহ ছিল না।

ম্যানেজার কহিল, "শোন, জ্যাক। তোমার বয়স অল্প, ভদ্র বংশের ছেলে তুমি, আর তোমার শান্ত স্বভাবের জন্য তোমায় আমি

ভাল বাসতুম! সেজন্য আমিই অনুরোধ করে আদালতের হাতে তোমায় তুলে না দিয়ে এখানে আনিয়েছি। এখানে অসঙ্কোচে তোমার অপরাধ তুমি স্বীকার করতে পার, বাইরের লোক সে কথা জানবে না। বেশী কথারও দরকার নেই—শুধু বাকা টাকাটা—"

জ্যাক মাথা তুলিয়া কহিল, "মিছে কথা—আমি টাকা চুরি করিনি—"

"চুপ কর, মিথ্যা বলো না, জ্যাক! সাড়ে তিন হাজার টাকা যে তুমি নিয়েছ, এ বেশ জানা যাচ্ছে। এক দিনে এত টাকা তুমি খরচ করতে পার না অবশ্য, আর তা করওনি। কিছু করেছ,—তা যাক! বাকী যা আছে, ফেরত দাও। আমরা সকলেই তোমায় এবার মাপ করব, তবে এর পর এখানে আর তোমার থাকা সম্বন্ধে অন্য কথা—বাড়ীতে তোমার মার কাছে ফিরে যাওয়াই এখন বোধ হয় ঠিক।"

"আমি কিছু জানি না, মশায়—" বলিয়া বেলিসেয়ার কাঁদিয়া উঠিল!

"চুপ কর্, তুই পাজী—" ম্যানেজার পরুষ কণ্ঠে কহিল, "তুইই যত নষ্টের মূল! এই ভাল মানুষ ছোকরা যে এ নোংরা কাজ করেছে, এ শুধু তোরই পরামর্শে, তাতে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই!"

বেলিসেয়ার ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কম্পিত স্বরে রুদিক কহিল, "আপনি ঠিক বলেছেন, মশায়। এরই সঙ্গে মিশে জ্যাক খারাপ হয়ে গেছে। না হলে জ্যাকের মত শান্ত ছোকরা কারখানায় এর পূর্ব্বে আমি দুটি দেখিনি। আমার স্ত্রী, আমার মেয়ে, বাড়ীর সকলেই ওকে ভাল বাসে। জ্যাককে আমি নিজের ছেলের মত দেখি—শুধু এরই সঙ্গে মিশে যে জ্যাক এই কাজ করেছে, আমারও তাই বিশ্বাস।"

বেলিসেয়ার ভাবিল, না, তাহার আর কোন আশা নাই! কি

অশুভ ক্ষণেই সেদিন সে টুপি বিক্রয় করিতে বাহির হইয়াছিল! যদি সে ঘুণাক্ষরেও ইহার আভাস পাইত!

জ্যাক কহিল, "ম্যসিয়ো রুদিক, এই গরীব টুপিওলার কোন দোষ নেই। কাল যখন পুলিশ আমায় ধরে, তার একটু আগেই পথে এর সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমার শরীরটা খুব খারাপ ছিল বলে ওরই সাহায্যে আমি অ্যাদ্রেয় ফিরব মনে করেছিলুম,—তাই ও শুধু আমার কথায় আমায় সাহায্য করতে এসেছিল! ও কোন দোষ করে নি।"

ম্যানেজার কহিল, "তবে তোমার একলারই কাজ, এ?"

"কিন্তু আমি ত কিছুই করিনি, মশায়। চুরি সম্বন্ধে কিছু জানি-ও না। আমি চোর নই।

ম্যানেজার কহিল, "সাবধান জ্যাক! এখনও বলছি, দোষ স্বীকার কর! বাকী টাকা ফিরিয়ে দাও, আমরা তোমায় ছেড়ে দেব। তোমার দোষ এত স্পষ্ট যে তা প্রমাণের জন্য সাক্ষী-সাবুদের দরকার হয় না। সে রাত্রে শুতে যাবার সময় জেনেদ্ তোমায় তার টাকা দেখিয়াছিল ত, কেমন? টাকা সে কোথায় রাখে, তাও তোমায় বলেছে? কেমন, নয় কি? তার পর বেশী রাত্রে তুমি তার ঘরে ঢুকে যখন আলমারি খোল, তখন জেনেদ্ জানতে পেরে তোমায় ডেকেছিল, তুমি কোন সাড়া দাওনি! বল, এ সব কথা ঠিক কি না! তুমি ছাড়া বাড়ীতে অন্য লোকও সেদিন আসে নি যে—"

বাধা দিয়া জ্যাক কহিল, "আমি বেশী রাত্রে ও ঘরে যাই নি, আর এ চুরিও আমি করি নি। চুরির কিছু জানি-ও না।"

"চুরি কর নি, তুমি! তবে রাস্তায় অত নবাবি করে যে বেড়িয়েছ, তার দরুণ টাকা, কোথায় পেলে তুমি?"

জ্যাক বলিতে যাইতেছিল; সে টাকা তাহার মা পাঠাইয়াছিল,—

কিন্তু সহসা মার সে নিষেধ-বাণী মনে পড়িয়া গেল। মা লিখিয়াছে, যদি কেহ টাকার কথা জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে সত্য কথাটা যেন সে না বলে! শুধু বলে, এ টাকা সে জমাইয়াছে! নিজের উপার্জ্জন হইতে জমাইয়াছে। জ্যাক তাহাই বলিল। মা যদি বলিয়া দিত, বলিয়ো, এ টাকা চুরি করিয়াছি, তাহা হইলে জ্যাক সে কথাও নিঃসন্দেহে বলিতে পারিত। মার উপর টান তাহার এমনই প্রবল!

ম্যানেজার কহিল, "জ্যাক, এই কথা তুমি আমাদের বিশ্বাস করতে বল? পাঁচ পেনী রোজের চাকরি থেকে আর এই অল্প সময়ে এত টাকা জমিয়ে ফেলেছ তুমি যে, মদের দাম দিতে মোহর বার কর! না, না, এ-সব চালাকি খাটছে না, জ্যাক, মিথ্যা কথা বলো না, তাতে তোমার বিপদই তুমি আরও ডেকে আনবে। তার চেয়ে মুক্ত কণ্ঠে নিজের দোষ স্বীকার কর, আমরা তোমায় ক্ষমা করব!"

জ্যাক কোন কথা বলিল না। কি বলিবে আর? নূতন করিয়া বানাইয়া কিছু ত বলিতে পারে না। তাই সে শুধু নীরবে নত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।

রুদিক অগ্রসর হইয়া জ্যাকের মাথায় আপনার কম্পিত শীর্ণ হাত রাখিল, কম্পিত স্বরেই কহিল, "জ্যাক, বল, এ টাকা কোথায়, কার কাছে তুমি রেখেছ! কোন ভয় নেই! জেনেদের কথা ভাব একবার! তার সমস্ত জীবন ঐ টাকার উপর নির্ভর করছে। বিশ বছর হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম করে এ টাকা জমিয়েছি আমি! অনেক কষ্ট সহ্য করে, সব রকম ভোগ-বিলাস থেকে নিজেকে বঞ্চিত রেখে জমিয়েছি! ঐ টাকার উপর আমার একমাত্র সন্তানের সুখ, জীবন—সব নির্ভর করছে। তা নিয়ে এমন নিষ্ঠুরতা করো না। তুমি ভাল মানুষ, শরীরে দয়া-মায়াও আছে—তুমি এ কাজ

করতে পার বলে এক দণ্ডের জন্যও আমার মনে হয় নি। কিন্তু পৃথিবীতে প্রলোভন বিস্তর, তার মায়া এড়াতে পারে, এমন মানুষ অল্পই আছে! এক মুহূর্তের দুর্ব্বলতায় একটা মন্দ কাজ যদি করেই থাক, তাতে লজ্জা কি? সে দোষ গোপন করো না, তা প্রকাশ করায়, স্বীকার করায় বরং মনুষ্যত্ব আছে! মুহূর্তের প্রলোভনে মন্দ কাজ করে ফেলা আশ্চর্য্য নয়—তা স্বীকার করলে লোকে ঘৃণা করে না, বরং সে মুক্তকণ্ঠতার জন্য তাকে শ্রদ্ধাও করতে পারে। এস জ্যাক, বল, সে টাকা কোথায়! ও টাকা আমার বুকের রক্ত, পাঁজরার হাড়। এ বুড়ো বয়সে আর উপার্জ্জনেরও আমার শক্তি নেই। দাও, আমার টাকা দাও। না হলে জেনেদ্ মরে যাবে, আমি—"

রুদিকের চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। এ কথা শুনিলে নিতান্ত নির্ম্মম যে দস্যু, বুঝি, তাহারও প্রাণ টলিয়া যায়। বেলিসেয়ার কহিল, "জ্যাক, টাকাটা দিয়ে ফেল, যথার্থই এ টাকা বুড়ো মানুষের বুকের রক্ত।"

হতভাগ্য জ্যাক! যদি তাহার নিজের টাকা থাকিত, সে সমস্তই এখনই সে রুদিকের হাতে তুলিয়া দিতে পারিত! কিন্তু সে কি করিবে—কি করিয়া সে ইহাদের বুঝাইবে, যে সে চোর নয়, জেনেদের বিবাহের টাকা সে চুরি করে নাই। চুরি যদি হইয়াই থাকে, তবে সে চুরির সে কিছুই জানে না। সে বলিল, "যথার্থ বলছি মশায়, আমি চুরি করিনি। ভগবান জানেন—"

রোষে ম্যানেজার জ্বলিয়া উঠিল, কহিল, "যথেষ্ট হয়েছে! আর ভগবানকে এর মধ্যে টেনে এনো না। রুদিকের এ কথা শুনেও যখন তোমার প্রাণ গলে গেল না, তখন বুঝছি, একেবারে অধঃপাতে গেছ, তুমি! থাক্, তবু তোমায় কিছু সময় দিলুম, আরও।

ভেবে দেখ।" পরে কর্ম্মচারীকে আজ্ঞা দিল, "এদের উপরে রেখে এস, কেউ। নিজের মনে বেশ করে সব ভেবে দেখ, জ্যাক, দোষ স্বীকার করবে কি না। না হলে পুলিশ ত আছেই।"

পুলিশের কর্ম্মচারী কহিল, "তাহলে দুজনকে এক সঙ্গে রাখবেন না, মশায়। এই টুপিওলাটা ওকে বোধ হয় কোন রকম ইসারা করে দোষ স্বীকার করতে বারণ করে দিয়েছে।"

ম্যানেজার কহিল, "ঠিক কথা। দুজনকে দু' ঘরে রাখ।"

তাহাই হইল। দুইজনকে দুইটা ঘরে রাখা হইল। নির্জ্জন ঘর। ঘরে আসিয়া জ্যাক ঘুমাইবার চেষ্টা করিল। এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। বিরামদায়িনী, বিস্মৃতিদায়িনী নিদ্রা, কোথায় তুমি, হতভাগ্য বালককে তোমার কোলে তুলিয়া লও। সে নিশ্চিন্ত হউক। আর ভাবাও যায় না।

অপরাহ্ণে জেনেদ্ আসিয়া ডাকিল, "জ্যাক!"

কাঁদিয়া তাহার চোখ দুইটা আফিমের ফুলের মত লাল হইয়া উঠিয়াছে। জ্যাক কহিল, "জেনেদ্, তোমারও বিশ্বাস যে আমি চোর? তোমার টাকা চুরি করেছি?"

জেনেদ্ কাঁদিয়া ফেলিল। কাদিতে কাঁদিতে সে কহিল, "জ্যাক, আমার মত কুৎসিত স্ত্রীলোক তুমি কখনও চোখে দেখেছ কি? আমি জানি, আমি কুৎসিত। আয়নায় নিজের মুখ দেখে নিজের উপরই আমার রাগ হয়। জগতে সবাই সুন্দর, আমিই শুধু রাজ্যের কদর্য্যতা নিয়ে বেঁচে আছি। জ্যাক, আমার মত মন্দ বরাত এ জগতে আর কার? আমার মঁাজ্যা, আমার প্রিয়তম, আমার মত কুশ্রীকে বিয়ে করতে যে রাজী হয়েছে, সে শুধু ঐ টাকার জন্য! ঐ টাকাই আমার সর্ব্বস্ব, ঐ টাকাই আমার রূপ, আমার প্রাণ, আমার ভালবাসা! ঐ টাকার জন্যই শুধু আমি মঁাজ্যার পায়ে

ঠাঁই পাচ্ছি! যদিও আমার এ বিশ্বাস আছে, একদিন আমার ভালবাসায় মাঁর্জ্যাকে আমি বশ করব, একদিন আমি তাকে বোঝাব যে, আমার হৃদয়ের কাছে এ টাকার রাশি কত তুচ্ছ! কিন্তু তার আগে এই টাকা না হলে মার্জ্যাকে পাবই না যে! সেই টাকা লুকিয়ে রেখে আমার পৃথিবীর সব সাধ, সব আশা কেড়ে নিয়ো না! জ্যাক, ভাই, দয়া কর! আমার বিয়ের টাকা ফিরিয়ে দাও—তোমার এ উপকার জীবনে কখনও আমি ভুলবো না!"

জ্যাক কোন উত্তর দিল না। কি উত্তর দিবে সে? সে যে নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ, স্বপ্নেও এমন চিন্তা তাহার মনে কোন দিন স্থান পায় নাই, এ কথা কেমন করিয়া সে ইহাদের বিশ্বাস করাইবে? ডাগর চোখদুইটিতে মিনতি ভরিয়া জ্যাক জেনেদের পানে চাহিল। সে দৃষ্টির অর্থ, জেনেদ্, একবার তুমি আমার মনের মধ্যে প্রবেশ কর—মনটাকে ঘাঁটিয়া-খুঁটিয়া দেখ, সেখানে শুভ ইচ্ছা ভিন্ন আর কোন চিন্তা স্থান পায় কি না! কিন্তু মুখে তাহার কোন কথা ফুটিল না।

জ্যাককে কাঁদিতে দেখিয়া জেনেদ্ কহিল, "কাঁদছ, তুমি জ্যাক? তাহলে দয়া হয়েছে? আমি ত জানি, তুমি নিষ্ঠুর নও! যে জেনেদের সুখের সম্ভাবনায় অত তুমি সহানুভূতি দেখিয়েছিলে, সেই জেনেদের সর্ব্বনাশ তুমি করতেই পার না—জ্যাক—" জেনেদ্ সস্নেহে জ্যাকের হাত আপনার হাতে চাপিয়া ধরিল, তাহার নত মস্তক তুলিয়া ধরিয়া কহিল, "জ্যাক, ভাই, টাকাটা তবে দাও—"

"কিন্তু জেনেদ্, যথার্থ বলছি, আমি তোমার টাকা নিই নি!" জ্যাকের দুই গাল বহিয়া অশ্রু নামিল।

"না, না, ও কথা বলো না, জ্যাক। আমি মরে যাব, মরে যাব, তাহলে। বল, চুপি চুপি বল, কার কাছে রেখেছ! কিছু খরচ

করে ফেলেছ, শুনেছি,—তার জন্য লজ্জিত হবার কোন কারণ নেই।"

"জেনেদ্, কি করে তোমাদের বিশ্বাস জন্মাব? যথার্থ বলছি, আমি টাকার কথা কিছুই জানি না! আমি চুরি করি নি! তোমরা ভুল করছ! আমি চোর নই। কি করলে তুমি বিশ্বাস করবে, আমি চোর নই! তোমরা সকলে এমন নির্দ্দয় নিষ্ঠুরভাবে কেন আমায় চোর বলে সন্দেহ কচ্ছ?"

জেনেদ্ যেন উন্মাদের মত হইয়া উঠিল। সে কহিল, "দেখ, আমার বিয়ের আশা নির্ম্মূল হবে। তোমার পায়ে ধরি—জ্যাক—"

জেনেদের নয়নে বর্ষার বন্যা নামিল। অজস্র মিনতি ও অনুরোধে জ্যাককে সে কাতর, পীড়িত করিয়া তুলিল। কিন্তু জ্যাক—হতভাগ্য জ্যাক—সে কি করিবে! বহুক্ষণ ধরিয়া অনুরোধ মিনতি করিয়াও যখন কোন ফল হইল না, তখন জেনেদ্ গর্জ্জিয়া উঠিল, "এততেও তুমি স্বীকার করবে না! তবে সাজা পাও! জগতে সকলের ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে দুঃসহ জীবন নিয়ে তুমি বেঁচে থাক—আমি তোমায় আজ এই শাপ দিলুম।"

জেনেদ্ তখন নামিয়া ম্যানেজারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল! ম্যানেজার কহিল, "কি হল?"

জেনেদ্ কোন উত্তর দিল না। তাহার দৃষ্টি হইতে হতাশার এমন একটা গভীর হাহাকার ঠিকরিয়া পড়িল যে ম্যানেজার তাহা দেখিয়া সমস্তই বুঝিল।

ম্যানেজার কহিল, "জেনেদ্, স্থির হও, কেঁদো না। পুলিশের হাতে ওকে দেবার পূর্ব্বে টাকা আদায়ের চেষ্টা একবার আমরা করি। রুদিকের কাছে শুনেছি, ওর মার হাতে অনেক টাকা

আছে। তাকে সব ঘটনা খুলে লেখা যাক। যদি লোক ভাল হয় ত ছেলের এ কীর্ত্তির কথা শুনে তোমার টাকা নিশ্চয়ই তারা দিয়ে দেবে।"

একখণ্ড কাগজ লইয়া ম্যানেজার তখন পত্র লিখিতে বসিল,

"মাননীয়াসু,—

আপনার ছেলে জ্যাক রুদিকের কন্যার বিবাহ-পণের সঞ্চিত সাড়ে তিন হাজার টাকা চুরি করিয়াছে। পুলিশের হাতে এখনও তাহাকে সঁপিয়া দিই নাই। এই টাকার কতক সে খরচ করিয়াছে, বাকী কোথায় রাখিয়াছে, তাহা বহু চেষ্টাতেও কবুল করাইতে পারিলাম না। কাজেই আপনাকে লিখিতেছি, যদি এ টাকা আপনি পাঠাইয়া দেন, তবেই আপনার পুত্রকে রুদিকরা ক্ষমা করিবে, নচেৎ আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে। এই টাকার উপরই বেচারা রুদিকের একমাত্র কন্যার জীবন নির্ভর করিতেছে। এই টাকা বেচারা বৃদ্ধ পিতার আজীবন পরিশ্রমের সঞ্চয়। তিন দিন আপনার উত্তরের অপেক্ষায় থাকিব। রবিবার কিম্বা সোমবার বেলা দশটার মধ্যে যদি আপনার উত্তর না পাই, তাহা হইলে আসামীকে অগত্যা পুলিশের হাতে দিতেই বাধ্য হইব। ইতি ম্যানেজার।"

পত্রের নীচে ম্যানেজার নিজের নাম সহি করিল।

বৃদ্ধ রুদিক কহিল, "বড় দুঃখের কথা! এ চিঠি পড়ে মার বুক একেবারে ভেঙ্গে যাবে! আহা!"

জেনেদ্ ক্রুদ্ধ নিশ্বাসে কহিল, "যাক ভেঙ্গে! তার ছেলে আমার সর্ব্বস্ব নিয়েছে—মা এখন তা পুষিয়ে দিক!"

হায় যৌবন! হায় প্রেমের অন্ধ নির্ম্মমতা! পুত্র-কৃত এই দারুণ দুষ্কর্ম্মের সংবাদ মার প্রাণে কতখানি আঘাত দিবে, সে

ভাবনা মুহূর্ত্তের জন্যও জেনেদের মনে স্থান পাইল না। বেচারা রুদিকের চিত্ত করুণা ও সহানুভূতিতে আর্দ্র হইয়া আসিল—এমন সংবাদ শুনিলে রুদিক যে কখনও প্রাণে বাঁচিত না, ইহা নিশ্চয়!

রুদিকের মনে এইটুকু শুধু আশা রহিল, এ চিঠি জ্যাকের মার কাছে না পৌঁছিতেও পারে! ক্ষুদ্র একটুকরা কাগজ, কতটুকু তাহার জীবন! অসংখ্য কত চিঠি-পত্রের সহিত একত্র সে যাইবে—পথে কত বিঘ্ন, কত বিপদ ঘটিতে পারে! পৌঁছিবার সম্ভাবনা অল্পই! এমন কত-শত ক্ষুদ্র পত্র প্রায়ই ত পথে হারাইয়া যায়।

কিন্তু রুদিক ভুল বুঝিয়াছিল। ম্যানেজার যে পত্র আজ ইদার নামে লিখিয়া পাঠাইল, অন্যান্য পত্রের সহিত সেখানি যাত্রা আরম্ভ করিবে, নিশ্চয়! পিয়ন পত্র বাছিয়া ব্যাগে পুরিবে। সেই ব্যাগ ষ্টীমারে উঠিয়া, ট্রেণে চড়িয়া বহু ব্যাগের সহিতই ট্রেণের ডাক-কেরাণীর হাতে পড়িবে। পরে বিস্তর পত্রের সহিত এ পত্র পোষ্ট-অফিসে গিয়া জমা হইবে—তার পর প্যারিতে পৌঁছিবে! সেখানে পত্রখানি কেহ ছিঁড়িবে না, হারাইবে না, পোড়াইবে না! ঠিকানায় মালিকের কাছে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য হরকরার হাতে তুলিয়া দিবে। এ চিঠি নষ্ট হইবে না। হইতে পারে না—কারণ এ চিঠি যে দুঃসংবাদ বহিয়া চলিয়াছে। দুঃসংবাদ-বাহী পত্রগুলার জীবন আশ্চর্য্য টিঁকিয়া থাকে। পথে তাহাদের বিনাশ ঘটিবার কোন আশঙ্কা থাকে না; বিনাশ ঘটেও-না।

এ পত্র-সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই ঘটিল। ট্রেণে উঠিয়া ষ্টীমারে চড়িয়া কেরাণীর হাতে ঘুরিয়া পিয়নের ব্যাগে ফিরিয়া একদিন প্রভাতে এতিয়োলের এক পরিচ্ছন্ন কুটীরে ম্যানেজারের পত্র আসিয়া পৌঁছিল।

কুটীর-সম্মুখে ফটকের প্রাচীরে একখানি ফলক,—তাহাতে লেখা আছে, "আরাম-কুঞ্জ—" বৃষ্টির জল ও রৌদ্র মাখিয়া অক্ষরগুলা শুধু ঈষৎ অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রহস্য-ভেদ

আজিকার প্রভাতে "আরাম-কুঞ্জ" নামটি প্রকৃতই সার্থক মনে হইতেছিল। বহির্জগতের সকল প্রকার অশান্তি ও কোলাহল হইতে বর্জ্জিত, বিহঙ্গ-কূজন-মুখরিত এই নির্জ্জন পল্লীবাস-ভূমিটিকে আজ এ স্নিগ্ধ নির্ম্মল প্রভাতে সত্যই একখণ্ড মায়ালোক বলিয়া মনে হইতেছিল।

ইদা দ্রাক্ষাগুচ্ছ হইতে শুষ্ক ফলগুলা বাছিয়া ফেলিয়া দিতেছিল। অতিথি ডাক্তার হারজের এখনও নিদ্রা ভাঙ্গে নাই। এমন সময় ডাক-পিয়ন আসিয়া হাঁকিল, "চিঠি!"

"আঁদ্রের চিঠি" বলিয়া আর্জান্তঁ পত্রখানা সম্মুখস্থ টেবিলে রাখিয়া খপরের কাগজের মোড়ক খুলিল। চিঠিখানা সে ইদাকে দিল না। ইদা নিকটে আসিয়া লুব্ধ দৃষ্টিতে চিঠিটার পানে চাহিয়া রহিল।

আর্জান্তঁ তাহা লক্ষ্য করিল। চিঠিখানা ব্যগ্র ইচ্ছা সত্ত্বেও যে ইদা শুধু তাহারই ভয়ে হাতে লইতে পারিতেছে না, ইহা সে বুঝিল। বুঝিয়া অন্তরে সে এক বিকট আনন্দ অনুভব করিল। কিন্তু সে ভাব চাপিয়া প্রকাশ্যে সে বলিল, "আঃ, আবার এ কি একটা নতুন বই বেরুল! ভিক্টর হিউগোর লেখা দেখছি! কি

যে সব ছাই-পাঁশ লেখে, মানেও কিছু বোঝা যায় না! অবিশ্রামই লিখছে! এতে কখনও ভাল লেখা বার হতে পারে? কত ভেবে চিন্তে তবে একখানি বই লিখতে হয়! এই যে আমি আজ ক'বছর ধরে শুধু ভাবছিই—এক ছত্রও লিখিনি! একেই ত বলে সাধনা!"

এ কথাতেও ইদার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল না! জ্যাক্রের পত্র আসিলে তাহার মাতৃত্বের সকল গর্ব্ব নিমেষে যেন দৃপ্ত হইয়া উঠে,—অপর কোন বিষয়ে আর লক্ষ্য থাকে না। আর্জান্তঁর কবি-যশের বিচিত্র স্বপ্নে তখন আর কিছুতেই তাহাকে ভুলানো যায় না! পুত্রের এক ছত্র হাতের লেখায় তাহার চোখে বাহ্যজগৎ একেবারেই মিলাইয়া যায়! এইটুকু আর্জান্তঁ কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারে না। হিংসায় তাহার সর্ব্ব শরীর জ্বলিতে থাকে! নানাভাবে কঠিন নিষ্ঠুর হইয়াও সে কিন্তু ইদার মনের এই বেগ সামলাইতে পারে না। শুধু এই জন্যই জ্যাককে সে দূরে—বহুদূরে পাঠাইয়াছে। নহিলে জ্যাক লেখাপড়া শিখিল, কি কারখানার কারিকর হইয়া উঠিল, তাহাতে তাহার কিছুই আসিয়া-যায় না!

কিন্তু এই দূরত্বের ব্যবধান মার প্রাণখানিকে ছেলের প্রাণের আরও কাছে টানিয়া আনিয়াছিল। স্নেহের সুগভীর আকর্ষণে বাহিরের সব ব্যবধান ঘুচিয়া গিয়াছিল। অন্তরে বাহিরে, নিদ্রায়-জাগরণে জ্যাক এখন অহর্নিশিই মার মনে জাগিয়া থাকে।

জ্যাক চলিয়া যাইবার পর ইদার প্রাণ অনুশোচনায় ভরিয়া উঠিল। কেমন করিয়া সে প্রাণ ধরিয়া থাকিবে? আর্জান্তঁর সম্মুখে ইদা জ্যাকের নামও উচ্চারণ করিত না—কবি ইহাতে বিরক্ত হইত। কিন্তু আর্জান্তঁ সহস্র বাধা দিলেও ইদা জ্যাককে একদণ্ডের জন্যও ভুলিতে পারিল না। ভিতরের অনুরাগ প্রবলতর হইয়াই উঠিতেছিল।

আর্জান্তঁ ইহা ঠিকই অনুমান করিয়াছিল; এবং ইহাতেই জ্যাকের

প্রতি তাহার বিরক্তি উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছিল। পরে যখন রুদিক খপর দিল, কাজ-কর্ম্মে জ্যাকের তেমন মনোযোগ নাই, তখন একটা পৈশাচিক আনন্দে মাতার মর্ম্মে আঘাত দিয়া সে বলিল, "দেখ, তোমার কেমন তৈরী ছেলে! কোন ক্ষমতা নেই! কারখানার কাজেও মাথা খেলে না! এমন অপদার্থ!"

কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে। জ্যাককে সে পদে পদে অপদস্থ করিবার চেষ্টা পাইত। ইদার চোখে জ্যাকের অক্ষমতা ও অপদার্থতা সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতে তাহার আগ্রহের যেন সীমা ছিল না। ইহাতে সে আনন্দ লাভ করিত। আজ শেষে অ্যাঁদ্রের চিঠি খুলিয়া পড়িবার লোভ-সম্বরণে অক্ষম হইয়া সেখানা সে খুলিয়া ফেলিল—খুলিয়া যাহা পাঠ করিল, তাহাতে আনন্দে তাহার চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল! পত্রখানা ইদার দিকে ছুড়িয়া আর্জান্ত কহিল, "দেখ, ছেলের কাণ্ডখানা দেখ! এ রকম যে হবে, তা আমি আগে থেকেই জানতুম!"

কি নির্ম্মম আঘাত! নিষ্ঠুর বেদনা এ! মাতার গর্ব্বে মাতার স্নেহে আহত হইয়া বেচারী ইদা কাঁদিয়া ফেলিল! কম্পিত স্বরে সে কহিল, "কিন্তু তুমি, তুমিই এর জন্য দায়ী! কেন, তুমি তাকে তাড়িয়ে দিলে?"

যাক্, যেমন করিয়া হোক, জ্যাককে এখন রক্ষা করিতেই হইবে! কাঁদিয়া ফল কি! কিন্তু, কি উপায়ে? কি উপায়ে রক্ষা করা যায়! এত টাকা সে কোথায় পাইবে? তাহার কোন সঙ্গতি নাই—সে যে একেবারে রিক্ত নিঃস্ব! গৃহের আসবাবপত্র গাড়ীঘোড়া প্রভৃতি বেচিয়া যে টাকা পাওয়া গিয়াছিল, কবির সাহিত্যিক মজলিস প্রভৃতির ব্যয়ভার বহন করিতেই যে তাহা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে!

কে এখন অর্থ দিয়া তাহার জ্যাককে উদ্ধার করিবে? অকস্মাৎ সেই 'বন্ধুর' কথা ইদার তখন মনে পড়িয়া গেল! বিদায়ের

পূর্ব্বে বন্ধু তাহাকে কিছু উপহার দিতে চাহিয়াছিল, সে তাহা গ্রহণ করে নাই। অতীত ভালবাসার স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ বন্ধু সাগ্রহে উপহার দিতে আসিয়াছিল, পাছে আর্জান্তের সম্মানে আঘাত লাগে, ইহা ভাবিয়াই প্রেমের সে অযাচিত দান সে উপেক্ষা করিয়াছে। আজ ইদা নিঃস্ব! দুই-চারিখানা অলঙ্কার যাহা আছে, তাহা বিক্রয় করিলেও এত টাকা মিলিবে না! কবির নিকট এ দুঃখ নিবেদন করা, মিথ্যা! তাহার প্রকৃতি ইদার বেশই জানা ছিল। প্রথমতঃ কবি জ্যাককে ঘৃণা করে, তাহার উপর সে মহা-কৃপণ! সঙ্কীর্ণ স্বার্থ ও হীন মাৎসর্য্যে যাহার হৃদয় ব্যাকুল, মাতৃহৃদয়ের এ আগ্রহ সে বুঝিবে না, বুঝিতে সে পারে না! তাই সে স্থির করিল, কবির কাছে কোন সাহায্য সে চাহিবে না! তবে কে এমন সুহৃৎ আছে, কে এমন উদার পরোপকারী—?

আর্জান্ত কহিল, "ও ছেলেকে আর এখন শোধরাবার চেষ্টা করা মিছে! এতদূর যে উচ্ছন্ন গেছে—"

কথাটা ইদা শুনিয়াও শুনিল না। তাহার শুধু মনে হইতেছিল, একটা কথা! তিন দিনের মধ্যে টাকার যোগাড় করিয়া দিতে হইবে—তিন দিনের মধ্যে না দিলে তাহার প্রাণের জ্যাক জেলে যাইবে!

আর্জান্ত আবার কহিল, "ছি, ছি, বন্ধুবান্ধবদের কাছে আমার মাথা হেঁট হল! লোকের এত খোসামোদ করেছি, আমি, এই ছেলেকে মানুষ করে দেবার জন্য! আমার চূড়ান্ত শিক্ষা হল—"

ইদা কহিল, "এ তিন দিনের মধ্যে যেমন করে পারি, আমি এ টাকার যোগাড় করে পাঠাব—না হলে জ্যাককে তারা জেলে দেবে।"

আর্জান্ত কহিল, "এ কলঙ্কের হাত এড়ানো দরকার বটে। কিন্তু এত টাকা কোথায় পাবে তুমি, শুনি?"

"তুমি যদি দয়া করে—"

আর্জান্ত বাধা দিল, বুঝিল, টাকা দিবার জন্য ইদা তাহাকে অনুরোধ করিবে। রাগে সে জ্বলিয়া উঠিল, কহিল, "আমি দয়া করব? জানি, তুমি শেষ আমাকেই ধরবে। আমার খরচটা ভারী সামান্য কি না! আমার টাকার গাছ আছে! তুমি আমার অনেক টাকা দেখেছ, না? দু বছর তাকে খাইয়ে আমার যা খরচ হয়েছে, তা কোন সৎকার্য্যে দিলে দেশের কত উপকার হত! একখানা বই ছাপালেও জগতে একটা জিনিস থাকত! এখন আমি তার চুরির খেসারত দেব? চুরির সাড়ে তিন হাজার টাকা,—বড় সহজ জিনিস কি না!"

ইদার মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল। দৃঢ় স্বরে সে কহিল, "তোমার কাছে এক পয়সাও আমি সাহায্য চাইছি না—তোমায় কিছু করতে হবে না, তার জন্য। শুধু—"

"তবে তুমি এত টাকা পাচ্ছ, কোথায়? কে এত টাকা দেবে?"

এতটুকু সঙ্কোচ-বাধা না মানিয়া ইদা তখন বন্ধুর নাম করিল। তিনি—তিনি এ টাকা এখনই দিবেন। নিশ্চয়!

প্রেমে, স্নেহে ইদাকে পরম আদরে একদিন যে গ্রহণ করিয়াছিল—যাহার আশ্রয়, নিতান্ত দুর্ভাগিনী সে, মুহূর্ত্তের ভুলে ত্যাগ করিয়া এ পথে আসিয়াছে, তাহার সেই উদার হৃদয়, উপেক্ষিত বন্ধুর নিকট গিয়াই সে কাঁদিয়া পড়িবে! যাহাকে নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে পাপিনী সে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, সেই বন্ধু এ বিপদে কখনও তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারিবে না। ইদা সেই বন্ধুর কাছেই যাইবে।

শুনিয়া আর্জান্ত শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু কোন কথা কহিল না। অনুমানে সে ইহাই বুঝিয়াছিল।

ইদার অতীত জীবন গভীর রহস্যে সমাচ্ছন্ন ছিল। শান্ত, সুন্দর,

ঐশ্বর্য্যশালী স্বামীকে সে ভালবাসিতে পারে নাই! তাহার প্রাণ যৌবনের উন্মেষে যে উদ্দাম চপল প্রেমের তৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিয়াছিল, তাহা তাহার স্বামীর পরিমিত আদর-ভালবাসায় তৃপ্ত লাভ করে নাই! স্বামীর এক কর্ম্মচারীর কুহকে পড়িয়া অভাগিনী আপনার নারী-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া বিপথ-গামিনী হয়! উদার-হৃদয় স্বামীর সে মর্ম্মদাহ, ইদা জীবনে ভুলিবে না! তাঁহার করুণারও কি সীমা ছিল! তিনি আর বিবাহ করেন নাই। তারপর যে পাপিষ্ঠ ইদাকে সর্ব্বনাশের পথে টানিয়া আনে, সে যখন তাহার গহনা-পত্র, টাকাকড়ি কাড়িয়া লইয়া ভিখারিণীর মত পথে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যায়, তখন এই বন্ধুই তাহাকে আশ্রয় দেন! স্বামীর সহিত মিলন সম্ভব ছিল না। কিন্তু ইদা এই বন্ধুর নিকট হইতেও যে ভালবাসা লাভ করিয়াছিল, অনেক স্ত্রীর ভাগ্যে সেরূপ ঘটে না। ইদা যাহাতে কোন কষ্ট না পায়, সে বিষয়ে বন্ধুর সুদৃঢ় লক্ষ্য ছিল। দীর্ঘকাল বন্ধুর আশ্রয়ে কাটাইয়া ইদা তাহাকেও শেষে ত্যাগ করিল! তাহার পর নানা অবস্থার মধ্যে পড়িয়া আর্জান্তঁর সহিত নূতন করিয়া ইদা সংসার পাতিয়াছে—কিন্তু সুখ-শান্তি স্বামীর আশ্রয়ের সহিতই সে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল! দুর্ভাগিনী নারী জীবনে আর কখনও সে সুখের স্বাদ পায় নাই! পাইবার আশাও নাই আর! বিপথে একবার আসিলে মুক্তি নাই—মুক্তি নাই! গড়াইতে গড়াইতে কোথায় গিয়া শেষ তলাইয়া পড়িবে, তাহারও কোন ঠিকানা নাই!

আর্জান্তঁ কহিল, "তাঁর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি? এখন তুমি অবির—"

নন্দা কাঁদিয়া ফেলিল, কহিল, "কিন্তু তাঁর বন্ধুত্বের উপর একটু শুধু-দাবী—"

আর্জান্ত কহিল, "বেশ, তাতে আমি বাধা দিচ্ছি না! তবে তুমি একলা যেতে পাবে না—আমি সঙ্গে যাব।"

ইদা সবিস্ময়ে কহিল, "তুমিও যাবে! বেশ—তাহলে ত ভালই হয়। ওখান থেকে বরাবর অমনি আমি আঁ্যাদ্রেয় যাব, কেমন?"

আর্জান্ত জানিত, ইদা তুরেনে যাইবেই! বন্ধুর নিকট হইতে এ অর্থ ভিক্ষা করিতে সে এতটুকু দ্বিধা করিবে না। কোন বাধাই সে মানিবে না! তথাপি অতীত ইতিহাস তাহাকে সচকিত করিয়া তুলিল। পুরাতন প্রেম যদি আবার নূতন করিয়া জাগিয়া উঠে! ইদা সেখানে কত সুখে, কত আদরে ছিল! যে ঐশ্বর্য্য-সম্পদ বহুদিন সে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, দারিদ্র্যের মধ্যে পড়িয়া, তাহারই বিচিত্র মোহ যদি ইদাকে আজ আবার লুব্ধ করিয়া তুলে! তাহারই মায়ায় ইদা যদি আর্জান্তকে ত্যাগ করে! এখানে পরুষ নিষ্ঠুর আচরণ ভিন্ন একটা মিষ্ট কথাও ত তাহার ভাগ্যে মিলে না। তাই ইদাকে একা যাইতে দিতে আর্জান্তর মন সরিল না।

এদিকে যে ইদাকে নহিলে আর্জান্তর চলেও না। তাহার এই দম্ভে দর্পে সায় দিয়া যাইবে, এমন লোক ইদা ভিন্ন পৃথিবীতে আর দুইটি মিলিবে না! অক্ষম লেখকের গর্ব্ব-আস্ফালন—এই নিরীহ মুগ্ধ ভক্ত ভিন্ন কেহই যে সহ্য করিবে না। তাহা ছাড়া তাহার মাথায় যে নূতন একখানা নাটকের কল্পনা সাড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে, ভ্রমণে তাহা সম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়া নিমেষে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে পারে, এ আশাও তাহার মনে বিলক্ষণ জাগিতেছিল।

ডাক্তার হার্জের উপর গৃহ-রক্ষার ভার দিয়া আর্জান্ত ও ইদা তুরেন যাত্রা করিল।

আর্জান্ত জিজ্ঞাসা করিল, "কি, টাকা পেলে?"

"হাঁ। ইনি ঠিক করেছিলেন, জ্যাককে একেবারে কিছু দান করবেন—নগদ দশ হাজার টাকা। এঁর বড় সাধ, জ্যাক ফৌজে ঢোকে। সে সংসারী হলেই দশ হাজার টাকা উনি তাকে দেবেন, এমনই ইনি ঠিক করেছিলেন! তা যখন দরকার, তখন আজই সে দশ হাজার টাকা ইনি আমার হাতে তুলে দিয়েছেন। সাড়ে তিন হাজার ত অ্যাদ্রেয় দিতে হবে, আপাতত। বাকীটা, ইনি বলছেন, জ্যাকের যাতে ভাল হয়, ভবিষ্যতে উন্নতি হয়, এমনভাবে যেন খরচ করা হয়।"

"বেশ হয়েছে। বাকী সাড়ে ছ' হাজার আমি খাটিয়ে কারবারে দেব'খন। এখানে শুনছিলুম, অল্প বয়সে চুরি করে' যে সব ভদ্রলোকের ছেলে-পিলেরা গোল্লায় যায়, তাদের শোধরাবার জন্য, তাদের মানুষ করবার জন্য একটা সভা আছে, জ্যাককে সেইখানে দি, কি বল? এতে পরে তার ভাল হবে।"

চুরি—চোর! কথাটা ইদার মরমে বিঁধিল! জ্যাক চুরি করিতে পারে, এমন চিন্তাও যে তাহার মনে স্থান পায় না! চোখে দেখিলেও যে ইহা বিশ্বাস হয় না! কিন্তু সেই চিঠিখানা—কি নিষ্ঠুর ভীষণ সংবাদই সে বহিয়া আনিয়াছে! সত্যই কি এ চিঠিখানা আসিয়াছে, না, এ একটা শুধু দুঃস্বপ্ন? ইদা স্বপ্ন দেখিতেছে?

ইদা কহিল, "সে ভেবে-চিন্তে পরে স্থির করা যাবে! এখন ত আগে অ্যাদ্রেয় যাওয়া যাক।"

আনন্দে গর্ব্বে কবির চোখ আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এতগুলা টাকার উপর আধিপত্য করিবে, সে—! পথে সে জ্যাকের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা কল্পনা ফাঁদিয়া বসিল! অতীতের ইতিহাস মন হইতে মুছিয়া জ্যাককে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে, কি উপায়ে,—তাহারই বিবিধ পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া সে রীতিমত বক্তৃতা

দিয়া চলিল—ইদার অন্ধ মাতৃস্নেহের প্রতিও দুই চারিটা বক্র ইঙ্গিত করিতে ছাড়িল না। ইদার দোষেই, ইদার স্নেহের আতিশয্যে, শাসনের অভাবেই শুধু জ্যাক মাটি হইতেছে, বিবিধ তর্ক ও যুক্তি তুলিয়া এই কথাটাই আর্জান্ত স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিল। পরিশেষে, "হয় তাকে এবার আমি বশ, নয় চূর্ণ করব" এই কথা বলিয়া আর্জান্ত আপনার বক্তব্যের মাত্রা শেষ করিল।

ইদা কোন জবাব দিল না। পুত্রকে যে কারার যন্ত্রণা হইতে সে মুক্তি দিতে পারিবে, ইহা ভাবিয়াই তাহার হৃদয়ে আনন্দ ধরিতেছিল না। আর্জান্ত ইদাকে বুঝাইল, সে একাই আঁ্যাদ্রেয় যাইবে। ইদাকে সেই নীচ লোকগুলার বিদ্রূপ-দৃষ্টির সম্মুখে কিছুতেই সে দাঁড়াইতে দিবে না—দিলে, ইদার মর্য্যাদা রক্ষা করা কঠিন ত হইবেই, তাহার উপর জ্যাকও বিশেষ ক্ষুব্ধ হইতে পারে—হইবেও। সে দারুণ অপমান হয় ত বেচারা সহ্য করিতে পারিবে না। শেষে স্থির হইল, আর্জান্ত টাকা লইয়া ম্যানেজারের সহিত দেখা করিয়া জ্যাককে মুক্ত করিয়া আনিবে,—ইদা ষ্টীমারে তাহাদের জন্য প্রতীক্ষা করিবে! এ ব্যবস্থায় ইদা সহজেই সম্মত হইল।

সেদিন রবিবার! পথে ঘাটে বিশ্রামের এক অপূর্ব্ব আনন্দ, বিরামের এক গভীর তৃপ্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল। নদীবক্ষে, ষ্টীমারে, নৌকায় নাবিকের দল গান ধরিয়াছিল। তীর হইতে কুলি ও কারিকরদের হর্ষ-উল্লাসের উচ্ছ্বাস-তরঙ্গ ভাসিয়া আসিতেছিল। আর্জান্ত নামিয়া গেলে ষ্টীমারে বসিয়া ইদা শুধু তাহার জ্যাকের কথা ভাবিতেছিল! সহস্র অপরাধে অপরাধী হইলেও জ্যাক তাহার ছেলে! কত দুঃসহ মুহূর্ত্তে জ্যাক তাহার প্রাণে পরম শান্তি বহিয়া আনিয়াছে, তাহার তপ্ত প্রাণ স্নিগ্ধ সরল স্নেহে জুড়াইয়া

দিয়াছে, জগতে তাহার একমাত্র আপনার, জগতে তাহার সর্ব্বস্ব, সেই প্রাণাধিক পুত্র জ্যাক—ইদা কি কখনও তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে? না। ইহজগতের সকল সুখ, সকল ঐশ্বর্য্যের বিনিময়েও জ্যাককে সে ত্যাগ করিবে না, করিতে পারে না!

শৈশবের সেই গাল-ভরা হাসি, মার আদরে সেই পরম নিশ্চিন্ত নির্ভরতা—নির্ম্মল একখানি ছবির মতই ইদার মনে আজ সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল। আঁদ্রে যাইবার সময় সেই কাতর নয়নের বাক্হীন বেদনা কাঁটার মতই আজ ইদার মর্ম্মে বিঁধিতেছিল! সেই জ্যাককে নির্ম্মম হৃদয়ে সে বিদায় দিয়াছে! কারখানার কঠিন কাজে জ্যাকের স্বাস্থ্য, না জানি, কতখানি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে! ডাক্তার রিভালের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইয়াছে! কেন সে জ্যাককে দুই হাতে চাপিয়া বুকের মধ্যে পুরিয়া রাখিল না! কোন্ প্রাণে ছেলেকে সে মা হইয়া এখানে পাঠাইল! আজিকার কথা ইদা কি কোনদিন স্বপ্নেও ভাবিতে পারিয়াছিল?

চারিদিককার এই অভদ্র উল্লাস-চীৎকারে তাহার প্রাণ অনুশোচনায় ভরিয়া উঠিয়াছিল! ইহারাই জ্যাকের কর্ম্মসঙ্গী—! ইহাদের সঙ্গেই জ্যাক আজ দুই বৎসর বাস করিতেছে! মনটাকে বিক্ষিপ্ত করিবার অভিপ্রায়ে ইদা আর্জাস্ত-কথিত সেই সভার ছাপানো বিবরণী-পুস্তক পাঠ করিতে লাগিল,—

"বালক-চরিত্র-সংশোধনী সভা

শাসন-আলয়। নির্জ্জন কারাবাস-ব্যবস্থায় দুষ্ট বালকগণকে শিষ্ট করা হয়। বিভিন্ন নির্জ্জন ক্ষুদ্র গৃহে বন্দী রাখিয়া বালকগণকে শিক্ষা দেওয়া হয়। কেহ কাহারও মুখ দেখিতে পায় না—মেশা ত দূরের কথা।

চূড়ান্ত আয়োজন! পরীক্ষা প্রার্থনীয়!"

আর্জাস্ত ইতিমধ্যে তীরে নামিয়া রুদিক-গৃহের খোঁজ করিয়া

তাহারই অভিমুখে চলিয়াছিল। আপনার ক্ষমতা দেখাইবার আজ তাহার কি চমৎকার সুযোগই না মিলিয়াছে! অপরাধীকে বক্তৃতার বাণীতে কিরূপ সে অভিভূত করিয়া ফেলিবে, ম্যানেজারের নিকট কি ভাবায় ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, পথে সে তাহা ভাবিয়া স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল!

একজন বৃদ্ধা রমণী আর্জাস্তঁকে রুদিকের গৃহ দেখাইয়া দিল। তাহার নির্দ্দেশ-মত আর্জাস্তঁ আসিয়া যখন রুদিক-গৃহের সম্মুখে পৌঁছিল, তখন সে শুনিল, ভিতরে গান চলিয়াছে! গান থামিলে, কে হাঁকিল, "আরে, এদিকে এস, মাষ্টার জ্যাক—"

এ কি! জ্যাক তবে হাজতে নাই—এখানে! কবি বিস্মিত হইল।

দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেই কবি দেখিল, সম্মুখের ছোট দালানে রীতিমত মজলিস জমিয়াছে। সাত-আটজন বালিকার হাত ধরিয়া জ্যাক মহাস্ফূর্ত্তিতে নৃত্য লাগাইয়াছে, এবং অদূরে দেওয়ালে পিঠ দিয়া টুলের উপর বসিয়া, এক দীর্ঘকায়া নারী! এ আনন্দ-উৎসবের অর্থ কি? ব্যাপার——!

ব্যাপার যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই,—

জ্যাকের মাকে ম্যানেজার যেদিন পত্র লিখিল, তাহার পর দিন মাদাম রুদিক উত্তেজিতভাবে ম্যানেজারের অফিসের দিকে ছুটিল। বাহিরের কোন বাধা-বিদ্রূপে বিচলিত না হইয়া একেবারে আসিয়া সে ম্যানেজারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এক নিশ্বাসে বলিয়া উঠিল, "মশায়, আমি জানি, বেচারা জ্যাক কোন দোষে দোষী নয়। এ চুরির সে কিছুই জানে না—! জেনেদের টাকা সে চুরি করে নি!"

ম্যানেজার চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, কহিল, "কিন্তু এ বিষয়ে বিস্তর প্রমাণ পাওয়া গেছে যে!"

"প্রমাণ! কোথায় প্রমাণ! কে দিয়েছে, প্রমাণ? স্বামী সেদিন বাড়ী ছিলেন না, জ্যাক একা ছিল,—এইতেই কি যথেষ্ট প্রমাণ হয়ে গেল? কিন্তু এ প্রমাণ আমি মিথ্যা বলে দেখাতে এসেছি। জ্যাক একাই যে সেদিন বাড়ী ছিল, তা নয়—আর একজন লোকও ছিল—"

"আর একজন? কে—সে? নাস্তু—?"

"হাঁ, নাস্তু!" ক্লারিসের স্বর এতটুকু কাঁপিল না। তাহার মুখে বিষাদের একটা গভীর ছায়া পড়িয়াছিল।

"নাস্তুই তবে এ টাকা চুরি করেছে?"

ক্লারিসের পাণ্ডু মুখে দ্বিধার একটা রেখা পড়িয়া মুহূর্তেই তাহা সরিয়া গেল। অবিচলিত স্বরে সে কহিল, "না, নাস্তু চুরি করে নি! নাস্তু চোর নয়। আমিই তাকে এ টাকা নিজের হাতে চুরি করে এনে দিয়েছি!"

"দুর্ভাগিনী নারী—"

"সত্যই দুর্ভাগিনী! সে বললে, দুদিনের মধ্যেই এ টাকা সে শোধ করে দেবে। আমি দু'দিন অপেক্ষা করলুম এ দু'দিন আমার স্বামীর দুঃখ, জেনেদের চোখের জল, নির্দোষ বেচারা জ্যাকের লাঞ্ছনা, এ সব আমি এই চোখে দেখে সহ্য করেছি! সে কি কষ্ট! কিন্তু কৈ, নাস্তু এল না ত! কাল তাকে আমি চিঠি দিয়েছি, লিখেছি, আজ ভোরের মধ্যে যদি সে টাকা দিয়ে না যায়, তা হলে সব কথা আমি প্রকাশ করে দেব—! তবু সে এল না—তাই আমি আপনার কাছে এসেছি।"

"তাই তুমি এসেছ! কিন্তু আমি কি করতে পারি?"

"কি করতে পারেন! যথার্থ যে চোর, যথার্থ যে দোষী, তাকে ধরিয়ে দিন, নির্দোষ যে, তাকে মুক্ত করে দিন!"

"কিন্তু তোমার স্বামী—বেচারা রুদিক! এ কথা শুনলে সে মরে যাবে—"

"ভালই হবে! আমিও তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারব! আমার মত পাষাণীর মরাই উচিত! পৃথিবীর পাপের ভার কম হবে।"

ম্যানেজার গম্ভীর স্বরে কহিল, "তোমার মৃত্যু হলেই যদি জেলেদের টাকা পাওয়া যেত ত, তোমার মরণ কায়মনোবাক্যে আমি প্রার্থনা করতুম! কিন্তু এ আত্মহত্যায় নিজেই তুমি শুধু মুক্তি পাবে! ব্যাপার সমানই থাকবে! বরং আরও ভীষণ দাঁড়াতে পারে।"

"তবে কি করব, বলুন!" উত্তেজনায় ক্লারিস হাঁপাইতেছিল। তাহার মুখে-চোখে এ কয়দিনে কে যেন ঘন কালীর একটা কালো দাগ টানিয়া দিয়াছে।

ম্যানেজার কহিল, "এ টাকার কিছু বোধ হয় এখনও তার হাতে পড়ে আছে—সেটা প্রথমত উদ্ধার করতে হবে! সব বোধ হয় একেবারে খরচ হয়ে যায় নি?"

ক্লারিস ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, কে জানে! এই দুর্দ্দমনীয় জুয়া-খেলার নেশা নান্তকে ভূতের মত চাপিয়া ধরিয়াছে, তাই ভয় হয়—

ম্যানেজার একজন কর্ম্মচারীকে ডাকাইল। সে আসিলে ম্যানেজার তাহাকে বলিল, "এখনই স্যাঁ-নাজেয়ারে দু-চারজন লোক সঙ্গে করে তুমি নিজে যাও। নান্তের সঙ্গে দেখা কর। নান্তকে বলবে, এখনই যেন সে আমার কাছে আসে। তাকে না নিয়ে তোমরা ফিরবে না।"

কর্ম্মচারী কহিল, "নান্ত ত আঁাদ্রেতেই আছে। এইমাত্র তাকে রুদিকের বাড়ীর কাছে আমি দেখে আসছি—"

"বেশ, তবে শীঘ্র যাও। মাদাম রুদিক যে এখানে আছে, সে কথা তাকে বলো না—! সাবধান! সে যেন এতটুকু সন্দেহও না করতে পারে! যাও।"

কর্ম্মচারী চলিয়া গেলে ম্যানেজার শূন্য মনে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। ক্লারিস্ স্থিরভাবেই দাঁড়াইয়া ছিল। বাহিরে কারখানায় তখন কাজ চলিয়াছে। বাষ্প-নির্গমের শব্দেও যেন কখনও মিনতি, কখনও অনুযোগের সুর ধ্বনিয়া উঠিতেছে! লোহাপেটার দুমদাম ভীষণ শব্দ চলিয়াছে! কিন্তু ক্লারিসের অন্তরে আজ যে নানা ভাবের সংগ্রাম-কোলাহল উত্থিত হইয়াছে, তাহার কাছে বাহিরের এ কোলাহল কিছুই নয়!

দ্বার খুলিয়া নাস্ত্ ভিতরে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়াই সে কহিল, "আমায় ডেকেছেন, আপনি?"

সহসা পার্শ্বস্থিতা ক্লারিসের পানে নাস্তের নজর পড়িল। ক্লারিসের বিবর্ণ ম্লান মুখ, ম্যানেজারের রুক্ষ দৃষ্টি—ব্যাপার বুঝিতে নাস্তের আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইল না।

ক্লারিস্ আপনার কথা রাখিয়াছে তবে,—ম্যানেজারের কাছে সব কথাই সে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে!

নিমেষের জন্য নাস্তের শরীরে একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ ছুটিয়া গেল—একটা পৈশাচিক প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, এখনই এই দুর্ব্বল নারীটাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া, ম্যানেজারকে তাহার এই অনধিকার-চর্চ্চার সমুচিত শাস্তি দিয়া সে পলাইয়া যায়! কিন্তু ক্লারিসের রক্তহীন বিবর্ণ মুখের পানে আর একবার চাহিতেই সে প্রবৃত্তি তাহার অন্তর্হিত হইল। অনুতাপে চিত্ত ভরিয়া উঠিল। সে কহিল, "আমায় ক্ষমা করুন!" নাস্ত্ চোখের জল রোধ করিতে পারিল না।

ম্যানেজার কহিল, "কান্না, ক্ষমা,—ও সব রেখে দাও, নাস্ত্! কাজের কথা কও। এই স্ত্রীলোক, শুধু তোমার জন্য, তোমারই অনুরোধে, আপনার স্বামী-কন্যার সর্ব্বস্ব চুরি করেছে। দুদিনের মধ্যে তোমার এই টাকা দেবার কথা ছিল—"

কৃতজ্ঞতায় নাস্ত্ অভিভূত হইয়া পড়িল। সে ক্লারিসের পানে আর একবার চাহিল! তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য মিথ্যা বলিয়া ক্লারিস্ নিজেই এ চোরের অপবাদ মাথায় লইয়াছে! ক্লারিস্ নত দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়াছিল—নাস্তের পানে মুখ তুলিয়া একবারও সে চাহিল না। সেই ভীষণ রাত্রে নাস্তের সহিত সকল সম্পর্ক সে চুকাইয়া দিয়াছে! আর নূতন করিয়া ক্ষমনের কোন প্রয়োজন নাই!

ম্যানেজার কহিল, "কৈ, সে টাকা?"

"এই যে আমি এনেছি—"

যথার্থ ই নাস্ত্ টাকা আনিয়াছিল! গৃহে ক্লারিসকে না দেখিয়া সে তাহারই সন্ধান করিতেছিল, এমন সময় ম্যানেজারের কর্ম্মচারী গিয়া তাহাকে ডাকিয়া আনে!

ম্যানেজার কহিল, "এতে পুরো তিন হাজার আছে?"

"না, চারশ কম—"

"বুঝেছি। এ চারশ টাকা আজ জুয়া খেলবার জন্য তুমি রেখেছ!"

"না, যথার্থ না! এ টাকা আমি হেরে গেছি! কিন্তু শীঘ্রই তা দিয়ে দেব।"

"বেশ! আপাততঃ আমিই না হয় এ টাকা পুরিয়ে দিচ্ছি—পরে তুমি এ চারশ' টাকা আমায় দিয়ো। বেচারী জেনেদের বিয়েরও আর দেরী নেই—তোমার অপেক্ষায় বসে থাকলে চলবে না। যাই হোক, রুদিককে জানানো চাই, কেমন করে এ টাকা চুরি গেছে! এখানে বসে সংক্ষেপে তুমি আগাগোড়া সব কথা লিখে দাও—"

কি লিখাইয়া লইবে,—ম্যানেজার তাহাই ভাবিতে ছিল। নান্তু কোন কথা না বলিয়া বসিয়া কলম ধরিল। ক্লারিস্ একবার মাথা তুলিল! সে ব্যাকুল হইয়া উঠিল! কি পত্র লিখাইয়া লইবে, এ পত্রের উপর তাহার জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে যে!

ম্যানেজার কহিল, "নাও, লেখো - ম্যানেজার মশায়, রুদিকের আলমারিতে জেনেদের যে যৌতুকের টাকা ছিল — তা থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা যা চুরি গেছে,—তা আমিই নিয়েছি। অন্য লোককে তার জন্য দোষী করবেন না।"

নান্তু একবার আপত্তি করিল, কিন্তু ক্লারিসকে তাহার ভয় ছিল। অথচ অন্য উপায়ও নাই। কাজেই সে ম্যানেজারের কথামত লিখিতে লাগিল,—

"এ টাকা আমি ফেরত দিলাম! রাখিতে পারিলাম না। এ টাকা আমার সমস্ত মনকে তাতাইয়া তুলিয়াছে। এক মুহূর্ত্ত আমি শান্তি পাইতেছি না। যে নিরীহ, নির্দ্দোষ বেচারাদের উপর এই চুরির জন্য নির্য্যাতন চলিতেছে, তাহাদিগকে এই দণ্ডে মুক্তি দিন। তাহারা চুরির কিছুই জানে না। রুদিককে বলিবেন, তিনি যেন আমায় ক্ষমা করেন। আমি কারখানা ত্যাগ করিলাম। লজ্জায় তাঁহার সহিত দেখা করিতে পারিলাম না। যদি কখনও চরিত্র-সংশোধন করিতে পারি, ঐকান্তিক পরিশ্রমে কখনও যদি অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারি, করিয়া মানুষ হই, তবেই আবার ফিরিয়া সাধু-চরিত্র রুদিকের সঙ্গে দেখা করিব, অ্যাদ্রেয় মুখ দেখাইব, নহিলে চির-বিদায়!"

লেখা হইলে ম্যানেজার কহিল, "নাও, সই কর।"

বিনা-বাক্য-ব্যয়ে নান্তু পত্রের তলদেশে নাম স্বাক্ষর করিল। ম্যানেজার কহিল, "এখন তুমি যেতে পার! গেরিক্রীতে যেতে পার—সেখানে আমি তোমার কাজেরও জোগাড় করে দিতে পারি!

মানুষ হবার চেষ্টা কর, নাস্ত্। আর মনে রেখো, অ্যাদ্রেয় যদি আর কখনও তোমায় কেউ দেখে, তবে সেই মুহূর্ত্তেই চোর বলে তোমায় ধরিয়ে দেব! তোমার এই চিঠিই তখন তোমার অপরাধের সাক্ষ্য দেবে।"

নাস্ত্ চলিয়া গেল। ম্যানেজার কহিল, "ঘরে যাও, মাদাম রুদিক। তোমার স্বামীর জন্যই শুধু এ কাজ করলুম আমি—সত্য কথা জানতে পারলে বেচারার প্রাণে দারুণ ঘা লাগবে—"

"সে ঘা না লাগুক! আমি আমার স্বামীকে এবার সমস্ত বেদনা থেকে মুক্তি দেব, স্থির করেছি—"

"তার মানে?"

"এ প্রাণ ত্যাগ করব। জীবনটাকে নানাভাবে আমি জড়িয়ে ফেলেছি—এ বাঁধন অসহ্য হয়ে উঠেছে। সমস্ত বাঁধন কেটে তাকে আমি মুক্তি দিতে চাই।"

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ম্যানেজার একটা দারুণ আশঙ্কায় চিন্তিত হইয়া পড়িল। আশ্বাসের স্বরে ম্যানেজার কহিল, "মাদাম রুদিক, মনে সাহস আনো। এ চিঠি রুদিকের হাতে পড়লে তার মনে কতখানি কষ্ট হবে, ভাব দেখি! তার উপর যদি তুমি আত্মহত্যা কর ত, সে আঘাতের বেদনা রুদিকের প্রাণে কতখানি বাজবে—তা ভাবছ কি? তাকে শান্তিতে জীবনের এ শেষ কটা দিন থাকতে দাও—আর অভিভূত করো না। যা হয়ে গেছে, তার আর চারা নেই। ভবিষ্যৎটা যাতে ভালো করে গড়ে তুলতে পারো, তারই চেষ্টা কর। সকলকে সুখে রাখবার চেষ্টা কর—নিজে সুখ পাবে, শান্তিও মিলবে!"

"আপনার কথা রাখবার চেষ্টা পাব—" বলিয়া মাদাম রুদিক ধীরে ধীরে বিদায় গ্রহণ করিল।

রুদিক এ পত্র পাঠ করিয়া হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইল! নাস্ত চুরি করিয়াছিল? নাস্ত্,—তাহার ভাই? সে চোর! অথচ তাহার পত্নী ক্লারিস এই নাস্তুকে কত ভালবাসে! যৌতুকের অর্থ ফিরাইয়া পাইয়া অত্যধিক আনন্দে জেনেদ্ তাহার সকল কষ্টই ভুলিয়া গেল।

আর জ্যাক? বেচারা জ্যাক? তাহার জয়ধ্বনিতে রুদিক গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ম্যানেজার স্বহস্তে জ্যাকের নির্দ্দোষিতার বিবরণ লিখিয়া কারখানার সর্ব্বত্র সকলের নিকট তাহা পড়াইয়া শুনাইল। অন্যায় লাঞ্ছনার জন্য জ্যাককে ডাকিয়া ম্যানেজার তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। আর রুদিক-গৃহের ক্ষমা ও আদরের আতিশয্যে জ্যাক অভিভূত হইয়া পড়িল।

বেলিসেয়ার মুক্তি পাইয়া নিমেষেই কোথা অদৃশ্য হইয়া গেল।—কাহারও সহিত সে সাক্ষাৎ করিল না।

জ্যাকের জন্যই বিশেষ করিয়া আজ রুদিক-গৃহে নাচের আসর বসিয়াছিল। রুদিক সহস্র বার ক্ষমা-প্রার্থনা করিয়া কবিকে সকল কথা আদ্যোপান্ত খুলিয়া বলিল। কয়েকটা প্রমাণ নিতান্তই জ্যাকের বিরুদ্ধে ছিল—নহিলে মনের মধ্যে একবারও সে জ্যাককে অপরাধী ভাবিতে পারে নাই!

তথাপি আর্জান্ত শাসনের গম্ভীর বাণীতে জ্যাককে পীড়িত করিয়া তুলিল। বাছা বাছা কথা দিয়া যে বক্তৃতাটুকু সে ঠিক করিয়া আনিয়াছিল, তাহার অব্যবহার ত হইতেই পারে না। কাজেই আর্জান্তকে কোন মতে নিরস্ত করা গেল না। রুদিক বারবার বলিতে লাগিল, "ওকে বলবার কিছু নেই—সাহেব। আমরা বারবার ক্ষমা চাইলেও আমাদের প্রায়শ্চিত্ত হবে না।" তথাপি আর্জান্তর মুখে যখন ভাব ও ভাষার বাণ ডাকিয়াছে, তখন তাহাকে রোধ করে, এমন সাধ্য সেখানে কাহারও ছিল না!

এই সুদীর্ঘ বক্তৃতার একটা ছত্রও জ্যাকের হৃদয়ঙ্গম হইল না—শুধু এইটুকু সে বুঝিল, তাহারই মুক্তির জন্য কবি এতটা পথ কষ্ট করিয়া আসিয়াছে, শুধু আসা না,—সঙ্গে টাকাও আনিয়াছে! এ অর্থ কে দিল, আর্জান্তঁ তাহা মোটেই ভাঙ্গে নাই। জ্যাক ভাবিল, আপনার অর্থ দিয়া আর্জান্তঁ তাহার মুক্তি ক্রয় করিতে আসিয়াছে! এমন হৃদয়বান লোককে বরাবর সে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে! কি অন্যায় সে করিয়াছে! সম্ভ্রমে, শ্রদ্ধায় আজ আর্জান্তঁর পায়ে জ্যাকের মন লুটাইয়া পড়িল! আর্জান্তঁ এত মহৎ!

দুষ্ট ঘোড়াকে বশে আনিতে পারিলে সওয়ারের যেমন আনন্দ হয়, জ্যাকের এই ভাব দেখিয়া আর্জান্তঁরও ঠিক ততখানি আনন্দ হইল। সে ভাবিল, "এবার আমি ছোকরাকে বশ করেছি।"

পরে উভয়ে পথে বাহির হইল। মার সংবাদ পাইয়া জ্যাকের প্রাণে আনন্দ যেন ধরিতেছিল না। আর্জান্তঁর প্রতি তাহার বিশ্বাস আজ এমনই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, জ্যাক কহিল, "কারখানার কাজ আমার মোটে ভাল লাগে না! কারিকর হতে পারব না, আমি! এই নির্জ্জনতার মধ্যে থেকে, কারুকে না দেখে, মাকে না দেখে, আমার মন কেমন ভার হয়ে থাকে, কাজ করতে মোটেই ভাল লাগে না! কাজ যে খুব শক্ত, তা নয়, তবে যাতে মাথা খাটানো যায়, এমন কাজই আমার পছন্দ। এখানে যে কাজ, এ সব গায়ের জোরের—নিতান্তই কলের কাজ! মোটে মাথা খেলাতে হয় না, এতে সুখও এতটুকু নেই—"

গভীর বিশ্বাসে জ্যাক আর্জান্তঁর হাতখানা আপনার হাতে চাপিয়া ধরিল। আর্জান্তঁ হাত টানিয়া লইল। সে ভাবিতেছিল, ইদা এখানে আসিয়াছে, এ সংবাদ জ্যাককে সে দিবে কি না!

মাতা-পুত্রে সাক্ষাৎ—? কিন্তু না, কিছুতেই তাহা ঘটিতে দেওয়া হইবে না। আনন্দে আত্মহারা হইয়া ইদা জ্যাককে বুকে চাপিয়া ধরিবে। জগতে জ্যাক ছাড়া ইদা কাহাকেও তেমন অন্তরের সহিত চাহে না—! সাক্ষাৎ হইলে আজাস্ত'র কথা ইদা একবারও মনে করিবে না—জ্যাককে লইয়াই সে অস্থির হইয়া উঠিবে! আর টাকার কথাও বাহির হইয়া পড়িবে! এ আনন্দ আজার্স্ত'র প্রাণে সহ্য হইবে না। ঈর্ষায় তাহার চিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। তাহা হইলে এই যে মহত্ত্বের নিশানটা উড়াইয়া দেওয়া গেল, তাহারই দশা কি হইবে! সত্য কথাটা জাহির হইলে এখনই সে-ত নিশান ছিঁড়িয়া চূর্ণ হইয়া যাইবে যে! তাই সে স্থির করিল, না, ইদার সহিত জ্যাকের সাক্ষাৎ ঘটিতে দেওয়া কিছুতেই বুদ্ধির কাজ হইবে না!

জ্যাকের কথার উত্তরে আজাস্ত কহিল, "তোমার এ কথা শুনলে তোমার মার মনে বড় কষ্ট হবে। তাঁর বড় সাধ, তুমি কারিকর হও। যেমন করে পার, যত কষ্ট হোক, কারিকর হওয়া তোমার চাই-ই! তোমায় ত কতবার বলেছি, জ্যাক—এ জীবন নহেক স্বপন! কথাটা চিরদিন মনে রেখো, তাহলে ভবিষ্যতে কখনও কষ্ট পাবে না।"

প্রায় একঘণ্টা ধরিয়া উভয়ে পথে পায়চারি করিয়া বেড়াইল। হতভাগ্য জ্যাকের প্রাণ মাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। সে জানিল না—আর কয়েক পদ দূরেই তাহার মা একান্ত উদ্বেগাকুল হৃদয়ে তাহারই মুখখানি দেখিবার জন্য অস্থির ভাবে প্রতীক্ষা করিতেছে! হায়, ইঙ্গিতেও যদি এ কথা সে জানিতে পারিত!

ষ্টীমারে প্রতীক্ষা করা অসহ্য হইয়া উঠায়, ইদা তীরে নামিয়া

ব্যাকুলভাবে জ্যাকের পথ চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল! আজ দুই বৎসর পরে পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইবে! আঃ! এমন সময় আর্জান্ত ফিরিয়া আসিল! ইদা জিজ্ঞাসা করিল, "জ্যাক?"

আর্জান্ত কহিল, "কোন ভাবনা নেই। সে ছাড়া পেয়েছে—লজ্জায় সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে না—এত বললুম আমি। আর লজ্জা তার হ'তেও পারে,—এ রকম একটা অন্যায় করে ফেলেছে! ছাড়া পেয়েই কোথায় সে ছুটে পালিয়ে গেল! তারপর আমিও ভাবলুম, তোমার সঙ্গে দেখা হলে হয়ত মন খারাপ হতে পারে, কাজে মন বসতে আবার কিছুদিন লাগবে—এখন দেখা করতে চাচ্ছে না, যখন, তখন থাক্ না হয়! কাজেই আর পেড়াপেড়ি করলুম না,—সন্ধানও নিলুম না—"

ইদা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। একটা অসহ্য বেদনায় তাহার বুক ভরিয়া গিয়াছিল, মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না।

আজ এত কাছে আসিয়া—দীর্ঘ দুই বৎসর পরেও, পুত্রের সহিত দেখা হইল না! এত কাছে, যে, একবার চীৎকার করিয়া ডাকিলেই শুনা যায়! কে জানে, কবে আবার দেখা হইবে! মাতার অতৃপ্ত হৃদয়ের কাতর দীর্ঘশ্বাস বাতাসে মিলাইয়া গেল। ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সমুদ্র-যাত্রা

দুঃখের দিন দীর্ঘ বোধ হইলেও, কোনমতে কাটিয়া যায়। জ্যাকের দিনও কাটিয়া যাইতেছিল।

উক্ত ঘটনার পর দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। জেনেদ বিবাহের পর স্বামীর গৃহে গিয়াছে। এ দুই বৎসরে জ্যাক আপনার দুর্ব্বল বাহু দুইটাকে কারখানার কাজে দড় করিয়া তুলিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছে। তাহার শিক্ষানবীশীর যুগ কাটিয়া গিয়াছে। এখন সে কারখানায় কাজ করিয়া বেতন পায়। বেতন সামান্য,—কাজের অনুপাতে অপর কারিকরের মত জ্যাক হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিতে পারে না; হাতুড়ি পিটিতে পিটিতে অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার হাত ভারিয়া যায়, সর্ব্ব দেহ হইতে ঘাম ঝরিয়া পড়ে। কাজ করিয়া তাহার করতল দুইটা কঠিন পরুষ হইয়া উঠিয়াছে; হাতে কড়া পড়িয়াছে। দিনের শেষে দেহটাকে কোনমতে টানিয়া সে রুদিকের গৃহে ফিরে, তারপর আহারাদি করিয়া শুইয়া পড়ে। আবার ভোরেই গাত্রোত্থান করিয়া কারখানায় ছুটিতে হয়। কাহারও সহিত মিশিতে বা গল্প করিতে তাহার প্রবৃত্তি হয় না। জীবনটা নিতান্তই স্ফূর্ত্তিহীন, লক্ষ্যহীন হইয়া পড়িয়াছে।

রুদিক-গৃহেও ইদানীং কেমন-একটা স্তব্ধতা বিরাজ করিত। জেনেদ্ চলিয়া যাওয়ায় তাহার ঘর খালি পড়িয়া রহিয়াছে। মাদাম রুদিকও আর ঘরের বাহির হয় না, বা কাহারও প্রতীক্ষায় ঘরের মধ্যেও সে বসিয়া থাকে না! পর্ব্বত-গাত্র-নিঃসৃত নির্ঝরিণী যেমন আপনার বেগে আপনিই বহিয়া যায়, কোনদিকে লক্ষ্য রাখে না, মাদাম রুদিকের

জীবনটাও তেমনইভাবে বহিয়া চলিয়াছিল। কোন দিকে আর তাহার লক্ষ্য ছিল না, জীবনে বৈচিত্র্যও ছিল না। রুদিক আপনার কর্ত্তব্য পথে তেমনই অচপল স্থির লক্ষ্য রাখিয়া জীবন নির্ব্বাহ করিতেছিল। এই শান্ত ক্ষুদ্র পরিবারটির উপর দিয়া সম্প্র যে একটা উদ্দাম ঝড় বহিয়া গিয়াছে, গৃহখানির প্রতি একটু মনোযোগ-দৃষ্টি স্থাপন করিলে সহজেই তাহা বুঝা যায়।

জ্যাকের জীবনে ইতিমধ্যে ছোট একটি ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। ঘটনাটি নিতান্ত সামান্য হইলেও প্রভাব তাহার যথেষ্ট ছিল। এবার শীতটা প্রচণ্ড পড়িয়াছিল, বর্ষাও রীতিমত নামিয়াছিল। সহরের পথ-ঘাট বহুদিন জলমগ্ন ছিল। কাজ-কর্ম্ম তাহারই মধ্যে সারা হইতেছিল। সেই ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্যাকের অতিরিক্ত সর্দ্দি-কাশী হইয়া পড়িল। সপ্তাহাধিক কাল জ্বর-গায়ে কারখানায় তাহাকে কাজ করিতে হইয়াছিল—তার পর একেবারে সে আরোগ্য লাভ করিতে পারিল না। সামান্য জ্বর ও কাশী লাগিয়াই রহিল; মধ্যে মধ্যে বাড়িত। মার কাছ হইতে পত্রাদিও সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। মার চিঠিতে জ্যাক জানিয়াছিল, আর্জান্তঁর কাজের ভিড়ে পত্র লিখিবার বিজন অবসর তাঁহার একরূপ দুর্ঘট হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি জ্যাকের চিন্তা তাঁহার মনে অহরহই জাগিয়া আছে। জ্যাক যেন পূর্ব্বের মতই নিয়মিত পত্রাদি লিখিয়া মাতার ভাবনা দূর করে! কবি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া "ফষ্টের কন্যা" নাটকের রচনা শেষ করিয়াছেন। প্রকাণ্ড পঞ্চাঙ্ক নাটক। নাটকখানি কয়েকটি থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষকে দেখানও হইয়াছে, কিন্তু এই সব স্বার্থ-সর্ব্বস্ব দুর্বৃত্ত লোকগুলা আশ্চর্য্য স্পর্দ্ধা দেখাইয়া বহিখানি ফেরত দিয়াছে। কবি তাহাতে একান্তই কাতর মর্ম্মাহত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু প্রতিভার বাণী একবার যাহার হৃদয়ে সাড়া দিয়াছে, এ সকল তুচ্ছ অবহেলা কি কখনও তাহাকে বাধা দিতে

পারে? কবি তাই মোরোন্‌ভা প্রভৃতির সাহায্যে এক অপূর্ব্ব সাধনায় ব্রতী হইয়াছেন। যেদিন সে সাধনার কথা জগতে প্রচার হইবে, সেদিন একটা শ্রদ্ধা-মিশ্রিত কৌতূহলে শুধু সারা প্যারির অধিবাসী নহে, সমস্ত সভ্য জগৎ স্তম্ভিত চকিত হইয়া উঠিবে! সে শুভদিনও আসন্নপ্রায়!

মোরোন্‌ভা, মাদ্রু, জিম্‌নাজ! সে আজ কতদিনের কথাই বা! তত দুঃখের মধ্যেও সে কি সুখে দিন কাটিত! জিম্‌নাজের জ্যাক ও কারখানার জ্যাক,—দুইজনে কত প্রভেদ! জিম্‌নাজের জ্যাক—সে এক শান্ত, সুসভ্য কোমল ভদ্র বালক, আর কারখানার জ্যাক—হাড়গুলা উঠিয়া পড়িয়াছে, হাত কড়া কঠিন হইয়াছে, অগ্নির তাপে থাকিয়া থাকিয়া দেহের বর্ণ মলিন কদর্য্য হইয়া গিয়াছে! ডাক্তার রিভালের কথাই আজ বর্ণে বর্ণে ফলিয়া উঠিয়াছে! সামাজিক সম্পর্কই মানুষে-মানুষে বিভিন্নতা আনে, ব্যবধানের সৃষ্টি করে!

রিভাল-গৃহের স্মৃতিতে সহসা জ্যাকের চিত্ত আজ বেদনায় ভরিয়া উঠিল। আর্জ্জান্তঁর সহস্র নিষেধ-সত্ত্বেও রিভালকে সে ভুলিতে পারে নাই। জ্যাকের জীবনের একাংশে যাহা কিছু শুভ উজ্জ্বল ছিল, তাহা রিভালের স্নেহ-কিরণ-স্পর্শেই! প্রতিবর্ষের প্রথম দিনটিতে রিভাল-পরিবারের শুভ কামনা করিয়া জ্যাক রিভালকে পত্র লিখিত। তাহার উত্তরও আসিত। সে কি মধুর আশ্বাস-পরিপূর্ণ স্নেহের উচ্ছ্বসিত বাণী! এ বৎসর কিন্তু কোন উত্তর আসে নাই! কেন? তাহারা কুশলে আছে ত? কে জানে! আর সেসিল! সেসিলের নাম মনে পড়িবামাত্র জ্যাকের নয়ন-পল্লব অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল!

এই সুগভীর হতাশার মধ্যে একটি কথা শুধু জ্যাকের প্রাণে শক্তির সঞ্চার করিত। সে তাহার মাতার কাতর অনুরোধ!—মা লিখিয়াছিল, "জ্যাক, আপনার দিন কিনিয়া নাও, মানুষ হও, রোজগার-ক্ষম হও। যেদিন তুমি আমার ভার লইতে পারিবে,

সেই দিন আমি সুখী হইব—সেই দিন আমার সকল দুঃখ ঘুচিবে।”

কি করিয়া মার দুঃখ ঘুচাইবে, সে? মাহিনা অতি সামান্য, কাজ করিবার শক্তিও তাহার অল্প; সুতরাং বেতন-বৃদ্ধির আশা নিতান্তই ক্ষীণ! শান্ত নম্র প্রিয়দর্শন হইলে কি হইবে! কাজ চাই! কাজ কর, মাহিনা মিলিবে, মাহিনা বাড়িবে। সেরূপভাবে কাজ করিবার শক্তিই বা দুর্বল জ্যাকের কোথায়! লাবাস্ত্যান্দ্রের আশ্বাস-সত্ত্বেও জ্যাক তেমন কর্ম্মঠ হইয়া উঠিল না—সে সম্ভাবনাও মোটে ছিল না। এই সতেরো বৎসর বয়সে শিক্ষানবীশীর যুগ কাটাইয়া সে দৈনিক আধ ক্রাউনের বেশী উপার্জ্জন করিতে পারিত না। এই আধ ক্রাউনের উপর নির্ভর করিয়াই তাহাকে বাসা-খরচ জোগাইতে হইবে, তাহার উপর কাপড়-চোপড় এবং রোগ হইলে পথ্যাদিও আছে! অসম্ভব! অসম্ভব! এ জীবনে উন্নতির কোন আশা নাই। মা আজ যদি সহসা লিখিয়া বসেন,—“জ্যাক, আমি তোমার কাছে যাইতেছি— ?”

রুদিক একদিন জ্যাককে ডাকিয়া কহিল, “এ কাজে এসে তুমি ভাল করনি, জ্যাক! ভদ্রলোকের ছেলের কি এ কাজ পোষায়? উন্নতির আশা ত আমি কিছু দেখছি না, তোমার। আমি হলে এখানে পড়ে না থেকে অন্য কোনদিকে চেষ্টা দেখতুম। এক কাজ করবে, জ্যাক—? সিদনু জাহাজের ইঞ্জিনিয়ার সেদিন একটি লোকের কথা বলছিলেন—এঞ্জিনের জন্য তাঁর একজন লোক চাই। দিনে পাঁচ সিলিং মাহিনা। সারা পৃথিবী ঘুরবে,—খাওয়া-দাওয়াও আলাদা পাবে! কাজটা প্রথমে শক্ত বোধ হবে, কিন্তু একবার অভ্যাস হয়ে গেলে ভবিষ্যতে উন্নতির এতে খুবই সম্ভাবনা আছে! চাই কি, একদিন জাহাজের কাপ্তেনও হতে পার! করবে, এ কাজ?”

সানন্দ চিত্তে জ্যাক সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

মাসিক সাড়ে সাত পাউণ্ড মাহিনায় আরম্ভ! সারা পৃথিবী প্রদক্ষিণ! জ্যাকের চিত্ত উল্লাসে ভরিয়া উঠিল। মাতুর নিকট হইতে অজানা কত দেশের কত বিচিত্র কাহিনী সে শুনিয়াছিল। শৈশবে দুই-চারিটা রূপকথায় পরীর দেশের সুমধুর স্বপ্নের কাহিনী শুনিয়া কি মোহে তাহার চিত্ত মাতিয়া উঠিত, আজ জ্যাকের তাহাই মনে পড়িল। প্রথমে এঞ্জিনে কয়লা দিবার কাজ করিতে হইবে—তাহাতে কি আসিয়া যায়! পরিশ্রম এখানকার চেয়ে লঘু হইবে ত। উন্নতিরও আশা আছে!

চারি বৎসর পরে একদিন প্রভাতে মাদাম রুদিকের কাছ হইতে বিদায় লইয়া রুদিকের সহিত জ্যাক আঁদ্রে ত্যাগ করিল। সেদিনকার প্রভাত কি স্নিগ্ধ সুন্দর মূর্তিতে জাগিয়া উঠিয়াছিল!

ছোট ষ্টীমারের ডেকে দাঁড়াইয়া জ্যাক চারিধারে অপূর্ব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিল। নদীর জল ফুলিয়া ফুলিয়া ষ্টীমারের বিপরীত দিকে চলিয়াছে। ক্রমেই তাহার বিস্তারিত দেহ চোখের সম্মুখে জাগিয়া উঠিতেছে। বায়ু নির্মল, জল পরিষ্কার, আকাশ রৌদ্রে রঞ্জিত! দূরে তীর-প্রান্তে বৃক্ষগুলার উচ্চতা ক্রমেই হ্রস্ব হইতেছে, পরস্পরের ব্যবধান ঘুচিয়া গিয়া একটা দীর্ঘ শ্যামল দেওয়ালের মতই দেখাইতেছে। মাঝে মাঝে কর্ষিত ক্ষেত্রের পর বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন জলাভূমি। কোথাও নদীর তীরে সারি সারি মিলের চিমনি হইতে ঘন-কৃষ্ণ ধূম নির্গত হইয়া একদিককার আকাশটাকে মসী-নিবিড় করিয়া তুলিয়াছে। বায়োস্কোপের ছবির মতই একটির পর আর একটি বিচিত্র দৃশ্য আসিয়া নয়ন-মনের তৃপ্তি সাধন করিতেছে! নদী ছাড়িয়া ষ্টীমার ক্রমে সাগরের মুখে আসিয়া পড়িল। তরঙ্গের কি এ উদ্দাম উন্মাদ নৃত্য! দুরন্ত শিশুর মতই বায়ু সহর্ষে সে নৃত্যশালায় যোগ দিয়াছে! জল লইয়া মহানন্দে সে লোফালুফি সুরু করিয়াছে!

জ্যাক পূর্ব্বে কখনও সমুদ্র দেখে নাই। জল, জল! চারিধারে যতদূর দৃষ্টি চলে, কেবলই জল! অনন্ত অসীম পারাবার! তরঙ্গের পর তরঙ্গ ছুটিয়া চলিয়াছে—যেন বিপুল হর্ষ ঠিকরিয়া উঠিতেছে! ভ্রমণের নেশা জ্যাককে বিভোর উন্মাদ করিয়া তুলিল।

ক্রমে অদূরে দক্ষিণে পর্ব্বতের ক্রোড়ে স্যাঁ-নাজেয়ারের গৃহ-চূড়াগুলা ফুটিয়া উঠিল। অগণিত মাস্তুল-শির! দেখিলে মনে হয়, কে যেন আকাশের গায়ে কালির অজস্র রেখা টানিয়া দিয়াছে। ষ্টীমার আসিয়া একটা জেটিতে লাগিল। জেটির কাছে আশে-পাশে প্রকাণ্ড সব জাহাজ দাঁড়াইয়াছিল,—এক-একটা যেন বিরাট দুর্গ, যেমন সুন্দর, তেমনই দৃঢ়।

রুদিক ও জ্যাক জেটিতে নামিল। সেখানে উভয়ে শুনিল, সিদনু জাহাজ সেই দিনই দুই-তিন ঘণ্টা পরে জেটি ছাড়িবে। জ্যাককে লইয়া রুদিক তখন ইঞ্জিনিয়ারের সহিত দেখা করিল। জ্যাককে দেখিয়া ইঞ্জিনিয়ার কহিল, "ছোকরাটির শরীর তেমন মজবুত নয়, বোধ হচ্ছে, রোগা দেখছি ত।"

রুদিক কহিল, "সম্প্রতি ওর জ্বর হয়েছিল। জাহাজে থাকতে থাকতেই এটা সেরে যাবে। সমুদ্রের হাওয়ায় স্বাস্থ্যও ভাল হবে।"

"বেশ! বেশী কথা কবার এখন আর সময় নেই, রুদিক! মাহিনার সম্বন্ধে কথা হয়ে গেছে ত? আপাততঃ পাঁচ শিলিং। আর কাজ—"

"হাঁ, সে সব কথা আমি বলেছি।"

"বেশ, ছোকরার নাম কি?"

"জ্যাক!"

জ্যাককে জাহাজে রাখিয়া রুদিক বিদায় লইল। জাহাজ দেখিয়া জ্যাক বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল। অসংখ্য লোকজন! সকলেই দারুণ ব্যস্ত! ভিতরে কল-কব্জারও সংখ্যা নাই। কি, এ ব্যাপার!

জ্যাককে সঙ্গে লইয়া ইঞ্জিনিয়ার অনেকগুলা সোপান অতিক্রম

করিয়া নিম্নতলে এঞ্জিন-কক্ষে আসিল, একটা কৃষ্ণ গহ্বর দেখাইয়া কহিল, "এখানে কয়লা আছে। এটা বয়লার, এতে কয়লা জোগাতে হবে। এই তোমার কাজ!"

বয়লার! চাহিয়া জ্যাক দেখে, এ যেন এক সুদীর্ঘ অগ্নির হ্রদ। অনলের লেলিহান রসনা ভীষণ দৈত্য-রসনার মতই লক্-লক্ করিতেছে! সেখানে যাহারা কাজ করিতেছে,—তাহাদের মুখ, নগ্ন বুক ও পোষাক কয়লার গুঁড়ায় বিকট কালো! দেখিয়া মনে হয়, ইহারা যেন একটা ভীষণ প্রলয়-সাধনের চেষ্টায় এই নরকের মধ্যে গোপনে কি ষড়যন্ত্র লাগাইয়া দিয়াছে।

সর্দ্দারকে ডাকিয়া ইঞ্জিনিয়ার বলিয়া দিল, "এই ছোকরা তোমার এখানে কাজ করবে—এর নাম, জ্যাক।"

সর্দ্দার কহিল, "খুব সময়ে এসেছে। কয়লা দেবার জন্য এখনই আমাদের একজন লোক চাই। এস, জ্যাক।"

জ্যাক কাজে লাগিয়া গেল। বড় খোন্তার সাহায্যে ভস্ম-স্তূপের সহিত দগ্ধ কয়লার রাশি বয়লার হইতে টানিয়া বাহির করিতে হইবে। পরে ঝোড়ায় বহিয়া, সেই কয়লা ডেকে উঠাইয়া আনিয়া, সেখান হইতে সাগর-বক্ষে তাহা ফেলিয়া দেওয়া,—এই তাহার কাজ! কাজটি কঠিন। ঝোড়ায় বোঝাই যাহা দেওয়া হয়, তাহা রীতিমত ভারী, সোপান-শ্রেণীও দীর্ঘ এবং সরু। তাহা ছাড়া উপরকার মুক্ত শীতল বায়ু ছাড়িয়া এই অন্ধকূপে বদ্ধ উত্তপ্ত বায়ুর মধ্যে নামিয়া আসিবার সময় নিশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসে। এক বার, দুই বার জ্যাক ঝোড়া বহিল। তৃতীয় বার পা আর তাহার উঠিতে চাহে না। ঝোড়া তুলিতে না পারিয়া ক্লান্তভাবে সে বসিয়া পড়িল। ঘামে সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে, নিশ্বাস সজোরে বহিতেছে। একজন সহকর্ম্মী আসিয়া কহিল, "নাও, একটু ব্রাণ্ডি খাও দেখি—"

জ্যাক কহিল, "আমি ব্রাণ্ডি খাই না।"

"খাও না? তবেই এখানে কাজ করেছ, তুমি! এ খাটুনি তবে সইবে, কি করে? কখনও খাও না?"

"না!" জ্যাকের পেশীগুলা একেবারে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিল। চেষ্টা করিয়া কোন মতে সে কয়লার ঝোড়া পৃষ্ঠে তুলিয়া আবার উঠিল।

ডেকের শোভা তখন পরম রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে। বিচিত্র বেশ-ধারী যাত্রীর দল ডেকে সমাগত হইয়াছে। তাহাদের আনন্দ দেখিয়া জ্যাকের মনে হইল, এই প্রকাণ্ড জাহাজ যেন একটা ভূখণ্ড,—কত দেশের কত জাতির লোক এখানে একত্র আসিয়া মিলিয়াছে। কাহারও মুখ হাসিতে উজ্জ্বল, কাহারও বা আসন্ন বিদায়-দুঃখে বিষণ্ণ, মলিন।

জ্যাক তন্দ্রাবিষ্টের মত শূন্য ঝোড়া হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার সম্মুখ দিয়া এক নারী সুন্দর পরিচ্ছদে ভূষিত এক বালকের হাত ধরিয়া চলিয়া গেল। দেখিয়া জ্যাকের এক অতীত দিনের কথা মনে পড়িল,—যখন সে মার হাত ধরিয়া নির্ম্মল প্রফুল্ল চিত্তে এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইত! নারীটি যেন তাহার মারই প্রতিবিম্ব! আর এই বালক যেন অতীত দিনেরই সেই সাজ্জিত-সুন্দর জ্যাক! বালকের পরিচ্ছদ জ্যাকের গায়ে লাগিবার সম্ভাবনা দেখিয়া নারী বালককে ভৎর্সনা করিয়া উঠিল, "দেখে চল্‌তে পারিস্‌নে! এখনই এই খালাশিটার গায়ের সমস্ত কয়লা পোষাকে লাগিয়েছিলি আর কি!"

মুহূর্ত্তে জ্যাকের চেতনা হইল। নিমেষে সে দেখিল, কোথায় তাহার স্থান! তাহার স্পর্শও আজ কতখানি অবজ্ঞার, কি হেয়! হায় ধিক, এ হীন জীবনে!

জাহাজের কাপ্তেন হাঁকিয়া উঠিল, "দাঁড়িয়ে কি তামাসা দেখছ হে ছোকরা? যাও, নিজের কাজে যাও।"

জ্যাকের বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। সে আপনার কাজে নীচে নামিয়া গেল। সেই আবর্জ্জনাময় অনল-কুণ্ডই এখন তাহার যোগ্য স্থান!

জ্যাকের জীবন-ইতিহাসে এ এক নূতন পৃষ্ঠা আজ খুলিয়া গেল। কালি-ঝুলিমাখা সঙ্গীদের সহিত কালি-ঝুলি মাখিয়া এই অনল-গহ্বরে বসিয়াই তাহাকে জীবন কাটাইতে হইবে! অন্য উপায়ই বা কি আছে? মিছা দুঃখ করিয়া কোন ফল নাই! মনে শক্তি আনিয়া জ্যাক কাজ করিতে লাগিল। কাজ করিতে করিতে তাহার মনে হইত, সে যেন অন্ধ বধির হইয়া গিয়াছে, জীবনী-শক্তি একেবারেই লোপ পাইয়াছে! শুধু একটা যন্ত্রের মত দম খাইয়া সে কাজ করিয়া চলিয়াছে! অপরে যাহা করে, তাহা দেখিয়া সেইরূপেই সে কাজ করিয়া যায়! শ্রান্ত হইলে সকলে একটা নলের ধারে গিয়া সবলে নলটা টিপিয়া ধরে এবং উপর হইতে বাহিরের মুক্ত বায়ুর একটা ঝলক্ আসে। সেইটুকু পরম তৃপ্তির সহিত সকলে উপভোগ করে! সেও সেইরূপ করিত! আঃ, কি সুন্দর! সমস্ত শরীর যেন জুড়াইয়া যায়! তারপর ব্রাণ্ডি! একটু পান না করিলে চলে না, সত্যই ক্লান্তি ঘুচে না। অগত্যা জ্যাককে ব্রাণ্ডি পান করিতে হইল। পান করিয়া সে যেন নব বলে বলীয়ান হইয়া উঠিত।

এই ঘনান্ধকার জীবনে আলোর ক্ষুদ্র একটি বিন্দু মাঝে মাঝে অন্তরে তাহার জাগিয়া উঠিত। সে তাহার মার চিন্তা! মাকে ইদানীং সে দেবীর মত আপনার হৃদয়-মন্দিরে একান্ত ভক্তির সহিত প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার পূজা করিত! মাকে সুখী করিতে হইবে— ইহা ভাবিয়াই জ্যাক আপনার কষ্টকে কষ্ট বলিয়া গ্রাহ্য করিত না। মার দুঃখ কিছুও যদি সে ঘুচাইতে পারে ত সে কি সুখ!

বন্দরে জাহাজ থামিলেই জ্যাক একখানি করিয়া মার চিঠি

পায়! অমনই তাহার সকল শ্রান্তি ঘুচিয়া যায়। জ্যাকের পত্র এক্ষণে সুদূর ও সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া ইদা প্রায়ই অনুযোগ করিত। কিন্তু জ্যাক সত্যই অবসর পাইত না। ইদার পত্র আর্জান্তঁর সংবাদেই পূর্ণ থাকিত। ইদা এতিয়োল ছাড়িয়া প্যারিতে গৃহ লইয়াছে। প্যারিতে বাস করিবার প্রয়োজনও হইয়াছে। মোরোনভা প্রভৃতির সাহায্যে একটি নূতন সাহিত্য-সভাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মোরোনভা প্রভৃতি তাহার তত্ত্বাবধান করে। তদ্ভিন্ন ইদা লিখিয়াছে, "এতদিনে দেশের এক গুরুতর অভাব মোচন হল। বন্ধু-বান্ধবদের নিতান্ত আগ্রহে আর্জান্তঁ একখানা মাসিকপত্র বার করছেন। কাগজখানা দার্শনিক ও সাহিত্যিক আলোচনায় পূর্ণ থাকবে। নতুন প্রতিভাশালী লেখকদের উৎসাহ দেওয়াই এ পত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। যে সব বিখ্যাত মাসিক পত্র আছে, তাদের অহঙ্কার বড় বেশী, আর তা-ছাড়া তাদের সব সম্পাদকরা এমন পর-শ্রীকাতর যে নতুন লেখকদের কোনরকম উৎসাহ দেওয়া দূরে থাক, তাদের দমিয়ে হঠিয়ে দেবার জন্যই সর্ব্বদা সব প্রস্তুত। এতে কবিরও একটা উপকার হবে। তাঁর লেখা এবার থেকে লোকে পড়বে, তাঁকে সবাই চিনবে। কি অমূল্য সম্পদ সাহিত্যে তিনি দান করছেন, এবার তারা বুঝবে। আমিও এ বিষয়ে যতটুকু পারি, তাঁকে সাহায্য কচ্ছি। মোরোনভা বেশ একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখেছেন। আমি এখন "ফষ্টের কন্যা" নাটকখানা নকল কচ্ছি। কাগজ বেরুলেই তোমায় পাঠাব। তোমাকে অনেক দিন দেখিনি—বড় দেখবার ইচ্ছা হয়। সুবিধামত তোমার একখানা ছবি তুলিয়ে আমায় পাঠিয়ো—তা দেখেও আমার প্রাণ কতক ঠাণ্ডা হবে।"

ইহার কয়দিন পরে জাহাজ যখন হাভানায় আসিয়া নোঙর ফেলিল, তখন পোষ্ট অফিস হইতে জ্যাক এক প্রকাণ্ড প্যাকেট

পাইল। মোড়ক খুলিয়া জ্যাক দেখে, একখানি দীর্ঘাকৃতি গ্রন্থ,—আর্জান্তঁর সম্পাদিত মাসিক-পত্রিকার প্রথম সংখ্যা। লেখা আছে,—

ভবিষ্য জাতির আলোচনা

মাসিক-পত্র

কবিবর আর্জান্ত সম্পাদিত

সূচী

বিষয়	লেখক
আমরা যাহা আছি, এবং যাহা হইব	...
ফষ্টের কন্যা—নাটক—প্রস্তাবনা	কবি আর্জান্ত
উপনিবেশে শিক্ষাবিস্তার	এভারিস্ত মোবোনস্তা
ভবিষ্য যুগের কারিকর	... লাবাস্যাল্
পুষ্প-সুরভির সাহায্যে রোগ-চিকিৎসা	ডাক্তার হারস্ক্
অপেরা হাউসের ম্যানেজারের প্রতি একখানি পত্র ...	এল্।

জ্যাক একবার পাতাগুলা উল্টাইয়া গেল। পড়িয়া সে কিছুই বুঝিল না। কতকগুলা দুর্বোধ কথার সমষ্টিমাত্র। কালির অক্ষরে কে যেন শুধু হেঁয়ালির জাল বুনিয়া গিয়াছে। কভারটা বেশ রঙ্গিন কালীতে পরিপাটী করিয়া ছাপা হইয়াছে।

সূচীতে লেখকদের নাম পড়িয়া রাগে জ্যাকের শরীর জ্বলিয়া উঠিল। দারুণ অভিশম্পাতে লেখকগুলাকে অভিশপ্ত করিয়া অস্ফুট স্বরে সে বলিল, "লক্ষ্মীছাড়া, পাষণ্ড সব! আমার জীবনটাকে এরাই ক'জনে মিলে একেবারে নষ্ট করে দিলে!" তখনই তাহার মনে হইল, এ অভিশম্পাতে ফল কি? তাহাদের ইহাতে এতটুকু ক্ষতি হইবে না—যন্ত্রণায় শুধু তাহারই বুকের অস্থিপঞ্জরগুলা চূর্ণ হইয়া যাইবে! মাসিক-পত্রখানা ছিঁড়িয়া পাকাইয়া সজোরে সে জলে ফেলিয়া দিল।

তার পর যত দিন যাইতে লাগিল, আপনাকে যতই নিরুপায় অসহায় বলিয়া জ্যাক বুঝিতে পারিল, কাজের দিকে ততই তাহার উৎসাহ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। কোথা হইতে শরীরে শক্তিও আসিয়া জুটিতেছিল। কাজ করিতে করিতে ভবিষ্যতের এক সুখ-কল্পনায় সে বিভোর হইয়া উঠিত,—তাহার টাকা হইয়াছে, ছোট একখানি কুটীরে সে বাস করে, মা আসিয়াছে,—আর,—আর একটি মুখের সুধা-মাখা কথায়, স্নিগ্ধ-হাস্য-কিরণ-পাতে সে ঘরখানি মধুর উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সে মুখ সেলিনের—!

এমনই স্বপ্নে জাহাজের সেই রুদ্ধ অন্ধ-কূপে একদিন যখন সে বিভোর ছিল, সহসা তখন এক প্রচণ্ড আঘাতে সমস্ত জাহাজ কাঁপিয়া দুলিয়া উঠিল। উপর হইতে একটা ভীত চকিত কোলাহল নামিয়া আসিল। তাহারই ক্ষীণ প্রতিধ্বনি অন্ধকূপস্থ লোকগুলার কর্ণে প্রবেশ করিল। জ্যাকও তাহা শুনিল।

ব্যাপার কি বুঝিবার জন্য উদ্‌গ্রীবভাবে সকলে উপরে উঠিয়া আসিবে, এমন সময় উপরে সোপানের সম্মুখেই ইঞ্জিনিয়ারের বজ্র-গম্ভীর বাণী ধ্বনিয়া উঠিল, "খবরদার—উপরে আসবার চেষ্টা করেছ কি, এই পিস্তলের গুলিতে মাথা উড়িয়েছি!" ইঞ্জিনিয়ারের হাতে পিস্তল।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে একজন কহিল, "কি হয়েছে?"

"একখানা মার্কিন জাহাজ আমাদের জাহাজের উপর এসে পড়েছিল। ধাক্কায় আমাদের জাহাজ ভেঙ্গে গেছে—ডুবছে। শীঘ্র যাও, কসে দম দাও—ডাঙ্গার দিকে যতটা পৌছুতে পারি! ডাঙ্গাও বেশী দূরে নয়।"

সকলে আপন আপন স্থানে ফিরিয়া আসিল। প্রাণপণে কল চলিতে লাগিল। এঞ্জিন-কক্ষ ভয়ানক তপ্ত হইয়া উঠিল। কয়লা, কয়লা,

কয়লা দাও! আবার দাও! ক্রমে উত্তাপ অসহ্য হইয়া উঠিল। রক্তের মত লাল আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। চালাও কল, চালাও, পুরা দমে চালাও!

জ্যাক ভাবিতেছিল, মরিতে হইবে, কিন্তু কি এ মৃত্যু! আকাশ নাই, বাতাস নাই, এই রুদ্ধ অনল-গহ্বরে বসিয়া কি শোচনীয় অসহায়ভাবেই মৃত্যুর হাতে আজ আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। দুই ধারে লৌহ-নির্ম্মিত সুদৃঢ় উচ্চ প্রাচীর—আত্মহত্যার চেয়েও যে এ মৃত্যু ভীষণ নিষ্ঠুর!

সব শেষ! পাম্প্ আর চলে না। আগুন একেবারে নিবিয়া গিয়াছে! লোকগুলার কাঁধ অবধি জল উঠিয়াছে। জাহাজ দ্রুত জল-গর্ভে নামিয়া পড়িতেছে—এমন সময় সোপান-সম্মুখ হইতে ইঞ্জিনিয়ার চীৎকার স্বরে হাঁকিল, "ছুটে এস, উঠে এস, নিজের নিজের প্রাণ বাঁচাও।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

প্রত্যাবর্ত্তন

পারিতে কে দে জোগীস্তাঁর মধ্য দিয়া যে দীর্ঘ সরু গলি গিয়াছে, তাহার দুই ধারে নূতন ও পুরাতন বিস্তর বইয়ের দোকান। সেই দোকানের সারির মধ্যে থাম-ওয়ালা এক প্রাচীন অট্টালিকায় "ভবিষ্য জাতির আলোচনা" মাসিক-পত্রের কার্য্যালয়।

অনেক খুঁজিয়া বাছিয়া এই বাড়ীটিই কার্য্যালয়ের জন্য ভাড়া লওয়া হইয়াছিল। এ পাড়ায় নূতন মাসিক-পত্রের কার্য্যালয় খাড়া

করা পারি সহরের চির-প্রচলিত রীতি। ইহাতে সুবিধাও বিস্তর; সহরের ঠিক বুকের উপর নানা বিচিত্র অক্ষরে নব-প্রকাশিত গ্রন্থরাজির মন-ভুলানো বিজ্ঞাপনের আড়ম্বরে গ্রন্থ-পিপাসু পাঠকের সম্মুখে প্রলোভনের জাল পাতিয়া রাখিলে লাভের আশা বিলক্ষণ, তাই মোরোন্‌ভা-আর্জান্ত কোম্পানি পত্রিকার কার্য্যালয়-স্থাপনের জন্য এই স্থানটিই নির্ব্বাচন করিয়াছিল।

"ভবিষ্য-জাতির আলোচনার" কর্ত্তৃপক্ষগণ নব-ভাবের পুরোহিত। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য-সভার দ্বার নূতন লেখকগণের সম্মুখে অবারিত ছিল। দেশের প্রাচীন মাসিকপত্রগুলা ক্রূর হিংসা ও অবজ্ঞার সহিত যাহাদের রচনা দূরে নিক্ষেপ করিত, তাহাদিগকে উৎসাহ দেওয়াই মোরোন্‌ভা-আর্জান্ত কোম্পানির প্রধান ব্রত ছিল। কার্য্যালয়টি মাসিক-পত্রের গৌরব-ঘোষণার পক্ষেও যথেষ্ট অনুকূল ছিল—বালি-ঝরা দেওয়াল, অপরিচ্ছন্ন ঘর-দ্বার, জীর্ণ মোটা থাম, সেঁতো জমি, কাগজের একটা মিশ্র দুর্গন্ধ এবং সর্ব্বপ্রকার পারিপাট্যের অভাব কাগজখানির সম্ভ্রম-রক্ষার উপযোগী বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষের ধারণা থাকিলেও কাগজের গ্রাহক জুটিতেছিল না। অক্ষম, বিতাড়িত লেখকগণের কোলাহলে কার্য্যালয় সারাদিন গম্‌-গম্‌ করিত। "মশায়, আমার পদ্যটা কবে ছাপবেন?" "আমার গল্প?" "আমার প্রবন্ধটা দেখবেন? পঁচিশ বছরের মধ্যে কারও মাথা থেকে এমন লেখা বেরোয়নি।" এইরূপ শব্দে সারাদিন কার্য্যালয় গৃহ পরিপূর্ণ থাকিত। মলিন মুখে, জীর্ণ বেশে ছিন্ন পকেটে প্রকাণ্ড পাণ্ডুলিপি লইয়া কত শত লেখক যে কার্য্যালয়ে প্রবেশ করিয়া সম্পাদকের উৎসাহ-বচন-সুধার স্বাদ-গ্রহণে ধন্য হইয়া ফিরিত, তাহার সংখ্যা ছিল না।

"ভবিষ্য জাতির আলোচনার" স্বত্বাধিকারী ছিল দুইজন—জ্যাক ও

আর্জান্ত। জ্যাকের অর্থে,—যে দশসহস্র মুদ্রা বন্ধু তাহাকে দান করিয়াছিলেন,—সেই অর্থে ও আর্জান্তঁর উদ্যোগে এই পত্রের প্রতিষ্ঠা হইল। শার্লৎকে কবি বুঝাইয়া দিয়াছিল, "এমন লাভের ব্যবসা আর দুইটি নাই! টাকাগুলা ব্যাঙ্কে ফেলিয়া রাখিলে কি-ই বা এমন সুদ মিলিবে! তাহার চেয়ে এই মাসিক-পত্র বাহির করা যাক্— আশ্চর্য্য লাভ দেখাইয়া দিব। এত লাভের না হইলে কি ইহাতে আমারও টাকা আমি ঢালি! জ্যাকের দশ হাজার, আর আমার দশ হাজার, মূলধন এই বিশ হাজার। দেখ না, পাঁচ বৎসরে বিশ লক্ষে তুলিয়া তবে ছাড়িব।"

কিন্তু লাভের অঙ্কে শূন্য পড়িলেও, ছয় মাসে আর্জান্তঁর প্রায় বারো হাজার টাকা ব্যয় হইয়া গেল। বাড়ী ভাড়া, লেখকদের পারিশ্রমিক, ছাপাখানার বিল—তাহারা ছাড়িবে কেন? কার্য্যালয়ের চতুর্থ তলে কবি আপনার বাসের জন্য ঘর লইয়াছিল। উপরের ঘর হইতে মুক্ত নির্ম্মল আকাশ—চারিধারে নগরের বিচিত্র শোভা চক্ষু ভরিয়া দেখা যায়। একবার বসিয়া উর্দ্ধে কল্পনাকে ছাড়িয়া দিলেই হইল, সে অমনি ভাবের পাহাড় বহিয়া ফিরিবে! কি সুন্দর আয়োজন! রচনার পর রচনা ঝরিয়া পড়িবে, মাসিক-পত্রের পৃষ্ঠে চড়িয়া সে রচনা নর-নারীর চিত্ত-দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইবে। চূড়ান্ত হইয়াছে! বাঃ, চমৎকার সুযোগ মিলিয়াছে! ছয় বৎসর ধরিয়া বিজন পল্লীর নিভৃত কক্ষে বসিয়া এত মাথা কুটিয়াও যে গ্রন্থ শেষ হয় নাই, এখানে আসিয়া নিমেষেই সেই বড় সাধের "ফষ্টের কন্যা" নাটকের 'যবনিকা পতন' হইয়া গিয়াছে। তদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রবন্ধ, কবিতা ও ছোট গল্প নিত্য লেখা হইতেছে—যেন পাহাড়ের গা বহিয়া বিপুল বেগে খরতোয়া নদী ছুটিয়া চলিয়াছে! বিরাম নাই, বাধা নাই! আবার পাণ্ডুলিপিতে পৌঁছিয়াই সে রচনার গতি-রোধ

হইতেছে না! ছাপাখানায় কম্পোজিটরের দল তাহা দেখিয়া একটির পর একটি করিয়া অক্ষর বসাইয়া চলিয়াছে—কি তাহাদের যত্ন, কি সে আগ্রহ! মুদ্রাকর তাহা লইয়া দ্রুত ছাপিয়া চলিয়াছে—দপ্তরী সে রচনা গাঁথিয়া দিতেছে। ছাপার অক্ষরে জ্বল-জ্বলে হইয়া আর্জাস্তঁর রচনা নক্ষত্র-পুঞ্জের মত ফুটিয়া উঠিতেছে! এ কি কম সুখ!

নিত্য বহু রচনা, লিখিতে হইলে আর একজনের সাহায্য চাই। সে সাহায্যের লোক মিলিয়াছিল,—শার্লং! আজাস্তঁ বলিয়া যাইত, আর শার্লং পাশে বসিয়া তাহা লিখিয়া লইত। কবির এই সাহিত্য-সাধনায় সে যে এতটুকুও সহায়তা করিতে পারিতেছে, ইহা ভাবিয়া অন্তরে সে বিরাট গর্ব্ব অনুভব করিত! সার্থক তাহার জীবন! একদিন যখন আর্জাস্তঁর সাহিত্য-সেবার ইতিহাস লিখিত হইবে, তখন সে পৃষ্ঠায় তাহার নামটিও যে স্থান পাইবে, তাহা নিঃসন্দেহ! ফরাসী সাহিত্য, আর্জাস্তঁ ও শার্লং—এই তিনটি নাম এক সঙ্গে বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসে গাঁথা থাকিবে! এ কি কম সৌভাগ্য!

সেদিন সন্ধ্যার সময় কবির প্রাণে ভাব আসিয়াছিল। টেবিলের উপর কাগজের বোঝা ফেলিয়া শার্লং লিখিতে বসিয়াছিল। কবি বাতায়ন-পার্শ্বে ইজিচেয়ারে অর্দ্ধশায়িতভাবে অবস্থান করিয়া আকাশের দিকে ভাবোন্মাদনায় চাহিয়াছিল! ভাব আসে-আসে আসে না! যেন কবির সহিত সে একটা লুকাচুরি খেলা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। নিষ্ঠুর খেলা!

সহসা কবি কহিল, "নাও—লেখ!—বড় করে মাঝামাঝি লেখ—'প্রথম পরিচ্ছেদ'—হল, প্রথম পরিচ্ছেদ?"

শার্লং কহিল, "প্রথম পরিচ্ছেদ।" তাহার স্বর গম্ভীর, কণ্ঠ আর্দ্র। কবি বিরক্ত চিত্তে শার্লতের দিকে একবার চাহিল, পরে

কহিল, "নাও, এবার আরম্ভ কর—'পিরেণিসের সুদূর উপত্যকায়—সহস্র কাহিনীর গৌরব-মণ্ডিত পিরেণিসের প্রশস্ত উপত্যকাভূমে—" এরূপ পৌনঃপুনিক উক্তিই আর্জান্তঁর রচনার বিশেষত্ব! ইহাতে রচনাটুকু একেবারে পাঠকের মর্ম্মে গিয়া আঘাত করে—একটা বিরাট সূচনার আভাষ দেয়, ইহাই কবির ধারণা!

কবি কহিল, "লিখলে, পিরেণিসের সেই সাধের উপত্যকাভূমে—?"

"হাঁ—" বলিয়া শার্লং সহসা ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কবি কহিল, "ও কি, কাঁদছ! নাঃ, জ্বালালে তুমি! যেদিন আমার একটু লেখবার আগ্রহ হবে, সেই দিনই তুমি একটা-না-একটা গোল বাধাবে! এ সব মুহূর্ত্ত চলে গেলে আর ফিরে পাওয়া যায় না। নাও, হল কি আবার? ওঃ,—সিড্‌নি জাহাজের খপর পাও নি, বুঝি, তাই? ও একটা বাজে গুজব শুধু—কোথায় কি, তার ঠিক নেই। খপরের কাগজওলাদেরও যেমন খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই—একটা উড়ো খপর নিয়ে পাতার পর পাতা ভরিয়ে দিচ্ছে! এ রকম ত হয়েই থাকে! জাহাজ-টাহাজের খপর অমন মাঝে মাঝে পাওয়া যায় না—এ ত নিত্যকার ঘটনা! তা ছাড়া ডাক্তার হার্‌ক্ নিজে কষ্ট করে আজ ওদের অফিসে গেছেন খপর আনবার জন্য। আগে তিনি ফিরুন—তারপর তাঁর মুখে যদি শোনো, কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে, তখন না হয়, যত পারো, কেঁদো।—নাও, এখন লেখো। কতটা হল? আবার খেই হারিয়ে গেল, আমার। আঃ, পড় দেখি, যতটা লিখলে!"

চোখের জল মুছিয়া কাতর স্বরে শার্লং পড়িল,—"প্রথম পরিচ্ছেদ।"

কবি কহিল, "থাক্, ওটুকু আর পড়তে হবে না। তার পর থেকে যতটা লিখলে, পড়।"

শার্লং পড়িল, "পিরেণিসের সুদূর উপত্যকাভূমে—সহস্র কাহিনীর

গৌরব-মণ্ডিত পিরেণিসের প্রশস্ত উপত্যকাভূমে—পিরেণিসের সেই সাধের উপত্যকাভূমে—"

কবি কহিল, "পড়ে যাও—থামলে কেন?"

শার্লং কহিল, "আর ত নেই—এইটুকুই লেখা হয়েছে!"

"এইটুকু!" কবি বিস্মিতভাবে কহিল, মোটে "এইটুকু লিখেছ! অতখানি যে আমি বলে গেলুম—"

কবির মনে হইল, এ কি ছলনা! অন্তরে এতখানি ভাব জমিয়া গিয়াছিল—শুধু এইটুকু তাহার বাহির হইয়াছে! দুই ছত্র মাত্র! না, এ শার্লতের দোষ! তাহার কলম কবির মনের ভাবের সহিত সমানে দৌড়িতে পারে না কেন!

কবির বিরক্তি ধরিল। উত্তেজিত কণ্ঠে সে কহিল, "শুধু তোমার দোষ! নিজেকে ভাবতে হচ্ছে না, কিছু না—শুধু লিখে যাবে—তাও পার না,—এ রকম করলে ত আর পারা যায় না!"

শার্লং কহিল, "যেটুকু শুনেছি, সেইটুকুই লিখেছি। এমন ত নয় যে, ভুলে গেছি—"

কবি কহিল, "আবার তর্ক করছ! লজ্জা হচ্ছে না? মাথায় ভাবের একেবারে বাণ ডেকে গেল—আর আমি এইটুকু বললুম! জানো, কল্পনার পিছনে আবার কতখানি মাথা-খোঁড়াখুঁড়ি করতে হবে! উঃ, তার উপর মাথাটাও আজ বেজায় ধরে আছে! কত ভাবব? নাঃ, আর পারা গেল না, দেখছি। আমারও হয়েছে যেমন, বেণা-বনে মুক্তো ছড়ানো!"

কবি উঠিয়া কক্ষমধ্যে পরিক্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। এমন সময় ডাক্তার হার্জ্ ও লাবাস্তাত্র্ আসিয়া সকল দায় হইতে তাহাকে মুক্তি দান করিল।

শার্লট্ ব্যগ্রভাবে কহিল, "কি—কি খপর, ডাক্তার হারজ্ ?"

কবি আবার গর্জ্জিয়া উঠিল, "আহা, লোককে একটু জিরুতে দাও! তোমরা ভারী স্বার্থপর। কেবল আপনাদের সুখটাই বোঝ!"

ডাক্তার হারজ্ কহিল, "নতুন খপর কিছু নেই! ঐ সেই একই কথা!"

"ওরা কি বলে ?"

"বলবে আর কি!" লাবাস্থান্দ্র্ কহিল, "সিদমু জাহাজ ডুবে গেছে। বাদের কাছে আর একখানা জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা লাগে—সমুদ্রের উপর ধাক্কা—সিদমু ডুবে গেছে, তার লোক-জনের কোন খপরই পাওয়া যাচ্ছে না—"

"এঁ্যা! পাওয়া যাচ্ছে না!" শার্লট্ কাঁদিয়া বাণবিদ্ধা হরিণীর মতই লুটাইয়া পড়িল। সেই জাহাজে তাহার জ্যাক, তাহার সর্ব্বস্ব জ্যাক যে ছিল! সে তবে কোথায় গেল? কোথায়? হা ভগবান, কাহার পাপে আজ এ সর্ব্বনাশ ঘটিল! জ্যাক, জ্যাক, ওরে, বাছা আমার—কোথায় তুই? শার্লটের চোখে বাণ ডাকিল।

কবি কহিল, "অনেকক্ষণ ঘরে বসে পরিশ্রম করা গেছে, একটু বেড়িয়ে আসা যাক!"

লাবাস্থান্দ্র্ কহিল, "যাবে, কিন্তু ভয়ানক মেঘ করেছে—ঝড়-বৃষ্টি যা হোক্ একটা খুব দাপটে শিগ্গিরই নামল বলে!"

হারজ্ কহিল, "কেঁদে আর কি হবে, বলুন? সবই ভবিতব্য!"

এ সময় বাহিরে যাওয়াই মঙ্গল! এই শোকাতুরা নারী এখনই কাঁদিয়া রসাতল বাধাইয়া তুলিবে! কবি, লাবাস্থান্দ্র্ ও হারজ্ কক্ষ ত্যাগ করিয়া বাহিরে গেল। শার্লট্ তখন প্রাণ খুলিয়া শোকের পশরা নামাইয়া দিল। তাহার জ্যাক, শত দুঃখে শত কষ্টেও যে জ্যাকের মুখ চাহিয়া সে সব সহ্য করিয়াছে, করিতেছেও,—

আজ তাহার এ কি হইল? মা হইয়া শুধু পাঁচজনের কথায় তাহাকে দেশান্তরে পাঠাইতে সে এতটুকু দ্বিধা করে নাই, আর আজ সেই সন্তান কি না সমুদ্র-গর্ভে প্রাণ দিল! না, না, ইহা কি সম্ভব! জ্যাক নাই—না, না, তাহা হইতেই পারে না! তাহার জ্যাক, প্রাণের জ্যাক! ওরে বাছা আমার, অনাদৃত, অবহেলিত, উপেক্ষিত দুঃখী পুত্র আমার, কোথায় তুই! আয় জ্যাক, ফিরিয়া আয়, মার বুকে ফিরিয়া আয়। আর তোকে দূরে পাঠাইব না, আর তোকে চোখের আড় করিব না, তুই ফিরিয়া আয়! ওরে আয়, আয়!

সহসা চারিধার কাঁপাইয়া প্রবল বেগে ঝড় বহিল! ঘর-দ্বার নড়িয়া উঠিল! হা-হা হো-হো শব্দে মুক্ত বাতায়ন পথে বায়ু উদ্দাম অট্টহাস্য করিয়া নাচিতে লাগিল।

রাত্রির আঁধার ক্রমে নিবিড়তর হইয়া আসিল! মুষলধারে বৃষ্টি নামিল। ঝিম্-ঝিম্-ঝিম্! সমস্ত চরাচর যেন একটা গাঢ় বিপুল শোকে সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। শার্লৎ তখনও বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতেছিল! আয় জ্যাক, নয়নের মণি আমার, হৃদয়ের আনন্দ আমার, আশা আমার, ভরসা আমার, ওরে সর্ব্বস্ব আমার, ফিরিয়া আয়!

এমন সময় কে ডাকিল, "মা!"

কে ও? জ্যাক কি তবে ফিরিয়া আসিল? কিন্তু না, কোথায় কে? মনের ভ্রম, শুধু! এ স্বপ্ন!

আবার কে ডাকিল, "মা!" ক্ষীণ হইলেও স্পষ্ট স্বর!

শার্লৎ ধড়মড়িয়া উঠিয়া পড়িল, উঠিয়া বাহিরে আসিল—সম্মুখেই সোপান নামিয়া গিয়াছে। পাশের দেওয়ালটুকু অবধি দেখা যায় না, এমন অন্ধকার! শার্লৎ আসিয়া আলো জ্বালিল; লণ্ঠন হাতে লইয়া আবার সে বাহিরে আসিল। সিঁড়ির রেলিঙের উপর ঝুঁকিয়া আলোর সাহায্যে সে দেখিল, একটা ছায়ামূর্ত্তি দেওয়ালে পিঠ দিয়া

হেলিয়া পড়িয়াছে। শার্লতের বুক কাঁপিয়া উঠিল, কম্পিত কণ্ঠে সে ডাকিল, "জ্যাক—"

"মা—"

হাঁ, ঐ ত জ্যাক! ভুল নয়, স্বপ্ন নয়! সত্যই জ্যাক! আলো রাখিয়া শার্লৎ ছুটিয়া গেল; জ্যাককে বুকে চাপিয়া ধরিল—জ্যাকের অবসন্ন দেহ তখন সিঁড়ির কোণে দেওয়ালের গায় লুটাইয়া পড়িতেছিল!

কথা নাই, আদর নাই—কিছু না! জ্যাকের মাথায় মুখ রাখিয়া শার্লৎ কাঁদিতে লাগিল। আঃ—এ তপ্ত স্পর্শ আবার যে ফিরিয়া পাইবে, ইহা কি সে স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল?

রাত্রে ফিরিবার সময় আর্জান্তঁর আশঙ্কা হইতেছিল, গৃহে ফিরিয়া আবার সেই কান্নাকাটির মধ্যে বুঝি পড়িতে হয়! কিন্তু ফিরিয়া সে দেখিল, শার্লৎ বেশ স্থির হইয়াই বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া শার্লৎ ধীরভাবে কহিল, "চুপ, গোল করো না—একটু ঘুমুচ্ছে ও—"

"ও! ও কে?"

"জ্যাক। আমার জ্যাক। সে ফিরে এসেছে! আজ আমার কি সুখ হচ্ছে যে তা আর কি বলব? জাহাজ ডুবি হয়ে ওর খুব চোট লেগেছিল। অনেক কষ্টে উদ্ধার পেয়েছে। রায়ো জেনিরো থেকে আসছে। সেখানে ৬মাস হাঁসপাতালে পড়েছিল। এমন হয়ে গেছে যে, জ্যাককে আমার চেনা যায় না মোটে!"

আর্জান্তঁ মৃদু হাসিল; কহিল, "যাক, বাঁচা গেল! জ্যাক ফিরেছে—আঃ!"

সত্যই আর্জান্তঁর উল্লাস হইয়াছিল! জ্যাকের প্রতি স্নেহ এ উল্লাসের কারণ নয়। জ্যাক মরিলে শার্লতের কান্নাকাটির মধ্যে

সে কি দারুণ অশান্তিতে ঘরে বাস করিতে হইত! সেই অশান্তি যে ভোগ করিতে হইবে না, ইহা ভাবিয়াই তাহার আনন্দ হইল।

আবেগোচ্ছ্বাসের আতিশয্যে প্রথম কয়টা দিন কাটিয়া গেলেও জ্যাকের প্রতি আর্জান্তঁর ব্যবহার এবার তেমন কঠিন হইল না। তাহাদের নিত্যকার সাহিত্যিক মজলিসে জ্যাকের জন্যও এক কোণে একটি আসন নির্দ্দিষ্ট থাকিত। নূতন অভ্যাগত কেহ আসিলে শার্লং সাগ্রহে পুত্রের পরিচয় প্রদান করিয়া বলিত, "এই জ্যাক! এটি আমার ছেলে, বেচারা বড় ভুগেছে। ওকে যে আবার ফিরে পাব, তা মনেই ছিল না।" সকলেই জ্যাকের দিকে একটু করুণার চোখে ফিরিয়া চাহিত।

জ্যাক কোণের আসনে বসিয়া দেখিত, মজলিসে সব কয়টিই আসিয়া জমিয়াছে, জিমনাজের সেই পুরানো দলটি! এই সকল ভক্ত উপাসক-মণ্ডলীকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত না থাকিলে আর্জান্তঁর চলেও না। সে বলে, "এক সঙ্গে মিশে আমরা একটা দল করি, এস—।" দলের প্রধান কাজ,—যে সকল প্রসিদ্ধ লেখক তাহাদিগকে আমল দিতে চাহে না, ঘৃণার চক্ষে দেখে, সেই সব লেখকের ব্যক্তিগত কুৎসা-রটনা! যে সকল মাসিক-পত্রের সম্পাদক তাহাদের রচনা আবর্জ্জনার স্তূপে নিক্ষেপ করে, তাহাদের নীচ ঈর্ষা-প্রবৃত্তিকে অভিশাপ-দান ও সেই সকল মাসিকে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর বিকট সমালোচনা করা! সে কুৎসা-রটনা, সে সমালোচনার ভঙ্গীই বা কি সে বিক্ষোচিত! আর্জান্তঁ কোম্পানি প্রকৃতই বুঝিতে পারিত না, তাহাদের রচনা কেন এই সকল সম্পাদক ছাপিতে চাহে না—নিজেরা পাঠ করিয়া এমন মুগ্ধ হইয়া যায়—অথচ তাহাদের এতটা বিরূপ হইবার কারণ কি! কেহ বলিত, 'আমাদের

আমোল দিলে—আমাদের লেখার তেজে ওরা আর ওঁদের রচনা যে একেবারে ছাই হয়ে যাবে।' কেহ বা বলিত, 'শুধু তাই নয়—ওদের একটি দল আছে—সেই দলে বাহিরের লোক ভিড়াতে সাহসে কুলায় না।' জ্যাক এক পাশে বসিয়া এই সকল অলস জল্পনা কখনও শুনিত, কখনও বা সে আগাগোড়া আপনার জীবন কাহিনী স্মরণ করিয়া শিহরিয়া উঠিত। এ সকল কথা তাহার কাণেও পৌঁছিত না। এমনভাবে তাহার জীবনটা নষ্ট হইয়া গেল। কেন, কাহার দোষে? ভাবিতে ভাবিতে তন্দ্রার ঘোরে সে ঢুলিয়া পড়িত। ভোজনকাল আসিলে পালং পয়েন্ট তাহার গায়ে হাত দিয়া ডাকিত, "জ্যাক, জ্যাক।" জ্যাকের চমক হইত। বন্ধুগণ চাহিয়া দেখিত আভাস্ত দাঁতে দাঁত ঘসিয়া রোষ চাপিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিত, "একটা আস্ত জানোয়ার যেন।"

কিন্তু না—জ্যাক জানোয়ার নহে। বহু দিন পরে মাতার স্নেহ ও নির্মল বায়ুর স্বাদ পাইয়া তাহার প্রাণের রুদ্ধ কবাট আবার ধীরে ধীরে মুক্ত হইয়া আসিতেছিল, স্বাধীন বায়ুতে ধীরে ধীরে তাহার লুপ্ত চেতনা আবার সে ফিরিয়া পাইতেছিল। আর কেহ কথা কহিলে তাহার চিত্ত সেদিকে বড় একটা আকৃষ্ট হইত না। শুধু মার কথাগুলাই তাহার দগ্ধ হৃদয়ে সম্ভাবনা সুধার কাজ করিত। মার সহিত দুইদণ্ড নিরালায় কথা কহিতে পাইলে সে যেন বর্ত্তাইয়া যাইত। অধীর পিপাসিত ব্যক্তি যেমন আকুল আগ্রহে শীতল বারি পান করে, তেমনই ভাবে মার প্রতি কথাটি নিবিষ্ট চিত্তে সে পান করিত! এ যেন কোন্ নন্দনের বিস্মৃত সঙ্গীত, স্বর্গের স্মৃতি।

একদিন সে মাকে নির্জ্জনে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ মা, ছেলেবেলায় কি কখনও আমি জাহাজে চড়েছিলুম?"

সহসা এ প্রশ্নে শার্লতের প্রাণটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। সে কহিল, "কেন জ্যাক?"

"প্রথম যেদিন মা সিদনু জাহাজে আমি পা দিলুম—সে আজ তিন বছরের কথা, তখন আমার কেমন-যেন-কি মনে হল! মনে হল, এ সব যেন আমার কাছে নতুন নয়—কবে যেন কোথায় আমি জাহাজে চড়ে সমুদ্রে গিয়ে ছিলুম! হাঁ মা, সেটা কি স্বপ্ন, তবে?"

"না, জ্যাক, স্বপ্ন নয়, সত্য। তোমার বয়স তখন তিন বছর —আমরা আলজিরিয়া থেকে আসছিলুম। তিনি মারা গেলে আমরা তুরেনে ফিরছিলুম।"

"তিনি কে, মা? বাবা?"

"হাঁ, জ্যাক।"

"বাবার নাম কি ছিল, মা?"

এ কি কৌতুহল! শার্লং মুহূর্ত্তের জন্য বিচলিত হইল। পরে আপনাকে সম্বরণ করিয়া সে বলিল, "সে কথা এতদিন তোমায় বলিনি, জ্যাক! পাপিনী আমি, ছেলের কাণে এ বিষ ঢালবো,— তাই কখনও বলিনি। কিন্তু তোমায় না বলা আমার অন্যায়। তিনি ফ্রান্সের একজন বিখ্যাত জমিদার ছিলেন; পিমবকৃদের আত্মীয়। তাঁকে দেখে মুগ্ধ হয়ে আমি স্বামীর ঘর ছেড়ে অকূলে ভেসেছিলুম! সিঙ্গাপুরের রাজার সঙ্গে তাঁর খুব ভাব ছিল, তাঁর সঙ্গেই আলজিরিয়ায় বেড়াতে গেছলুম, আমরা। সেখানেই তিনি মারা যান—"

"তাঁর নাম কি ছিল?"

"মার্কি দ্য লে পাঁ।"

জ্যাক তবে সম্ভ্রান্ত পিতার পুত্র! বিপথ-গামিনী মাতার পাপে—

না, মা,—তাহার দুঃখিনী মা,—তাহার বিচার করিবার অধিকার জ্যাকের নাই! কিন্তু এমন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্র হইয়া আহাজে সে সামান্য খালাসির কাজ করিয়াছে!

এমন সময় আর্জান্ত আসিয়া কহিল, "শার্লং, একটা কথা আমি ভাবছিলুম। জ্যাক ত এখন ভালো হয়েছে—একটা কাজ-কর্ম্মের চেষ্টা দেখা উচিত, ওর! এ বয়সে কুড়ের মত বসে থাকাটা ঠিক নয়—ভবিষ্যৎ মাটি হয়ে যাবে, তা হলে। তা ষ্টীমারে কাজ করতে বলছি না, আমি! রেল-এঞ্জিনের কাজে বিপদের তেমন ভয় নেই, তাই লাবাস্যান্দ্র বলছিল—"

আবার সেই লাবাস্যান্দ্র! জ্যাক কোন কথা বলিল না। শার্লং পুত্রের প্রতি করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সসঙ্কোচে কহিল, "কিন্তু তুমি দেখছ ত, জ্যাক এখনও কি রকম দুর্ব্বল! চার তলার সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠতেই হাঁপিয়ে অবশ হয়ে পড়ে, রাত্রে ভাল ঘুমও হয় না। আর দেখেছ, কেমন খুক্‌খুকে কাশী হয়েছে, তা সে কাশীও ত কৈ কিছুতে সারছে না। তুমি বরং এই কাগজেরই একটা কাজ ওকে দাও। পারবে না? তাহলে বড় ভাল হয়।"

"বেশ। মোরোন্‌ভার সঙ্গে একবার পরামর্শ করে দেখি, তাহলে।"

পরামর্শান্তে স্থির হইল, মন্দ নহে! জ্যাকের দ্বারা কাগজের আর কোন উপকার না হউক, কাগজ মোড়া ও ভাঁজা, ছাপাখানায় এবং দপ্তরীর তাগাদা করা, প্রুফ বহা প্রভৃতি কাজগুলা ত চলিতে পারে। কাগজের আয় ত কিছুই নাই, ব্যয় প্রচুর, একটি মাত্র গ্রাহকের নিকট হইতে বার্ষিক মূল্য আদায় হইয়াছে! সে গ্রাহকটি আর কেহই নহে, শার্লতের পূর্ব্ব-পরিচিত সেই বন্ধু, যাঁহার দত্ত অর্থে কাগজের প্রতিষ্ঠা! এ ক্ষেত্রে কাগজের বৈতনিক বেহারাকে বিদায় দিয়া তাহার স্থলে জ্যাককে নিযুক্ত করিলে একটু তবু ব্যয়-সংক্ষেপ হয়!

তাহাই ঘটিল। কাগজের স্বত্বাধিকারী জ্যাক বেহারার হীন কার্য্যে নিযুক্ত হইল। সে নিজে জানিত না যে, সে স্বত্বাধিকারী! শার্লং জানিলেও আর্জান্তঁর নিকট সে কথা তুলিবে, এমন সাধ্য তাহার ছিল না।

সপ্তাহান্তে আর্জান্তঁ বিরক্তভাবে কহিল, "নেহাৎ অপদার্থ! এ কাজও ওর দ্বারা চলবে না!"

শার্লং ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল, "ক্রমে ক্রমে শিখতে পারবে না কি!"

অবজ্ঞার সহিত আর্জান্তঁ কহিল, "আর কবে পারবে? ভারী ত কাজ! আসল কথা হচ্ছে, আমাদের সঙ্গে ও মোটেই খাপ খাবে না। দেখছ না, ওর ভাব-ভঙ্গী, আচার-ব্যবহার সব ছোটলোকের মত, কারখানার মিস্ত্রী-মজুরের ধরণের! তা ছাড়া ওর স্বভাব অবধি বিগড়ে গেছে। ও মদ খায়, দেখনি? ওর মুখে বিশ্রী মদের গন্ধ!"

শার্লং কাঁদিয়া ফেলিল। সে-ও ইহা লক্ষ্য করিয়াছিল। কিন্তু কাহার দোষে জ্যাক আজ ইতর হইয়াছে, মদ ধরিয়াছে! তাহারাই কি ঠেলিয়া জ্যাককে এই অধঃপতনের পথে গড়াইয়া দেয় নাই? জ্যাকের দোষ কি!

আর্জান্তঁ কহিল, "শোন শার্লং, এও আমি বুঝছি, আপাততঃ ওর যেমন স্বাস্থ্য, তাতে ওর কাজ-কর্ম্ম করা পোষাবে না, এখন! আর কিছুদিন জিরুক। তা সহরের এই ভিড়ে না থেকে ও কেন এতিয়োলে যাক্ না। আমাদের সে বাড়ীর কবুলতির মেয়াদও ত এখনও দশ বছর বাকী আছে—সেখানে থেকে ও বাড়ীটা ভাড়া দেবার বন্দোবস্ত করুক। মাসে মাসে ওর খরচের টাকা এখান থেকে পাঠাব'খন! সেখানে পাড়াগাঁয়ে ভালো হাওয়ায় নির্জ্জনে কিছুদিন থাকলে শরীরে বলও পাবে, তা-ছাড়া বাড়ীটাও শুধু শুধু

ফেলে রেখে ভাড়া খুঁজি, কেন? তার জন্য একটা ভাড়াটে ঠিক করে জ্যাক্ আবার এখানে ফিরে আসবে! কি বল!"

শার্লৎ সন্তুষ্ট চিত্তে এ প্রস্তাবে সম্মতি দিল।

পরে এক দিন শরতের এক শান্ত স্নিগ্ধ প্রভাতে জ্যাক এভিয়োলে আসিল! শরতে সারা প্রকৃতি সেদিন ঝলমল করিতেছিল। চারিধারে সবুজ প্রাচুর্য্যের ঘন শোভা। স্থলে জলে জীবনের মৃদু কম্পন! কোন কোলাহল নাই,—নিস্তব্ধ শান্ত গ্রাম। সবুজ পাতার রাশিতে গাছ ভরিয়া রহিয়াছে, ক্ষেত্রে শস্য পাকিয়া উঠিয়াছে—যেন কে একখানি বিস্তীর্ণ হরিদ্রা বর্ণের আস্তরণ বিছাইয়া রাখিয়াছে। গাছের আড় হইতে পাখী গান গাহিয়া সারা আকাশ-বাতাস মিষ্ট স্বরের প্লাবনে ভরাইয়া তুলিয়াছে! ফলে ফুলে, নদীর জলে, পাখীর গানে পল্লী-জননীর সুমধুর স্নেহ যেন উথলিয়া উঠিয়াছে। জননী যেন দুই বাহু বিস্তার করিয়া তাপ-দগ্ধ জ্যাককে সাদরে আহ্বান করিতেছেন, আয় বাছা, আয়, আমার কোলে আয়! এখানে কোন কোলাহল নাই, কোন জ্বালা নাই, আমার শীতল স্নেহের স্পর্শে, আয়, তোর সকল দুঃখ নিবারণ করি—সব দাহ জুড়াইয়া দিই!

জ্যাক যখন পরিত্যক্ত কুটীর-সম্মুখে আসিল, তখন কুটীর-গাত্র-সংলগ্ন লতায়-পাতায় রৌদ্র-কিরণ ঝরিয়া পড়িয়াছে! সেই আলোক-স্পর্শে কুটীর-গাত্র-খোদিত ফলকটি পাতার মধ্য হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছে, স্বর্ণ বর্ণে তাহাতে লেখা রহিয়াছে, "আরাম-কুঞ্জ।" চারিধারে এই অমল শোভার মধ্যে দাঁড়াইয়া ফলকের অক্ষরগুলা জ্যাক একবার পড়িল, "আরাম-কুঞ্জ।" সত্যই "আরাম-কুঞ্জ!" এখানে জ্যাক সকল দুঃখ ভুলিবে, যথার্থই সে আরাম পাইয়া বাঁচিবে!

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

সেসিল

"কি! আগাগোড়া তোমার নামে মিথ্যে কলঙ্ক রটিয়ে বেড়িয়েছে—আর তা-ও কি রকম মিথ্যে! চোর অপবাদ! পাঁচ বছর আমি এই খপর নিয়ে ভেবে সারা হয়ে যাচ্ছি। কি ভয়ানক লোক! তাই এত আগ্রহ করে এ খপর আমায় দিতে এসেছিল,—বটে! তার পর যখন তোমার নির্দ্দোষতা প্রমাণ হল, তখন ত কৈ সে খপরটুকু দিতে এল না। দাও ত দেখি, তোমার ম্যানেজারের সার্টিফিকেটখানা।"

"এই নিন, ডাক্তার রিভাল।"

"বাঃ চমৎকার! ম্যানেজারটিকে খুব ভাল লোক বলতে হবে। দেখে আমার বড় আনন্দ হল, জ্যাক! আমি এ পাঁচ বছর ধরে কেবলই ভেবেছি,—আমার হাতে-গড়া জ্যাক চোর হবে! টাকা চুরি করবে, সে! কখনও নয়। অসম্ভব! দেখ দেখি, হঠাৎ যদি আজ আর্শাম্বোর এখানে তোমার সঙ্গে আমার দেখা না হত, তাহলে ত এ ভুল ধারণা, এ মিথ্যা সন্দেহ ত আমার মন থেকে কখনও দূর হত না!"

আর্শাম্বোর ক্ষুদ্র কুটীরে ডাক্তার রিভালের সহিত জ্যাকের আবার বহুদিন পরে দৈবাৎ আজ সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

আজ দশদিন জ্যাক এতিয়োলে আসিয়াছে। তপস্যা-রত ব্রাহ্মণের

মতই এ কয়দিন নির্জ্জনে সে নিঃসঙ্গ জীবন বহন করিতেছিল। প্রকৃতির বিশাল মুক্ত প্রান্তর শরতের ঐশ্বর্য্যে ঝলমল করিতেছে—চারিধারের এই শান্ত শোভার মধ্যে অতীতের সুমধুর স্মৃতিতে মণ্ডিত থাকিয়া জ্যাক ধীরে ধীরে হৃত স্বাস্থ্য-সম্পদ্ ফিরিয়া পাইতেছিল। শ্যামল প্রান্তরের দিকে চাহিলে চোখ জুড়াইয়া যায়—হৃদয়ে শক্তি সঞ্চারিত হয়,—নৈরাশ্যের হাহাকার ঘুচে! মাথার উপর নির্ম্মল নীল আকাশ, উজ্জ্বল আলোক-রাশিতে পরিপূর্ণ—সে আলোকের স্নিগ্ধ বিমল ধারায় জ্যাকের অন্তরের গ্লানি-পঙ্কিলতাও ক্রমে ধুইয়া মুছিয়া আসিতেছিল!

একদিন এই একান্ত নিঃসঙ্গতা নিতান্তই অসহ্য বোধ হওয়ায় পুরাতন বন্ধু আর্শাম্বোর কুটীরে সে বেড়াইতে আসিল। আর্শাকে দেখিলে জ্যাকের মাকে মনে পড়ে। গৃহ-কর্ম্মে মাতার সে সঙ্গিনী ছিল—তাই আর্শার কুটীরে আসিয়া পুরাতন স্নেহ লাভ করিয়া সে যেন আবার তাহার সেই অতীত দিনগুলিকেই কুড়াইয়া পাইল।

আজ জ্যাক আর্শার বাটীতে আসিয়া দেখিল, আর্শার স্বামী বাতের যন্ত্রণায় শয্যা গ্রহণ করিয়াছে। রোগীর পার্শ্বে শুভ্রশির এক বৃদ্ধ বসিয়া রোগীর দেহ পরীক্ষা করিতেছিলেন। এই বৃদ্ধই ডাক্তার রিভাল। বহুদিন পরে এই নূতন দর্শনে উভয়েই একটু বিচলিত হইয়া পড়িল। জ্যাক আপনার সামাজিক অধঃপতনের কথা ভাবিয়া সঙ্কুচিত হইয়া গেল। ইহারই জন্ত সে কোনদিন ডাক্তারের বাটীর দিকে অগ্রসর হইতে সাহস করে নাই। ডাক্তারের সঙ্কোচের কারণ, জ্যাককে দেখিতেই রুদিক-গৃহের সেই চুরির কথা তাঁহার নূতন করিয়া মনে পড়িল। জ্যাক আজ চোর—সেই জ্যাক!

এখন জ্যাকের কলঙ্ক-মুক্তির সংবাদ পাইয়া ডাক্তারের প্রাণ শান্ত হইল। ডাক্তার কহিলেন, "এখন তুমি এখানে এসেই যখন

বাস করতে লাগলে, তখন আমাদের বাড়ী যাবার আর কোন সঙ্কোচ রেখো না! ওরা কজনে মিলে তোমার জীবনটা একেবারে নয়-ছয় করে দিলে! তোমার শরীর যা দেখছি, তাতে রীতিমত এখন যত্ন নেওয়া দরকার হয়ে পড়েছে। আমাদের বাড়ী তুমি তেমনই ভাবে আবার আসা-যাওয়া কর, এই আমি দেখতে চাই। সবই সেই রকম আছে, জ্যাক, কেবল আমার স্ত্রী শুধু নেই। আজ চার বছর তিনি মারা গেছেন! শোকেই বেচারী মারা গেল। সেসিল এখন আমার বাড়ীর গিন্নি। সে বেশ বড় হয়ে উঠেছে—তোমায় দেখলে ভারী খুসী হবে, সে! তোমার কথা প্রায়ই বলে। তুমি আসবে ত, জ্যাক?"

জ্যাক মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হইয়া রহিল। একটা দ্বিধায় তাহার কথা সরিতেছিল না! রিভাল তাহা বুঝিলেন। বুঝিয়া তিনি কহিলেন, "কোন সঙ্কোচের কারণ নেই, জ্যাক! সেসিলকে কিছু বোঝাতে হবে না—কোন কৈফিয়ৎ নয়! রুদিকদের বাড়ীর চুরির কথা সে কিছু জানে না—শুধু আমিই এ খপরটুকু জানতুম। কাওকে বলিনি। কাজেই আসতে তোমার কোন আপত্তি থাকতে পারে না। আসছ ত—বল? আজ আর থাক্! কতক্ষণই বা থাকবে? রাত্রে আবার কুয়াশা নামবে—কুয়াশা লাগানোটা তোমার পক্ষে ঠিক নয়। কাল বরং এসো। আমাদের বাড়ীতেই খাওয়া-দাওয়া করবে—তোমার নিমন্ত্রণ রইল! কেমন, আসবে ত?"

কৃতজ্ঞতায় জ্যাক ডাক্তারের পানে চাহিল। সস্নেহে জ্যাকের কেশে হাত বুলাইতে বুলাইতে ডাক্তার কহিলেন, "না এলে আমি গিয়ে ধরে নিয়ে আসব, তা কিন্তু বলে রাখছি।"

ডাক্তার চলিয়া গেলেন। সেদিন রাত্রে চিমনির ধারে বসিয়া জ্যাক অনেক কথা ভাবিল। আপনার জীবন-নাট্য-গ্রন্থের পৃষ্ঠার

উপর দিয়া সে দৃষ্টিটা একবার বুলাইয়া লইল! সেই মধুর কৈশোর-প্রারম্ভে ডাক্তারের স্নেহে সে কি এক বিচিত্র সুখের অধিকারী হইয়াছিল! হাস্য-কৌতুকময়ী ক্রীড়া-সঙ্গিনী সেসিলের সহিত এককালে সে কি সোনার দিনগুলি কাটিয়াছে! তার পর কোন্ দৈত্যের অভিশাপ লাগিল—জীবনটা একেবারে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল! সে ক্ষতের দাহ যেমন ভীষণ, তেমনই গভীর! সে ক্ষত-চিহ্ন কি এ জীবনে কখনও মিলাইবে?

পরদিন দিবা দ্বিপ্রহরে জ্যাক আসিয়া রিভালের গৃহ-দ্বারে দাঁড়াইল। এক দাসী আসিয়া কহিল, "ডাক্তার সাহেব বাড়ী ফেরেননি। মাদামোসেল একলা আছেন!"

দাসীটি নবাগতা; জ্যাককে সে চিনিত না। ভিতরে একটা কুকুর ডাকিয়া উঠিল। নিমেষে কুকুরটা লাফাইয়া জ্যাকের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। পুরাতন বন্ধুকে কুকুরটা দেখিয়াই চিনিল! জ্যাকের পদলেহন করিয়া, তাহার গায়ে গা ঘসিয়া, ল্যাজ নাড়িয়া বাক্‌হীন পশু বন্ধুকে অভ্যর্থনা করিল। দেখিয়া জ্যাক অভিভূত হইয়া পড়িল! দুইদিন চোখের আড় হইলে বন্ধুকে মানুষ অনেক সময় চিনিতে পারে না, কিন্তু এই বাক্‌হীন ইতর পশু, সে হৃদয়-হীন নহে—স্নেহের মর্য্যাদা-রক্ষায় তাই তাহার কোনই ত্রুটি হইল না!

ভিতর হইতে সুমধুর স্বরে কে ডাকিল,---"এস জ্যাক।" যেন স্বর্গের বীণা বাজিয়া উঠিল! এ কণ্ঠ সেসিলের—কি মধুর, কি প্রাণারাম! জ্যাক চাহিয়া দেখে, সম্মুখে দাঁড়াইয়া কিশোরী সেসিল! যৌবন-স্পর্শে সেসিলের সুগঠিত তনুখানি লাবণ্যে ভরিয়া রহিয়াছে—পুষ্প-তরু যেন আজ কুসুম-স্তবকে সাজিয়া উঠিয়াছে! অমল তাহার শোভা, বিচিত্র তাহার বর্ণ!

সেসিল নিকটে আসিয়া জ্যাকের হাত ধরিল। উভয়ে যাইয়া তখন ভিতরে বসিল। সেসিল কহিল, "তোমার জীবনের উপর দিয়ে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে,—দাদামশায়ের কাছে আমি শুনেছি, সব। আমাদেরও সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে, জ্যাক। দিদিমা আমাদের ছেড়ে চলে গেছে! তোমার কথা প্রায়ই তিনি বলতেন।"

জ্যাক কোন কথা কহিল না। তাহার বাক্‌শক্তি যেন লোপ পাইয়াছিল! এই পবিত্র দেবীমূর্ত্তির সম্মুখে আপনার লাঞ্ছিত শির তুলিতে তাহার সাহস হইতেছিল না। তাহার মনে হইতেছিল, এই সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের বিপুলতার সম্মুখে আপনার রিক্ত দৈন্যের কঙ্কাল-সার মূর্ত্তিটা খাড়া করিয়া সে দারুণ স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়াছে! এই স্বর্গের সুধা-সমুদ্রের তীরে পূতিগন্ধময় নরকের আবর্জ্জনা যেন সে টানিয়া আনিয়াছে,—এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই! এখান হইতে পলাইতে পারিলে সে যেন বাঁচিয়া যায়! হাত দুইটা কর্কশ, কঠিন দেহের হাড়গুলা অবধি বস্ত্রের আবরণ ভেদ করিয়া একটা কুৎসিত বীভৎসতা প্রকাশ করিয়া তুলিতেছে। বসন্তশ্রীর পার্শ্বে হিম-জর্জ্জর শুষ্ক প্রকৃতির শীর্ণতা যেমন অবজ্ঞা ও ঘৃণার সৃষ্টি করে, সেসিলের পার্শ্বে জ্যাকও আজ ঠিক তেমনই হেয়, ঘৃণ্য, অস্পৃশ্য!

এমন সময় দাসী আসিয়া সেসিলের হাতে এক টুকরা কাগজ দিয়া কহিল "ওষুধ চাই—লোক এসেছে।"

বিদ্যুৎ-শিখার মতই ক্ষিপ্র গতিতে সেসিল কাগজ-হস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। নিকটে টেবিলের উপর শিশিতে কয়টা বোতল ছিল। সে উঠিয়া ঔষধ তৈয়ার করিতে লাগিল। হাঁফ ছাড়িয়া জ্যাক তখন একবার সেসিলকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইবার অবসর পাইল। কি সুন্দর—এই সেসিল! যৌবন তাহার বিচিত্র মায়া-তুলি বুলাইয়া সেসিলের দেহটিকে ললিত রাগে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। কোথাও

এতটুকু খুঁত নাই! সজ্জিত সুন্দর বেশে, তাহারই অনুরূপ ভাস্বর মূর্ত্তি! অপূর্ব্ব মধুরিমার চরম বিকাশ!

জ্যাকের আত্মা আজ প্রবুদ্ধ হইতেছিল, অশ্রু-স্নাত হইয়া নীরবে পবিত্রতায় ভরিয়া উঠিতেছিল,—সে নিজে তাহা বুঝিতে পারিল না। সে একবার ভাবিল, কেন এখানে আসিল! আসিল যদি ত, এখন পলাইবে কি করিয়া! এখানে তাহার অবস্থান যে একান্তই অশোভন, নিতান্ত বিসদৃশ! সেসিলের প্রতি বিপুল শ্রদ্ধায় জ্যাকের চিত্ত আজ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

ক্রমে দুই-চারিজন করিয়া লোক আসিতে লাগিল। ঔষধ চাই, পুরিয়া চাই, মালিশ চাই। সেসিলের অভ্যস্ত করে কোন কর্ম্মই বাধিল না।

এক কৃষক-রমণী ঔষধ লইয়া চলিয়া যাইবার সময় জ্যাকের সম্মুখে আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ঠাহর করিয়া তাহাকে দেখিল। দেখিয়া কহিল, "বাঃ, এই যে রেজন্তঁদের জ্যাক সাহেব গো! এবার তবে ডাক্তারের নাতনীর বিয়ের ব্যবস্থা হল! এঁয়া! পাত্তর স্বয়ং হাজির—এতদিন ধরে জ্যাক সাহেবের জন্য ডাক্তার 'হা-পিত্যেশ' করে বসেছিল! এবার বাঁচল!"

জ্যাক বিবর্ণ হইয়া উঠিল। সেসিল দেবী—জ্যাক তাহাকে গ্রহণ করিবে, এমন স্পর্দ্ধা নিমেষের জন্যও জ্যাকের মনে উদয় হয় নাই! সেসিলও ঈষৎ বিচলিত হইয়া পড়িল! কোনমতে সে চাঞ্চল্যটুকু গোপন করিয়া সেসিল ডাকিল, "ক্যাথরিন, দাদা আসছে, খাবার তৈরি ত সব?"

যথার্থই ডাক্তার রিভাল কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই তিনি কহিলেন, "জ্যাকের শরীরটা একেবারে গেছে—দেখেছ, সেসিল, ওকে হঠাৎ দেখলে চেনা যায় না।"

সেদিন ডাক্তার-গৃহ হইতে বাহির হইয়া জ্যাক যখন পথ চলিতেছিল, তখন যদি কেহ জ্যাকের পানে চাহিত ত সে ভাবিত, তাহার গৃহে বুঝি কাহারও শঙ্কটাপন্ন পীড়া হইয়াছে, তাই ডাক্তারকে সংবাদ দিয়া ব্যস্তভাবে রোগীর শয্যাপার্শ্বে আবার সে দ্রুত ফিরিয়া চলিয়াছে। গতি তাহার এমনই অস্বাভাবিক চঞ্চল!

পথে চলিতে চলিতে সমস্ত জগতের উপর জ্যাক চটিয়া সারা হইল। কারিকর—কারিকর! সারা জীবনটা যেন কে কালো কালিতে দাগিয়া দিয়াছে! আর্জান্ত ঠিক বলে। অসভ্য, বেয়াদব, আমি—আমার উচিত, আমার সমযোগ্য লোকজনের সঙ্গে মেলা-মেশা —ভদ্রসমাজে আমার ঠাঁই নাই, ঠাঁই হইবেও না! উত্তেজনায় জ্যাকের প্রাণ আজ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছিল।

কিন্তু তরঙ্গাহত নদীর জল যেমন পরতে পরতে অজস্র চন্দ্রের ছবি আপনার বুকে প্রতিফলিত করে, তাহার ক্ষুব্ধ পীড়িত চিত্ত তেমনই চিন্তার পরতে পরতে সেসিলের মধুর ছবিটিকেই বিম্বিত করিয়া তুলিতেছিল। সেসিল, সেসিল! পবিত্র, সুন্দর, নির্ম্মল সেসিল! দেবী তুমি, অভাগা মলিন দীন জ্যাককে পবিত্র নির্ম্মল করিয়া তোল! তোমাকে গ্রহণ করিবার যোগ্যতা বা শক্তি তাহার নাই—তাই বলিয়া তোমার করুণার কণা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়ো না, যেন! কৃষক-রমণীটা ও কিসের ইঙ্গিত করিল? সেসিলের সহিত জ্যাকের বিবাহ! না, না,—অসম্ভব! দুষ্ট-রসনা নারী, এ বিষম কথা উচ্চারণ করিতে তোর জিভ খসিয়া পড়িল না?

সেসিলের সহিত তাহার মিলনের কোন আশাই নাই,—কোন সম্ভাবনা নয়। এই একটি মাত্র চিন্তা জ্যাকের সমগ্র চিত্ত-টুকুকে সেদিন প্রবলভাবে নাড়া দিতে লাগিল। অবশেষে সন্ধ্যার পর চারিধার যখন অন্ধকারে ছাইয়া গেল, তখন দীর্ঘনিশ্বাস

ফেলিয়া জ্যাক আসিয়া বাতায়ন-পার্শ্বে দাঁড়াইল। সন্ধ্যার বাতাস তাহার চিন্তা-তপ্ত ললাটে মাতার স্নেহাঞ্চলের মতই আরাম বহিয়া আনিল। নিকটে একটা চেয়ারে বসিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল,—অনুচ্চ গদগদ কণ্ঠে ডাকিল, ভগবান, ভগবান, আমাকে পাগল করিয়া দাও, চিত্তকে অবশ করিয়া দাও! এ অধৈর্য্য, এ চাঞ্চল্য যে আর সহ্য হয় না, প্রভু।

সামাজিক সহস্র বিঘ্ন আজ এ মিলনের পথে অন্তরায়! সে কারিকর, নীচ কারিকর মাত্র, ছোটলোক,—ভদ্র সমাজে কি বলিয়া আজ সে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে? তাহার উপর মাতার চরিত্র-দোষ! না, অসহ্য, অসহ্য এ জ্বালা! দারুণ যন্ত্রণা!

সেল্‌ফের উপর একটা বোতল ছিল। জ্যাক তাহা হইতে একটা তরল পদার্থ গ্লাশে ঢালিল। পরে গ্লাশটা টেবিলের উপর রাখিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সে আবার কি ভাবিতে বসিল—সমস্যা! চারিদিকে সমস্যা! এ বিপুল সমস্যা-সমাধানের কি উপায় আছে! কি উপায়! ভাবিতে ভাবিতে জ্যাক ঘুমাইয়া পড়িল।

তখন স্বপ্ন তাহার নিদ্রাতুর চিত্তে কত বিচিত্র চিত্র ফুটাইয়া তুলিল! প্রকাণ্ড কারখানা—অজস্র লোকের কোলাহল! নদীর নীর—নদীতে তরী বহিয়া সে চলিয়াছে! নদীর জল ছল-ছল করিয়া তরীর কাণে কাণে যেন কত কি গোপন কথা বলিয়া চলিয়াছে! কোথায়, যেন কে ঐ গান গায়—ঢালো, সুরা ঢালো, আরও ঢালো! বিস্মৃতি! গভীর বিস্মৃতির সাগরে ডুব দাও—কিছু চাহি না—চাহিবার আর কিছু নাই! কোন কামনা নাই! শুধু বিস্মৃতি আনিয়া দাও!

ঐ যে তরল রূপ উছলিয়া উঠিয়াছে! ঢল ঢল নয়নে, ওরে পিয়ালা, চাহিয়া তুই ও কি দেখিতেছিস্? শান্তি আনিয়াছিস? বিস্মৃতি

আনিয়াছিস? কৈ, দে, দে, দে পিয়ালা! না, না, ও কে তুমি জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী,—সীমন্তে নক্ষত্র জ্বলিতেছে, করে কনক-দণ্ড? এ যে সেসিল! মধুর স্বরে ও কি গান গাহিতেছ, তুমি?—জ্যাক, তুমি মদ খাও? ছি!

জ্যাকের তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল! কোথায় কে! তরী, নদী, দেবী—কোথায় কি? কেহ নাই, কিছু নাই,—শুধু সেই পিয়ালাটা! সর্ব্বনাশী, কুহকিনী, দূর হ', তুই!

সজোরে জ্যাক সুরাপূর্ণ কাচের গ্লাশটা বাহিরে ছুড়িয়া দিল! ঝন্ ঝন্ শব্দে কাচের গ্লাস চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল! দুই হাতে চোখ মুছিয়া জ্যাক তখন উঠিয়া দাঁড়াইল। আকাশের দিকে চাহিয়া সে কহিল, "তাই হবে, সেসিল, দেবী, তাই হবে। তোমার কথাই থাকবে! এ জীবনে জ্যাক আর কখনও সুরা স্পর্শ করবে না!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আরোগ্য-লাভ

তাহার পর জ্যাক কতদিন রোগ ভোগ করিল, ডাক্তার হারজ্ আসিয়া তাহার চিকিৎসা-ভার লইয়া তাহাকে মৃত্যুর দ্বার-সান্নিধ্যে আনিয়া ফেলিল, এবং কি করিয়া ডাক্তার রিভাল আসন্ন সময়ে উপস্থিত হইয়া, জোর করিয়া জ্যাককে আপনার গৃহে আনিয়া সেবা-শুশ্রূষা দ্বারা তাহাকে আরোগ্য দান করিলেন, সে সকল কথা বিশদভাবে বর্ণনা করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

আরোগ্য-লাভের পর জ্যাক ডাক্তারের গৃহেই স্থান লাভ করিল। সেসিলের অক্লান্ত শুশ্রূষা, ডাক্তারের সস্নেহ সেবা—কেবল ইহারই গুণে জ্যাক এ যাত্রা রক্ষা পাইল।

দুঃখ যেন তখন আবার চিরদিনের মত বিদায়-গ্রহণের উপক্রম করিল। মধুর সাহচর্য্যে শীর্ণ মনে স্বাস্থ্য ও শান্তিও ফিরিয়া আসিতেছিল। সেসিল বহি পড়িত, জ্যাক শুনিত—কখনও বা জ্যাক পড়িত, সেসিল শুনিত। এমনই উপায়ে জ্যাক ও সেসিলের হৃদয় দুইটি এক অদৃশ্য বাঁধনে বাঁধা পড়িতেছিল। কে জানে, ইহার পরিণাম কি! ডাক্তার তাহা লক্ষ্য করিলেও তাহাতে বাধা দিলেন না। তাঁহার মনে কি গভীর উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা তিনিই জানেন।

রিভালের গৃহে জ্যাক বাস করিতেছে শুনিয়া আর্জান্ত রোষে জ্বলিয়া উঠিল। রিভাল, রিভালের গৃহে,—কেন? আর্জান্তর কি পয়সা নাই, না, গৃহ নাই? ইহাতে তাহাকে দস্তুরমত অপমান করা হইতেছে! তাহার মাথা হেঁট হইতেছে!

অগত্যা শার্লংকে পত্র লিখিতে হইল। শার্লং লিখিল, "তুমি ওখানে থাক, সেটা এঁর পছন্দ নয়। লোকে মনে ভাবতে পারে, আমরা তোমায় কিছুই দিই না বা তোমাকে দেখি না। এতে আমাদের অপমান হয়।" তাহার পর, 'পুনশ্চ' বলিয়া লিখিত হইয়াছে—এটুকু কবির হস্তাক্ষর,—কবি স্বয়ং লিখিয়াছে,—"তোমার চিকিৎসার জন্য হারজকে পাঠাইলাম, কিন্তু নবাবিষ্কৃত, গবেষণাপ্রসূত, তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রণালী তোমার মনঃপূত হইল না। পাড়াগাঁয়ের একটা হাতুড়ে ডাক্তারই তোমার ইষ্টদেবতা হইল! তোমার এ ব্যবহারে আমি যথেষ্ট বিরক্ত হইয়াছি। তাহার উপর, এখন তুমি আরোগ্য লাভ করিয়াও শুনিতেছি, রিভালের বাড়ীতে আছ।

এখন আর তোমার সেখানে থাকা ভাল দেখায় না। দুই দিনের মধ্যে তুমি নিজের বাড়ীতে আসিবে, নহিলে আমাদের সহিত তুমি সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিতে চাও, আমরা ইহাই বুঝিব। এখন বুঝিয়া যাহা ভাল বিবেচনা হয়, সেইমত কার্য্য করিয়ো। ইতি —"

তথাপি যখন জ্যাক রিভাল-গৃহ ত্যাগ করিল না, তখন শার্লৎকে আসিতে হইল। ডাক্তার রিভাল সাদরে আর্জান্ত-গৃহিণীকে অভ্যর্থনা করিলেন। তাহার পর জ্যাকের কথা উঠিলে ডাক্তার বলিলেন, "আমিই ওকে আরাম-কুঞ্জে ফিরতে দিইনি, মাদাম। ওর শরীর যে রকম খারাপ, তাতে খুব কড়া তদারকে ওকে না রাখলে তুমি ওকে কোনমতেই ধরে রাখতে পারবে না। হার্জ এসে কতকগুলো মৃগনাভি আর উগ্র বিষ দিয়ে ওর মাথা গরম করে দিয়েছিল—সে অবস্থায় আর দু'তিন দিন থাকলে জ্যাককে আর তুমি চোখেও দেখতে পেতে না! ভাগ্যে আমি সময়-মত ওকে নিয়ে এসেছিলুম! এখন বিপদটা কেটে গেছে, বটে; তবে এখনও ওর অবস্থা সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। ওকে আর কিছুদিন আমার কাছে রেখে যাও। তার পর যখন আমি বুঝব, ও বেশ সেরে উঠেছে, তখন আমিই ওকে আরাম-কুঞ্জে পাঠিয়ে দেব—তার জন্য কোন কথা আর ওকে লিখতে হবে না। ছেলেকে বাঁচাতে চাও যদি ত, লোকের কথায় কাণ দিয়ো না।"

জ্যাক কহিল, "মা, আমায় তা হলে নিয়ে যাবে, তুমি ?"

"না, না, জ্যাক, যেখানে তুমি ভাল বোঝ সেইখানেই থাক। ডাক্তার রিভাল তোমার ধাত বোঝেন, তাঁর চিকিৎসায় নিশ্চয় তুমি উপকার পাবে।"

মাকে ছাড়িয়া জ্যাক যে কখনও সুখী হইতে পারিবে, এখানে

এই সেবা-শুশ্রূষার মধ্যে আসিবার পূর্ব্বে জ্যাক নিজেই তাহা ভাবিতে পারে নাই। এ সুখের কল্পনাও তাহার মনে কখনও উদয় হয় নাই।

সেসিলকে আদর, ডাক্তারকে ধন্যবাদ ও পুত্রকে সান্ত্বনা দিয়া দুইদিন পরে শার্লং বিদায় গ্রহণ করিল। যাইবার সময় পুত্রকে একান্তে ডাকিয়া শার্লং কহিল, "জ্যাক, তুমি আমায় নিয়ম-মত চিঠি লিখো। যখন কিছু চাইবার দরকার হবে, তখন পোষ্টমাষ্টারের ঠিকানায় আমার নামে চিঠি দিয়ো, আমি তা গোপনে পাবার ব্যবস্থা করব। অনেক সময় তোমাকে চিঠিতে যে সব কথা লিখি, তা বাধ্য হয়েই লিখতে হয়—সে আমার মনের কথা নয়, জ্যাক। উনি যা বলেন, সামনে বসে আমাকে তাই লিখতে হয়। এবার থেকে সে-রকম চিঠির তলায় কোণে একটা লাইন টেনে দেব। লাইন-টানা চিঠি পেলে তুমি জেনো, সে চিঠি আমি ওঁর কথামতই শুধু লিখেছি। তার জন্য মিছে মন খারাপ করো না।"

শার্লং আপনার অবস্থা আর গোপন রাখিতে পারিল না। এ দাসত্ব অসহ্য বোধ হইলেও তাহা হইতে মুক্তি-লাভের এখন আর কোন উপায় নাই। কি ভার-গ্রস্ত জীবন! তবুও বাঁচিতে হইবে,—গত্যন্তর নাই।

শার্লং চলিয়া গেলে ডাক্তার একদিন বন-ভ্রমণের ব্যবস্থা করিলেন। স্থির হইল, জ্যাক ও সেসিল প্রত্যূষেই যাত্রা করিবে, রোগী-দর্শনান্তে ডাক্তার আসিয়া তাহাদের সহিত যোগ দিবেন।

সেদিন সমস্ত জড়তা ত্যাগ করিয়া পৃথিবী প্রভাতে তখন জাগিয়া উঠিতেছিল। পাখীর গানে, সূর্য্যের আলোয়, যামিনীর নিরানন্দ ভাব ঘুচিয়া চারিধারে একটা আনন্দ বিকশিত হইয়া

উঠিতেছিল। এমনই সময়ে জ্যাক ও সেসিল পথে বাহির হইল। গ্রামের পথ ক্রমে ফুরাইয়া আসিল,—মাঠের বুক চিরিয়া সিঁথির মত সরু পথ চলিয়া গিয়াছে, জ্যাক ও সেসিল ক্রমে সেই পথে চলিল। কৃষকের দল তখন ক্ষেতে চলিয়াছে, কারিকরের দল ব্যস্ত ভাবে কারখানার দিকে ছুটিয়াছে,—ধীরে ধীরে কর্ম্ম-কোলাহল জাগিয়া উঠিতেছে! ক্রমে তাহারা ক্ষেত্ ছাড়িয়া, পাহাড় ঘুরিয়া নদীর ধার দিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থলে আসিয়া পৌঁছিল।

ফুলের রাশিতে বর্ণ-গন্ধ উৎসারিত, বিহঙ্গের কল-কাকলীতে চারিধার মুখরিত,—এ যেন দ্বিতীয় নন্দন! জ্যাকের মনে হইল, বিধাতার সৃষ্টির মধ্যে জ্যাক ও সেসিল ছাড়া কোথাও আর কোন নর-নারী নাই, তাহারা যেন সেই আদি-কালের আদম্ ও ঈভ্! এ সৌন্দর্য্য, এ শোভা, যেন তাহাদেরই চিত্ত-বিনোদনের জন্য! এমন স্থান, এমন ক্ষণ, এমন আবেশ-কম্পিত মিলন-প্রার্থী দুইটি তরুণ তৃষিত প্রাণ! সেসিল মৃদু দৃষ্টিতে শ্যামল প্রান্তরের পানে চাহিয়াছিল। জ্যাক ধীরে ধীরে তাহার হাত ধরিল—সমস্ত দেহে একটা বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। গাঢ় কম্পিত কণ্ঠে জ্যাক ডাকিল, "সেসিল—"

"জ্যাক—"

কাহারও মুখে আর কথা সরিল না! জ্যাকের দুই হাতের মধ্যে সেসিলের হাত—উভয়ের হাতই কাঁপিতেছিল! কি এক আনন্দের মূর্চ্ছনায় উভয়েরই প্রাণ দুর্-দুর্ করিয়া উঠিল! এ কি মোহ! প্রাণের ভিতর এ কি দারুণ উত্তেজনা! ভাবোদ্বেল চিত্ত যেন আজ সকল বন্ধন ছিন্ন বিপর্য্যস্ত করিয়া দিতে চাহে!

সেসিলের গৌর হস্তের কোমল অঙ্গুলিগুলির দিকে জ্যাক চাহিয়া রহিল! কচি কিসলয়ের মত এই অঙ্গুলির মোহন স্পর্শে কি তাহার বুকের দারুণ ক্ষতের দাহ শান্ত হইবে না? ইহা কি নিতান্তই

দুরাশা, ভগবান! একটা লালিমা ফুটিয়া উঠিয়া সেসিলের সুন্দর মুখখানিকে লাজ-রক্ত, সদ্য-বিকশিত গোলাপের মতই ললিত মনোরম করিয়া তুলিল।

বহু চেষ্টায় সেসিলের মুখে কথা ফুটিল। স্বর গাঢ়, কম্পিত। সেসিল কহিল, "কেন জ্যাক, বল—কি বলবে, বল। তোমার কি কোন কষ্ট হচ্ছে?"

জ্যাকের ললাটে স্বেদ-বিন্দু ফুটিয়া উঠিল। জ্যাক কহিল, "কষ্ট! না, সেসিল, এ অপূর্ব্ব সুখ! এমন সুখ জীবনে কখনও আমি উপভোগ করিনি, কল্পনাও করি নি।"

তাহার পর আবার উভয়ে নীরব রহিল। এমনই ভাবে বহুক্ষণ কাটিয়া গেল। সহসা অদূরে ডাক্তারের কণ্ঠস্বরে উভয়ের চমক ভাঙ্গিল! উভয়ে ত্রস্তভাবে কানন-কুটীরে আসিল।

তখন তিনজনে নানা বিষয়ে কথা হইল। সুন্দর দৃশ্য, চারিধারে অপূর্ব্ব পরিচ্ছন্নতা!

ভোজনের পর ডাক্তার কহিলেন, "তোমার কোন অসুখ করছে না ত, জ্যাক?".

অসুখ! না,—অসুখ নয়, তবে অস্বস্তি! এমন মধুর দিন—হায়, কেন ফুরায়? এমন স্বপ্নময় ভাবময় মুহূর্ত্ত অবিরাম নয় কেন?

জ্যাক আজ স্পষ্ট বুঝিয়াছে, সেসিলকে সে ভালবাসে। কিন্তু এ ভালবাসার পরিণাম কি! তাহাদের উভয়ের মধ্যে যে অলঙ্ঘ্য ব্যবধান! কিন্তু সেসিল কি তাহাকে ভালবাসে? বাসে বৈ কি! নহিলে তাহারও মুখে কথা সরিতেছিল না, কেন? তবে কি সেসিলকে—?

না, তাহা হইবে না। সরলা বালিকার সরল হৃদয়ের সহিত আর এ নিষ্ঠুর খেলা সঙ্গত নহে! তাহার অদৃষ্টে যত দুঃখ

আছে, পূর্ণ মাত্রায় সে তাহা ভোগ করিতে প্রস্তুত! কিন্তু বেচারী সেসিল—তাহার পায় কুশাঙ্কুরটিও সে বিঁধিতে দিবে না! সেসিলের সম্মুখে জ্যাক আর মোহের জাল বিস্তার করিবে না! ভাল থাক, সুখে থাক, তুমি সেসিল, নন্দনের অপ্সরী, স্বর্গের দেবী,—তোমার কেশাগ্র-স্পর্শ-করিতে-অযোগ্য, হতভাগা জ্যাক আর তোমার সুখের পথে দাঁড়াইবে না। তোমার জীবনে সে কোন ঝড় তুলিবে না! সে এখান হইতে চলিয়া যাইবে, দূরে—দূরে বহু দূরে চলিয়া যাইবে!

তাহাকে যাইতেই হইবে! যেমন করিয়া হোক, সে চলিয়া যাইবেই!

একদিন প্রভাতে রিভালের নিকট আসিয়া জ্যাক আপনার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল।

রিভাল কহিলেন, "ঠিক বলেছ, জ্যাক। এখন তুমি আরাম হয়েছ, কাজ করবারও বল পেয়েছ, আর তোমার বসে থাকা উচিত নয়। পুরুষ-মানুষ,—একটা কাজ-কর্ম্মের চেষ্টা দেখা দরকার!"

মুহূর্ত্তের জন্য জ্যাক স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। ডাক্তারের দৃষ্টিতে একটা দৃঢ়তা লক্ষ্য করিয়া সে কেমন বিচলিত হইল!

সহসা ডাক্তার বলিলেন, "আমাকে আর কিছু বলবার নেই, জ্যাক?"

জ্যাকের মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল। তবে,—তবে কি ডাক্তার—? সে কহিল, "না, আর কিছু নয়—"

"কিন্তু জ্যাক, আমার মনে হচ্ছিল, যেন আমাকে আরও কিছু তোমার বলবার আছে। আমি ছাড়া ত সেসিলের আর কেউ নেই! তার সম্বন্ধেও কোন কথা আমাকে বলবার নেই? বল, সঙ্কোচ কিসের?"

জ্যাক কোন কথা না বলিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল।

ডাক্তার সস্নেহে কহিলেন, "কেঁদো না, জ্যাক—কোন জিনিসই অসম্ভব বলে মনে করো না! বল!"

জ্যাক কহিল, "তা কি সম্ভব দাদামশায়? আমার মত একটা লক্ষ্মীছাড়া কারিকর—ছোটলোক—"

"এত অধীর হচ্ছ, কেন, জ্যাক? চেষ্টায় কি না হয়? পরিশ্রম কর, জীবনের গতি ফেরানো শক্ত নয়! যদি বল, কিসে আবার উঠতে পারবে—আমার মত চাও, যদি—?"

বাধা দিয়া জ্যাক বলিল, "না, না, শুধু তা নয়—দাদামশায়। আপনি জানেন না, কি গভীর দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান আমাদের দুজনের মধ্যে—। আমি—আমি—আমার মা—"

শান্ত অটল অকম্পিত স্বরে ডাক্তার কহিলেন, "জানি জ্যাক, সে আমি সবই জানি—"

"তবে,—তবে—?"

"তবে—! তবে আর এক নতুন কথা শোন, জ্যাক! সেসিলের ভাগ্যও তোমারই মত,—না, বরং আরও মন্দ! তবে শোন, তার জন্ম-বৃত্তান্ত—সে এক শোচনীয় কলঙ্কের মর্ম্মভেদী ইতিহাস।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পুরাতন কাহিনী

ডাক্তার রিভালের পড়িবার ঘরে উভয়ে আসিয়া বসিল—জ্যাক ও ডাক্তার রিভাল। জানালা খোলা ছিল। তাহারই মধ্য দিয়া বহুদূর-বিস্তৃত উন্মুক্ত প্রান্তর দেখা যাইতেছিল,—শরতের শান্ত উজ্জ্বল শোভায় ঝলমল করিতেছে। প্রান্তরের শেষে গ্রামের জীর্ণ কবর-

ভূমির প্রাচীন দেওয়াল মাথা তুলিয়া দাড়াইয়া আছে। ঝাউ গাছের উচ্চ শিরগুলা রৌদ্র-কিরণে রৌপ্যমণ্ডিত বলিয়া মনে হইতেছিল। ভগ্ন দেওয়ালের অন্তরালে দুই-চারিটা কবরের ক্রুশ-দণ্ড বিরাট গাম্ভীর্য্যের মূর্ত্তি লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

রিভাল বলিলেন, "ঐ যে গোরস্থান দেখা যাচ্ছে, ওখানে বোধ হয়, তুমি কখনও যাওনি, জ্যাক! গেলে দেখতে, একটা গোরের উপর একখণ্ড সাদা পাথরে শুধু 'মাদ্‌লীন্' নামটি লেখা আছে। মাদ্‌লীন্ আমার মেয়ে—সেসিলের মা—ওটি তারই গোর। আমাদের বংশের আর কারও গোর ওখানে নেই।"

ডাক্তার কিয়ৎক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন, পরে বলিলেন, "সেই কথাই তোমায় সব বলছি, শোন।"

ডাক্তার বলিতে লাগিলেন, "মৃত্যুর পর তাহাকে যেন একান্তে নিভৃতে কবর দেওয়া হয়, কাতরভাবে বার বার সে এই অনুরোধ করিয়াছিল। রিভাল কি অপর কোন নামের সংস্পর্শ যেন তথায় না থাকে, শুধু লেখা থাকিবে, 'মাদ্‌লীন্'। তাহার নাম-সংযোগে তাহার বাপের বংশে যেন এতটুকু কালিমা না লিপ্ত হয়! অভাগিনী কন্যা আমার! তাহার আত্ম-সম্মান, তাহার নারী-গর্ব্ব এ সঙ্কল্প অটল রাখিয়াছিল।

"সে কি দুঃখের দিন, জ্যাক, যেদিন তাহার বিকচোন্মুখ নবীন জীবন অকালে পুষ্পের মতই ঝরিয়া গেল! আমরা তাহা সহ্য করিলাম,—এই নির্জ্জনে মাটীতে শয্যা রচনা করিয়া তথায় তাহাকে শয়ন করাইলাম। হৃদয় না পাষাণ—রেখাই শুধু পড়ে, ভাঙ্গে না!

"সে কোথায় যাইবে? আজও আমার এই শীর্ণ অস্থিগুলার মাঝে, এই জীর্ণ বুকে মাদ্‌লীনের কোমল সুন্দর মুখ যে জাগিয়া আছে—সে মুখ কি ভুলিবার? কিন্তু সে কথা থাক্! এ নির্জ্জন-

বাস, মৃত্যুর পরও এ ঈপ্সিত নির্ব্বাসন, কেন? কিসের জন্য? কি অপরাধ করিয়াছিল, সে? কিছু না! যদি অপরাধ কাহারও থাকে, তবে সে আমার! এই নির্ব্বোধ, মূর্খ বৃদ্ধ—তাহার অপরাধের শাস্তি, অভাগিনী আপনার শিরে সে বহন করিল!

"একদিন,—সে আজ আঠারো বৎসরের কথা—এই নভেম্বর মাসেই হঠাৎ বাহিরে আমার ডাক পড়িল,—এখনই যাইতে হইবে! একটা দারুণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে! একদল শিকারী আসিয়াছিল—এমন প্রায়ই আসে—তাহাদের মধ্যে একজনের বন্দুক ফাটিয়া পায় গুলি লাগিয়াছে বুঝি বা প্রাণ সংশয়!

"তখনই ছুটিলাম! আর্শার গৃহে এক শয্যার উপর লোকটি শুইয়া ছিল—সুন্দর, সুশ্রী, তরুণ যুবক, বয়স ত্রিশ বৎসরের অধিক হইবে না! বেশ বলিষ্ঠ, সুগঠিত দেহ, তরল চক্ষু, দীর্ঘ পক্ষ্ম, নির্ভীক হৃদয়!

"গুলি বাহির করিলাম। আশ্চর্য্য অকম্পিত দৃষ্টিতে সে চাহিয়া রহিল! আমাকে সে ধন্যবাদ দিল—বেশ পরিষ্কার বিশুদ্ধ ফরাসী ভাষায়! তেমন অবস্থায় তাহাকে স্থানান্তরিত করা যায় না, কাজেই আর্শার গৃহে সে রহিল। আমি প্রত্যহ তাহাকে দেখিতে যাইতাম! ক্রমে আলাপ-পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। বন্ধু শিকারীদের নিকট হইতে তাহার নাম শুনিলাম, কাউন্ট্ নাদিন—জাতীতে সে রুশ, সম্ভ্রান্ত-বংশীয়!

"আঘাতটা কঠিন, তবে স্বাস্থ্য ভাল ছিল বলিয়াই নাদিন সে যাত্রা শীঘ্র সারিয়া উঠিল। আর্শার সে কি সেবা-যত্ন! ক্রমে দুই-এক পা করিয়া সে চলা সুরু করিল। একদিন আমি বলিলাম, 'এ নির্জ্জনে একা থাকিতে কষ্ট হয় ত আমার ওখানে মাঝে মাঝে আসিতে পার।' সে সানন্দে ধন্যবাদ দিল।

"রোগী দেখিয়া ফিরিবার সময় আমার গাড়ীতে তাহাকে উঠাইয়া লইতাম। আমাদের সহিত একত্রে সে ভোজন করিত। যেদিন বৃষ্টি কি অতিরিক্ত কুয়াশা নামিত, সেদিন রাত্রে এখানে সে থাকিয়াও যাইত।

"সত্য বলিতে কি, এই পাপিষ্ঠটাকে আমি ভালবাসিতাম—তাহার প্রতি একটা প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিয়া ছিল, একটা আন্তরিক স্নেহ। বুঝিতাম না, এত কথা, এত বিষয় সে কি করিয়া জানিল, কোথা হইতে শিখিল! কিন্তু সে যেন সব জানিত, সব বুঝিত! সে নাবিকের কাজ জানিত, সৈনিকের দলেও ছিল, সারা পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছে, ঔষধ-পথ্যাদি লইয়াও আমার স্ত্রীর সহিত তর্ক করিত—মাদলীনকে গান শিখাইত! এত বিদ্যা! এত জ্ঞান! একটা অন্ধ মোহে সে আমাদের সকলকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল। আমার ত দ্বিতীয় চিন্তাই ছিল না, ঝড়-বৃষ্টির মধ্য দিয়া অন্ধকার রাত্রে যখন গৃহে ফিরিতাম, তখন পথের কষ্ট মনেই আসিত না, শুধু দীপ্ত আশায় বুক ভরিয়া উঠিত, গৃহে ফিরিয়া দেখিব, আমার সহিত গল্প করিবার জন্য, আমারই পথ চাহিয়া নাদিন ব্যাকুল প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে! দারুণ দুর্য্যোগেও অশ্বের গতি বাড়াইতাম,—কখন পৌঁছিব, সপরিবারে বসিয়া নাদিনের গল্প শুনিব! এ বিরাট মোহ অনুরাগ দেখিয়া স্ত্রী প্রায়ই বকিতেন। একটা অপরিচিত বিদেশীকে লইয়া এতখানি মাথামাখি করা তাঁহোর বড় মনঃপূত হইত না। থাকুক না প্রণয়, তাই বলিয়া এতটা বাড়াবাড়িই কি করিতে হয়! নিত্য একত্র ভোজন, এক গৃহে শয়ন! এত কেন? আমি সে কথা উড়াইয়া দিতাম, বিদ্রূপ করিয়া বলিতাম, মেয়েমানুষের এমনই ছোট মন! দুনিয়ার লোককে সন্দেহ, অবিশ্বাস,—ছিঃ! স্ত্রী আর কিছু না বলিয়া নীরব হইতেন, কিন্তু তাঁহার মনের মধ্যে

একটা অস্বস্তি জাগিয়া যে তাঁহাকে যথেষ্ট পীড়িত করিয়া তুলিত, ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতাম। বুঝিয়াও আমি সে দিকে মন দিতাম না!

"ক্রমে নাদিন সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল,—চলিতে ফিরিতে বেশ মজবুত। কিন্তু তাহার নড়িবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না! এই অনাড়ম্বর পল্লীগ্রাম তাহাকে মুগ্ধ আবিষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে,—কিন্তু শুধুই কি পল্লীগ্রাম, না, আর কিছু? সে প্রশ্ন মনেও উঠে নাই!

"শেষে একদিন স্ত্রী আমার চোখ ফুটাইলেন! স্ত্রী বলিলেন, "ওগো, শুনছ?"

"আমি বলিলাম, "কি?"

"স্ত্রী বলিলেন, "দেখ, নাদিনের মতলব কি, তা সে স্পষ্ট খুলে বলুক! পাড়ার লোকে নাদিন আর মাদলীনের নামে কাণা-ঘুষা আরম্ভ করেছে—এ ত ভাল নয়!"

"আমি যেন আকাশ হইতে পড়িলাম,—কহিলাম, "কেন? মাদলীন আবার কি করেছে?"

"আমার ধারণা ছিল, আমার সঙ্গে গল্প করিবার জন্য, আমারই সাহচর্য্য ভোগ করিবার জন্য নাদিন সুস্থ হইয়াও বিদায় লইতে পারিতেছে না, এখানে রহিয়াছে! আমরা যে সন্ধ্যার সময় একত্র খেলা করি, গল্প করি,—সেই খেলা-গল্পের জন্যই শুধু! মূঢ় আমি! আমার কন্যা মাদলীনের দিকে কখনও চাহিয়া দেখি নাই। নাদিন আসিলে তাহার মুখ কি আনন্দে উজ্জ্বল রাঙা হইয়া উঠিত, সরমে তাহার কথা ও গতি কেমন বাধিয়া যাইত, নাদিন না আসিলে মলিন মুখে আকুল নেত্রে পথের পানে সে চাহিয়া থাকিত, এ সকল লক্ষ্য করিবার আমার অবসরই ছিল না, অথচ মাদলীনের এ ভাবান্তর

দিনের আলোর মতই স্পষ্ট হইয়া উঠিত, এতটুকু গোপন রহিত না—আমি অন্ধ, তাই কিছু দেখি নাই।

"যাহা হউক, দেখিতে বিলম্ব হইল না। প্রমাণও মিলিল,—মাদ্‌লীন তাহার মাকে বলিয়াছে, নাদিনকে সে ভালবাসে, নাদিনও তাহাকে ভালবাসে—গভীর সে ভালবাসা, তাহা মুছিবার নহে, ভুলিবার নহে, মিলাইবার নহে! আমি কাউন্তের নিকট ছুটিলাম—কি তাহার অভিপ্রায় জানিতে চাই! এখনই, আর বিলম্ব নহে!

"নাদিন স্বীকার করিল—তাহার স্বরে এমন একটা আন্তরিকতা ফুটিয়া উঠিল যে, সে কথা মর্ম্মে গিয়া বিঁধিল। নাদিন মাদলীনকে ভালবাসে, সে তাহার পাণি-গ্রহণে অভিলাষী। এ মিলনে বাধা কি, তাহাও সে খুলিয়া বলিল। অভিজাত বংশের জ্যেষ্ঠ পুত্র সে, পিতা জীবিত, বংশাভিমান তাঁহার অত্যন্ত প্রবল,—তাঁহার মন পাওয়া কঠিন ব্যাপার! মত না পাইবারই আশঙ্কা! তথাপি সে বলিল,—পিতার ক্রোধের ভয়ে সে হঠিবে না! মাদলীনকে না পাইলে সে বাঁচিবে না। সে সাবালক, নিজেও কিছু বিষয়-সম্পত্তি করিয়াছে—পিতার অর্থে বঞ্চিত হইলেও সুখে স্বচ্ছন্দে তাহার দিন কাটিবে, এমন সংস্থানও তাহার আছে! পরিপূর্ণ সচ্ছলতা না হইলেও মাদলীনকে কোন দিন কষ্ট পাইতে হইবে না। শুধু সে আমার মতাপেক্ষী আমার উপর, শুধু তাহার নহে—দুইটি প্রাণীর সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।"

ডাক্তার স্থির হইলেন। বাহিরে একটা বৃক্ষ-শাখা হইতে বায়ু-তাড়নে সহসা একটা শুষ্ক পত্র চ্যুত হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নামিয়া পড়িতেছিল, ক্রমে সেটি মাটিতে পড়িয়া গেল—ডাক্তার সেই পত্রটার প্রতি চাহিয়া মুহূর্ত্তের জন্য নীরব রহিলেন। জ্যাক কহিল, "তার পর?"

ডাক্তারের যেন চমক ভাঙ্গিল। ডাক্তার একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "হাঁ—তারপর ভবিষ্যৎ জামাতার সমস্ত গৌরব আদর লইয়া, একদিন সে আমার গৃহে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। আমার মনে হইতেছিল, কেমন চট্ করিয়া যেন সব হইয়া যাইতেছে, অত্যন্ত ত্বরিতভাবে—আমার মাদলীনের সমগ্র জীবনের সুখ ইহার উপর, এই বিবাহের উপর নির্ভর করিতেছে! স্ত্রী বলিলেন, "ও যা বললে, তাই মেনে নিলে! কোন খোঁজ-খবর নেবে না? বিদেশী লোক, কোথায় ঘর, কি বৃত্তান্ত, ঠিক নেই। মেয়েটাকে অমনি রাস্তার লোকের হাতে তুলে দেবে?" তাঁহার সন্দিগ্ধতায় আবার আমি হাসিলাম; লোকটির প্রতি আমার এমনই বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছিল,—তবু একদিন ব-বিভাগের ম্যানেজারের নিকট কথাটা পাড়িলাম। তিনি বলিলেন, কাউন্ট নাদিনের সম্বন্ধে তিনি এমন কিছুই জানেন না—তবে শুনিয়াছেন বটে, সে বড় বংশে জন্মিয়াছে এবং লেখাপড়াটাও ভাল শিখিয়াছে। কিন্তু মেয়ের বিবাহ দিতে হইলে রুশ রাজদূতের অফিসে সংবাদ লওয়া যে বিশেষ প্রয়োজন, এ কথাটাও তিনি বার বার আমাকে বলিয়া দিলেন, কারণ তাহাদের অফিসে বড় বড় বংশগুলির সম্বন্ধে সকল সংবাদই পাওয়া যাইবে।

"তুমি ভাবিতেছ, জ্যাক, এ কথা শুনিয়া আমি রাজদূত অফিসে সংবাদ লইয়াছিলাম! না। সেদিকে আমার কোন চেষ্টাই ছিল না, এমনই অলস আমি! সারা জীবনে আমার এ রোগ সারিল না—যাহা করা উচিত মনে ভাবিয়াছি, তাহার অর্দ্ধেকগুলাও যদি করিতাম! স্ত্রী পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন, "খোঁজ নাও, খবর নাও—"আমি মিথ্যা বলিয়া সকল দায় এড়াইলাম। স্ত্রীকে বলিলাম, খোঁজ পাইয়াছি—নাদিনের কথা খাঁটি সত্য!'

"স্ত্রী আশ্বস্ত হইলেন। হায়, সরলা, বিশ্বস্তহৃদয়া নারী! কিন্তু

একটা কথা এখন বুঝিয়াছি,—আমি পারিতে সংবাদ লইতে চলিয়াছি ভাবিয়া পাষণ্ড কি ভয়াকুল হইয়া উঠিত! কিন্তু তখনও কিছু বুঝি নাই! ভবিষ্যতের সুখের কল্পনায় আমি বিভোর হইয়া পড়িয়াছিলাম! আমার মাদলীন সুখে থাকিবে! আরামে থাকিবে! আর কি চাই!

"শীতের শেষে কাউন্টের নিকট অসংখ্য পত্র আসিতে লাগিল। সেও পত্র লেখায় অসম্ভব মন দিল। শুনিলাম, পিতার সহিত তাহার উত্তর-প্রত্যুত্তর চলিয়াছে। সে আমাকে পত্র দেখাইত, কতকগুলা চিত্র-বিচিত্র-করা দুর্ব্বোধ বিদেশী ভাষা, আমি তাহার বিন্দুও বুঝিতাম না। যত না বুঝিতাম, বিশ্বাস ততই প্রবল হইতেছিল। কতকগুলা নাম শুধু বুঝিতাম, আইভানোভিচ, ষ্টিফানোভিচ—এমন কত নাম। মাদলীন হাসিয়া কহিত, তোমার এতগুলা নাম না কি? তাহার নাম শুধু মাদলীন রিভাল। হ্যাঁ জ্যাক—সে পাষণ্ডের সত্যই অসংখ্য নাম ছিল। শেষে একদিন শুনিলাম, নাদিনের পিতা বিবাহে মত দিয়াছে। আমি যেন বাঁচিলাম। পিতার অভিশাপ ও রোষ মাথায় লইয়া নবীন জীবন আরম্ভ করিবে, এই চিন্তাটা কাঁটার মত আমার প্রাণে বিঁধিতেছিল। বিবাহে আপত্তি নাই! আমি মনে অত্যন্ত আনন্দ পাইলাম।

"বিনা আড়ম্বরে একদিন এতিয়োলে বিবাহ হইয়া গেল। ঐ গির্জ্জাঘরে—এদিকে আসিতে ডাহিনে ঐ যে ছোট গির্জ্জাটা! কি আনন্দ, সে কি সুখের দিন! শুধু পিতার প্রাণই সে আনন্দ বুঝিতে পারে। কম্পিত হস্তে কন্যার কম্পিত কর ধরিয়া তাহার দিকে চাহিলাম। আনন্দে সে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল! সেদিনকার গির্জ্জার অর্গিনে যে সুর বাজিয়াছিল, তেমন সুর জীবনে আর কখনও শুনি নাই। সে যেন স্বর্গের বীণা—সে সুর এখনও আমার কানে লাগিয়া আছে!

"তার পর তাহারা হাসিমুখে বিদায় লইল। বিদায়ের সময় আমার বুক কি বেদনার ভারে ভরিয়া উঠিয়াছিল! মুখে কথা ফুটিতেছিল না, চোখের কোণে শত চেষ্টাতেও জল ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিলাম না। কিন্তু মাদলীনের মুখ সে বিদায়ের ক্ষণেও একটা অপূর্ব্ব হর্ষের দীপ্তিতে পূর্ণ, উজ্জ্বল হইয়া উঠিল! তাহার মাথায় হাত রাখিয়া আমরা আশীর্ব্বাদ করিলাম,—সুখী হও, সুখে থাক, বাছা আমার!

"তাহারা চলিয়া গেল। এমনভাবে যাহারা যায়, সত্যই তাহারা সব হাসি, সব আলো, সব আনন্দটুকুই সঙ্গে লইয়া যায়, রাখিয়া যায়, শুধু বিষাদ, বেদনা, আর স্মৃতির দুর্বহ ভারের রাশি! এক্ষেত্রে তাহাই ঘটিল। সন্ধ্যার পর আমরা স্বামী-স্ত্রীতে শূন্য গৃহে দীপ জ্বালিয়া টেবিলের সম্মুখে বসিয়া তাহাদেরই কথা ভাবিতাম! গৃহের সে দারুণ নিঃসঙ্গতা, সে একান্ত অপরিহার্য্য নিঃসঙ্গতা, বিরাট লৌহের মতই আমাদের বুকে বাজিত! শুধু আমরা পরস্পরের দিকে চাহিয়া থাকিতাম—কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিত, কথা ফুটিত না। তবু আমি দিনের বেলায় রোগী দেখিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া কতকটা অন্যমনস্ক হইতে পারিতাম। কিন্তু স্ত্রী! এই ক্ষুদ্র নিরালা গৃহের প্রত্যেক কোণটি অবধি যেন অসহ্য বেদনা-ভার লইয়া বেচারীর বুক চাপিয়া ধরিত।

কন্যার বিরহ-দুঃখে যেন সজীব মূর্ত্তি লইয়া তাহার আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়াইত। পরিত্রাণের কোন উপায় ছিল না। নারীর ভাগ্যই এমন! তাহাদের সকল হর্ষ, সকল বেদনা গৃহকোণটিকেই কেন্দ্র করিয়া গর্জ্জিতে থাকে, চারিধারে অগ্নির দাহ জাগাইয়া তুলে—তাহারই মধ্যে পড়িয়া অভাগিনী নারীজাতি নিতান্ত অসহায় নিরুপায়ভাবে সে দাহের যন্ত্রণা ভোগ করে—নীরবে সব সহ্য করে! এই জানালা, ইহারই সম্মুখে মাদলীন দাঁড়াইত, এই চেয়ার—ইহাতে সে বসিত—

এই খেলানা, ইহা লইয়া সে খেলা করিত—এই দোলা, শিশু অবস্থায় ইহারই ক্ষুদ্র ক্রোড়টিতে বসিয়া শুইয়া মাদলীন দোল খাইত! এই বই—সে পড়িতে ভাল বাসিত—এই শয্যা, ঐ দেরাজ, এই পরদা, ঐ গাছপালা, প্রত্যেকটিতে তাহার কোমল হস্তের ললিত স্পর্শ যেন মাখানো রহিয়াছে! মাদলীন, মাদলীন, কোথায় তুমি! এস, এস, এ বিরহ যে আর সহ্য হয় না।

"কিন্তু এই দুর্ব্বল মানুষ অসহ্য বেদনাও সহ্য করে! করিতে হয়! আমরাও ক্রমে সান্ত্বনালাভের চেষ্টা করিলাম। তাহারা এখন পিসায়, কাল ফ্লোরেন্সে যাইবে। তারপর—? শুধু প্রেম, শুধু প্রীতি সূর্য্যকিরণের মত তাহাদের পথ আলোকিত করিয়া রাখুক! পত্র আসিত, তাহারা কতদূর চলিয়াছে! ক্রমে তাহারা ফিরিবার সঙ্কল্প জানাইল। আমরা ঘর-দ্বার সাজাইতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিলাম। এক একটি দিন যাইত, আমরা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতাম—তাহারা আসিতেছে।

"সেদিন রাত্রে রোগী দেখিয়া ফিরিতে বিলম্ব হইয়াছিল। স্ত্রী শয়ন করিয়াছিলেন। আমি একাই ভোজন করিতেছিলাম। সহসা বাহিরে বাগানে একটা ত্বরিত পদশব্দ শুনিলাম। উদ্‌গ্রীবভাবে দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিলাম। দ্বার খুলিয়া গেল। এ কে! মাদ্‌লীন! এ কি মূর্ত্তি! একমাস পূর্ব্বে দেববালার মত অপূর্ব্ব কান্তিময়ী যে কন্যাকে হাসি ও অশ্রুর মধ্যে বিদায় দিয়াছি, এ কি সে-ই! বর্ণ মলিন, দেহ শীর্ণ, পাণ্ডু, উন্মাদের মত জীর্ণ বেশ, হাতে একটি ব্যাগমাত্র, চোখের কোণে কালির রেখা পড়িয়াছে, সারা দেহে শোকের এক করুণ ছবি! মনের উপর দিয়া যেন প্রকাণ্ড ঝড় বহিয়া গিয়াছে,—কি, এ মূর্ত্তি! করুণ স্বরে মাদলীন কহিল, "বাবা, আমি এসেছি।"

"আমি লাফাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলাম, ব্যগ্রস্বরে কহিলাম, "ব্যাপার কি, মাদলীন? নাদিন কোথায়?"

"সে উত্তর না দিয়া চক্ষু মুদিল। সে কাঁপিতেছিল! কি ভীষণ কম্পন! আমি তাহার মাথায় হাত রাখিলাম। আমার দুঃখ! তখন আমার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। কষ্টে বল সংগ্রহ করিয়া বলিলাম, "বল, মাদলীন, তোমার স্বামী কোথায়?"

"আমার মুখের দিকে চাহিয়া কাতর স্বরে সে কহিল, "নেই। ছিলও না।"

"তাহার পর আমারই পাশে বসিয়া সে আমায় সব কথা খুলিয়া বলিল। সে এক ভীষণ, মর্ম্মভেদী কাহিনী—বিল্লুপের মতই তাহা গভীর, করুণ! সে কাউন্ট নহে! তাহার নামও নাদিন নহে। দক্ষিণ রুশবাসী একজন ইহুদী সে—নাম, র‍্যস্‌ক্। একটা হতভাগা জালিয়াত—কোন দিকে কোন উপায় না দেখিয়া জাল-জুয়াচুরি করিয়া জীবিকার সংস্থান করিতেছিল। পূর্ব্বে রিগায় একটা বিবাহ করিয়াছিল—সেণ্টপিটার্সবার্গেও একটা,—তাহারা এখনও বাঁচিয়া আছে। তাহার কাগজ-পত্র জাল—সে নিজের হাতে জাল করিয়াছিল। রুশে সে ইদানীং নোট জাল করিয়া খাইত। তাহার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছিল, টিউরিনে সে ধরা পড়ে।

"ভাব, জ্যাক, আমার মেয়ের কথা,—একা, সেই বিদেশে—স্বামীর নিকট হইতে অপ্রত্যাশিত ভাবে বিচ্যুতা, পরিত্যক্তা মাদলীন, সহস্র কুৎসিত দৃষ্টির সম্মুখে একটা জালিয়াতের স্ত্রীরূপে,—স্ত্রীই বা কোথা, জ্যাক্? ধরা পড়িয়া সব কথা নাদিন স্বীকার করিয়াছিল।

"একটা কথা তখন শুধু মাদলীনের মনে জাগিতেছিল,—জগতে তাহার যে একটি মাত্র আশ্রয় আছে, তাহার পিতার গৃহ, মাতার ক্রোড়, সেখানে সে ফিরিবে—যেমন করিয়া পারে। তাই অতি কষ্টে ষ্টেশনের এক তরুণ কর্ম্মচারীর কৃপায় কোন মতে সে গৃহে ফিরিয়াছে। সে পাপিষ্ঠ তাহাকে যাহা-কিছু দিয়াছিল, সব সে একটা হোটেলে

ফেলিয়া আসিয়াছে, কিছুই লইয়া আসে নাই। বলিতে বলিতে মাদলীনের চোখে বাণ ডাকিল। আমি তাহাকে আশ্বাস দিলাম, কহিলাম, "স্থির হও, মাদলীন, চুপ কর, তোমার মাকে ডাকি।" আমার কঠিন চোখেও জল আসিয়াছিল!

"পরদিন স্ত্রী সব কথা শুনিলেন। তিনি তিরস্কার করিলেন না—শুধু আমার দিকে করুণ দৃষ্টিতে একবার চাহিলেন, বলিলেন, "গোড়া থেকেই আমার কেমন সন্দেহ হয়েছিল—এ বিয়েতে একটা কিছু অঘটন ঘটবেই।" লোকটাকে প্রথম দেখিয়া অবধি তাঁহার মনে কেমন এক আতঙ্ক জাগিয়াছিল। চিকিৎসা-বিজ্ঞান লইয়া আমরা গর্ব্ব করি! কিন্তু এই অশিক্ষিতা নারীর অন্তরে যে ভাব গুমরিয়া উঠিয়াছিল—যে ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিজ্ঞান,—তাহার কাছে আমাদের শিক্ষা-গর্ব্ব লজ্জায় মাথা হেঁট করে! আমার কন্যার প্রত্যাগমন-সংবাদ পাড়ায় পরদিনই রাষ্ট্র হইয়া গেল।

সকলেই আসিয়া উঁকি দিল। ব্যাপার কি? তোমার মেয়ে ফিরিল যে! জামাই কোথা—খবর কি তার, ভাল আছে ত? জীবনে কখনও রূঢ় হই নাই—কিন্তু সেই একদিন রূঢ় স্বরে সকলকে বিদায় দিলাম। মাদলীন ও আমার স্ত্রী কখনও বাড়ীর বাহির হইতেন না—পল্লীর কৌতূহল দৃষ্টি হইতে আপনাদিগকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখিলেন।

তখনও আমি বিপদের সবটুকু জানিতে পারি নাই। মাদলীন্ সে কথা আমাকে খুলিয়া বলে নাই যে, এই হেয় মিথ্যা বিবাহ অভিনয়ের ফলে সে অন্তঃস্বত্বা! সে কি বিষাদে আমাদের মন আচ্ছন্ন হইল! জারজ সন্তান প্রসব করিবে—মাদলীন? হা ভগবান, মাদলীন্ নীরবে বসিয়া লেপ-কাঁথা সেলাই করিত, ছোট পোষাক তৈয়ার করিত, সন্তানের জন্য! হউক জারজ—তবু সে সন্তান,

—মাতার সে আনন্দ, গর্ব্ব, সান্ত্বনা! বেচারা দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছিল—তাহার মুখে শীর্ণ পাণ্ডুতা বাড়িয়াই চলিয়াছিল! সর্ব্বদাই সে কি ভাবিত!

"আমার স্ত্রী বলিলেন, "সারা দিন-রাত ও মন গুমরে থাকে, কাঁদে। সে লক্ষ্মীছাড়াটাকে ও ভুলতে পারে নি, ভালও বাসে!"

"যথার্থই মাদলীন সে পাষণ্ড বর্ব্বরটাকে ভালবাসিত। আমার স্ত্রী তাহাকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হইলে মাদলীন নিবারণ করিত। মৃদু ভাবে কম্পিত স্বরে শুধু বলিত, "কি হবে, আর ভেবে, মা! সব আমার অদৃষ্ট! কি করবে, তোমরা?" সে পাপিষ্ঠকে ভুলিতে পারে নাই বলিয়াই দারুণ অনুশোচনায়, লজ্জায়, ঘৃণায়, সে মরণের পথে চলিয়াছিল—এবং সেদিনকে আমাদের দীর্ণ বুকে তুলিয়া দিবার অল্পদিন পরেই সে একদিন আপনার দুর্ব্বহ বেদনা-ভার হইতে মুক্তি লাভ করিল।

"তাহার মৃত্যুর পর তাহার শয্যাতল হইতে একখানি পত্র বাহির হইল—পত্রখানি শত-ভাঁজে মলিন, ছিন্নপ্রায় হইয়া গিয়াছে। সে পত্র নাদিনের—প্রণয় জ্ঞাপন করিয়া মাদলীনকে এই পত্র-দ্বারাই পাপিষ্ঠ প্রলোভনের জাল পাতিয়াছিল। মাদলীন এই পত্রখানিকে কেবলই পড়িত—বুকে করিয়া রাখিত! আহা, বেচারী! বেচারী মাদলীন!

"তুমি অবাক হইতেছ, জ্যাক—একটা ক্ষুদ্র পল্লীর এক প্রচ্ছন্ন কোণে এত বড় একটা হৃদয়-ভেদী নাটকের অভিনয় হয়—ইহা কি সম্ভব! ইহাকেই বলে, অদৃষ্টের পরিহাস! লতাপাতার আড়ালে ঘেরা ক্ষুদ্র কুটীরেও এ ঘটনা ঘটে! যুদ্ধের সময় মাঠের প্রান্তে কর্ম্ম-রত দরিদ্র হতভাগা কৃষক কিম্বা স্কুল-ফিরতি কোন নিরীহ বালকের গায় সহসা রণক্ষেত্র হইতে গোলা ছুটিয়া তাহাকে যেমন মৃত্যুর গহ্বরে ঠেলিয়া দেয়, এও যেন ঠিক তেমনই—তেমনই নৃশংস, তেমনই বর্ব্বর!

"সেসিলকে লইয়া সান্ত্বনা পাইলাম। গাঢ় অনুতাপের জ্বালায় পলে পলে জ্বলিয়াও সেসিলের মুখ দেখিয়া বাঁচিতে হইল! নহিলে মাদলীনকে হারাইয়া বাঁচিবার কথা নয়! আমাদের একমাত্র যত্ন হইল, সেসিল যেন এ সব কথা জানিতে না পারে—এ বাজ তাহার কোমল বুকে না পড়ে। এই জন্যই সেসিলকে কখনও পথে বাহির হইতে বা কাহারও সঙ্গে মিশিতে দিতাম না। তোমার সঙ্গে মিশিতে দিতেও আমার স্ত্রীর আশঙ্কা জন্মিয়াছিল—পাছে তাহার মার মত সেও কোনদিন ভুল করিয়া বসে! কিন্তু যখন তোমার পরিচয় পাইলাম যে, তুমিও তাহারই মত দুর্ভাগা—তখন তোমাকে মানুষ করিয়া তুলিতে আমারও ইচ্ছা হইল—যদি কোনদিন তোমার হাতে সেসিলকে সঁপিয়া দিতে পারি! নহিলে আর কাহার হাতে দিব? যদি সেসিলকে সে অশ্রদ্ধা করে, সম্মানের চোখে না দেখে, এমনই ভাবে পরিত্যাগ করে! এই জন্যই তোমাকে যখন উহারা কারখানায় পাঠাইতেছিল, আমি রাগে জ্বলিয়া উঠিয়াছিলাম—মনে হইয়াছিল, তোমাকে উহারা আমার বুক হইতে ছিনাইয়া লইতেছে—আমার নিতান্ত আপনার জন তুমি—তোমার উপর উহাদের কিসের অধিকার! তুমি আমার, তুমি আমার সেসিলের!

"তাহার পর হইতে বরাবর আমি এই দিনটিরই প্রতীক্ষা করিতেছিলাম—কবে তুমি আসিয়া আমার হাত হইতে সেসিলকে চাহিয়া লইবে। সেসিল আসিয়া নতশিরে কম্পিত রুদ্ধভাষে বলিবে, দাদামশায়, জ্যাককে আমি ভালবাসি! সে দিন আজ আসিয়াছে, জ্যাক! দুটি অভাগা তোমরা একসঙ্গে মিলিয়া সুখী হও। চুরির সংবাদে আমার মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল—কিন্তু তোমার কথায় যেদিন সে রহস্য ভেদ হইল, সেদিন যেন আবার আমি নূতন জীবনে জাগিয়া উঠিলাম! জ্যাক—এখন শোন, তুমি সেসিলকে ভালবাস, সেসিলও তোমায় ভালবাসে।

তাহাকে জয় কর, বন্দী কর। এ দুইমাস তোমাকে আমি লক্ষ্য করিতেছি—এখন সুস্থ হইয়াছে, শরীরে বল পাইয়াছ। একটা মতলবও আমার মাথায় আসিয়াছে। তুমি পারিতে যাও—ডাক্তারি শেখো—চার বৎসর সময় লাগিবে! তারপর আমার জায়গায় তোমায় বসাইব। সুখে স্বচ্ছন্দে তোমাদের দিন কাটিবে। প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় এখানে আসিবে—সেসিলকে দেখিবে, শক্তি পাইবে, আশা পাইবে। দিনে কাজ-কর্ম্ম কর, রাত্রে পড়। চার বৎসর পরে মানুষ হইয়া উঠিবে, তখন সেসিলের ভার লইতে পারিবে। নাও জ্যাক, খাটো—কাজ কর, সেসিল তোমার এ দীর্ঘ একনিষ্ঠ সাধনার পুরস্কার!"

কাহিনী শুনিয়া জ্যাক অভিভূত হইয়া পড়িল। সে যাহা শুনিল, তাহা যেমন বিচিত্র, তেমনই মর্ম্মভেদী!

কিন্তু একটা সংশয়, একটা আশঙ্কা তাহার মনে জাগিতেছিল। সেসিল হয়ত তাহাকে ভগ্নীর মতই ভালবাসে! তাহা ছাড়া চারি বৎসর প্রতীক্ষা করিতে কি সে সম্মত হইবে?

রিভাল কহিলেন, "সে বিষয়ে সেসিলের সঙ্গে তুমি কথা কও। সে উপরে আছে—যাও, তাকে বলগে।"

কাহাকে বলিবে! এ যে বড় কঠিন কাজ! হৃদয় একটা গভীর উত্তেজনায় মুহুর্মুহু কাঁপিয়া উঠিতেছিল—বুঝি, এখনই বিদীর্ণ হয়!

উপরে ঘরে বসিয়া সেসিল কি একটা লিখিতেছিল! জ্যাকের চোখে সেসিল সেদিন অপরূপ মোহিনী-মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল! সেসিলের দেহে এত রূপ! সে রূপে এমন মোহ! কৈ, জ্যাক আর কোনদিন ত ইহা লক্ষ্য করে নাই। কি এ সুমধুর পরিবর্ত্তন!

জ্যাক কম্পিত স্বরে ডাকিল, "সেসিল—"

সেসিল মুখ তুলিল, উঠিয়া দাঁড়াইল, শান্ত স্বরে কহিল, "কেন, জ্যাক?" তাহার মুখ এক অজানা সরম-রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল।

জ্যাক কহিল, "আমি আবার যাচ্ছি, সেসিল, কাজ করতে, মানুষ হতে! এখন আমার জীবনে একটা লক্ষ্য স্থির করেছি,—অবলম্বন পেয়েছি। তোমার দাদামশায় আমায় অনুমতি দিয়েছেন—তাই কোন দিন যা তোমায় বলতে সাহস হয়নি, আজ তা বলতে এসেছি—"

"কি সে, জ্যাক?" লজ্জায় সেসিলের নয়ন-পল্লব কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

"যে আমি তোমায় ভালবাসি—ভালবাসি, সেসিল। তোমাকে যাতে জয় করতে পারি, যাতে তোমার যোগ্য হতে পারি, তার জন্যই আজ আমি কঠোর সাধনায় রত হতে চলেছি!"

জ্যাকের স্বর কম্পিত হইতেছিল, থমকিয়া যাইতেছিল! তবু সে সব কথা বলিল। সেসিল সব কথা স্পষ্ট শুনিল। সে জানিত, এ প্রেমকে, বহু প্রতীক্ষা, বহু পরীক্ষার মধ্য দিয়া গভীর সুদৃঢ় হইতে হইবে। জ্যাকের কথা শেষ হইলে, আবেগে সেসিল জ্যাকের হাত দুইটি আপনার হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিল। পরে দৃঢ় স্পষ্ট স্বরে সে কহিল, "জ্যাক, আমি এ চার বৎসর তোমার প্রতীক্ষায় বসে থাকব। চার বৎসর কেন, জ্যাক? যদি চিরকাল, সারা জীবন আমায় এমনই প্রতীক্ষা করে কাটাতে হয়, তা'ও কাটাব। জ্যাক, প্রিয়তম আমার, ...এ তুমি নিশ্চয় জেনো!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বেলিসেয়ার

তখনও সন্ধ্যা নামিতে কিছু বিলম্ব আছে। পারির এক প্রান্তে ইসেনডেকের প্রকাণ্ড লোহার কারখানা। কারখানার লোকজন কোলাহল তুলিয়া পথে চলিয়াছে। কেহ সঙ্গীর পিঠে হাত রাখিয়া গাহিয়া—কেহ বা জনতার পাশ কাটাইয়া সঙ্গিনীকে একান্তে টানিয়া হৃদয়ের গোপন বেদনার আভাষ দিতে দিতে চলিয়াছে। কাজের মধ্য হইতে ছাড়া পাইয়া সকলেরই মন লঘু, উল্লসিত—তাহাদের হর্ষ-কোলাহলে সারা পথ মুখরিত।

এই সকল লক্ষ্য করিতে করিতে জ্যাকও পথে চলিয়াছিল। আজ তাহার মনে আর এতটুকু বেদনা নাই! ভবিষ্যতের আশায় প্রদীপ্ত চিত্ত লইয়া সে চলিয়াছিল। দৃষ্টি পথের দুই পাশের বাড়ীর দিকে,—যদি ভাড়ার জন্য কোনটায় খালি ঘর পাওয়া যায়!

কারখানার কিশোরী কারিকরগুলা মুগ্ধ দৃষ্টিতে জ্যাকের সুন্দর মুখের পানে চাহিতে ভুলে নাই! "দেখ্ ভাই—কেমন লোকটি—কেমন আপনা-ভোলা—বেশ, না?" পরস্পরের মধ্যে এমনই একটা অস্ফুট আলাপ চলিয়াছিল। জ্যাকের কিন্তু সে দিকে কান দিবার অবসর ছিল না।

সহসা একটা জুতার দোকানে প্রকাণ্ড এক ঝুড়ির পানে জ্যাকের নজর পড়িল—ঝুড়িটায় অসংখ্য ছোট-বড় টুপি! বেলিসেয়ারের নয় ত! টুপির সহিত বেলিসেয়ারের সম্পর্কের স্মৃতি জ্যাকের মনে এমন সুদৃঢ় রেখাপাত করিয়াছিল যে, দোকানের মধ্যে তখনই কৌতূহল দৃষ্টি পড়িল! বেলিসেয়ারই ত! খুব তন্ময় হইয়া সে জুতাওয়ালার সহিত

একজোড়া ছোট জুতার দর কষিতেছিল—তাহার পাশে একটি ছোট ছেলে দাঁড়াইয়া—বয়স তাহার পাঁচ বৎসরের বেশী হইবে না!

বেলিসেয়ার বলিতেছিল, "পায়ে লাগছে না ত? বেশ করে দেখ।" বেলিসেয়ারের কথায় জ্যাকের হাসি পাইতেছিল। সে দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল, "কি, বেলিসেয়ার যে!"

"আরে, মাষ্টার জ্যাক! তুমি এখানে!"

"ভাল আছ, বেলিসেয়ার? তা এটি কে সঙ্গে? তোমার ছেলে না কি?"

অপ্রতিভভাবে বেলিসেয়ার কহিল, "না, না, আমার ছেলে কেন? মাদাম ওয়েবারের ছেলে, এটি!" তার পর দোকানদারের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি একবার দেখ দেখি, বেশ করে—পায়ে কোথাও আঁট হচ্ছে কি না! জুতো বরং একটু বড় হওয়া ভাল। ফোস্কা হবার কোন ভয় থাকে না। কশা জুতোর দুঃখের চেয়ে দুঃখ আর কিছু নেই—বুঝেছ! আমি একজন ভুক্তভোগী কি না, তাই বলছি।"

কথাটা বলিয়া বেলিসেয়ার আপনার পায়ের পানে একবার চাহিল! কবে ঠিক নিজের পায়ের মাপে একজোড়া জুতা ফরমাস দিয়া তৈয়ার করাইবার সামর্থ্য তাহার হইবে?

পরে ছেলেটিকে প্রায় বিশবার ধরিয়া প্রশ্ন করিয়া যখন বেলিসেয়ার জানিল, জুতা তাহার পায় আঁট হয় নাই, ঠিক খাপ খাইয়াছে, তখন আশ্বস্ত চিত্তে পকেট হইতে একটি লাল রঙের ছোট থলি বাহির করিয়া জুতাওয়ালার হাতে কয়েকটি রৌপ্যমুদ্রা গণিয়া দিয়া সে বাহিরে আসিল।

বাহিরে আসিয়া বেলিসেয়ার জ্যাককে কহিল, "তুমি কোন্ দিকে যাবে, জ্যাক?"

"কেন, বেলিসেয়ার ?"

"কেন! তুমি যেদিকে যাবে, আমি ঠিক তার উল্টো পথে যাই আর কি তা হলে! তোমার সঙ্গে এক পথে আর আমি পা বাড়াচ্ছি না। খুব শিক্ষা হয়েছে—হাঁ।"

জ্যাকের মনে একটা আঘাত লাগিল। মনের ভাব মনে চাপিয়া জ্যাক বলিল, "আমি ঈসেনডেকের কারখানায় যাব—সেখানে আমি কাজ করব।"

"ঈসেনডেকের কারখানায় ঢোকা বড় সহজ নয়! ভাল সার্টিফিকেট চাই—না হলে ওরা ভর্ত্তিই করে না।" কথাটা বলিবার সময় বেলিসেয়ার জ্যাকের পানে একটা বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। রিভালের মত বেলিসেয়ারও অঁ্যাদ্রের সেই চুরির ব্যাপার সম্বন্ধে জ্যাকের প্রতি একটা ভ্রান্ত ধারণা পুষিতেছিল। জেনেদের টাকা জ্যাকই চুরি করিয়াছিল বলিয়া বেলিসেয়ারের বিশ্বাস। কিন্তু জ্যাক যখন তাহাকে সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিল এবং আরও বলিল যে সে ঈসেনডেকের কারখানায় কাজ করিবে স্থির হইয়া গিয়াছে; নিকটেই একটা ঘর ভাড়া লইয়া তথায় সে বাস করিবে, তখন বেলিসেয়ারের সন্দিগ্ধ মন প্রসন্ন হইল। সে তাড়াতাড়ি উৎসাহের সহিত বলিল, "আরে তাই না কি! তাহলে এই সন্ধ্যার সময় আর কোথায় এখন বাড়ী খুঁজে পাবে, জ্যাক? তার চেয়ে বরং আমার সঙ্গে এস। আমার বাসায় প্রকাণ্ড ঘর—তাতে তোমার খুব ঠাঁই হবে'খন! তারপর আমার মাথায় একটা মতলব আছে। খাবার সময় বলব—এস, আমার বাসায় এস, জ্যাক!"

পথে বেলিসেয়ার জ্যাককে মাদাম ওয়েবারের পরিচয় দিল। মাদাম ওয়েবার এক বিধবা নারী—রুটি বেচিয়া দিন-গুজরান করে। এই একটি ছেলে শুধু তাহার সমস্ত দুঃখ ভুলাইয়া রাখিয়াছে।

ছেলেটিকে সে ঘরের বাহির হইতেই দেয় না। বেলিসেয়ারের সঙ্গে বলিয়াই বেচারা ছেলেটি পথের বাহির হইতে পাইয়াছে। মাদাম ওয়েবার ভোর পাঁচটায় রুটি বেচিতে যায়; বেলা এগারো-বারটার সময় ঘরে আসে, তাহার পর আহারাদি সারিয়া 'বেকারি'তে যায়, রুটা তৈয়ার করিতে; সন্ধ্যার পর কাজ-কর্ম্ম শেষ করিয়া আবার গৃহে ফিরে—বেলিসেয়ার বাটিতে থাকিলে ছেলেটি তাহার কাছে থাকে, না হয় ত পাড়ার কোন স্ত্রীলোক দয়া করিয়া ছেলেটিকে দেখে। যখন দেখিবার কেহ না থাকে, তখন চেয়ারের সঙ্গে তাহাকে বাঁধিয়া মাদাম ওয়েবার বাহিরে যায়। কি জানি, একেলা থাকিলে যদি ছেলেমানুষ দিয়াশলাই লইয়া খেলা করিতে করিতে গায় আগুন লাগাইয়া পুড়িয়া মরে!

খানিকটা পথ চলিয়া আসিয়া বেলিসেয়ার বলিল, "এই আমাদের বাড়ী!" জ্যাক চাহিয়া দেখে, সম্মুখে দীর্ঘ ত্রিতল বাড়ী—দেওয়ালের গায় অসংখ্য ছোট জানালা—বাহির হইতে দেখিলে কতকটা পায়রার খোপের মতই বোধ হয়! জ্যাক বেলিসেয়ারের গৃহে প্রবেশ করিল। মাদাম ওয়েবার তখনও ফিরে নাই।

তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া ছেলেটিকে একটা বড় চেয়ারের সহিত বাঁধিয়া বেলিসেয়ার জ্যাককে লইয়া পাশে আপনার ঘরে আসিল। বাতি জ্বালিতে জ্বালিতে বেলিসেয়ার বলিল, "ভারী মজা হবে, জ্যাক! ছেলের পায়ে নতুন জুতো দেখে মাদাম ওয়েবার একদম অবাক হয়ে যাবে! কে কিনে দিলে, বুঝতেও পারবে না! সে যা মজা হবে—হাঃ হাঃ হাঃ—"

জ্যাক কহিল, "তুমি একলা এখানে থাক, বেলিসেয়ার? আর তোমার বোন?"

বেলিসেয়ার কহিল, "না—বোনটি বিধবা হয়েছে! অত বড়

পরিবার পোষা কি আমার কাজ! তা ছাড়া দিন-রাত ঝগড়া-কিচিমিচি! খেটে-খুটে এসে সে সব কি বরদাস্ত হয়! কাজেই এখানে বাসা নিয়েছি। মাদাম ওয়েবার আমায় খুব সাহায্য করে—ঘরকন্না দেখা-শুনা—বলতে গেলে আমার সবই সে করে দেয়। নৈলে কি আমার দ্বারা এ-সব পোষায়! বড় ভাল লোক, মাদাম ওয়েবার। কোন ঝঞ্ঝাট নেই, বালাই নেই—পরের জন্যেই শুধু বেঁচে আছে! বাসার সকলেই মাদামের ভারী বাধ্য,—ভারী যশ মাদামের!"

বলিতে বলিতে টেবিলের উপর সে একখানা খবরের কাগজ বিছাইয়া দিল, তাহার উপর কাচের থালা-বাটি আনিয়া রাখিল—এবং অতিথি জ্যাকের জন্য খাবার লইয়া আসিল। পরে বলিল, "তোমাদের বাড়ী সেই যে হ্যাম খেয়েছিলুন, জ্যাক, আঃ, জীবনে তার স্বাদ কখনও ভুলব না! বলব কি, অমন জিনিস আমি আর কখনও খাইনি! চমৎকার! এ কি আর খাবার!"

বেলিসেয়ার যাহাই বলুক, জ্যাকের কিন্তু এ আহার মন্দ রুচিল না। সিদ্ধ আলু অনেকগুলা ছিল, সবগুলাই সে প্রায় খাইয়া ফেলিল—রন্ধনটুকুও পরিপাটী! রন্ধনের সে সুখ্যাতি করিলে বেলিসেয়ার কহিল, "এ-সব মাদাম ওয়েবার নিজে রেঁধে রেখে গেছে! তার গুণ কখনও ভুলব না, আমি! আঃ, কি রান্নাই রাঁধে! তার জন্য আমার ঘরকন্না নিজেকে আর দেখতেও হয় না। সব সে ঠিক করে রাখে। এই জিনিষ-পত্তর যা দেখছ,—এর কতক ত মাদাম ওয়েবারেরই—আমায় ধার দেছে, ব্যবহার করব বলে! হুঁঃ, কটা দিনের জন্যেই বা এ ধার! এর পরে ত সব আমাদের দুজনেরই হবে!"

কৌতূহল-চিত্তে জ্যাক প্রশ্ন করিল, "তার মানে?"

"মাদাম ওয়েবারের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে যে—তা বুঝি জান না? হাঃ হাঃ হাঃ—" আনন্দের আতিশয্যে কথাটা বলিয়া ফেলিলেও ঈষৎ

লজ্জায় বেলিসেয়ারের গাল দুইটা তখনই লাল হইয়া উঠিল। "বিয়ের সবই প্রায় ঠিক। আমি ত বলছি, দেরী করে আর কাজ কি? তা মাদাম ওয়েবার বলে, না, এ আয়ে কুলোবে না। ভারী হিসেবী লোক কি না! সে বলে, একজন সঙ্গী পাও যাতে, তা দেখ,—এক-সঙ্গে থাকবে—বাড়ীর ভাড়া আর খাওয়ার জন্য কিছু ধরে দেবে,—এমন একজন লোক! তাহলে খরচেরও অনেকটা সাশ্রয় হয়। কথাটা খাঁটি বটে! কিন্তু এমন লোক যে পাচ্ছি না—বিয়ে হয়নি, কি, স্ত্রী মারা গেছে, এমন একটি নিঃঝঞ্ঝাট মানুষ পাই, ভাল বিশ্বাসী লোক হয়, তবেই না! মাদাম ওয়েবার ভারী কষ্ট পেয়েছে। তার প্রথম স্বামীটা বেজায় মাতাল ছিল—ভারী বদমায়েস! মদ খেয়ে এসে মাদাম ওয়েবারকে কি বকাই বকত। আবার কি তাই শুধু? বেদম মারও! হাত তুলত জ্যাক, সত্যি ওর গায়ে হাত তুলত! আস্পর্দ্ধাটা, বোঝ একবার! অমন ভাল লোক, মাদাম ওয়েবার, তার গায়ে হাত তোলে—পাজী, বদমায়েস কোথাকার! আমি বলে দিচ্ছি, জ্যাক, তুমি বরং দেখো, বিয়ে হয়ে গেলে কখনও ওর গায়ে আমি হাত তুলব না—কখনও না! বরং ও যদি তুলতে চায় ত আমি পিঠ বাড়িয়ে দেব। এখন আসল বিপদ হচ্ছে, কি জান? এই লোক নিয়ে—কোথায় যে পাই, এমন লোক,—বুঝছ কি না?"

"লোক খুঁজছ তুমি? তা আমায় রাখতে কোন আপত্তি আছে, তোমার?"

বেলিসেয়ারের মনেও এই কথাটা ভাসিয়া বেড়াইতেছিল; কিন্তু নিজে হইতে এ কথা পাড়িতে তাহার কেমন বাধ-বাধ ঠেকিতেছিল। তাই সে একটু বিস্ময়ের ভাব দেখাইয়া কহিল, "তুমি! তুমি থাকবে, জ্যাক?"

"হাঁ, আমি! আমিই থাকব। এতে আশ্চর্য্য হচ্ছ কেন, বেলিসেয়ার?"

"আমরা গরীব—তার উপর টানাটানি করে ভাই, সংসার চালাই—খাওয়া-দাওয়া ত তেমন সংসই-গোছ নয়! তোমার ভাল খাওয়া অভ্যাস—তুমি—"

"না বেলিসেয়ার—আমি বেশ থাকব, এখানে। তোমাদের যদি কোন আপত্তি না থাকে—"

"আপত্তি! এ'ত পরম সৌভাগ্যের কথা!"

"আমিও খরচ-পত্তর টেনেটুনে করতে চাই—আমিও বিয়ে করব কি না—"

"তুমিও বিয়ে করবে? আরে বাঃ—কবে? কবে বিয়ে করে, শুনি।"

"সে এখন অনেক দেরী আছে, বেলিসেয়ার,—চার বচ্ছর দেরী। এখানে আমি দিনের বেলায় ঈসেনডেকের কারখানায় কাজ করব, আর রাত্রে পড়াশুনা করব! ডাক্তারী শিখব।"

এমন সময় বাহিরে কাহার পদশব্দ শুনা গেল। বেলিসেয়ার কহিল, "মাদাম ওয়েবার আসছে!"

পরমুহূর্তে দ্বার খুলিয়া সহাস্য মুখে মাদাম ওয়েবার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। কোনদিকে না চাহিয়াই সে বলিল, "এ নিশ্চয় তোমার কাজ, বেলিসেয়ার, এই ছেলেটাকে জুতো কিনে দেওয়া—" সহসা তাহার দৃষ্টি নবাগত তরুণ লোকটির প্রতি পড়াতেই মাদাম ওয়েবার থমকিয়া থামিয়া গেল। বেলিসেয়ার তখন জ্যাকের পরিচয় প্রদান করিল। জ্যাক যে অর্থ দিয়া তাহাদের বাসায় থাকিতে ইচ্ছুক, সে কথাও এক নিশ্বাসে সে বলিয়া ফেলিল। মাদাম ওয়েবার তাহা শুনিয়া জ্যাককে কৃতজ্ঞ অন্তরের ধন্যবাদ প্রদান করিতে ত্রুটি রাখিল না।

পরদিন সঙ্গীর বাসের সুবিধার জন্য মাদাম ওয়েবার ও বেলিসেয়ার

উঠিয়া-পড়িয়া লাগিল। বড় ঘরের একধারে একটা বিছানা পড়িল। তাহারই পাশে একটা পুরাতন টেবিলের উপর মাদাম ওয়েবার রিভালের দেওয়া জ্যাকের বইগুলি স্তূপাকারে সাজাইয়া রাখিল। কিছুদিন পরে তাহারা নূতন বাসা ভাড়া করিবে—কারখানার নিকটেই বাসা লইবে, তাহা হইলে জ্যাকের পথের কষ্টও অনেকটা লাঘব হইবে, এ আশ্বাসও বেলিসেয়ার জ্যাককে দিতে ভুলিল না!

রাত্রে মাদাম ওয়েবার শিশুটিকে শয্যায় শয়ন করাইয়া জ্যাকের গৃহে আসিয়া জ্যাকের বাসন-পাত্র ঠিক করিয়া রাখিত, তাহার পোষাক-পরিচ্ছদ সাবান-জলে ধুইয়া সাফ করিয়া দিত, জ্যাকেরই বাতির আলোয় জ্যাকের পাশে বসিয়া বেলিসেয়ার টুপি তৈয়ার করিত, আর জ্যাক বহি খুলিয়া তাহারই মধ্যে আপনার সমগ্র চিত্ত একাগ্রভাবে নিক্ষেপ করিয়া দিত! এই অনলস পরিশ্রমী সচ্চরিত্র লোক দুইটির সঙ্গ তাহার মুহূর্তের জন্যও দুঃসহ ঠেকিত না! বরং তাহাদিগকে দেখিয়া তাহার অবসন্ন মন বিপুল শান্তিতে ভরিয়া উঠিত!

কিছুদিন পূর্ব্বে যখন সে এতিয়োলে ছিল, তখন সে স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, তুচ্ছ লজ্জা ও অভিমান ত্যাগ করিয়া সে এমন পরিপূর্ণ আগ্রহে আবার একদিন কারখানার কাজে হাত দিতে পারিবে! আজ নূতন করিয়া আবার যখন সে কারখানায় প্রবেশ করিল, তখন তাহার চিত্তে আর এতটুকু বেদনা নাই, এতটুকু ক্ষোভ নাই। এই নীচ সঙ্গ—সত্যই নীচ—কিন্তু এ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে তাহার আজ আর কোন আপত্তি ছিল না। কারণ নরকের এই পথের পরই ঐ যে দূরে স্বর্গলোকের সুগভীর আনন্দ-মাধুরীর আভাষ পাওয়া যাইতেছে, আশ্বাস মিলিতেছে—সেই কাম্য স্বর্গে দেবী সেসিল জ্যাকের গলে বিজয়-মাল্য দিবার জন্য অধীর প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে!

কারখানার কাজ কঠিন ছিল। সেই বায়ু-হীন অগ্নি-গহ্বর! নিশ্বাস

বন্ধ হইয়া আসে—তথাপি সেসিলের চিন্তা মুহূর্তেই শত বেদনা ভুলাইয়া দেয়, প্রাণে নব শক্তি সঞ্চারিত করে!

কারখানায় কাহারও সহিত সে মিশিত না। পুরুষগুলা কুৎসিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপেও জ্যাকের গাম্ভীর্য টলাইতে না পারিয়া শেষে তাহার বশ মানিয়াছিল। আর নারীর দল দীপ্ত যৌবনের সহস্র প্রলোভনেও জ্যাককে ভুলাইতে পারিল না! তাহাদের চটুল চাহনি, মৃদু হাস্য, সমস্তই এই কর্তব্য-কঠোর তরুণ যুবকের বুকে ঠেকিয়া প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিত—সকল চেষ্টাই তাহাদের ব্যর্থ হইত! কারখানায় সকলে জ্যাককে 'হুজুর' বলিয়া ডাকিত—জ্যাক তাহাতে কিছুমাত্রও বিচলিত হইত না! ঘরে-বাহিরে ঐকান্তিক নিষ্ঠায় সে নিজের কাজ সারিয়া চলিয়াছিল।

কাজের পর কোথাও জ্যাক মুহূর্তের জন্ম বিলম্ব না করিয়া বাসায় ফিরিত। পথ দীর্ঘ ছিল--তাহার মনে হইত, সে উড়িয়া যায়! কতক্ষণে এই সব কালি-ঝুলিমাখা পোষাক খুলিয়া দূরে ফেলিয়া স্নানের পর পরিচ্ছন্ন ভদ্রবেশ পরিয়া নিজের অস্তিত্ব সে ফিরিয়া পাইবে! পাঠে আগ্রহ বাড়িয়াই উঠিত। কত রাত্রি একেবারে নিদ্রাহীন কাটিয়া গিয়াছে। সহসা চোখে প্রভাতের আলো লাগায় তাহার চমক ভাঙ্গিয়াছে! মাদাম ওয়েবার কত ভৎর্সনা করিয়াছে, "মাষ্টার জ্যাক্, সারা দিন কাজ, আর সারা রাত্রি পড়া—একদণ্ড জিরেন নেই—চোখে এতটুকু ঘুম নেই—এমন হলে বাঁচবে, কেন?" জ্যাক শুধু তাহার পানে সহাস দৃষ্টিতে চাহিত। কি বলিবে, এমন কথা সে খুঁজিয়া পাইত না। একবার মনে হইত, সত্যই ত! এমন করিলে শরীর যে থাকিবে না! আবার তখনই মনে হইত, না, সাধনা—কঠোর সাধনা চাই—নহিলে সিদ্ধি মিলিবে কেন?

সপ্তাহে একদিন শুধু সে পৃথিবীর পানে ফিরিয়া চাহিবার অবকাশ

পাইত ; একদিন সে সুখী হইত। সেদিন রবিবার। ভোর পাঁচটা বাজিলে সহস্র কাজ ফেলিয়া স্নান সারিয়া ভাল পোষাক পরিয়া তাহাকে সাজিতেই হইবে! দেহের কালি ভাল করিয়া ধুইয়া-মুছিয়া মনের ময়লা সাফ করিয়া মাদাম ওয়েবারের স্বহস্তে দেওয়া পোষাকে ভূষিত হইয়া জ্যাক যখন এতিয়োলের পথে বাহির হইত, তখনকার তাহার সেই বেশ, সেই প্রসন্ন মুখশ্রী দেখিয়া কারখানার কারিকরেরা ভাবিত, এ তাহাদের সে জ্যাক নহে, যেন কোন্ রাজপুত্র! কোন্ পরী-কাহিনীর সুশ্রী সুরূপ রাজপুত্র—পরীর দেশে ঘুমন্ত রাজকন্যার ঘুম ভাঙাইয়া তাহার চিত্ত হরণ করিবে বলিয়াই এমন বেশে সাজিয়া চলিয়াছে!

তাহার জন্য এতিয়োলে সে কি স্বর্গ-সুখ সঞ্চিত আছে! রবিবারটি যেন অন্য দিনগুলার মত দণ্ডে-প্রহরে বিভক্ত নহে—সে যেন একটা অবিভক্ত, অখণ্ড শুভ মুহূর্ত্ত!

মলিন মর্ত্ত্যে স্বর্গের এক কোণ যেন খসিয়া পড়িয়াছে! রিভালের গৃহ কি এক বিচিত্র শোভায় সাজিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্যই যেন দুই বাহু বাড়াইয়া আকুল আগ্রহে দাঁড়াইয়া থাকে! ডাক্তারের প্রসন্নতা, সেসিলের সরম-জড়িত সুগভীর আবেগ—এমন কাম্য সামগ্রী পৃথিবীতে আর কি আছে! সপ্তাহে জ্যাক কতখানি পড়িল রিভাল তাহার হিসাব লইতেন, নূতন পাঠ বলিয়া দিতেন, বুঝাইয়া দিতেন। তার পর অপরাহ্নে সকলে ভ্রমণে বাহির হইত। কোনদিন নদীর ধারে, কোনদিন বা বনের দিকে! ডাক্তার আপনার গতির বেগ কমাইয়া দিতেন—জ্যাক ও সেসিল অনেকটা আগে চলিয়া যাইত! যাইতে যাইতে তাহাদের কত কথা হইত—কি করিয়া দিন কাটিতেছে, কেমন সব লোকজন! কিন্তু তাই বলিয়া, হৃদয়ের গোপন কোন কথার এতটুকু আভাষও

কেহ দিত না। সে বিষয়ে দুইজনে সতর্ক থাকিত—কিন্তু কথা বলিতে বলিতে এমন ঘটিত, উভয়েই সহসা স্তব্ধ হইয়া পড়িত। যে কথা চাপিয়া রাখিবার জন্য এত চেষ্টা, এই স্তব্ধ নীরবতা তাহাই যেন মুখরিত করিয়া তুলিত! ব্যক্ত ভাষা যাহা ফুটাইতে পারে না, অনেক সময় নির্ব্বাক নীরবতায় তাহা ফুটিয়া উঠে, প্রকৃতির ইহা এক বিচিত্র কৌশল, সন্দেহ নাই!

সেদিন বনের পথে যাইতে যাইতে একটা উগ্র কটু গন্ধ সকলের নাসিকায় প্রবেশ করিল। ডাক্তার রিভাল কহিলেন, "নিশ্চয় ডাক্তার হারজ্ এসেছে—সমস্ত বন পুড়িয়ে বিষের সৃষ্টি করছে—নিশ্চয় এ ডাক্তার হারজ্।"

সেসিল দ্রুত আসিয়া ডাক্তারের মুখ চাপিয়া ধরিল, "আঃ দাদা, আস্তে। শুনতে পাবে!"

সেসিলের হাত সরাইয়া ডাক্তার বলিলেন, "শুনুক না! ওকে কি আমি ভয় করি, সেসিল? জ্যাককে যেদিন ওর হাত থেকে কেড়ে আনি, সেইদিনই ও আমার পরিচয় পেয়েছে। এ বুড়ো হাড়ে কত বল, তা ও সেদিন খুব বুঝেছে!"

তথাপি 'আরাম-কুঞ্জে'র সম্মুখ দিয়া চলিবার সময় জ্যাক ও সেসিল উভয়েই নীরব হইত। তাহাদের মনে হইত, ঐ বুঝি ডাক্তার হারজ্ জানালার অন্তরাল দিয়া তাহাদিগকে দেখিতেছে! অথচ কেন এ ভয়? জ্যাক ত আর্জান্তর সহিত সব সম্পর্ক চুকাইয়া দিয়া আসিয়াছে! আজ তিন মাস কেহ কাহারও মুখ দেখে নাই! আর্জান্তর প্রতি জ্যাকের ঘৃণা দিন দিন বাড়িয়াই উঠিতেছে। কিন্তু মাকে সে ভালবাসিত! তবুও যেদিন সে সেসিলকে ভালবাসিয়াছে, সেদিন সে বুঝিয়াছে, কি অমূল্য সম্পদ এই ভালবাসা! কি শ্রদ্ধা ও গৌরবের সামগ্রী, এই প্রেম! এই প্রেমের মর্য্যাদা বুঝিয়াছে

বলিয়াই আর্জান্তঁর প্রতি ইদার এই নির্লজ্জ আনুগত্য, এই হেয় দাম্ভের কথা স্মরণ করিয়া তাহার সমস্ত মন দারুণ লজ্জায় ভরিয়া উঠিত! হায়, অভাগিনী নারী, কি এ অন্ধ মোহ! এ কি বিরাট ভ্রমের মধ্যে পড়িয়াছ, তুমি! কিন্তু—এই ইদা, আবার তাহার মা! তাই ইদার প্রতি ঘৃণার উদয় হইলেও করুণা ও অনুকম্পার মাত্রাটাই জ্যাকের চিত্তে অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিত।

এই তিন মাসে ইদার সহিত জ্যাকের কয়েকবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ইদাকে জ্যাক পত্র লিখিত, তাই ইদা তাহার সংবাদ পাইত। দুই একবার গাড়ী করিয়া কারখানার দ্বারে আসিয়া ইদা জ্যাকের সহিত সাক্ষাতও করিয়া গিয়াছে—সাক্ষাতে অপর কথা যত হউক না হউক, আর্জান্তঁর কবি-যশের দীপ্ত বর্ণনায় ইদা পঞ্চমুখ হইয়া উঠিত।

কারখানার দ্বারে এত বড় গাড়ী দাঁড়াইতে ও হুজুর জ্যাককে সেই গাড়ীর আরোহিণী এক সুবেশা সুরূপা নারীর সহিত আলাপ করিতে দেখিয়া কারখানার কারিকরদের মনে জ্যাকের প্রতি একটা সম্ভ্রম জাগিয়া উঠিয়াছিল। ক্রমে যখন দুই-চারিটা কাণাঘুষা জ্যাকের কানে পৌঁছিল, তখন সে মাকে নিষেধ করিয়া দিল—কারখানার কাজের সময় বাহিরে আসিয়া সে আর দেখা করিতে পারিবে না —কারখানার কর্তৃপক্ষেরও তাহা মনঃপূত নহে, তখন কখনও সাধারণ উদ্যানে, কখনও-বা গির্জ্জাঘরে সন্ধ্যার সময় মাতা-পুত্রে সাক্ষাত হইত।

একদিন এমনই ভাবে কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া চলিয়া যাইবার সময় ইদা জ্যাককে বলিল, "জ্যাক, আমি এক বিপদে পড়েছি। তুমি—" কথাটা ইদার মুখে বাধিয়া গেল।

জ্যাক কহিল, "আমি কি? বল, মা।"

"না, এই বলছিলুম কি—এ মাসটায় আমার এত বেশী খরচ হয়ে গেছে যে, হাত একেবারে খালি - কিছু নেই, জ্যাক! তাই বলছি কি—ওঁকে টাকার জন্য কিছু বলতেও পারি না আমি, বিশেষ এখন ওঁর সময়টা বড় ভাল যাচ্ছে না—কাজেই মেজাজও একটু খিটখিটে হয়ে পড়েছে! তাই বলছিলুম, তুমি যদি দিন-কতকের জন্য আমায় কিছু ধার দিতে পার—ধার অবশ্য! এ টাকা শীঘ্রই আমি শোধ করে দেব।"

জ্যাক বলিল, "শোধ দেবার কোন দরকার নেই। তুমি মা, আমার কাছ থেকে টাকা নেবে তুমি, সে ত আমার ভাগ্য। আর কারও কাছ থেকে তুমি টাকা নিয়ো, না, মা,—যখনই দরকার হবে, আমায় বলো—যেমন করে পারি, আমি তোমায় দেব।" বলিয়া পকেটে যে কয়টি মুদ্রা ছিল, তাহার সমস্তই জ্যাক ইদার হাতে দিল। সেদিন সে কারখানায় বেতন পাইয়াছিল।

ইদা কম্পিত হস্তে মুদ্রা কয়টি গ্রহণ করিল।

জ্যাক কহিল, "মা, তোমার ওখানে অসুবিধা হচ্ছে, না? বল, আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি, তোমার কষ্ট হচ্ছে! তা যদি হয় ত, আমি আছি, মা—আমার ঘর আছে। এস, আমার সঙ্গে আমার ঘরে থাকবে, এস! তা হলে আমার যে কি সুখ হবে—"

"না, জ্যাক—ওঁর এখন সময় বড় খারাপ যাচ্ছে, এ সময়টা ওঁকে এমনভাবে ফেলে চলে আসা ঠিক হবে না—ভারী অধর্ম্ম হবে!" বলিয়া ইদা কোচম্যানকে গাড়ী হাঁকাইতে আদেশ দিল। গাড়ী চলিয়া গেল। জ্যাক অভিভূতভাবে ফুটপাথের উপর দাঁড়াইয়া রহিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পুত্র-গৃহে

জুন মাস। উষার প্রাক্কাল। বাতি জ্বালাইয়া জ্যাক বহি পড়িতেছিল। বেলিসেয়ারেরও নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে। উঠিয়া সে কালি মাখাইয়া আপনার জুতা সাফ করিতেছিল। জুতা সাফ করিতে সে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিল, পাছে তাহার শব্দে জ্যাকের গ্রন্থ-মগ্ন চিত্তে কোন ব্যাঘাত লাগে!

জানালা খোলা ছিল। তাহার মধ্য দিয়া বাহিরের আকাশ দেখা যাইতেছিল। নীল আকাশের কূলে আলোর মৃদু তরঙ্গ নাচিয়া নাচিয়া নীচে নামিতেছিল।

অদূরে দুই-চারিটা মোরগ ডাকিয়া উঠিল। রাত্রির নিস্তব্ধতা ক্রমেই সরিয়া যাইতেছিল। সহসা পথে শুনা গেল, "রুটি নাও গো, রুটি!" এ স্বর মাদাম ওয়েবারের। মাদাম ওয়েবার আপনার রুটির বাক্স লইয়া পথে বাহির হইয়াছে।

দরিদ্র পল্লীতে মাদাম ওয়েবারের প্রথম আহ্বানটি ঠিক ঘড়ির কাজ করিত। তাহার স্বর শুনিলেই সকলে ধড়মড়িয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িত। ঐ ডাক পড়িয়াছে! বিশ্রামের অবসর ফুরাইয়াছে! এখনই আবার উদরের তৃপ্তি-সাধনের চেষ্টায় জীবন-যজ্ঞে ছুটিতে হইবে, কাজের সন্ধানে ঘুরিতে হইবে। আর আলস্য নয়! ঔদাস্য নয়! ছুটিয়া চল, ছুটিয়া চল!

এ শুধু মাদাম ওয়েবারের ডাক নয়; এ ক্ষুধার ডাক! উদরের ডাক! ঘুমাইয়া থাকিলে উদর ছাড়িবে, কেন? সে তাহার পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়া লইবে! যতক্ষণ তাহার দাবী না চুকাইবে,

ততক্ষণ মুক্তি নাই। বিচার নাই! প্রভাতের আহ্বানে শিশুর দল জাগিয়া উঠিতেছে। আহার নাই! নহিলে তাহারা অশান্তির রোল তুলিবে! ভাগ্যলক্ষ্মীর উপেক্ষিত দুর্ভাগার দল তাই প্রভাতের সাড়া পাইলে শিহরিয়া উঠে। অভাবের বিকট মূর্ত্তি দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে—নির্ম্মম অনশন লোল জিহ্বা মেলিয়া নিতান্তই অকরুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে!

বাতি নিবাইয়া বহি বন্ধ করিয়া জ্যাক উঠিয়া জানালার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল! পথ-পারে প্রকাণ্ড বাসাবাটির জানালাগুলি একে একে মুক্ত হইতেছিল। ভিতরকার দারিদ্র্যও অমনই তাহার দারুণ জীর্ণতা লইয়া প্রকাশ হইয়া পড়িতেছিল। কোন কক্ষে এক বৃদ্ধা নারী সেলাইয়ের কল লইয়া বসিয়া গিয়াছে, পাশে দাঁড়াইয়া ছোট নাতিনীটি বস্ত্রখণ্ড অগ্রসর করিয়া দিতেছে! কোথাও কর্ম্মস্থলে যাইবার জন্য কোন কিশোরী চট্‌পট্ পোষাক পরিয়া লইতেছে—আবার কোনখানে বা সেবা-রতা নারী দারুণ উদ্বেগে দীর্ঘ রাত্রি যাপনের পর রোগীর শয্যাপার্শ্ব ত্যাগ করিয়া জানালার পাশে আসিয়া প্রভাতের স্নিগ্ধ সমীরে তপ্ত ললাট জুড়াইয়া লইতেছে!

গৃহ-বাতায়নে দাঁড়াইয়া জ্যাক চারিধার লক্ষ্য করিতেছিল। ব্যথিত পল্লীর কাতর দীর্ঘনিশ্বাস প্রভাতের বায়ু-তরঙ্গে নিঃশব্দে মিশিয়া যাইতেছিল। কি শান্ত, করুণ সে দৃশ্য!

রবিবার আসিতে এখনও তিন চারিদিন বিলম্ব আছে। জ্যাকের মনে পড়িল, লতা-পাতা-ঘেরা এতিয়োলের সেই স্নিগ্ধ গৃহখানির কথা! ফটকের প্রাচীর জড়াইয়া আইভির লতা উঠিয়াছে—ইতস্ততঃ দুই-চারিটা ডালিম ও ন্যাশপাতি গাছের অন্তরালে বন্য গোলাপ ও হনিসকলের ঝাড়! তাহা পার হইয়া গাড়ী-বারান্দার সম্মুখে দেওয়ালে ডাক্তারের ছোট ঘণ্টাটি ঝুলানো! আবার যদি কোথাও

থাকে, তবে তাহা এভিয়োলের সেই শান্ত রম্য গৃহকোণটিতে। ভাবিতে জ্যাকের চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল—পাঠ ও জাগরণের ক্লান্তি ঘুচিয়া গেল! তাহার নেত্র-সমক্ষে ডাক্তার রিভালের গৃহ আপনার পরিপূর্ণ মাধুরী লইয়া জাগিয়া উঠিল এবং একটি পুষ্পিত দেহ-লতার স্নিগ্ধ সুরভি ও রেশমী কাপড়ের খস্‌খস্ শব্দ নিমেষে তাহাকে সম্পূর্ণ আবিষ্ট করিয়া ফেলিল!

"ডান দিকে—ডান দিকে ঘুরোও।" সহসা বেলিসেয়ারের স্বরে জ্যাকের চমক ভাঙ্গিল। কফি তৈয়ার করিতে করিতে মাথা তুলিয়া বেলিসেয়ার কহিল, "ডান দিকে—ডান দিকে ঘুরোও।"

বাহিরের দ্বারে কে চাবি ঘুরাইতেছিল। আবার শব্দ হইল, খুট্! খুট্! খুট্!

বেলিসেয়ার হাঁকিল, "ডান দিকে—আঃ, ডান দিকে গো!" চাবি বাম দিকেই ঘুরিল! কফি-দানটা হাতে লইয়াই অধীরভাবে উঠিয়া বেলিসেয়ার দ্বার খুলিয়া দিল! দ্বার-সম্মুখে এক নারী দাঁড়াইয়া ছিল।

বেলিসেয়ারকে দেখিয়া নারী কহিল, "মাপ করবেন! আমি ভুল ঘরে এসেছি।"

সে স্বরে জ্যাক কিন্তু চমকিয়া উঠিল। দ্বারের দিকে চাহিয়াই সে অগ্রসর হইল, কহিল, "না মা, ভুল নয়। এ ঘর আমারই—"

সে নারী, ইদা।

জ্যাককে দেখিয়া ইদা ঝড়ের মত বেগে কক্ষে প্রবেশ করিল। অত্যন্ত অধীর আবেগে সে জ্যাককে বুকের মধ্যে চাপিয়া কম্পিত স্খলিত স্বরে কহিল, "জ্যাক, জ্যাক, আমায় রক্ষা কর—আমায় বাঁচাও! এত তার আস্পর্দ্ধা, এত দূর সাহস যে, আমায় সে অপমান করে! যার জন্য আমি সব ত্যাগ করেছি—আমার গর্ব্ব,

আমার ধর্ম্ম, আমার একমাত্র ছেলে—সব আমার—কারও পানে, কিছুর পানে চেয়ে দেখিনি, সে—সেই পাষণ্ড আমার গায়ে হাত তুলেছে! হাঁ, জ্যাক, সত্যই সে আমায় মেরেছে! দুদিন দু-রাত্রির বাহিরে কোথায় কাটিয়ে, কাল শেষ রাত্রে যখন সে বাড়ী আসে, তখন আমি বিরক্ত হয়ে সেই কথাই বলেছিলুম, তাই, তাই সে আমায় মেরেছে—মেরেছে, জ্যাক! এই দেখ, আমার হাতে রক্ত জমে রয়েছে—গলার কাছে ছড়ে গেছে—এই তার নখের দাগ।"

অভাগিনী নারীর চোখে অশ্রুর সাগর বহিল। ইদা ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। অবস্থা বুঝিয়া বেলিমেয়ার কখন্ সরিয়া পড়িয়াছিল। পারিবারিক ব্যাপারে অনধিকার-প্রবেশের এতটুকু অপ্রীতিকর সম্ভাবনা না রাখিয়াই সে চলিয়া গিয়াছিল!

মার মুখের পানে জ্যাক করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। ক্ষোভে রোষে তাহার সমস্ত প্রাণ গর্জ্জিতে লাগিল। একটা দারুণ দাহে মন জ্বলিয়া উঠিল। মাথার মধ্যে রক্ত যেন নাচিয়া ছুটিল। এত স্পর্দ্ধা! পাষণ্ড, কাপুরুষ! দুর্ব্বল নারীর শরীরে আঘাত কর! তাহার মনটাকে ত দলিত, ছিন্ন, মর্দ্দিত করিয়া দিয়াছ—তাহাতেও তৃপ্তি পাও নাই, শেষে তাহার দেহেও আঘাত করিয়াছ! দুর্ব্বৃত্ত! নরাধম! জ্যাকের হাত নিষপিষ করিতে লাগিল—একবার যদি তাহাকে কাছে পাওয়া যাইত! একবার!

চোখের জল মুছিয়া ইদা কহিল, "এ দশ বছর আমি কি যন্ত্রণা ভোগ করেছি! পদে পদে অবহেলা, লাঞ্ছনা, কি না সহ্য করেছি! কিন্তু রাক্ষস, রাক্ষস সে। প্রাণে তার এতটুকু মনুষ্যত্ব নেই, জ্যাক। হোটেলে সরাইয়ে যত নীচ সঙ্গী আর লক্ষ্মীছাড়া নারীর সংসর্গই তার মনের মত হয়েছে! সেখানেই এখন তাদের

কাগজের আড্ডা হয়েছে! তার ফল হাতে হাতে ফলছেও। গে মাসের কাগজখানা যদি দেখতে, কি জঘন্য হয়েছে! যাক্‌ বেশ হয়েছে! শোন জ্যাক, সে শয়তানের সব কথা আজ তোমায় খুলে বলি। তুমি জান, ও অ্যাঁদ্রেয় গেছল, সেই কলঙ্কের সময়। আমিও সঙ্গে গেছলুম। আমায় সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে দেয়নি, ছল করে নদীর ধারে ফেলে গেছল। তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়, এ তার সহ্য হত না! কি পিশাচ সে, ভাব একবার। তারপর এই যে টাকা নিয়ে কাগজ বের করেছে, এ সব তোমার টাকা। বন্ধু তোমায় দিয়েছিলেন। সেই সব টাকা সে কাগজ বার করে উড়িয়ে দেছে, তোমায় বলে নি, আমাকেও বলতে দেয়নি। আমায় কি ভরসা দিয়েছিল, জান? বলেছিল, কাগজের কারবারে ভারী লাভ। ঐ টাকার চারগুণ তুলে দেবে বলে সে আমায় লোভ দেখিয়েছিল! আমারও বুদ্ধি লোপ পেয়েছিল, তাই সে শয়তানের কথায় বিশ্বাস করেছিলুম। আমায় যাদু করেছিল সে আমায় যাদু করে রেখেছিল! তার অবহেলা কাল রাত্রে আমার অসহ্য বোধ হয়—তোমার টাকা চেয়েছিলুম কাল রাত্রে, তা সে কি বললে জান, জ্যাক?"

ইদা মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হইল। পরে উত্তেজিত দেহভার সম্মুখস্থ চেয়ারে রক্ষা করিয়া আবার সে বলিতে আরম্ভ করিল, "সে এক ফর্দ্দ আবার সামনে ফেলে দিলে, লম্বা ফর্দ্দ! দিয়ে বললে, তোমার পিছনে সেই টাকার দেড়গুণ তার খরচ হয়েছে। এতিয়োলে আর রুদিকদের ওখানে তোমার ঠাঁই আর খোরাক-পোষাকের জন্য এই টাকা খরচ হয়েছে। তোমার টাকাতে তার সব শোধ না হলেও বাকীটা আমার খাতিরে মাপ করতে তার আপত্তি নেই, তা-ও সে বলেছে। এই সব অন্যায় কথায় আমার রাগ বেড়ে

উঠল। বেশ কড়া দু-চারটে কথা আমিও তাকে শুনিয়ে দিলুম—কথায় তার জবাব দিতে পারলে না, সে—তাই আমায় মেরেছে, মেরেছে সে!"

জ্যাক ডাকিল, "মা—"

ইদা কহিল, "তাই আমি তোমার কাছে এসেছি, জ্যাক! আমায় আশ্রয় দাও। আর আমার কে আছে, কার কাছে যাব, বল? কে আমায় ঠাঁই দেবে?"

ইদার বুকে মুখ রাখিয়া জ্যাক একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। পরে মাথা তুলিয়া সে কহিল, "বেশ করেছ, মা, তুমি আমার কাছে এসেছ। আমার জীবনে এই এক দুঃখ ছিল, এক অভাব,—সে এই যে, তোমায় পাই নি। আজ আমার সে দুঃখ ঘুচে গেছে—তোমায় পেয়েছি! তুমি এসেছ! এখানেই থাক—আর কখনও আমায় ছেড়ে যেয়ো না। যতদিন আমি আছি, তোমার জ্যাক বেঁচে আছে, ততদিন তোমার কোন অভাব হবে না, কোন দুঃখ নয়—এ তুমি ঠিক জেনো। কিন্তু আর তুমি সেখানে যেয়ো না যেন, কখনও না।"

"আবার যাব! আমি! সেখানে! তার কাছে! না, জ্যাক! এখন শুধু তুমি আর আমি! এই আমাদের জগৎ, আর কেউ নয়—তৃতীয় প্রাণীটি নয়। তোমায় বলেছিলুম, জ্যাক, মনে আছে, একদিন এমন দিন আসবে, যেদিন তোমার কাছে আসব? আজ সেই দিন এসেছে।"

পুত্রের অভয় স্নেহে নীড় পাইয়া ইদার চঞ্চল প্রাণ শান্ত হইল। ইদা কহিল, "তুমি দেখো, জ্যাক—তোমায় আমি কত ভালবাসি! আমার এত স্নেহ, এবার তা সব তৃপ্ত করব। তোমার কাছে আমি ঋণী আছি, জ্যাক, এবার সে ঋণ শোধ করব!"

জ্যাক কহিল, "না মা, ও কথা বলো না! তুমি আমার কাছে ঋণী নও। ঋণী আমি,—ছেলে! মার সুখের জন্য ছেলে যদি কখনও আপনার সুখ, আপনার প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারে, তবেই তার মাতৃঋণ শোধ হয়। ছেলের কাছে মার আবার ঋণ কি! ছেলের জন্য কষ্টকে কষ্ট বলে মানে না, অসহায় ছেলেকে মানুষ করে তোলে, কে? সে মা! সেই মা, ঋণী—? তা কি কখনও হতে পারে, মা?" This is very good —

জ্যাকের কথা ইদার কানেও গেল না। চাহিয়া ইতিমধ্যে সে একবার চারিধার দেখিয়া লইল! ইদা কহিল, "চমৎকার থাকব, এখানে দুই মায়ে-পোয়ে চমৎকার থাকব। তবে ঘরটা বড় বিশ্রী, জ্যাক, যেন আঁস্তাকুড় হয়ে আছে। ছোট, আলো নেই, হাওয়া নেই, কি এ! এখানে থাকলে তুমি বাঁচবে কেন? আমি যখন এসেছি, তখন আর কোনখানে কোন খুঁত রাখছি না।"

ঘরটি ছোট হইলে কি হয়, বেলিসেয়ার ও মাদাম ওয়েবারের কতখানি স্নেহ-যত্ন এ ঘরে মাখানো রহিয়াছে! মার মুখে সেই ঘরের নিন্দা শুনিয়া জ্যাকের প্রাণে ঈষৎ বেদনা বোধ হইল। এই ঘরখানির উপর বেচারা বেলিসেয়ারের সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে!

কারখানায় যাইতে জ্যাকের আর আধঘণ্টা বিলম্ব ছিল—ইহার মধ্যে মাতার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বন্দোবস্ত কি করিয়া হইয়া উঠিবে, তাহা ভাবিয়া জ্যাক কাতর হইয়া পড়িতেছিল। ইদাকে ঘরে বসাইয়া রাখিয়া সে বেলিসেয়ারের কাছে গেল—বেলিসেয়ারকে সব কথা খুলিয়া বলিল। জ্যাক বলিল, "মা ত এখানে থাকতে চান, বেলিসেয়ার। কি রকম বন্দোবস্ত এখন করা যায়, বল দেখি।"

কথাটা শুনিয়া বেলিসেয়ার চিন্তিত হইয়া পড়িল। তাই ত! সে

ভাবিল, তবেই ত জ্যাক আর তাহাদের সহিত এক খরচে থাকিবে না, স্বতন্ত্র বাসা লইবে। তাহার বিবাহের দিনও বুঝি আবার কোন সুদূর ভবিষ্যতের অন্তরালে সরিয়া পড়ে। কিন্তু আপনার নৈরাশ্যের বেদনা গোপন করিয়া সে জ্যাককে সাহায্য করিতে তৎপর হইল। তাহাদের ঘরটি ছিল বড়-সেইটাই জ্যাক ও তাহার মার জন্য ছাড়িয়া দিয়া জ্যাকের ছোট ঘরে তাহারা আশ্রয় লইবে, ইহাই স্থির করিয়া সে জিনিসপত্র টানিতে সুরু করিয়া দিল।

জ্যাক বেলিসেন্দারকে মাতার নিকট পরিচিত করিয়া দিল। বেলিসেন্দার ইদাকে সহজেই চিনিতে পারিল—এতিয়োলের সেই [illegible] গৃহটির পরিচ্ছন্না কর্ত্রী-ঠাকুরাণী।

এখন অতিরিক্ত একটা শয্যা, দুইখানা চেয়ার ও [illegible] প্রয়োজন। জ্যাক ড্রয়ার খুলিয়া মুল্য [illegible] বেলিসেন্দারের হাতে দিয়া ইদাকে কহিল, "রান্নাটা [illegible] ওয়েবারই করে দেবে, কি বল, মা? বড় ভাল লোক, এই মাদাম ওয়েবার।"

"না, না, জ্যাক, তাকে কষ্ট দেবার কি দরকার? আমিই রাঁধব। তার জন্য ব্যস্ত হযো না, তুমি। বেলিসেন্দার আমায় দোকান দেখিয়ে দিক—আমি নিজে গিয়ে বাজার করে আনছি—নিজেই রাঁধব। কেন, শুধু শুধু কতকগুলো বাজে খরচ করবে? তুমি ফিরে এসে দেখো,—সব ঠিক পাবে।"

জ্যাক পোষাক পরিয়া কারখানায় চলিয়া গেলে ইদা গায়ে একখানা শাল ফেলিয়া বেলিসেন্দারের সহিত বাজারে বাহির হইল

মাতাকে আপনার গৃহে আপনার আয়ত্তে সম্পূর্ণভাবে লাভ

করিয়া জ্যাকের প্রাণ আজ উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার মনে হইতেছিল, আজিকার জগৎ যেন সেই চিরদিনকার পরিচিত পুরাতন জগৎ নহে—নূতন, আনন্দ-পরিপূর্ণ। আজিকার প্রভাতে আনন্দের যেন এক বিচিত্র সুর জাগিয়া উঠিয়াছে—আকাশে বাতাসে অপূর্ব্ব রাগিণী! নির্জীব প্রকৃতি যেন কাহার ললিত স্পর্শে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে! কাজের মধ্যেও সে আজ নূতন আনন্দ পাইল—অন্যদিন কারখানার কাজ শুধু সে কর্ত্তব্যের দায়ে করিয়া যাইত মাত্র; তাহার হাত-পা নড়িত, প্রাণহীন যন্ত্রের মতই সে চলিত, ফিরিত। কাজের মধ্যে আজ প্রথম তাহার প্রাণটা সাড়া দিয়া উঠিল। দ্বিগুণ উৎসাহে সে কারখানার কাজ চালাইল। তাহার সে উৎসাহ সঙ্গী কারিকরদের দৃষ্টি এড়াইল না। সকলে কাণাঘুষা করিল, "হুজুরের আজ একবার ফুর্ত্তিটা দেখেছ হে! প্রাণের ধন মিলেছে বুঝি, আজ!"

জ্যাক হাসিয়া উত্তর দিল, "ঠিক ধরেছ, বটে।"

কাজের শেষে লঘু চিত্ত লইয়া জ্যাক গৃহে ফিরিল। না, গৃহে নহে, মার কোলে! মা গৃহে আছে ত? ইদার সঙ্কল্প যত দৃঢ় হউক, চিত্ত তাহার অত্যন্ত চপল! কে জানে, ইহার মধ্যে আবার যদি তাহার মতের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে? যদি সে আবার সেখানে ফিরিয়া গিয়া থাকে! জ্যাক চিন্তিত হইয়া পড়িল।

গৃহে পৌঁছিয়া আপনার কক্ষের দ্বার-সম্মুখে দাঁড়াইতেই জ্যাক স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। তাহার সেই ছোট আঁস্তাকুড়, এ কি পরিপাটী সজ্জায় সুন্দর শ্রীতে ভরিয়া উঠিয়াছে!

বেলিসেয়ারের মোট-ঘাট সরাইয়া ফেলা হইয়াছে! একধারে শুভ্র কোমল শয্যা। মধ্যে ছোট একটি টেবিলে সুদৃশ্য ফুলদানি, তাহাতে নানা ফুল-পল্লবে রচিত সুবৃহৎ তোড়া! আর এক কোণে, বড় টেবিলে কাচের প্লেট-গ্লাস প্রভৃতি সজ্জিত! ঘরের কোণে সুদৃশ্য

হোয়াট্‌নটে উৎকৃষ্ট মদের বোতল ও বিবিধ আসবাব। ইদার বেশটিও দিব্য পরিচ্ছন্ন!

জ্যাককে দেখিয়া ইদা কহিল, "কি জ্যাক, ঘর কেমন সাজানো হয়েছে?"

"চমৎকার হয়েছে, মা!"

"বেল আমায় খুব সাহায্য করেছে অবশ্য—আমাদের বেলিসেয়ার! খাসা লোক, বেল।" জ্যাকের আনন্দ হইল। বেলিসেয়ার মাতার এতটা প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহার নামের সাদর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ অবধি বাহির হইয়া গিয়াছে!

ইদা কহিল, "আমি রাত্রে ওদের নিমন্ত্রণ করেছি। বেল আর মাদাম ওয়েবার দুজনেই এখানে খাবে।"

"কিন্তু এত ডিশ পাবে কোথায়, মা?"

"তার জন্য ভেবো না, জ্যাক, কতকগুলো কিনে এনেছি, আর কিছু লেভ্যান্দ্র্‌দের কাছ থেকে ধার পাব।"

লেভ্যান্দ্র্‌ জ্যাকের প্রতিবেশী। ইদা আসিয়া ইতিমধ্যেই তাহার সহিত আলাপ করিয়া লইয়াছে!

"তা ছাড়া আরও শোন, জ্যাক। খাবার-দাবারও চমৎকার হয়েছে। কেক-টেকগুলো প্লা দি লা বোঁ থেকে এনেছি। সেখানে দরে সাত পেনি সস্তা পেয়েছি। অনেক দূরে দোকান, কাজেই আসবার সময় গাড়ী ভাড়া করতে হয়েছিল, আমাকে! আঠারো পেনি ভাড়া।"

জ্যাক হাসিল। ইদার যোগ্য কাজই বটে! সাত পেনি দাম বাঁচাইবার জন্য আঠারো পেনি গাড়ীভাড়া! তবে জিনিষ-পত্র যাহা আনা হইয়াছে, সমস্তই উৎকৃষ্ট। রোলগুলা ভিয়েনা বেকারির, কফি ও অন্যান্য জিনিষও প্যালে রোয়াইয়াল্‌ হইতে আমদানি!

জ্যাক কিয়ৎক্ষণের জন্য স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। ইদা তাহা লক্ষ্য করিল।

ইদা কহিল, "বড্ড খরচ করে ফেলেছি, না, জ্যাক?"

"না, না। কে বললে, মা?"

"তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তুমি বিরক্ত হয়েছ। কিন্তু কি করব বল, জ্যাক? কিছুই ত ব্যবস্থা ছিল না। এত কষ্ট করে তুমি থাকবে, মা হয়ে কোন্ প্রাণে আমি তা দেখি, বল। যাহোক ভবিষ্যতে সাবধান হব। এত খরচ আর হবে না।"

পরে সুদীর্ঘ একখানা খাতা টানিয়া ইদা কহিল, "একটা খরচের খাতাও কিনে আনলুম। খরচ-পত্তরের হিসেব না রাখলে সব বড় এলোমেলো হয়ে পড়ে। নয় কি? হিসেবটা রাখা ভারী দরকার। লেভেকের দোকান থেকে খাতা আনলুম—এই পাশেই তার দোকান। ওর একটা লাইব্রেরী আছে—তাতেও কিছু চাঁদা দিয়েছি—বইটা-কাগজটা পড়তে পাব। মাসিক সাহিত্যের সংস্রবটা আমি রাখতে চাই—না হলে চলে কখনও? টেঁকা যাবে, কেন? তুমিও একটু আধটু পড়ো।"

এমন সময় বেলিসেয়ারের আগমনে মাতা-পুত্রের হিসাব-নিকাশে বাধা পড়িল। বেলিসেয়ারের পশ্চাতে পুত্র-ক্রোড়ে মাদাম ওয়েবারও আসিয়া উপস্থিত হইল। ইদা তখন অকুণ্ঠিতভাবেই আদেশ-অনুরোধ করিয়া তাহাদের দ্বারা গৃহ-সজ্জার অবশিষ্ট ত্রুটিগুলি সারিয়া লইল।

এই দ্বিধাহীন তৎপরতায় ইদার রীতিমতই অভ্যাস ছিল, কাজেই তাহার এতটুকু অপ্রতিভ হইবার কারণ ছিল না—জ্যাক কিন্তু মার ব্যবহারে মরমে মরিয়া যাইতেছিল। বেলিসেয়ার ও মাদাম ওয়েবার যেরূপ সন্তোষের সহিত ইদার ছোটখাট আদেশগুলি পালন করিতেছিল, তাহাতে অবশ্য জ্যাকের সঙ্কোচ কাটিতে বিশেষ বিলম্ব ঘটিল না।

তাহার পর যথাসময়ে টেবিলে কাপড় বিছানো হইল। প্লেট-কাঁটার সংমিশ্রনে, আহার্য্যের সুবাসে ও টেবিলের পার্শ্বে উপবিষ্ট নর-নারী-চতুষ্টয়ের আনন্দ কলরবে একটা উৎসবের রাগিণী বাজিয়া উঠিল। বেলিসেয়ার ও মাদাম ওয়েবার জীবনে কখনও এমন সুখাদ্যে রসনা তৃপ্ত করিবার সুযোগ পায় নাই। মাতার পার্শ্বে ভোজনে বসিয়া শৈশবের ক্ষীণ স্মৃতি জ্যাকের মনটিকে আজ উদ্বেলিত করিয়া তুলিতেছিল। এ অপ্রত্যাশিত আনন্দের স্বাদ পাইয়া অতীত বহু দুর্দ্দিনের কথা বেচারা ভুলিয়া গেল। এ কি উজ্জ্বল শুভ মুহূর্ত্ত জ্যাকের মলিন জীবনটাকে ক্ষণপ্রভার বিপুল দীপ্তিতে আজ ভরাইয়া দিয়াছে! হে শুভ, হে উজ্জ্বল, অভাগা জ্যাককে আর তুমি ত্যাগ করিয়ো না। জ্যাকের জীবন-নাট্যের শেষ অঙ্কগুলা এমনই মধুর আলোক-রশ্মিপাতে সমুজ্জ্বল রাখিয়া যবনিকা নিক্ষেপ করিয়ো—আর দুঃখ নয়, ভাবনা নয়, দ্বন্দ্ব নয়!

আহারাদির পর বেলিসেয়ার ও মাদাম ওয়েবার বিদায় গ্রহণ করিলে ইদা শয্যা রচনা করিল। জ্যাক কহিল, "তুমি শোও, মা।"

"আর তুমি?"

"আমি পড়ব।"

ভোজন-টেবিলের উপর বাতি খাড়া করিয়া জ্যাক বহির গোছা নামাইল। ইদা কৌতূহল চিত্তে তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল, কহিল, "এ সব কি বই, জ্যাক? কি হবে পড়ে?"

"আমি ডাক্তারী পড়ছি, মা। ডাক্তার হব, তখন সব দুর্দ্দশা ঘুচে যাবে—আর লোহা পিটে বেড়াতে হবে না।" দেবে!

তখন সেই বাতির অনুজ্জ্বল আলোকে বসিয়া জ্যাক কন্যা সম্বোধন
আপনার সঙ্কল্প বিবৃত করিল—আশা ও আনন্দে হ তাহার কথায়
ভবিষ্যতের পরিচয় দিল। জীবনে তাহার লক্ষ্য। য়া উঠিতেছিল,

চরম লক্ষ্যের অভিমুখে অবিচলিত চিত্তে সে আপনার জীবন-তরীখানি এখন বাহিয়া চলিয়াছে! কোন বাধাই বাধা বলিয়া আর সে মানিবে না। বিপদের কোন তরঙ্গ তাহাকে ভীত, চ্যুত করিতে পারিবে না! সেসিল তাহার জীবনের লক্ষ্য, কাম্য! সেসিল তাহার ধ্রুবতারা! সেই সেসিল যেদিন সুখ-দুঃখ-ভাগিনী হইয়া তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইবে, সেদিন তাহার সকল কষ্ট সকল শ্রম চরম সার্থকতা লাভ করিবে!

এ কথা এতদিন সে মার কাছে প্রকাশ করে নাই। যদি মা সে কথা আর্জান্তঁর কাছে বলিয়া ফেলে! আর্জান্তঁর দল যে সেসিলের প্রেম লইয়া বিদ্রূপ-কৌতুকে মাতিয়া উঠিবে, এ কথা মনে করিতেও তাহার মাথায় রক্ত চন্‌চন্‌ করিয়া উঠিত। জানিলে বর্ব্বরের দল এ সুখে বাধা না দিয়া কখনও ক্ষান্ত থাকিবে না! এই কয়টা বর্ব্বরে মিলিয়াই ত তাহার জীবনটাকে এই বিপথে ঠেলিয়া দিয়াছে, আজ যখন সুযোগ পাইয়া সে পথ হইতে ফিরিয়া ধ্রুব পথ সে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে, তখন এ পথ হইতে আর সে হঠিবে না—সহস্র মুগ্ধ প্রলোভনেও নহে!

তাহার পর গদ্গদ ভাষায় জ্যাক আপনার প্রেমের কাহিনী বলিয়া চলিল। ইদা শুধু থাকিয়া থাকিয়া রীতিমত সাহিত্যিক ধরণে, "বাঃ চমৎকার ত! ঠিক যেন সেই গল্পের নায়ক-নায়িকার মতই। বাঃ!" বলিয়া টিপ্পনী দিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে জ্যাকের কাহিনীর মুক্ত প্রবাহ বাধা মানিল না। বিপুল উচ্ছ্বাসে বাঁধ-মুক্ত ব্যবহারে মর্মতই সে আপনার কাহিনী বলিয়া চলিল। যখন তাহার সন্তোষের সহিত হইল, তখন ইদা শুধু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তাহাতে অবশ্য ভ—এ নিয়ে বেশ একখানা নভেল লেখা যায়! ঘটনা জমে এয়েচে ত!"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ইদার দুঃখ

মাতা-পুত্রে মিলিয়া একদিন এভিয়েল-ভ্রমণে আসিল। মনে আনন্দ হইলেও, একটা দুশ্চিন্তা ক্ষণে ক্ষণে জ্যাকের মর্ম্মে বিঁধিতেছিল। মাকে যে সম্পূর্ণ আপনার আয়ত্তে ফিরিয়া পাইয়াছে, ইহাতে মাঝে মাঝে অন্তরে গর্ব্বও সে অনুভব করিত, কিন্তু মাতার প্রকৃতির সহিত তাহার যেটুকু পরিচয় ছিল, তাহাতে সে বুঝিয়াছিল, মাকে সেসিলের সহিত মিশিতে দিলে বিপদেরও আশঙ্কা আছে! মা হইলে কি হয়, এমন চটুলভাষিণী প্রগল্‌ভা নারী জ্যাক জীবনে দুইটি দেখে নাই। কোন্ কথাটা বলিলে কি ফল হয়, কোন্ কথার কি মূল্য, ইদা তাহার কিছুই বুঝিত না।

জ্যাকের ভাবনা হইল, এই প্রগল্‌ভতায় মাতার সম্বন্ধে সেসিল কি ধারণা করিবে! হয়ত ইদার প্রতি একটা তীব্র অবজ্ঞায় সেসিলের প্রাণ ভরিয়া উঠিবে! তাহার উন্মুখ চিত্তে সহসা দারুণ বাধা পাইয়া হয়ত ভবিষ্যৎ সুখের আশায় সে একান্ত সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িবে! তখন জ্যাক কি লইয়া মাতার গর্ব্ব করিবে? মাতার নামের উল্লেখেই যে তাহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিবে! কিন্তু উপায় নাই! মাকে সেসিলের সহিত মিশিতে দিতেই হইবে। সে স্থির করিল, যখনই সে মাকে উদ্দাম গল্পে উন্মত্ত দেখিবে, তখন যেমন করিয়াই হউক সেই উদ্দাম গল্পের স্রোতে সে বাধা দিবে!

সেসিলের সহিত প্রথম আলাপে মা তাহাকে কন্যা সম্বোধন করিল দেখিয়া জ্যাক কতকটা আশ্বস্ত হইল। কিন্তু তাহার কথার মধ্য দিয়া বিলাস-কৌতুক-প্লাবিত সমাজের সুরই ধ্বনিয়া উঠিতেছিল,

তাহা যে শুধু আড়ম্বর-প্রিয় সর্ব্বসারল্যবর্জ্জিত মজলিস-সভার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি, জ্যাকের কাছে তাহা ধরা পড়িতে মুহূর্ত্ত বিলম্ব ঘটিল না।

ইদা যে সকল গল্প বলিত, সেগুলা অত্যন্ত চমকপ্রদ, কাজেই শ্রোতার চিত্ত বিপুল কৌতূহলে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। ভোজের টেবিলে কথায় কথায় পিরেনিসের প্রসঙ্গ উঠিলে ইদা বলিল, আহা, পিরেনিস! পাহাড়ের গা বহিয়া গলিত তুষারের ধারা ছুটিয়াছে! কি সুন্দর সে স্থান! পনের বৎসর পূর্ব্বে সে পিরেনিস ভ্রমণে গিয়াছিল, সঙ্গে ছিল, স্পেনের একজন ডিউক! লোকটার পয়সা অগাধ থাকিলে কি হইবে—মস্তিষ্কের বিকার ছিল; উন্মাদ বলিলেও চলে! চার ঘোড়ার গাড়ী হাঁকাইয়া উভয়ে পাহাড়ে উঠিয়াছিল। সে কি আমোদ! গাড়ীতে অসংখ্য শ্যাম্পেনের বোতল ছিল। বোতল কয়টা নিঃশেষ করিয়া ডিউক ত ক্ষেপিয়া যাইবার মত হইল! পরে কাণ্ড যাহা ঘটিল—ইত্যাদি।

সেসিল সমুদ্রের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে ইদা বলিল, "সমুদ্র! ঠিক বলেছ মা—কিন্তু ঝড়ের সময় সমুদ্রের মূর্ত্তি যে কি দাঁড়ায়, তা ত জান না। আমি জানি। পানার কিছু দূরে অগাধ সমুদ্রে তখন আমাদের জাহাজ ছুটেছে। হঠাৎ ঝড় এল। কি সে ঝড়—ভয় হল, বুঝি বা সব যায়, প্রলয় উপস্থিত! কোন মতে একটা কেবিনে মুখ গুঁজড়ে পড়ে রইলুম। কাপ্তেন এসে আমার সেবায় লেগে গেল। যেমন মেঘের ডাক, তেমনি বিদ্যুতের চমক! জাহাজে ছিল কোথাকার,—বুঝি পিনাঙ্গের—রাজা। রাজা নিজে আমার মুখে ব্রাণ্ডির পর ব্রাণ্ডি ঢেলে যত মূর্চ্ছা ভাঙ্গায়, ততই আবার ঘন ঘন মূর্চ্ছা! ওঃ, কি করে যে রাত কাটল, তা কিছুই জানতে পারলুম না।"

এই সকল অসম্বদ্ধ গল্পগুলার সূত্র জ্যাক অন্য নানাবিধ প্রসঙ্গ তুলিয়া মাঝামাঝি কাটিয়া দিতেছিল। তথাপি সেই সকল গল্পের খণ্ডিত অংশগুলা দ্বিখণ্ডিত সর্পদেহের মতই নাচিয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিতেছিল। খণ্ড হইলেও তাহার প্রত্যেকটা যেন জীবন্ত, পরিপূর্ণ! সেসিল নিঃশব্দে সমস্ত কথা শুনিয়া যাইতেছিল। জ্যাকের আকস্মিক বাধা-দান লক্ষ্য করিলেও তাহার অর্থ সে ঠিক বুঝিতে পারিল না।

অপরাহ্নে বই খুলিয়া জ্যাক ডাক্তার রিভালের সম্মুখে পড়িতে বসিলে সেসিল ইদাকে কহিল, "এস মা, আমরা বাগানে একটু বেড়াই গে।" সহর্ষ সম্মতি দান করিয়া ইদা সেসিলের অনুসরণ করিল। জ্যাক চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার পাঠ-রত মনও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। এখনই মা না জানি কি অসম্বদ্ধ গল্প জুড়িয়া দিবে—মার তারল্য এখনই সেসিলের কাছে প্রকাশ হইয়া পড়িবে। তাড়াতাড়ি বহি বন্ধ করিয়া সে ডাক্তারকে কহিল, "পড়াটায় আজ কেমন মন লাগছে না—একটু বেড়ানো যাক্, দাদা!"

ডাক্তার কহিলেন, "বেশ!"

জ্যাক বাহির হইল। আসিয়া সেসিলের একখানা হাত সে আপনার হাতে চাপিয়া ধরিল। মধুর স্পর্শ! এ স্পর্শে যেন কি যাদু আছে! জ্যাকের সকল দুঃখ সকল অবসাদ এ স্পর্শে নিমেষে কোথায় ঝরিয়া যায়! পাল তুলিয়া দিলে অনুকূল বায়ুর মুখে বোঝাই নৌকাও যেমন নদীর খর বেগ কাটিয়া অনায়াসে চলিয়া যায়, সেসিলের স্পর্শে তাহারও ভারগ্রস্ত চিত্ত তেমনই সকল বাধা-বিপত্তি, দুশ্চিন্তা-অনিশ্চিততার বেগ কাটিয়া সমুজ্জ্বল সিদ্ধি-ভবনের অভিমুখে ক্ষিপ্র ছুটিয়া চলে। আশার উন্মাদনায় প্রাণ ভরিয়া উঠে—কানের কাছে কে যেন মুহুর্মুহু আশ্বাস দেয়, ভয় নাই, ভয় নাই! সমস্ত দুঃখ-যাতনা নির্ভয়ে দলিয়া যাও! কঠিন সিদ্ধি মধুর বাঁধনে ধরা দিবে রে, ধরা দিবে!

আজ মা উপস্থিত ছিল বলিয়া জ্যাকের আনন্দ কেমন বাধা পাইতেছিল। জ্যাক ও সেসিলকে লক্ষ্য করিয়া ইদা ডাক্তারকে বলিল, "দুটিতে যেন ঠিক সেই পরীর গল্পের নায়ক-নায়িকা!" কথাটা জ্যাকের কানেও পৌঁছিয়াছিল—ডাক্তারের মুখের ভাব দেখিয়া সে বুঝিল, কথাটা তাঁহার বড় রুচিকর ঠেকে নাই! তথাপি কোলাহল-হীন নির্জ্জন বনে সেসিলের সাহচর্য্যে জ্যাক একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। বনে কোথাও নানা বর্ণের অজস্র ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। তাহারই দলে মৌমাছি ও প্রজাপতির বিচিত্র সভা বসিয়াছে! কোথাও ওকের শাখায় বসিয়া একটা পাখী সুরের ফোয়ারা ছড়াইয়া দিয়াছে। চারিধারেই আনন্দের পরিপূর্ণ আয়োজন! তাহার মধ্যে এই সকল শোভা, সকল বর্ণ, সকল সুরের রাণী সেসিল তাহার পার্শ্বে! আলোকের এমন বিপুল সমারোহের মধ্যে অন্ধকার কোথায় রহিবে! কাজেও জ্যাকের চিত্তাকাশ আজ মুক্ত, নির্ম্মল, উজ্জ্বল!

বেড়াইতে বেড়াইতে চারিজনে আর্শার কুটিরে আসিল। অভ্যর্থনা করিয়া আর্শা সকলকে বসাইল। পুরাতন মনিব ইদাকে আতিথ্যে আপ্যায়িত করিবার উদ্দেশ্যে সে সাধ্যমত আয়োজন করিল। ইদা কিন্তু নাসা কুঞ্চিত করিয়া তাহার এক টুকরা স্পর্শ করিল মাত্র—দেখিয়া জ্যাক ঈষৎ বিষণ্ণ হইল। তাহার পর সকলে 'আরাম-কুঞ্জ' দেখিবার জন্য উঠিল।

কুঞ্জ-গৃহের চূড়াটি বৃক্ষলতায় একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। গৃহের আপাদ-মস্তক আইভি লতায় ছাইয়া ফেলিয়াছে! হারুজ্ এখন এখানে ছিল না, দ্বার-জানালা সমস্তই বন্ধ! ফটকের সম্মুখস্থ সরু পথটি বহুকাল মনুষ্য-চরণ-স্পর্শ-লাভে বঞ্চিত থাকায় আগাছায় ভরিয়া উঠিয়াছে। ইদা গৃহের সম্মুখে মুহূর্ত্তের জন্য দাঁড়াইল। পুরাতন সহস্র স্মৃতি তাহার

চিত্তে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। চারিদিককার এই মূক প্রস্তরখণ্ডগুলা যেন সহসা মুখর হইয়া উঠিয়া তাহার কর্ণে কত কথা কহিয়া গেল। চারিধারে অজস্র ক্লিমেটিসের গাছ—নক্ষত্রের মত সহস্র শাদা ফুলে ভরিয়া রহিয়াছে। ক্লিমেটিসের একটা পুষ্পিত শাখা ছিঁড়িয়া লইয়া ইদা তাহা নাসিকায় ধরিল, পরে ধীরে ধীরে চক্ষু মুদিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

জ্যাক জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে, মা ?"

"কিছু না, জ্যাক! মনের একটা খেয়াল, এ শুধু! আর কিছু নয়—ওঃ, আমার জীবনের অনেকগুলো দিন এখানে ঘুমিয়ে পড়ে আছে!"

সত্যই চতুর্দ্দিকে সুপ্তির একটা সুনিবিড় নীরবতা বিরাজ করিতেছিল। দ্বার-পার্শ্বে ফলকে লাটিনে লিখিত আরাম-কুঞ্জের অক্ষরগুলা লতা-পাতার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, নিস্তব্ধ গৃহটিকে উচ্চ স্তম্ভ-শোভিত কবরের মতই স্তব্ধ-গম্ভীর মনে হইতেছিল। ইদা ধীরে ধীরে রুমালে চোখ মুছিল। তাহার সকল সুখের সীমায় সে-দিনকার মত কে যেন পরদা ঢাকিয়া দিল। অতীতের চিন্তায় মন একান্ত ভারগ্রস্ত বোধ হইল—বুকের উপর কে যেন পাষাণ চাপিয়া ধরিল। সেসিল শুনিয়াছিল, দুর্ব্যবহারে ইদা স্বামীর গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। কাজেই সে এই বিমর্ষতা দূর করিবার জন্য সহস্র চেষ্টা করিল—জ্যাক মাতার সম্মুখে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল চিত্র বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত করিয়া ধরিল; তথাপি সকলই বৃথা হইল।

অগত্যা সকলে সে স্থান ত্যাগ করিল। পথে ইদা জনান্তিকে সেসিলকে কহিল, "দেখ মা, এবার থেকে যখন তোমরা এখানে আসবে, আমায় আর সঙ্গে নিয়ো না। আমার মন কেমন অস্থির হয়ে ওঠে। তোমাদেরও আমোদের ব্যাঘাত হয়।" ইদার স্বর কাঁপিয়া উঠিল।

ইতর পশুর মত তাহার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছে, ঘৃণা ও লাঞ্ছনার পঙ্কে সবলে যে তাহাকে নিক্ষেপ করিয়াছে, এখনও সে পাপিষ্ঠকে ইদা তবে ভুলিতে পারে নাই, ভালবাসে! হা রে দুর্ব্বল-হৃদয়া নারী!

ইহার পর অনেকগুলি রবিবার আসিল, গেল—ইদা আর এতিয়োলের পথে পদার্পণ করিল না। কাজেই জ্যাক ছুটির অবসরগুলা ভাগ করিয়া লইল; অর্দ্ধেক অবসর সে সেসিলের সঙ্গে গল্প করিয়া কাটাইত এবং সন্ধ্যার শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত্তগুলা বন্য প্রান্তরে ভ্রমণে কাটাইবার পরিবর্ত্তে পারি ফিরিবার পথে ট্রেনেই তাহার অতিবাহিত হইত! সারাদিনের আনন্দ-প্রমোদের স্মৃতিতে পরিপূর্ণ চিত্ত লইয়া ট্রেনের শূন্য কক্ষে সে দেহভার এলাইয়া দিত—পথিপার্শ্বস্থ কুটির-বাসী নর-নারী বা পান্থজনের আনন্দ-কলরবের একটা ক্ষীণ প্রতিধ্বনি শুধু তাহার কর্ণে আসিয়া পৌছিত—চারিধারেই হর্ষের তরল স্রোত ছুটিয়াছে—সেদিকে দৃক্‌পাতমাত্র না করিয়া সে এতিয়োল ছাড়িয়া মার কাছে ফিরিয়া আসিত। আসিয়া সে প্রায়ই দেখিত, মা ঘরে নাই, হয় লেভ্যান্দ্রের কুটিরে, নয় লেভেকের লাইব্রেরীতে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে।

এত অবজ্ঞা-লাঞ্ছনাতেও ইদার মনে এতটুকু পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। স্থান, কাল বা পাত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীনা এই নারী একটা তুচ্ছ ইঙ্গিতে আপনার হৃদয়ের ভাণ্ডার মুক্ত করিয়া দিত—এবং বিদ্রূপ বা গ্লানির আশঙ্কা কিছুমাত্র না রাখিয়া ধন-ঐশ্বর্য্যের সাড়ম্বর বর্ণনায় ও চটুল আলাপে আসর মাতাইয়া তুলিত। লেভ্যান্দ্র-গৃহিণীর অবস্থা তেমন সচ্ছল ছিল না—লোকের ছিন্ন বস্ত্রাদিতে তালি দিয়া রিপু করিয়া তাহার দিন-গুজরাণ হইত; সে বেচারী যৎকিঞ্চিৎ-প্রাপ্তির আশায় একান্ত ধৈর্য্যে আগ্রহের ভাণ করিয়া ইদার কাহিনী শুনিত। এমনই

ভাবে মন জোগাইয়া চলিলে যদি কোন দিন ইদা অকস্মাৎ প্রসন্ন হইয়া তাহাকে একটা সেলাইয়ের কল কিনিয়া দেয়! কিন্তু সত্বরই সে বুঝিল, ধন-ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর মুখের বাণীতে যত সহজে প্রকাশিত হইয়া পড়ে, হাত হইতে তেমনভাবে কখনই বাহির হয় না! মুখ এতখানি বকিলে কি লাভ, হাত যে অত্যন্ত কৃপণ! যখের মত সর্ব্বদা সে চাপিয়া আঁটিয়া বসিয়া আছে, তাহাকে ভুলানো দুঃসাধ্য ব্যাপার। তথাপি জ্যাকের গৃহে লেভ্যান্দ্র-গৃহিণীর ভোজের নিমন্ত্রণটা মধ্যে মধ্যে বাদ পড়িত না; সেইটাই ছিল, তাহার পক্ষে পরম লাভ! তাই তাহার ধৈর্য্য উৎপীড়িত হইলেও উদ্বাস্ত হইবার সে কোনই লক্ষণ দেখাইল না। এমন নিমন্ত্রণ না পাইলেও লেভেক কিন্তু মন্দ গুছাইয়া লয় নাই। ইদার মত উৎকৃষ্ট বসন-ভূষণ-পরিহিতা নারী যে তাহার লাইব্রেরীতে পদার্পণ করিয়া গৃহ ও গৃহস্বামিনীটিকে কৃতার্থ করিতেছে, ইহাতে পল্লীর পাঠক-পাঠিকামহলে লাইব্রেরীর প্রতি সম্ভ্রম বাড়িয়া গিয়াছিল; এবং তাহারই ফলে ছিন্ন মলিন গ্রন্থ ও পুরাতন সুলভ সংবাদপত্রে পরিপূর্ণ লাইব্রেরীর ক্ষুদ্র জীর্ণ গৃহ আপনার আর্থিক অবস্থাও কতক ফিরাইয়া লইয়াছিল।

এই সঙ্গ হইতে মাতাকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য জ্যাকের সমস্ত চেষ্টাই নিষ্ফল হইল। কর্ম্মস্থল হইতে ফিরিয়া জ্যাক প্রত্যহই প্রায় দেখিত, জানালার পার্শ্বে ইদা একখানা বহি লইয়া বসিয়া গিয়াছে। সে বহি উত্তেজক ঘটনাপূর্ণ কোন ডিটেক্‌টিভের কাহিনী, নয়, প্রেমের বর্ণনা-বহুল কোন অপাঠ্য উপন্যাস! বহির পৃষ্ঠায় মলিন হস্তের সহস্র ছাপ—কোনখানে বা মাখনের দাগ—পেন্সিলের ঘন রেখায় বহুস্থল কণ্টকিত—পার্শ্বে বিচিত্র ছাঁদের অক্ষরে নানাবিধ মন্তব্য! ইতিপূর্ব্বে যে গ্রন্থখানি বহু অলস কারিকর ও নারীর হস্তে ফিরিয়াছে, তাহারই সহস্র নিদর্শন বহিখানির সারা অবয়বে সুস্পষ্ট সূচিত রহিয়াছে!

একদিন সে মাকে বহির পৃষ্ঠায় একান্ত নিবিষ্ট-চিত্তা দেখিয়া ললাটের উপর পতিত আপনার কেশের রাশি সরাইয়া মনের বিরক্তি মনে চাপিয়া জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল! মাথার উপর পল্লীর নির্ম্মল আকাশে গোধূলির স্বর্ণরশ্মিরেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে—শান্ত মৃদু বায়ু লতায়-পাতায় দোল দিয়া বহিয়া চলিয়াছে—এমন সময় ইদা অলসভাবে কতকগুলা কদর্য্য রচনা পড়িয়া সময় কাটাইতেছে! বাহিরের পানে চাহিলে চিত্ত জুড়াইয়া যায়, মনে শান্তি আসে—বিধাতার কি বিরাট বিচিত্র গ্রন্থের পৃষ্ঠা সম্মুখে উন্মুক্ত পড়িয়া রহিয়াছে—বিবিধ রসে পরিপূর্ণ! সে গ্রন্থ অবহেলা করিয়া অন্ধকূপবাসী কোন্ অক্ষম লেখকের মসী-জর্জ্জর কদর্য্য রচনার রসাস্বাদ ইদা গ্রহণ করিতেছে!

জ্যাক একবার ইদার পানে চাহিল! ইদা তখন বই বন্ধ করিয়া আকাশের পানে চাহিয়াছিল! দিনের আলো ম্লান হইয়া আসিয়াছে—বহির পৃষ্ঠায় অক্ষর ভাল লক্ষ্যও হয় না। ইদা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। সে কি ভাবিতেছিল। কি ভাবিতেছিল সে। কবি কোথায়? কি করিতেছে? আশ্চর্য্য—তিন মাস দেখা নাই, তবু একখানা চিঠিও কি তাহার লিখিতে নাই?. ইদা সেই কথাই ভাবিতেছিল! সহসা বহিখানা তাহার ক্রোড়চ্যুত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল! ইদার চমক ভাঙ্গিল—বহিখানা কুড়াইয়া লইয়া সে দেখিল, ওধারে জানালার পাশে দাঁড়াইয়া, জ্যাক! জ্যাক ইদার পানে চাহিয়া ছিল। তাহার চোখ দুইটা যেন বাঘের চোখের মতই জ্বলিতেছিল! এ কি ঈর্ষা—? না, অভিমান? না, আর-কিছু?

ইদা কহিল, "আমার শরীরটা আজ ভাল ঠেকছে না, জ্যাক। তোমার জন্য রান্নাবান্নাও হয়ে ওঠেনি। কি করি—তাই ত!"

জ্যাক নিমেষে বুঝিল, এ পীড়া কোথায়! শরীরে নহে, এ পীড়া

মনে! যে কীট ইদার মনে আশ্রয় লইয়াছে, সে তবে মরে নাই—দিনে দিনে বেশ সে বাড়িয়া উঠিতেছে! দেহ-মন সে বিষে জর্জ্জরিত হইলেও ইদার আজ মুক্তি নাই! করুণ সমবেদনায় জ্যাকের প্রাণ ভরিয়া উঠিল! অভাগিনী, অভাগিনী ইদা!

জ্যাক বলিল, "কেন মা, তোমার কি এখানে ভাল লাগছে না, আমার কাছে? কি কষ্ট হচ্ছে, বল!"

"না জ্যাক, এ কিছু নয়—শুধু একটু মাথা ধরেছে। তুমি ভেবো না! তোমাকে বুকে করে রয়েছি, আর আমার কিসের দুঃখ থাকতে পারে, জ্যাক?"

ইদা উঠিয়া জ্যাককে আপনার বুকে চাপিয়া ধরিল—তাহার শিরে চুম্বন করিয়া কহিল, "তুমি ভেবো না, জ্যাক, এ কিছু নয়!"

"তবে চল মা, বাহিরে কোথাও খেয়ে আসিগে!"

ইচ্ছা না থাকিলেও আপত্তি করিতে ইদার সাহস হইল না। তখন মাতা-পুত্রে হোটেলের অভিমুখে চলিল। জন-বহুল পথ। ভিড় ঠেলিয়া উভয়ে চলিল। পথে কেহ কোন কথা কহিল না। কথা কহিবার জন্য উভয়ের অন্তরই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কি কথা প্রথমে কহা যায়? বহু বর্ষের বিচ্ছেদ মাতা-পুত্রের মধ্যে সত্যই একটা সুগভীর ব্যবধান রচনা করিয়াছিল। উভয়ের জীবন-গতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন পথে গিয়াছিল। একদিকে আনন্দ, বিলাস, প্রমোদ, অপর দিকে কাজ, কাজ, কাজ—তাহাও যত অভদ্র নীচ সঙ্গীর দলে মিশিয়া! জ্যাক কয়দিনে এটুকু বুঝিয়াছিল যে, মার মনে পূর্ব্বেকার মত অসঙ্কোচ স্থান-লাভের আশা তাহার পক্ষে এখন দুরাশামাত্র! ইদা এখন তাহার শত্রু আর্জান্তঁর ভাবে এমনই অনুপ্রাণিত হইয়া রহিয়াছে যে, তাহার স্বাতন্ত্র্য একেবারেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে! তাহার জীবনের রাহু, তাহার সুখের কণ্টক

আর্জান্তঁ ইদাকে আপনার ছায়ায় এমনভাবে গড়িয়া তুলিয়াছে যে, কোন নিপুণ ভাস্করও বুঝি কোমল মৃত্তিকার সাহায্যে এমন মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিতে পারে না! দাম্ভিক কবির যত মিথ্যা দর্প ও দম্ভ আজ ইদার মজ্জায় মজ্জায় মিশিয়া গিয়াছে! ইদা এখন যেন আর্জান্তঁরই একটা প্রতিবিম্ব-মাত্র!

একদিন সন্ধ্যায় ইদাকে লইয়া জ্যাক ভ্রমণে বাহির হইল। সুমোর পর্ব্বতের নিম্নেই বিস্তীর্ণ কানন-প্রান্তর,—কুঞ্জ, ক্রীড়া-পর্ব্বত, সেতু, বাদ্য-বেদী প্রভৃতি সকল অনুষ্ঠানে তাহা সুসজ্জিত! কাননের সীমা বেড়িয়া সুদীর্ঘ দেবদারুর শ্রেণী চলিয়াছে! কানন দেখিয়া ইদার চিত্ত প্রফুল্ল হইল। বাদ্য-বেদীতে যন্ত্রীর দল নানা রাগিণীর সাহায্যে ঐকতান জাগাইয়া তুলিয়াছে। দেবদারুর শির রক্তচ্ছটায় রাঙাইয়া তুলিয়া সূর্য্য এই কিছুক্ষণ অস্ত গিয়াছে—আকাশের গায় লাল আভাটুকু তখনও সম্পূর্ণ মিলাইয়া যায় নাই। একটা বেঞ্চে বসিয়া ইদা ও জ্যাক ঐক্যতান সঙ্গীত শুনিতেছিল। সহসা কাহাকে দেখিয়া জ্যাক উঠিয়া দাঁড়াইল। এ যে মাসিয়ো রুদিক!

সত্যই রুদিক! দেহ বাঁকিয়া গিয়াছে, বার্দ্ধক্য ঘনাইয়া আসিয়াছে! রুদিকের পার্শ্বে তাহারই হাত ধরিয়া এক বালিকা এবং পশ্চাতে একটি বালক! বালিকার মুখে কে যেন জেনেদের মুখখানি অবিকল বসাইয়া দিয়াছে! সহসা তাহাকে দেখিলে মনে হয়, জেনেদই যেন আবার বালিকা-মূর্ত্তি ধরিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কথা কহিবার জন্য যেমন জ্যাক অগ্রসর হইবে, অমনিই তাহার দৃষ্টি জেনেদের প্রতি পতিত হইল। জেনেদ ও মাঁজ্যাঁ পরস্পরে হাত ধরাধরি করিয়া রুদিকের পশ্চাতে আসিতেছিল। রুদিকের কোন দিকে লক্ষ্য ছিল না—জেনেদ্ নিমেষে জ্যাককে চিনিয়া তাহাকে নিকটে আসিতে মৃদু ইঙ্গিত করিল। জ্যাক আসিলে

জেনেদ্ কহিল, "একসঙ্গে একটু বেড়ানো যাক্, এস। অনেক কথা আছে—বলব। বাবাকে একটু এগিয়ে যেতে দাও। উনি কে ?"

"আমার মা।" বলিয়া জ্যাক মাতার সহিত জেনেদের পরিচয় করাইয়া দিল।

মাঁজ্যাঁ ইদাকে কহিল, "এরা দুজনে পুরোনো বন্ধু; নিজেদের সব কথা কবে। আমি আপনার সঙ্গে বেড়াই, আসুন!" মাঁজ্যাঁ ও ইদা একত্রে চলিল। জ্যাক ও জেনেদ গতি মৃদুতর করিয়া পিছাইয়া পড়িল।

জ্যাক প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিল, বিবাহিত জীবনে জেনেদ অভীষ্ট সুখের অধিকারিণী হইয়াছে কি না। উত্তরে জেনেদ কহিল, এত সুখ যে পৃথিবীতে পাওয়া যাইতে পারে, ইহা তাহার ধারণাই ছিল না। তাহার স্বামীর মত স্বামী আর কাহার ভাগ্যে মিলিয়াছে! যেমন গভীর প্রেম, তেমনই অসীম উদার তাঁহার হৃদয়। জেনেদ তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে—এ স্থানের বিনিময়ে সে আজ স্বর্গকেও তুচ্ছ জ্ঞান করে! মাঁজ্যাঁ তাহার সেবায় সুখী—সে নিজে বলিয়াছে, জেনেদের এত গুণ আছে পূর্ব্বে জানিলে তুচ্ছ যৌতুকের জন্য মাঁজ্যাঁ এতটুকুও লোভ করিত না—বিনা যৌতুকেই তাহাকে আপনার বুকে সে তুলিয়া লইত! স্বামীর এ ভালবাসায় জেনেদের আজ কোন দুঃখ নাই—কোন অভাব নাই। তাহার দুই সন্তান—একটি পুত্র, একটি কন্যা! দুইটিই রত্ন!

জেনেদের সুখের কথা শুনিয়া জ্যাকের মন আনন্দে ভরিয়া উঠিল! দাম্পত্য জীবনের সুখ কি, তাহা ইহারা যেমন বুঝিয়াছে, এমন যদি সকলে বুঝিত!

জ্যাক কহিল, "আর সব খবর কি? মাদাম ক্লারিস্—"

জেনেদ কহিল, "মারা গেছেন, আজ দু বছর হল—লয়ার নদীতে ডুবে মারা গেছেন! ভারী বিপদের কথা সে।"

"ডুবে! সে কি?"

"আমরা মুখে বলি, ডুবে গেছেন, অবশ্য সে শুধু বাবাকে ভোলাবার জন্য—আর উনিও তাই জানেন। কিন্তু আসলে তা নয়! তিনি আত্মহত্যা করেছেন! নান্তের সঙ্গে দেখা বন্ধ হয়ে গেল—কাজেই—! যাক্—তাঁর মত অদৃষ্ট যেন কারও না হয়! এ যে কি বদ্ নেশা, লোকে একেবারে বুদ্ধিশুদ্ধি মান-সম্ভ্রম সব হারিয়ে ফেলে!"

নেশাই বটে! কথাটা জ্যাকের মর্ম্মে গিয়া বিঁধিল! কিন্তু জেনেদ তাহা লক্ষ্য করিল না।

জেনেদ্ বলিতে লাগিল, "আমরা ভেবেছিলুম, এ শোকের পর বাবাকে আর বাঁচাতে পারব না। আসল কাণ্ড যে কি, তা উনি এখনও জানেন না! তারপর ইনিও পারিতে বদলি হলেন, বাবা একলাটি কার কাছে থাকেন, তাই ওঁকে এখানে নিয়ে এলুম। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশে গল্প-সল্প করে তবু যাহোক শোক একটু ভুলে আছেন! শরীর কি হয়ে গেছে, দেখছ ত! আমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তাও বড় একটা কন্ না! তুমি কাল এস, জ্যাক—তোমায় দেখলে হয়ত একটু ভাল থাকতে পারেন। তোমাকে ভালও বাসেন, প্রায়ই তোমার কথা বলেন। চল, এখন ওঁর কাছে যাই, বেশীক্ষণ আবার দেখতে না পেলে ভাববেন, বুঝি আমরা ওঁরই কথা কচ্ছিলুম।"

ইদা মঁাজ্যার সহিত রীতিমত উৎসাহে গল্প জুড়িয়া দিয়াছিল সে বলিতেছিল, "চমৎকার লোক! যেমন কথায় বার্ত্তায়, তেমনি আমোদে! প্রতিভাবান পুরুষ বটে!" জ্যাক ও জেনেদ্ আসিয়া

পড়ায় সে কথা বন্ধ হইল! আকস্মিক রসভঙ্গে ইদা ঈষৎ বিরক্তি বোধ করিল। ইদার কথার শেষ অংশটুকু জ্যাকের কানে গিয়াছিল। সে মুহূর্ত্তে বুঝিল, মঁার্জ্যার সহিত ইদার আর্জান্তঁর সম্বন্ধেই কথা হইতেছিল! ধিক্, নির্লজ্জা নারী।

সত্যই আর্জান্তঁর কথা হইতেছিল।

মঁার্জ্যা ইদার নিকট হইতে তাহার স্বামীর সংবাদ জানিতে চাহিয়াছিল—এবং ইদাও উচ্ছ্বসিত আবেগে আপনাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিল! কবির প্রতিভা, অপরের নীচ হিংসা ও বিদ্বেষের সহিত তাঁহার অক্লান্ত সংগ্রাম, সাহিত্য-জগতে কত উচ্চে তাঁহার আসন এবং তাঁহার মস্তিষ্কে নাটক, উপন্যাসের কি বিচিত্র আখ্যান গুমরিয়া মরিতেছে, সে সমস্ত কাহিনীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় ইদা এতটুকু ত্রুটি রাখে নাই। কোন বিষয়ে মনান্তর হওয়ায় কিছুদিনের জন্য তাহারা স্বতন্ত্রভাবে বাস করিবে, সেই জন্য শুধু উভয়ে সাধ করিয়া এ বিচ্ছেদ-দুঃখ ভোগ করিতেছে। দীর্ঘ মিলনের অন্তরালে ক্ষুদ্র একটু বিরহ রচনা করিলে প্রেম গভীরতর হয়, এমন মন্তব্যও বাদ পড়ে নাই। এমন সময় জ্যাক আসিয়া কাহিনীর কোন্ অসমাপ্ত ছত্রে ছেদ টানিয়া দিল।

জ্যাক ভাবিল, ইহাদের সহিত মাতার যে আলাপ হইল, তাহাতে মঙ্গলেরই সম্ভাবনা। লেভ্যান্দ্র্-লেভেকের দল ছাড়িয়া এই সকল সরল আড়ম্বরহীন বান্ধবের সঙ্গ প্রকৃতই ঈপ্সিত। ধর্ম্মপরায়ণা জেনেদ্, স্নেহার্দ্র-হৃদয় মঁার্জ্যা—ইহাদের সঙ্গে মিশিলে-ফিরিলে একটা স্বাস্থ্যকর আব-হাওয়ার সংস্পর্শে মাতার অন্তরের মলিনতাও ঘুচিতে পারে, ইহা ভাবিয়া জ্যাক আনন্দ বোধ করিল। কিন্তু দুই-চারি দিন পরেই সে বুঝিল, এই শ্রমশীলা ধর্ম্মপরায়ণা জেনেদের সংসর্গ ইদার তেমন মনঃপূত নহে—পুত্রের কথায় ভঙ্গীতে যেমন একটা

অসভ্য সমাজের গন্ধ পাওয়া যায়—জেনেদ্ প্রভৃতির সংসর্গেও ঠিক তেমনই দুর্গন্ধ ভাসিয়া উঠে। কেমন একটা অভদ্র ভাব!

জ্যাকের গৃহেও সেই গন্ধ—চতুর্দ্দিকেই কেমন একটা কদর্য্যতা! এই সকল নীচ কারিকরদের দলে কোথাও এতটুকু শ্রী বা পারিপাট্য নাই! দারিদ্র্য তাহার নিরানন্দ মূর্ত্তি লইয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! তাহার জীর্ণ কঙ্কালগুলা চতুর্দ্দিকে খুট্‌খুট্ করিয়া নাচিয়া ফিরিতেছে! পথে ঘাটে কোথাও পলাইয়া দুইদণ্ড হাঁফ ছাড়িবার উপায় নাই! সর্ব্বত্রই কুশ্রী বীভৎসতা,—আবর্জ্জনার স্তূপ! তথা হইতে অহর্নিশি একটা দূষিত বাষ্প উত্থিত হইতেছে! দারিদ্র্যের এ দুর্গন্ধে ইদা আর তিষ্ঠাইতে পারে না। তাহার বুক যেন কে সবলে চাপিয়া ধরিতেছে! আর সহ্য হয় না! ইদার প্রাণ মুক্তির জন্য আজ কাতর উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। মুক্তি চাই! এ নিরানন্দময়তার মধ্য হইতে মুক্তি চাই! ইহার মধ্যে বাস করার চেয়ে আত্মহত্যাও লক্ষগুণে ভাল!

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কাহাকে?

একদিন সন্ধ্যায় গৃহে ফিরিয়া জ্যাক লক্ষ্য করিল, ইদার চিত্ত অত্যন্ত অধীর চঞ্চল, মুখে-চোখেও কেমন একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে! প্রতিদিনকার সে ম্লান বিমর্ষ ভাব কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে! জ্যাককে দেখিয়া ইদা ক্ষিপ্র স্বরে কহিল, "আর্জান্ত আমায় চিঠি লিখেছে, জ্যাক!" পরে সজোরে একটা

নিশ্বাস টানিয়া ইদা আবার কহিল, "সত্যই শেষে চিঠি লিখেছে! চারমাস কোন খবর-বার্ত্তা না পেয়ে আর চুপ করে সে থাকতে পারলে না—দেখলে, কৈ, আমি ত আকারে-ইঙ্গিতেও একটা সাড়া দিলুম না! সে পারবে কেন, থাক্‌তে? আমি ত তাকে চিনি। আমার কাছে লুকোবে কি? কি লিখেছে, জান, জ্যাক? লিখেছে, সে খুব খানিক বেড়িয়ে-চেড়িয়ে প্যারিতে ফিরেছে, আমার ইচ্ছা হলে আমি এখন তার ওখানে যেতে পারি!"

শঙ্কিত চিত্তে জ্যাক প্রশ্ন করিল, "তুমি কি ঠিক করলে? যাবে?"

"যাব! আমি! তুমি যে কি বল, জ্যাক! আমার এখানে কিসের দুঃখ? কিসের অভাব? কষ্ট বরং তারই! ভারী অবুঝ, সে,—আপন-ভোলা লোক! একটা কাজও নিজের করবার ক্ষমতা নেই—একলা থাক্‌তে পারবে কেন, সে? ভারী এলোমেলো লোক যে! কিন্তু একজন উঁচু দরের আর্টিষ্ট বটে!"

"তুমি তার চিঠির কি জবাব দেবে?"

"জবাব দেব! যে অসভ্য আমার গায় হাত তুলেছিল, তার চিঠির আবার জবাব দেব? তুমি তাহলে আমাকে আজও চেন নি! আমার একটা মান আছে, ইজ্জত আছে, তা খোয়াব? কখনও না! আমি তার চিঠির সবটা পড়িও নি—ঐ অবধি পড়েই ছিঁড়ে ফেলেছি—একেবারে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি। এমন মেয়ে আমি নই! তবে একবার বড় দেখতে সাধ হয়, কি রকম কাজ-কর্ম্ম চলছে তার, কেমন করে সে ঘর-গেরস্থালী করছে! বেশ বুঝছি, সব একেবারে জঘন্য একাকার করে তুলেছে! তবে—না, তাই বা কি করে হবে? আমি আর এ জীবনে সে জায়গা মাড়াচ্ছি না। এই ত সে এত ঘুরেছে, কি দেশটায় ভালো—"

বলিতে বলিতে ইদা অন্যমনস্কভাবে পকেট হইতে আর্জান্তঁর পত্র বাহির করিল! সে-ই পত্র, যে পত্র এইমাত্র সে বলিল, টুকরা-টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে! চিঠি দেখিয়া ইদা কহিল, "এই যে, রয়াতে গেছল! দেখ একবার বুদ্ধিখানা! সেখানকার জল-হাওয়া সইবে কেন? যাই হোক, না—তার যা ইচ্ছা, তাই সে করুক—আমার অত মাথা-ব্যথায় কাজ কি!"

মাতাকে নির্লজ্জভাবে এই অকারণ মিথ্যা বলিতে দেখিয়া জ্যাক লজ্জায় মরিয়া গেল। এ অসরলতা, এ ভাণ আচরণের কি প্রয়োজন ছিল?

এই কথাটাই সেদিন সারা সন্ধ্যা ধরিয়া জ্যাকের মনকে বিপন্ন পীড়িত করিয়া তুলিল। ইদা আজ আবার পূর্ব্বের মত প্রফুল্ল হইয়াছে, গৃহের ছোটখাট কাজকর্ম্মগুলায় হাতও দিয়াছে! তাহার গতি, ভঙ্গীও আজ বেশ সহজ লঘু হইয়া উঠিয়াছে! জ্যাক যখন বহির পৃষ্ঠা খুলিয়া মার কথা ভাবিতেছিল, পাঠে বিন্দুমাত্রও মনো-নিবেশ করিতে পারিতেছিল না, সহসা তখন ইদা আসিয়া তাহার ললাটে চুম্বন করিয়া কহিল, "বেশ জ্যাক—ধন্য তোমার সাহস, আর মন কিন্তু! পড়াশোনায় কি চাড়!"

কিন্তু ইদানীং জ্যাকের সে অনুরাগ শিথিল হইয়া আসিয়াছিল, একাগ্রতায় নিষ্ঠুর বাধা লাগিয়াছিল! এই সহজ প্রফুল্লতার মধ্য দিয়া ইদার সমগ্র অন্তরখানি আজ পরিষ্কার ধরা পড়িয়া গিয়াছে—জ্যাকের চোখ আছে, সে তাহা লক্ষ্যও করিয়াছে!

জ্যাক ভাবিল, এ চুম্বন কাহাকে? কেন? ইহার অর্থ কি! যে অতীত আপনার সমস্ত ক্ষীণ স্মৃতি লইয়া মিলাইয়া যাইতেছিল, সেই সমস্ত অতীত আজ আবার নিমেষে প্রবলভাবে সাড়া দিয়া উঠিল। পূর্ব্বপ্রেম আবার পরিপূর্ণ আবেগে জ্বলিয়া উঠিয়াছে—

নারীর দুর্ব্বল হৃদয় আবার সে কুহকে ধরা দিয়াছে। গুণ গুণ করিয়া ইদা আর্জান্তঁর রচিত একটা গানের ছত্র সুর করিয়া গাহিতেছিল,—

"নাচ রে নাচ, বনের লতা,
নাচ রে নাচ গাছের পাতা—"

জ্যাক স্তম্ভিত হইল! এ কি নির্লজ্জতা! সে এখানে বসিয়া রহিয়াছে, ইদার তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই? এতটুকু সঙ্কোচও নাই? আশ্চর্য্য! জ্যাকের চোখের কোণে জল আসিল! যে ভগ্ন তরীখানাকে অসীম বলে, অপূর্ব্ব কৌশলে সে তীরের দিকে টানিয়া আনিতেছিল, সহসা তাহা একটা দমকা বাতাসের ঘায় এমনই ভাবে, কূলের কাছে আসিয়াও ডুবিতে চলিয়াছে—আর রক্ষা নাই, উদ্ধার নাই! বিলাসের তুচ্ছ একটা উপকরণের মত, আজন্ম বিলাসীর মুহূর্ত্তের খেয়াল-নিবৃত্তির জন্যই ইদা জীবন-ভার বহিয়া বেড়াইবে? যতক্ষণ খেয়াল, ততক্ষণই আদর,—সে খেয়াল নিবৃত্ত হইলেই দূরে যাও! তবুও ইদা মন যোগাইয়া সেই বিলাসীরই পিছনে ফিরিবে? কোন-দিনই কি তাহার জ্ঞান হইবে না? রঙিন ফানুসের মত সাজিয়া বেড়ানোতেই কি নারী-জন্মের চরম সার্থকতা?

আবার পরক্ষণেই জ্যাকের মনে হইল, মূর্খ অবোধ হইলেও এই নারী, তাহার মা! মাকে শ্রদ্ধা করিয়া সম্মান করিয়া সে তাহারও অন্তরে শ্রদ্ধা ও সম্মান জাগাইয়া তুলিবে। মায়ের দুর্ব্বলতার সমালোচনা করিবার অধিকার তাহার নাই! মাকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করিবে সে—করিতেই হইবে! ভাগ্য-গগনের এক কোণে কৃষ্ণ মেঘের একটি বিন্দু আবার দেখা দিয়াছে। সে মেঘকে জমিতে দিলে ঝটিকা আসন্ন হইয়া উঠিবে! সহানুভূতি ও স্নেহের স্নিগ্ধ মৃদু পবনে সে মেঘটুকু সরাইয়া দিতে হইবে, শ্রদ্ধার কিরণে সে

কালিমা ঘুচাইতে হইবে, নহিলে ঝড় উঠিলে সকলই ধ্বংশ হইয়া যাইবে!

জ্যাক স্থির করিল, সতর্কভাবে সে মাতার ভাব-ভঙ্গী লক্ষ্য করিবে। দুর্ব্বল-হৃদয়া নারীর দল আপনাদিগের অলস কর্ম্মহীন জীবনগুলাকে প্রায়ই একটা মিথ্যা আদর্শের পিছনে ছুটাইয়া লইয়া বেড়ায়। ইদাও অলস, কাজ-কর্ম্মে তিলমাত্র তাহার রুচি নাই, নির্জ্জনে বসিয়া কি অদ্ভ মায়ার রাজ্য যে সে গড়িতে থাকে, তাহা সে-ই জানে। আর্জান্ত ঁর কবি-প্রতিভার প্রতি এক অদ্ভুত শ্রদ্ধা যে ইদার হৃদয়কে এখনও সবলে আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছে, জ্যাকের তাহাতে এতটুকুও সন্দেহ ছিল না। তাই প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহার আশঙ্কা হইত, কখন তাহার প্রতি মমতার এ ক্ষীণ আভাষটুকু চকিতে মিলাইয়া যায়! মনের এ আশঙ্কা খুলিয়াও কাহারও কাছে বলা যায় না—ইদা তাহার মা! মার দুর্ব্বলতার কথা সে কাহাকে বলিবে? ইহাই ছিল, জ্যাকের আরও দুঃখ! কাহারও কাছে এ দুঃখের কথা বলিতে পারিলে বুঝি, তাহার বুকের ভার অনেকটা লাঘব হইবারও সম্ভাবনা ছিল! কিন্তু এ কথা বলা চলে না! তাই জ্যাক এ বিপুল দুঃখের ভার আপনার বুকে পুরিয়া মনে মনেই গুমরিতে থাকে!

আর্জান্ত ঁর পত্র পাইয়া ইদাকে সহসা আজ কাজ-কর্ম্মে অতিরিক্ত অনুরাগ প্রদর্শন করিতে দেখিয়া জ্যাক ঈষৎ আশান্বিত হইল। সে ভাবিল, ইদা নিজের দুর্ব্বল হৃদয়ের এ বিপুল উত্তেজনা, চাঞ্চল্যের উচ্ছ্বাসটুকু বুঝিয়া ফেলিয়াছে, এবং বুঝিয়া তাহা রোধ করিতেছে! এটুকু যে দুর্ব্বলতা, তাহা সে বুঝিয়াছে এবং বুঝিয়াছে বলিয়াই তাহা রোধ করিবার জন্ত ইদার আজ এতখানি আয়াস! কত গল্পে জ্যাক বহু হতভাগ্য স্বামীর করুণ কাহিনী পড়িয়াছে,—

যাহারা চপলা পত্নীর হৃদয়-সংশোধনে অহরহ সতর্ক চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থকাম হইয়াছে! নিপুণ উপন্যাস-কারগণের ইঙ্গিতে জ্যাক তাহা দিব্য বুঝিত! এই যে ইদা আর্জান্তঁর প্রসঙ্গ ভুলিয়াও তাহার সম্মুখে উত্থাপন করে না, এই যে কাজ-কর্ম্মে নিবিষ্ট থাকিবার জন্য সর্ব্বদা সে চেষ্টা করিতেছে—এ কেন? জ্যাক ভাবিত, ইহার অর্থ, শুধু তাহাকে ভুলাইবার প্রয়াস! পাছে পুত্রের মনে এতটুকু সন্দেহ জন্মে! আর্জান্তঁকে ইদা যে এখনও ভুলিতে পারে নাই, জ্যাক তাহা বুঝিল। সে স্থির করিল, এ বিষয় লইয়া মনের মধ্যে আর সে কোনরূপ দ্বন্দ্ব-বিরোধ জাগাইবে না, অদৃষ্টে যাহা আছে, ঘটুক—ভবিতব্য রোধ করিবার চেষ্টায় আর সে ভাবিয়া মরিবে না।

একদিন কারখানা হইতে ফিরিবার সময় সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে জ্যাক দেখিল, ডাক্তার হারজ্ ও লাবাস্‌ঁান্দ্র্ তাহাদের গলির মোড় বাঁকিয়া সহসা অদৃশ্য হইয়া গেল! এদিকে কোথায় তাহারা আসিয়াছিল? কি কাজে?

গৃহে ফিরিয়াই জ্যাক মাকে জিজ্ঞাসা করিল, কেহ আসিয়াছিল কি না! উত্তরে যাহা শুনিল, তাহাতে সে স্পষ্ট বুঝিল, তাহার বিরুদ্ধে একটা গভীর ষড়যন্ত্র চলিয়াছে—পাছে তাহার নিকট কোন কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে, এ জন্য গৃহেও একটা সতর্ক আয়োজন আপনা হইতে গড়িয়া উঠিয়াছে! চারিধারেই গোপনতা! ইহাও সে আজও নূতন করিয়া লক্ষ্য করিল।

রবিবার এতিয়োল হইতে গৃহে ফিরিয়া জ্যাক দেখিল, ইদা নিবিষ্ট চিত্তে কি একটা পাঠ করিতেছে! সে যে আসিয়া ইদার পাশে দাঁড়াইয়াছে, ইদা তাহা জানিতেও পারে নাই। অসার উপন্যাস-পাঠে মাতার অসাধারণ অনুরাগের কথা জ্যাকের অবিদিত ছিল না—তাই সেদিকে জ্যাকের কৌতূহল মোটেই উদ্রিক্ত হইল

না! কিন্তু সহসা যখন ইদা জ্যাককে দেখিয়া বহিখানা লুকাইবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "ওঃ, জ্যাক, তুমি! আমি এমন ভয় পেয়েছিলুম! ভেবেছিলুম, কে এল!"

জ্যাক কহিল, "ওটা কি পড়ছিলে তুমি?"

"ও কিছু না, একখানা বাজে বই! ভাল কথা—ওদের সব খপর কি, বল ত! ডাক্তার রিভাল কেমন আছেন? আর সেসিল? তুমি সেসিলকে আমার ভালবাসা জানিয়েছিলে ত?"

কথাটা বলিবার সময় ইদার গ-টা যে ছম্ ছম্ করিয়া উঠিল, তাহা জ্যাকের দৃষ্টি এড়াইল না। ইদা বুঝিল, জ্যাকের চোখে এখন ধূলা দিবার চেষ্টা করায় লাভ নাই। জ্যাকের মনে একটা সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছে, নিশ্চয়! তাহার চেয়ে ব্যাপারটা প্রকাশ করিয়া বলাই সঙ্গত বুঝিয়া ইদা কহিল, "ও, এ বইখানা কি, তুমি জিজ্ঞাসা করছ! দেখ না—"

ইদা বইখানি জ্যাকের সম্মুখে টেবিলের উপর ফেলিয়া দিল। চকচকে মলাট দেখিয়া জ্যাক নিমেষেই বহিখানা চিনিল! এ সেই মাসিক-পত্র, যাহার প্রথম খণ্ডের সহিত সিদ্নু জাহাজে তাহার পরিচয় হইয়াছিল। এখন মাসিকখানির কলেবর অনেকটা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে—পত্রের সংখ্যাও প্রথম খণ্ডের অর্দ্ধেক! ভিতরের কাগজও অত্যন্ত পাৎলা, মলিন। যে সকল মাসিক-পত্রের গ্রাহক জুটে না, অথচ প্রচারিত হইতে যাহাদের বিন্দুমাত্র লজ্জা বা দ্বিধা নাই, এখানি অবিকল তাহাদেরই দোসর! প্রবন্ধগুলিও উদ্ভট বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ—শুধু একটা অবজ্ঞার হাস্য উদ্রেক করে! গুরু-গম্ভীর নামের আবরণে দাম্ভিক লেখকগণের অক্ষম লেখনী-নিঃসৃত উচ্ছ্বাস-গদ্গদ, যুক্তিহীন, অসার সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভে, এবং ছন্দ ও ভাবহীন কবিতায় পত্রিকার শীর্ণ কলেবর

ভরিয়া রহিয়াছে! হাস্যরসের এই অপূর্ব্ব ভাণ্ডে হস্তার্পণ করিবার জন্য জ্যাকের এতটুকুও আগ্রহ হইল না, কিন্তু সহসা তাহার দৃষ্টি সূচী-সন্নিবিষ্ট একটা বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইল। বিষয়টি একটি কবিতা, নাম, "প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ"—তাহার লেখক, কবিবর আর্জান্ট স্বয়ং। কবিতাটি এই,—

"কি! বলিল না হায়, একটি বাণীও
বিদায়-ক্ষণে—
পিছনে বারেক চাহিলও না সে
নয়ন-কোণে!
হায়রে হৃদয়--"
ইত্যাদি।

এমনই ভাবে দুইশত ছত্র ব্যাপিয়া প্রাণহীন ছন্দের মালা দীর্ঘ অজগরের মতই গা মেলিয়া পড়িয়া আছে! পাছে শার্লং কবিতার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারে, এ জন্য প্রতি চারি ছত্রের শেষে শার্লঙের নাম উল্লিখিত হইয়াছে! জ্যাক রোষে জ্বলিয়া কাগজখানা সজোরে দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "কি স্পর্দ্ধা! তোমাকে এ কাগজ পাঠাতে তার সঙ্কোচ হল না!"

ইদার বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। একটা ঢোক গিলিয়া সে কহিল, "না, সে ত পাঠায় নি! নীচেকার ঘরে আজ দু-তিন দিন ধরে কাগজখানা পড়েছিল। কে ফেলে গেছে, জানি-ও না।

মুহূর্ত্তের জন্য কক্ষ নিস্তব্ধ হইল। কাগজখানা কুড়াইয়া লইবার জন্য ইদা কাতর হইয়া উঠিল, কিন্তু লইতেও তাহার সাহস হইতেছিল না। অবশেষে সে অন্যমনস্কভাবে কাগজখানার নিকট ঈষৎ অগ্রসর হইল। জ্যাক তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল, "ও কাগজ-

খানা আবার তুমি পড়ছ! ফেলে দাও, ফেলে দাও; রেখো না। ও পদ্যটা ভারী কদর্য্য, বীভৎস।"

ইদা কহিল, "কৈ, আমার ত তা মনে হল না!"

"বল কি! এর কোথাও না আছে ভাব, না আছে মানে। একে তুমি কবিতা বল? এ পুড়িয়ে ফেলা উচিত।"

"জ্যাক—"ইদার স্বর কাঁপিয়া উঠিল। ইদা কহিল, "মিছে তর্ক করো না, জ্যাক। আর্জান্ত কেমন লোক, তার দোষ-গুণ কি, তা আমি যেমন জানি, এমন আর কেউ নয়। আমায় সে অনেক কষ্ট, অনেক যন্ত্রণা দিয়েছে, মানি। আর মানুষটার সম্বন্ধে আমি কিছু বলছি না, তবে মানুষ এক, তার কবি-প্রতিভা আর—সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। আর্জান্ত মানুষ হিসাবে যেমন লোকই হোক না, তার কবিত্ব যে অসাধারণ, তাতে সন্দেহ নেই! তার কবিতায় এমন একটা আবেগ আছে, তেজ আছে, যা ফ্রান্সে আর-কারও কবিতায় নেই! যথার্থই যাকে বলে আবেগ-কম্পন! এই আবেগ-কম্পন, মুসের লেখায় ছিল, কিন্তু মুসের কবিতায় এমন মাধুর্য্য ছিল না। আর্জান্তর "প্রেম-বিজ্ঞানে"র মত কবিতার বই ফরাসী ভাষায় আর নেই, যদিও তেমন আর-একখান বই আমি দেখিনি! কেন, এই "প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ" কবিতাটাই কি ফেল্‌না! চমৎকার! আহা, নারী চলে গেল! তার প্রিয়তমের সমস্ত প্রেম উপেক্ষা করে, তার পানে না চেয়ে নিষ্ঠুরভাবে সে চলে গেল! সুন্দর ভাব!"

জ্যাক তীব্র স্বরে কহিল, "কিন্তু এই নারী যে তুমি! তা বুঝছ না! তুমি যে-ভাবে চলে এসেছ, তা তুমি ভুলে গেলে?"

ইদা কহিল, "জ্যাক, এ কথা বলে আমায় অপমান করো না তুমি। কবিতা কারও নিজের কথা নয়—এ আর্টের ব্যাপার! এ বিষয়ে তোমার চেয়ে চর্চ্চাও আমি করেছি, বিস্তর! আর্জান্ত

আমার উপর যত অত্যাচারই করুক, সে যে একজন খুব উঁচু দরের কবি, সে সম্বন্ধে আমার মনে কোনদিন এতটুকুও সন্দেহ উঠবে না। আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের মধ্যে আর্জাস্তঁও একজন! আজ দেশের লোক তাকে বুঝছে না—কিন্তু একদিন এমন সময় আসবে, যখন তার পরিচিত বন্ধুর দল গর্ব্ব করে বলতে পারবে যে, আমি কবি আর্জাস্তঁকে জানতুম, তার সঙ্গে এক টেবিলে বসে খানা খেয়েছি।"

কথাটা বলিয়া ইদা বাহিরে চলিয়া গেল। মাদাম লেভ্যান্দ্রেঁর কাছে যাইয়া দুইটা গল্প করিয়া প্রাণের ভার লঘু করিবে, ইহাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। জ্যাক কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া জানালার পাশে দাঁড়াইয়া রহিল; পরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া টেবিলের ধারে আসিয়া বহি খুলিয়া বসিল। পাঠে মন লাগিতেছিল না—নানা চিন্তা, নানা কথা তাহার মাথার ভিতর রণোন্মত্ত সৈন্যদলের মতই চলা-ফেরা করিতেছিল। সহসা একটা পদশব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। জ্যাক অধীর আগ্রহে দ্বারের পানে চাহিয়া রহিল। সম্মুখে একটা ছায়া পড়িল। জ্যাক উঠিয়া দ্বারের নিকট আসিল। এ কি—স্বপ্ন! না—এ যে শত্রু স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত! আর্জাস্তঁ! জ্যাকের আপাদ-মস্তক শঙ্কায় শিহরিয়া উঠিল। সে কম্পিত স্বরে কহিল, "কে?"

"আশ্চর্য্য হয়ো না, জ্যাক। চম্‌কে উঠো না। আমি আর্জাস্তঁ, কবি আর্জাস্তঁ।"

নির্ম্মম আঘাত! ক্রূর পরিহাস! অদৃষ্টের কি এ বক্র ইঙ্গিত! জ্যাক ভাবিয়াছিল, ইদা বুঝি ফিরিয়া আসিল! কিন্তু তাহা না হইয়া এ কি—কে আসিল?

শীকারকে আয়ত্তের মধ্যে অতর্কিতভাবে দেখিলে প্রথম মুহূর্ত্তেই বাঘ যেমন একটা উত্তেজনায় সহসা চঞ্চল হইয়া উঠে, জ্যাক ঠিক

তেমনই চঞ্চল হইয়া উঠিল। আজ তাহার চিরশত্রু তাহারই দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। আজ জ্যাক উচ্চে, আর্জান্তঁ নিম্নে! আর্জান্তঁ জ্যাকের আয়ত্তের মধ্যে! দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া জ্যাক স্পষ্ট দৃঢ় স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে কেন তুমি? কি চাও?"

কবি আর্জান্তঁর মুখখানা সহসা রক্তিম হইয়া উঠিল—মুখের কথা বাহির হইতে গিয়া বাধিয়া গেল। কষ্টে বল সংগ্রহ করিয়া সে বলিল, "আমি ভেবেছিলুম, তোমার মা এখানে আছে!"

"হাঁ আছেন, এখানেই আছেন! আমি এখন তাঁর অভিভাবক—তোমার সঙ্গে তাঁর দেখা-সাক্ষাৎ ঘটতে দেওয়া না দেওয়া আমার ইচ্ছা! আমি তা ঘটতে দেব না!"

বলিবার ভঙ্গীতে কথাটায় এমন ঘৃণা ও অবজ্ঞা বাজিয়া উঠিল যে আর্জান্তঁ তাহা লক্ষ্য করিয়া সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। সে কহিল, "জ্যাক, আমাদের দুজনের মধ্যে মস্ত একটা ভুল চলেছে! বরাবরই চলে আসছে। এখন তুমি মানুষ হয়েছ, জীবনের গভীর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছ, সুতরাং এখন আর এ ভুলটুকু চলতে দেওয়া ঠিক নয়। এস, আমি তোমার হাতে হাত রেখে বলছি, আজ থেকে আর আমাদের মধ্যে কোন ব্যবধান থাকবে না, আমরা দুজনে দুজনের বন্ধু হব, সরল, আন্তরিক অকপট বন্ধু—"

আর্জান্তঁকে তাহার কথা শেষ করিতে না দিয়া জ্যাক কঠিন পরুষ স্বরে কহিল, "এ প্রহসন অভিনয়ের কোন প্রয়োজন দেখছি না, আমি। তুমি আমায় ঘৃণা কর। আমিও তোমায় ততোধিক ঘৃণা করি।"

"—কিন্তু কতদিন ধরে আমাদের মধ্যে এ ভাব চলে আসছে, জ্যাক?"

"কত দিন! বোধ হয়, প্রথম যে দিন তোমায় দেখি, সেইদিন

থেকেই। যাই হোক, সে সব কথার আলোচনায় কোন লাভ নেই। আমার এ ঘৃণা কখনই দূর হবে না! তুমি আমার শত্রু, চিরদিন শত্রুই থাকবে। তোমায়-আমায় বন্ধুত্ব অসম্ভব! আমার সারা জীবনের অভিশাপ, আমার সব সুখের কণ্টক তুমি—আজ এসেছ কি না, বন্ধুত্ব স্থাপন করতে! আমার লজ্জা, আমার ঘৃণা, আমার সকল দুর্দ্দশা. সকল দুর্ভাগ্যের মূল তুমি—"

"কিন্তু শোন, জ্যাক—এতদিন যথার্থই আমরা পরস্পরের প্রতি একটা মিথ্যা আচরণ করে এসেছি। এখন বন্ধুত্বের একটা সুযোগ দাও। জানই ত, কবি বলে গেছেন, এ জীবন নহেক স্বপন। আমরা একটা ভাব নিয়ে ত বাস করতে পারি না—"

জ্যাক আবার বাধা দিয়া কহিল, "ঠিক বলেছ তুমি, এ জীবন নহেক স্বপন। সত্যই তাই। জীবন একটা সত্য, ভীষণ কঠোর সত্য! আমার সময়ের দাম আছে। তোমার সঙ্গে বাজে তর্ক, বাজে গল্প করে তা নষ্ট করতে পারব না। সংক্ষেপে আমার বক্তব্য শেষ করি, শোন। দশ বছর ধরে আমার মা তোমার বাঁদীগিরি করে এসেছে—বাঁদী কি—বাঁদীরও নিজের একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, আমার মার তাও ছিল না—তিনি ছিলেন, যেন তোমার তৈজসের মত। এ দশ বছর আমি যে কষ্ট সহ্য করেছি, তা আমিই জানি, কিন্তু থাক্ সে কথা! তোমার কাছে এখন কাঁদুনি গাইতে চাই না। গাইতে ঘৃণা হয়। এখন আমার মাকে আবার আমি ফিরে পেয়েছি —তাঁর উপর এখন আমার সম্পূর্ণ অধিকার। যেমন করে পারি, এ অধিকার এখন বজায় রাখব। তাঁকে আর তোমার কাছে আমি যেতে দেব না—কিছুতেই না। কেন দেব? তোমারই বা তাঁকে আর কিসের প্রয়োজন? তাঁর মাথায় চুল আজ শাদা হয়ে গেছে—চোখের জল মুখে কালির ছাপ টেনে দিয়েছে, যৌবনের সে

লাবণ্য সব ঝরে গিয়েছে—তোমার বিলাসের খোরাক তিনি আর জোগাতে পারবেন না! এখন তাঁকে তোমার মনেও ধরবে না, আর। আজ তাঁর আর কেউ নেই—শুধু আমি আছি। তিনি আমার মা—শুধু মা, আর কারও কেউ নয়। আমার সেই মাকে আমি কাছে কাছে রাখব—ছাড়ব না, কিছুতেই ছাড়ব না।"

আর্জান্ত জ্যাকের ভাবটা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও বলিল, "বেশ, তা তিনি তোমার কাছেই থাকুন। আমি শুধু একজন পুরোনো বন্ধুর মত তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। যদি আমার দ্বারা কোন উপকার হয়—"

"কিছু না—কিছু না—কোন দরকার নেই। আমার একলার পরিশ্রমই চূড়োন্ত। সব অভাব তাতে মিটে যায়—কিছু বাকী থাকে না।"

আর্জান্ত কহিল, "তোমার কিছু অহঙ্কার হয়েছে, দেখছি, জ্যাক। আগে ত কৈ তুমি এমন কড়া কথা বল্‌তে পার্‌তে না!"

"ঠিক বলেছ, কবি আর্জান্ত। যদি বুঝে থাক, তবে এটুকু আরও জেনে রাখ যে, আমার বাড়ীতে অনেকক্ষণ তোমায় বরদাস্ত করেছি, আর করব না। এখন শোন তুমি, সহজভাবে যদি বিদায় না নাও, তাহলে মানে মানে তা পাবে বলে আমার ভরসা হয় না। কারণ এখানে তোমার হাজির থাকাটা আমার সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে; বুঝলে?"

জ্যাকের কণ্ঠস্বরে এমন একটা অমানুষিক তীব্রতা, দৃষ্টিতে এমন তেজ বিকীর্ণ হইতেছিল যে তাহার কথার উত্তর দিতেও আর্জান্তর আর সাহস হইল না। সে দ্বিতীয় বাক্য ব্যয় না করিয়া ধীর পদে নীচে নামিয়া গেল। যতক্ষণ তাহার জুতার শব্দ শুনা গেল, জ্যাক উৎকর্ণভাবে তথায় দাঁড়াইয়া রহিল। পরে সে শব্দ

মিলাইয়া গেলে জ্যাক আপনার কক্ষে আসিয়া বসিল; আসিয়া দেখিল, ইদা একটা চেয়ারে বসিয়া আছে; তাহার কেশরাশি বিস্রস্ত, চক্ষু অস্বাভাবিক রাঙা। ইদা কাঁদিতেছিল।

জ্যাককে দেখিয়া চোখ মুছিয়া ইদা কহিল, "আমি এখানে বসে সব কথা শুনেছি, জ্যাক, সব কথা, যে, আমি বুড়ো হয়ে গেছি, যে আমি—" জ্যাক মাতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহার হাত আপনার হাতে তুলিয়া লইল। পরে মাতার পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া সে বলিল, "এখনও সে বেশী দূর যায়নি—ডাকব তাকে, বল?"

হাত ছিনাইয়া লইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া জ্যাকের স্কন্ধে মাথা রাখিয়া ইদা কহিল, "না, না, জ্যাক—তুমি ঠিক বলেছ। আমি তোমার মা, শুধু মা, আর কারও কেউ নই আমি, কিছু হতেও চাইনে আর।"

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে এক রাত্রে ডাক্তার রিভালকে জ্যাক এক দীর্ঘ পত্র লিখিতে বসিল। সে লিখিল,

"আমার বন্ধু, আমার পিতা, আমার গুরু, আমার সব কর্ত্তব্য শেষ হইয়া গিয়াছে। মা চলিয়া গিয়াছে, তাহারই কাছে গিয়াছে! সে যেন একটা ভীষণ চক্রান্ত! কিন্তু না, সে জন্য মার কোন দোষ দিই না—কুৎসার আশ্রয় লইতে সেইজন্যই আমি এত নারাজ।

"কাহারই বা দোষ দিব? ছেলেবেলায় এক কাফ্রীর ছেলে স্কুলে আমার সঙ্গী ছিল। সে বলিত, "গরিব হতভাগার দল যদি একটা দীর্ঘ-নিশ্বাসও না ফেলতে পেত ত দম বন্ধ হয়েই তারা মরে যেত।" কথাটার অর্থ আজ যেমন বুঝিতেছি, পূর্ব্বে কোনদিন এমনটি বুঝি নাই। আজ যদি আপনার কাছে এ তপ্ত শ্বাস ফেলিতে না পাইতাম, সব কথা খুলিয়া বলিতে না পারিতাম, তাহা হইলে বুকের এ অসহ্য ভারে আমি বোধ হয় মরিয়া যাইতাম! দুর্ব্বহ এ ভার! রবিবার পর্য্যন্ত আমি আর অপেক্ষা করিতে পারিব না—সে এখনও অনেক

দেরী। কিন্তু সেসিলের সহিত কোন্ মুখেই বা এখন আমি দেখা করি?

"আপনাকে বলিয়াছিলাম আর্জান্তঁর সহিত আমার দেখা হইয়াছিল—তাহার সহিত স্পষ্ট সব বুঝা-পড়া করিয়াছিলাম। সেদিন হইতে মার মুখে আর হাসি দেখি নাই, বুঝিয়াছিলাম, তাহার মনে এতটুকু সুখ নাই, স্বাচ্ছন্দ্য নাই। মন অহর্নিশ সেইখানেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! দুর্ব্বল নারী কি করিয়া মন বাঁধিবে—তথাপি মনকে বাঁধিবার জন্য মা যে রীতিমত একটা চেষ্টা করিতেছিল, তাহাও আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম। এই জন্যই আমি এ বাসা বদলাইবার চেষ্টায় ছিলাম, যদি স্থান-পরিবর্ত্তনে মন কিছু শান্ত হয়! মার উপর দৃষ্টিও বেশ সতর্ক রাখিয়াছিলাম, বাসাও ঠিক হইয়াছিল। এ বাসা মার পছন্দ ছিল না। চারিধারে ছোটলোক ও কারিকরের বাস—নূতন বাসার কথা মাকে জানাই নাই! গোপনে সব ঠিক করিয়াছিলাম। বাসা নূতনভাবে সৌখীন রকমেই সাজাইতেছিলাম। সব ঠিক হইয়াছিল, ভাবিয়াছিলাম, একেবারে মাকে সেখানে বেড়াইবার ছলে লইয়া গিয়া সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিব। আকস্মিকতার জন্য মার মনটা খুবই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে—তাহারও ফল মন্দ দাঁড়াইবে না। রুদিকদেরও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম।

"আমি নূতন বাসাতে গিয়া বেলিসেয়ারকে পাঠাইয়াছিলাম, মাকে লইয়া আসিতে। সন্ধ্যার পরও মা আসিল না, বেলিসেয়ারও ফিরিল না। আমি অস্থির হইয়া উঠিলাম। শেষে অধীরভাবে নিজেই সন্ধান লইতে যাইব স্থির করিতেছি, এমন সময় বেলিসেয়ার ফিরিয়া আসিল—একা, সঙ্গে মা নাই। বেলিসেয়ার আমার হাতে মার চিঠি দিল! ছোট একখানি চিঠি—শুধু লেখা আছে, আর্জান্তঁর অত্যন্ত অসুখ, এ সময় তাহাকে না দেখিলে ধর্ম্ম থাকিবে না, এইজন্যই হঠাৎ তিনি পারি

যাইতেছেন; আর্জান্তঁ সারিলেই আবার ফিরিয়া আসিবেন। অসুখের কথাটা আমার খেয়ালে আসে নাই, নহিলে আমিও নিজে অসুখের ভাণ করিয়া বিছানায় পড়িয়া থাকিতাম। তখন দুইজনকে লইয়া মার মনে একটা দ্বন্দ্ব চলিত।

"সে পাপিষ্ঠ খুব ফন্দী বাহির করিয়াছে। সত্যই কি তাহার অসুখ? না, কখনই নয়—এ শুধু সে একটা ফাঁদ পাতিয়াছে। যদি অসুখ সত্যই হয় ত পূর্ব্বেকার মত, আপনি যেমন এতিয়োলে দেখিতেন, তেমনই! তবু মা এ কথা বিশ্বাস করিল! আমার অসুখ হইলে কি মা এতটা করিত? আমার সন্দেহ হয়। আর্জান্তঁর সঙ্গে আমার যুদ্ধ চলিয়াছিল—আজ সে জয়ী হইয়াছে, আমার সব কৌশল সে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। আজ আমার সুগভীর পরাজয়—নিষ্ঠুর পরাজয়!

"আর সেই নারী—আমার মা! কি নিষ্ঠুর তার হৃদয়, কি পাষাণে তার প্রাণটা গড়া! আমার কথা একবারও সে ভাবিল না! আমার এ নীরব নির্জ্জন সাধনার মর্ম্ম তাহার মনে একবারও ঠাঁই পাইল না? আশ্চর্য্য! অথচ এই নারী, আমার মা—এই নারীর গর্ভে আমি জন্মিয়াছি!

"আমি এখানে আর একদণ্ডও থাকিতে পারিতেছি না। চারিধারে বাতাস অবধি তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। নিশ্বাস লওয়া যায় না। আমি আপনার কাছে যাইতে চাই—আমায় সান্ত্বনা দিন, আশ্বাস দিন, নহিলে আমি পাগল হইয়া যাইব! আমার এত সাধ, এত কল্পনা, এত আশা, সব ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গেল—ধূলায় লুটাইল!

"এখন আমার শুধু একটি অনুরোধ আছে, এ চিঠি আপনি পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবেন—সেসিলকে দেখাইবেন না। সে দেখিলে আমার

আর লজ্জার সীমা থাকিবে না। এ কথা শুনিলে আমার ভালবাসাতেও সে সন্দেহ করিতে পারে। হয়ত সে আর আমায় ভাল না বাসিতেও পারে! যদি এমন দুর্দ্দিন আসে, আমার ভয় হয়, তাহা হইলে আমার দশা কি হইবে! সেসিল ছাড়া এখন আমার আর কেহ নাই। তার প্রেমে, তার স্নেহে আমার সকল দুঃখ দূর হইবে। আজ এ শূন্য ঘরে বসিয়া শুধু ভাবিতেছি, "সেসিল! আমার সেসিল! এই সেসিল যদি আমায় ত্যাগ করে?" সে কথা ভাবিতেও পারি না! জগতে আসিয়া কেবলই প্রতারিত হইতেছি—সকলের উপর বিশ্বাস হারাইয়াছি, একমাত্র শুধু সেসিলের উপরই বিশ্বাস আছে। সেই সেসিল,—সে-ও যদি আমায় ত্যাগ করে? না। তাহা কখনও হইতে পারে না। সে নিজে আমায় আশ্বাস দিয়াছে—সে আশ্বাস কখনও সে ভাঙ্গিবে না! সেসিল দেবী—জগতের জীব নয়। সেসিল আমাকে কখনও ত্যাগ করিবে না, ইহা আমি ধ্রুব জানি। আমার এ বিশ্বাস চিরদিন অটুট থাকিবে, সন্দেহ নাই!"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পরিবর্ত্তন

মা ফিরিয়া আসিবে, এ আশাটুকু জ্যাক সহজে ত্যাগ করিতে পারিল না। কতদিন সকালে সন্ধ্যায় এবং নিস্তব্ধ নিশীথে বইয়ের পাতায় মনটাকে অতিরিক্তভাবে ঢালিয়া দিয়াও সহসা সে চমকিয়া উঠিত, ঐ বুঝি মা আসিল! ঐ যে তাহার পায়ের মৃদু ধ্বনি! পোষাকের সতর্ক খস্‌খস্ শব্দটা না ঐ শুনা যাইতেছে! অধীর আগ্রহে

সে প্রতীক্ষা করিত, কখন্ আসিয়া মা ডাকিবে, "জ্যাক!" কিন্তু হায়, কোথায় মা?

রুদিকদের গৃহ হইতে ফিরিবার সময় সে ভাবিত, আজ নিশ্চয় ঘরে ফিরিয়া সে দেখিবে, মা আসিয়াছে! রবিবার রাত্রে এতিয়োল· হইতে ফিরিবার পথে মন তাহার দুরন্ত ঘোড়ার মতই অস্থির হইয়া উঠিত, গাড়ী বড় ধীরে চলিতেছে! কতক্ষণে বাড়ী পৌঁছিয়া সে মার মুখের কথা শুনিতে পাইবে! কিন্তু এ আশা নিত্যই তাহার ব্যর্থ হইত। মা আসিল না, আসিবার লক্ষণও কিছু দেখা গেল না।

মাকে সে চিঠি লিখিয়াছিল, "তোমার এখানে থাকিতে কষ্ট হয় বলিয়া আমি নূতন বাড়ী ভাড়া লইয়াছি। বাড়ীখানি একবারে সহরের প্রান্তে—পল্লীটিও বেশ শান্ত, নীরব। ঘরগুলি তোমার মনের মত সুন্দর করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছি। তোমার যখন ইচ্ছা হইবে, তুমি ফিরিয়া আসিয়ো।" কিন্তু সে চিঠির কোন উত্তর আসিল না। ইদা জ্যাককে একখানিও চিঠি লিখে নাই! জ্যাক ভাবিত, এ বিচ্ছেদ তবে চিরদিনের জন্যই! কি দারুণ, নির্ম্মম, এ বিচ্ছেদ!

জ্যাকের বেদনার সীমা ছিল না। মাতার হস্ত যে বেদনা দান করে, বিধাতার নিষ্ঠুর অবিচারের মতই তাহা আসিয়া বুকে বাজে—নিতান্তই তাহা অনৈসর্গিক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সেসিলের যেন দৈবশক্তি ছিল! এ দারুণ বেদনা-উপশমের মন্ত্র সে জানিত, তাহার হাসির কিরণে সকল কষ্ট জ্যাক নিমেষে ভুলিয়া যাইত। সেসিলের মিষ্ট কথায় কি আশ্বাস, দৃষ্টি হইতে কি সুধা যে ক্ষরিত হইত, ভাগ্যদেবীর হস্ত-নিক্ষিপ্ত অনল-বর্ষী শরগুলা তাহার কাছে নিতান্তই ব্যর্থ হইয়া ফিরিত! ইহার উপর জ্যাকের ছিল, অজস্র অবিরাম কাজ,—যাহার কঠিন গায়ে ঠেকিয়া বিশ্বের সমস্ত কঠোর দুঃখ, গভীর বেদনাও ঠিকরিয়া চূর্ণ হইয়া যায়! এই কাজই দুর্ভাগা জ্যাককে দারুণ দুর্দ্দিনে

আপনার বিরাট দেহাবরণে ঢাকিয়া তাহার দুঃখ ভুলাইতে সক্ষম হইয়াছিল।

যতদিন মা কাছে ছিল, সম্পূর্ণ অনিচ্ছা ও সতর্কতা-সত্ত্বেও কত দিন সে জ্যাকের পড়া-শুনায় অকারণ ব্যাঘাতের সৃষ্টি করিয়াছে। তাহার অপূর্ব্ব খেয়াল, বিচিত্র সখ জ্যাকের গ্রন্থ-নিবিষ্ট চিত্তকে কত বার আসিয়া নাড়া দিয়া গিয়াছে! বিঘ্ন নিবারণ করিতে গিয়াও কত দিন ইহা কত বিঘ্ন ঘটাইয়া তুলিয়াছে! এখন সেই মা কাছে নাই,—জ্যাক তাই বইয়ের পাতায় আবার অতিরিক্ত মনঃসংযোগ করিয়া অতীত দিনের সমস্ত অবহেলা-ত্রুটি সারিয়া লইতে উদ্যোগী হইল। প্রতি রবিবার যখন সে এতিয়োলে আসিত, ডাক্তার রিভাল তাহার পাঠের পরীক্ষা গ্রহণ করিতেন! পরীক্ষা লইয়া সহজেই তিনি বুঝিতেন, জ্যাকের জ্ঞান বেশ পরিপক্কতা লাভ করিতেছে! আর একটি বৎসর মাত্র— তাহার পরই একটা পরীক্ষা দিয়া জ্যাক উপাধি লাভ করিতে সক্ষম হইবে, চিকিৎসার ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া দিবে—তাহার সকল দুঃখের অবসান হইবে।

উপাধি-লাভের সম্ভাবনা! জ্যাকের প্রাণের ভিতর হইতে একটা অসহ্য উল্লাস যেন সাড়া দিয়া উঠিল! উপাধি! লোহার হাতুড়ি পিটিয়া নীচ জঘন্য কারিকরগুলার সাহচর্য্যেই যাহার জীবনের দিন কাটিয়া যাইতেছে, সেই জ্যাক ডাক্তার হইবে! সম্ভ্রান্ত সমাজে আবার তাহার জন্য আসন মিলিবে! ইহা কি সম্ভব, ভগবান!

বাসায় ফিরিয়া বেলিসেয়ারের নিকট জ্যাক যখন ডাক্তার রিভালের আশার কথা খুলিয়া বলিল—বলিল যে, আর এক বৎসর পরেই সে ডাক্তার হইবে, তখন সেই নিরীহ টুপিওয়ালার বুকখানা গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিল। জ্যাক ডাক্তার এবং বেলিসেয়ার তাহার বন্ধু!

গাড়ী চড়িয়া জ্যাক পাড়ায় পাড়ায় রোগী দেখিয়া বেড়াইবে—

অসংখ্য আতুর নর-নারী তাহাদের স্বাস্থ্য ও প্রাণের জন্য জ্যাকের করুণার ভিখারী হইয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইবে—কি সুন্দর স্বর্গীয় সে দৃশ্য! বেলিসেয়ার মুহূর্ত্তের জন্য কল্পনা-নেত্রে ভবিষ্যতের সে সুমধুর চিত্রখানা একবার দেখিয়া লইল! জ্যাকের প্রতি শ্রদ্ধাও তাহার সেদিন হইতে অনেকখানি বাড়িয়া গেল।

ডাক্তার রিভাল ছাত্রের জ্ঞানবৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া আনন্দিত হইলেও তাহার শরীরের অবস্থা দেখিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। কয় মাসের অতিরিক্ত পরিশ্রমে জ্যাকের দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। তাহার সেই পুরাতন কাশিটুকু আবার দেখা দিয়াছে, চোখের সে দীপ্তি কোথায় গিয়াছে! চোখ কোটরে ঢুকিয়াছে, কণ্ঠের নীচে হাড় দুইখানা ঠেলিয়া উঠিয়াছে! মধ্যে মুখে যে একটু লাবণ্য ফিরিয়া আসিয়াছিল, তাহাও আবার কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে! সারা দেহ কেমন কাগজের মত সাদা হইয়া গিয়াছে!

ডাক্তারের ললাটে একটা চিন্তার রেখা পড়িল। জ্যাকের তপ্ত হাতখানা আপনার হাতে ধরিয়া তিনি কহিলেন, "এ তুমি ভাল কচ্ছ না, জ্যাক। শরীরটার দিকে মোটেই মন দিচ্ছ না। খাটুনি খুব পড়েছে, তার উপর তোমার মনের অবস্থাও এখন ভাল নয়। পড়ার ঝোঁকটা কিছু কমাও—না হয়, আর এক বছর বেশী সময় লাগবে, তাতে কি! শরীরটাকে আগে রাখা চাই ত! সেসিলও কিছু কোথাও পালিয়ে যাচ্ছে না।"

না। সেসিল যে পলাইবে না, এ কথা সত্য! জ্যাক তাহা ভাল করিয়াই জানে। বরং তাহার প্রতি সেসিলের অনুরাগ-যত্ন ইদানীং বাড়িয়াছে। ইহার পূর্ব্বে সেসিল কখনও জ্যাকের সম্মুখে স্নেহ, প্রেম, করুণা ও সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ হৃদয়-পাত্রটি এমন করিয়া কানায় কানায় ভরিয়া ধরে নাই! সে পাত্রের স্নিগ্ধ মধুর রস

জ্যাক এখন প্রচুরভাবে পান করিতে পায়! তাহার মত উপেক্ষিত দুর্ভাগার জন্য পৃথিবীতে এত সুখ সঞ্চিত থাকিতে পারে, ইহা সে কখনও পূর্ব্বে ধারণা করিতে পারে নাই! সেসিলের এই অযাচিত করুণার অজস্র ধারায় স্নান করিয়া সে এক অপূর্ব্ব বলে বলীয়ান হইয়া উঠিল। কোন পরিশ্রমই তাহার কাছে আজ অতিরিক্ত বা অসহ্য বলিয়া বোধ হয় না। অনর্গল খাটিয়াও এতটুকু ক্লান্তি কোনদিন সে অনুভব করে নাই। আরাম, নিদ্রা, এ সব কথা সে ভুলিয়াই গিয়াছিল। সারা দিন-রাত্রির মধ্যে সতেরো ঘণ্টা কাজ ও পড়াশুনা লইয়াই সে ব্যস্ত থাকিত—তাহার জন্য এতটুকু অস্বাচ্ছন্দ্য নাই! ঈসেনডেকের তপ্ত কারখানায় সারাদিন যে লোহার মুগুর তাহাকে পিটিতে হইত, তাহাও তাহার কাছে লেখনীর মত হাল্কা বোধ হইত।

মানুষের দেহে এত শক্তি থাকিতে পারে—জ্যাক তাহা বুঝিত না। বুদ্ধের মত সে যেন কঠোর সাধনায় রত ছিল। ইষ্টলাভের জন্য তেমনই অক্লান্ত তপ! দেহের কষ্ট? সে কথা ভাবিবার অবসরও তাহার ছিল না। দীর্ণ গৃহের জীর্ণ দ্বার-জানালা—তাহার মধ্য দিয়া অজস্র হিম আসিতেছে—সে হিমে আগুন জ্বালাইয়া লইবারও অবসর নাই—শুধু পড়া, পড়া, পড়া! তাহার পর দিনের আলো দীপ্ত কিরণে ফুটিয়া উঠিলে কোনমতে মুখে কিছু আহার গুঁজিয়া কারখানায় ছুটিতে হয়। সেখানে শুধুই কাজ, কাজ, কাজ—তাহার পর ছুটি হইলে দ্রুত গৃহে ফিরিয়া আবার সেই বই লইয়া বসা। এতটুকু বিলাস নাই, আরাম নাই, আমোদ নাই! দুইটা খোস-গল্প? না, তাহারও সময় নাই! কবে এই এক বৎসর পূর্ণ হইবে—উপাধি মিলিবে তপস্যার বিরাট ফল করায়ত্ত হইবে! তখন আরাম, তখন বিলাস, তখন গল্প—সবই হইবে। এখন নয়। বাহিরে কখন্

শীতের শেষে বসন্ত আসিল, আবার বসন্তকে ঠেলিয়া গ্রীষ্ম আসিয়া দেখা দিল, এ সকলের সন্ধান রাখিবারও জ্যাকের মুহূর্ত্ত অবকাশ ছিল না! এ যেন সেই প্রাচীন কালের আর্য্য ঋষির একনিষ্ঠ সাধনা! অমিত-তেজা বিশ্বামিত্রের বিরাট উগ্র তপস্যা!

এমনইভাবে জ্যাকের যখন দিন কাটিতেছিল—রিভালের পুনঃ পুনঃ নিষেধ-সত্ত্বেও এ সনাতন নিয়মে এতটুকু সে ত্রুটি ঘটিতে দেয় নাই, তখন সহসা একদিন কারখানা হইতে বাসায় ফিরিয়া সে রিভালের এক পত্র পাইল। তাহার বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। দারুণ উদ্বেগে সে পত্র খুলিল। মাথাটাও দপ্ দপ্ করিতেছিল। পত্রে শুধু একটিমাত্র ছত্র। লেখা আছে,—

"কাল এখানে আসিয়ো না, জ্যাক। এক সপ্তাহ আমরা এখানে থাকিব না।

রিভাল।"

সেদিন শনিবার। এতিয়োলে যাইবে বলিয়া জ্যাকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট জামাটি ইস্ত্রি করিয়া মাদাম বেলিসেয়ার সবেমাত্র তখন জ্যাকের কক্ষে প্রসন্ন মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আসিয়া জ্যাকের মুখের ভাব দেখিয়া তাহার সে প্রসন্ন ভাব অন্তর্হিত হইল। হাতের জামা হাতে রাখিয়া চমকিয়া সে দাঁড়াইয়া পড়িল।

জ্যাকের বুকের মধ্যে দারুণ ঝড় উঠিল কেন এ পত্র? ডাক্তার কোথায় যাইতেছেন? সেসিল সব কথা খুলিয়া লিখিল না, কেন? সে কেমন আছে, তাই বা কে জানে! হঠাৎ এ সঙ্কল্প কেন? শুধু একটি মাত্র ছত্র! আর কিছু খুলিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই? কেন? কেন? সহস্র আকুল প্রশ্ন তাহার অন্তরের মধ্যে হু-হু করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল।

জ্যাক ভাবিল, কাল বোধ হয় সেসিলের পত্র আসিবে, তাহা হইতে সকল রহস্যই তখন জানা যাইবে। কিন্তু পরদিন কোন পত্র আসিল না। সেসিল বা ডাক্তার, কাহারও নহে। সারা সপ্তাহ ধরিয়া জ্যাক চিঠির আশায় অধীরভাবে পথ চাহিয়া রহিল, তবু কোন চিঠি আসিল না। ভয়ে ও ভাবনায় তাহার চেতনা-লোপের উপক্রম হইল। কেন চিঠি আসে না? কি হইয়াছে? কি? কি? মনকে বারবার প্রশ্ন করিয়াও জ্যাক এ সমস্যার এতটুকু সমাধান করিতে পারিল না। বেচারা, বেচারা জ্যাক! সহসা তাহার জীবন-আকাশে আবার এ কি কালো মেঘের উদয় হইল! এ মেঘের আড়ালে পড়িয়া বেচারার এত সাধের, এত আশার সদ্যোত্থিত আলোক-রেখাটুকু একেবারেই যে ঢাকিয়া যায়। একটা দারুণ শঙ্কায় তাহার অন্তরের মধ্যে করুণ হাহাকার গুমরিয়া উঠিল।

ডাক্তার রিভাল বা সেসিল সেদিন গৃহেই ছিলেন। সহসা সেদিন সেসিলের মুখ হইতে বাজের মত যে নিষ্ঠুর কথাটা বাহির হইয়াছে, তাহার আকস্মিক আঘাতে জ্যাক পাছে একান্ত অভিভূত হইয়া পড়ে, এই ভয়েই ডাক্তার তাহাকে কিঞ্চিৎ অবসর দিবার কল্পনা করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে এমন আশাও একটু ছিল, ইতিমধ্যে সেসিলের এ মত হয়ত আবার পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। এ যে একেবারে অপ্রত্যাশিত! ডাক্তার নিজেও ইহার জন্য এতটুকু প্রস্তুত ছিলেন না! ইহা কি সম্ভব হইতে পারে যে সেসিল জ্যাককে পরিত্যাগ করিবে—তাহাকে বিবাহ করিবে না? বিশেষ তাহাকে এত দিন ধরিয়া এতখানি আশা দিবার পরও?

সেসিলের মুখখানা সেদিন অত্যন্ত বিষণ্ণ দেখিয়া ডাক্তার কারণ-

অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইলে সেসিল কহিল, "জ্যাক এ রবিবার এখানে আসবে?"

ডাক্তার কহিলেন, "তা ত আসবে—কিন্তু সে কথা হঠাৎ যে!"

সেসিল কহিল, "কারণ আছে! আমার ইচ্ছা নয়, সে আর আসে!"

ডাক্তার স্তম্ভিত হইলেন। এ কি আবার নূতন কথা! নূতন খেয়াল! তাঁহার মুখে সহসা কোন কথা যোগাইল না। সেসিল আবার কথা কহিল—তাহার স্বর কাঁপিতেছিল! সে কহিল, "এখানে যেন আর কখনও সে না আসে!"

ডাক্তার স্তম্ভিতভাবে কহিলেন, "কেন? কি হয়েছে, সেসিল?"

"না, আমার তা ইচ্ছা নয়!"

"তোমার ইচ্ছা নয়! কেন, হঠাৎ হল কি? ঝগড়া না অভিমান?"

"না দাদামশায়, ঝগড়া কি অভিমানের মত ছোট কথা নয় এ!"

"কি তবে কারণ, শুনি।"

"গুরুতর কারণ আছে, খুব গুরুতর কারণ! আমি ভেবে দেখলুম, আমাদের এ বিয়ে হতেই পারে না—"

"কোন্ বিয়ে?"

"এই আমার সঙ্গে জ্যাকের বিয়ে।"

"সে কি!"

"হ্যাঁ! এ বিয়ে হতেই পারে না, দাদামশায়। না, এ একেবারে অসম্ভব!"

"কেন?"

"আমার ভুল হয়েছিল। এ বিয়ে—আমি ঠিক বুঝতে পারিনি আগে। আমি জ্যাককে ভালবাসি না।"

"ভালবাস না? সে কি কথা, সেসিল? বুঝেছি, দুজনে ঝগড়া হয়েছে,—নিশ্চয়! আমায় খুলে বল্ দেখি, ভাই—বুড়ো হলেও তোদের এ ঝগড়াটুকু মিটিয়ে দেবার সামর্থ্য অবধি যে আমি হারিয়ে ফেলেছি, তা ভাবিসনে দিদি। লক্ষীটি, কি হয়েছে, বল্! আমি সব মিট-মাট করে দিচ্ছি! দেখ্।"

"না দাদামশায়, এ তা নয়। সত্যি বলছি, আমি তামাসা করছি না! ছেলে-মানুষি ঝগড়া-ঝাঁটির কথা নয়, এ। জ্যাককে আমি বোনের মত ভালবাসি—অন্যভাবে নয়! এখন তা বুঝতে পেরেছি। অবশ্য অন্য রকম বাসবার চেষ্টা কচ্ছিলুম, কিন্তু পারলুম না—। জ্যাক আমার ভাই, আমি তার বোন। তাকে অন্য রকম ভাবা আমার পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়, দাদামশায়।"

সহসা পথে সর্প দেখিলে পথিক যেমন চমকিয়া উঠে, ডাক্তার সেইরূপ চমকিয়া উঠিলেন। কন্যা মাদলীনের কথা তাঁহার মনে পড়িল—সেসিলের মার কথা! তিনি সেসিলকে কহিলেন, "এ সবের মানে কি? তবে তুমি আর কাকেও ভাল বেসেছ বুঝি?

লজ্জায় সেসিলের মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল! ঘাড় না তুলিয়া কম্পিত অথচ দৃঢ় স্বরে সে কহিল, "না, না, তা নয়। আর কাকেও আমি ভালবাসি না—বাসবও না, কখনও! আমি বিয়ে করব না, দাদামশায়, এই শুধু আমার কথা।"

ডাক্তার সেসিলকে বহু প্রশ্ন করিলেন—কিন্তু তাহার শুধু সেই এক উত্তর, "আমি বিয়ে করব না, দাদামশায়, বিয়ে করবই না।" স্বর তাহার যেমন দৃঢ়, তেমনই স্থির, অচঞ্চল!

তখন সেসিলের সম্মানের প্রতি ডাক্তার ইঙ্গিত করিলেন। পাড়ার লোকে কি বলিবে? এই নিরীহ শান্ত যুবকের সহিত তাহার বিবাহের কথা যে পাকা হইয়া গিয়াছে! এ কথা পাড়ায়

যে কাহারও অজানা নাই! এখন সেসিলের এ আকস্মিক নূতন সঙ্কল্পে নিন্দুকের রসনায় লক্ষ কুৎসা নিমেষে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে! বৃদ্ধ বয়সে তাঁহারও গ্লানির সীমা থাকিবে না! আর বেচারা জ্যাক! এ সংবাদ ছুরির ফলার মত তাহার বুকে বাজিবে যে! আগুনের মত প্রাণটাকে তাহার পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিবে! তাহার শেষ সম্বল, শেষ আশাটুকু সেসিল এমন নিষ্ঠুরভাবেই চূর্ণ করিয়া দিবে! কেন? কেন? কি তাহার দোষ?

সেসিলের অন্তরেও কে যেন তীক্ষ্ণ ছুরির আঁচড় টানিতেছিল। মনের ভাব সে আর সামলাইতে পারিল না। তাহার দুই চোখে অশ্রু ফুটিল। ডাক্তার তাহা লক্ষ্য করিয়া সেসিলের হাত আপনার হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন। কম্পিত স্বরে ডাকিলেন, "দিদি—"

"দাদামশায়—"সেসিল বৃদ্ধের বুকে মুখ ঢাকিল! সস্নেহে সেসিলের মুখ তুলিয়া রিভাল কহিলেন, "সেসিল, দিদি, শোন—চট্ করে এমন একটা সঙ্কল্প করে ফেলো না। আরও কিছু দিন না হয় ভেবে দেখ—জ্যাককেও না হয় আমি সে কথা বলি। তার পর—"

"না দাদামশায়, তা অসম্ভব, একেবারেই অসম্ভব! আমি ভেবেছি, ঢের ভেবেছি। এ কথা জ্যাককে এখনই জানানো উচিত, একটুও দেরী করা নয়! আমি জানি, এ কথা শুনলে বুক তার ভেঙ্গে যাবে—তার—"সেসিলের স্বর বাধিয়া যাইতেছিল। নিশ্বাস ফেলিয়া সেসিল আবার বলিল, "সে বড় কষ্ট পাবে—সত্যিই তার শেষ আশা নির্ম্মূল হয়ে যাবে, দাদামশায়, হয়ত সে সহ্য করতে না পেরে পাগল হয়ে যাবে, মরে যাবে—" সেসিল ফোঁপাইতে লাগিল।

ডাক্তার আপনার বুকের মধ্যে আবার তাহার মুখখানি চাপিয়া

ধরিলেন। তাঁহারও চোখে জল আসিয়াছিল। তিনি ডাকিলেন, "সেসিল—"

মুখ তুলিয়া সেসিল কহিল, "কিন্তু যতদিন এই আশা নিয়ে সে বসে থাকবে, ততই তার কষ্ট বাড়বে বই আর কিছু হবে না। আমারও ইচ্ছা নয়, মিথ্যে আশা নিয়ে সে ঘুরে বেড়ায়। তাকে আমি মিথ্যে আশায় ভুলিয়ে রাখতে চাইনে, দাদামশায়, তাহলে তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে—ভারী নিষ্ঠুর বিশ্বাসঘাতকতা।"

ডাক্তার রিভালের রাগ হইল! রুষ্ট স্বরেই তিনি কহিলেন, "তবে কি এখনই তাকে সাফ জবাব দিয়ে দেব—সাফ জবাব—যে, জ্যাক, তুমি অন্যত্র যাও—সেসিল তোমায় চায় না—কোনদিন সে চায়ও নি—তুমি ভুল বুঝেছিলে? চুপ করে রইলে কেন? বেশ—তাই হোক! কিন্তু উঃ, ভগবান, এরা কি! কি দিয়ে তুমি এদের গড়েছ—এই সব দুর্ব্বল স্বার্থপর স্ত্রীলোকের মন—"

সেসিল ডাক্তারের পানে চাহিল—কি করুণ বিষণ্ণ ম্লান, সে দৃষ্টি! তাহার চোখের পাতা ভিজিয়া রহিয়াছে, রিভাল তাহা লক্ষ্য করিলেন। অমনই তাঁহার সমস্ত রাগ নিমেষে অন্তর্হিত হইল। তিনি কহিলেন, "না দিদি; রাগ করিনে আমি! একবার শুধু অভিমান হয়েছিল, তোমার কোন দোষ নেই, দোষ আমারই! তুমি ছেলেমানুষ, কিছু জান না। কিন্তু আমার বোঝা উচিত ছিল—! ওঃ, নির্ব্বোধ, মূর্খ আমি—জীবনে কতবার এ রকম ভুল করব!"

কিন্তু জ্যাককে এ সংবাদ দিতেই হইবে! উপায় নাই! দুই-তিনবার কাগজ ছিঁড়িয়া লিখিবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে চতুর্থবারে ডাক্তার সংক্ষেপে শুধু লিখিলেন, "জ্যাক, যাদু আমার, সেসিল তার মত বদলাইয়াছে।" আর একটি কথাও কলমের মুখে বাহির হইল না। সেসিল তার মত বদলাইয়াছে? লিখিয়া তিনি ভাবিলেন,

না, মুখেই তাহাকে সব কথা খুলিয়া বলা ভাল! লিখিয়া কাজ নাই! কাগজখানা আবার তিনি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। পরে আর একটু সময় লইবার আশায় এবং জ্যাককে এ নিদারুণ সংবাদ-গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করিবার অভিপ্রায়ে এক সপ্তাহ জ্যাকের এখানে আসা স্থগিত রাখাই তিনি সঙ্গত স্থির করিলেন। এই সাত দিনে সেসিল যদি ভাবিয়া আবার নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারে! তাই তিনি জ্যাককে শুধু একটা রবিবার এখানে আসিতে নিষেধ করিয়া পত্র লিখিলেন।

এই সাতটা দিন ডাক্তার ও সেসিল কেহই এ সম্বন্ধে একটা কথাও তুলিলেন না। আবার শনিবার আসিল। ডাক্তার তখন সেসিলকে ডাকিয়া কহিলেন, "সেসিল, কাল ত রবিবার। জ্যাক এখানে আসবে। তোমার মত সম্বন্ধে তুমি আর একবার ভাল করে ভেবে দেখেছ কি? মত বদলেছ?"

সেসিল দৃঢ় স্বরে কহিল, "না।"

"তোমার সঙ্কল্প তবে অটল, স্থির?"

"হাঁ।"

সেদিনও এ বিষয় লইয়া উভয়ের মধ্যে আর কোন কথা হইল না। পরদিন রবিবার। জ্যাক তাহার চিরপ্রথামত প্রভাতেই রিভাল-গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেদিন সে দারুণ উদ্বেগ বক্ষে লইয়া সারা পথ অতিক্রম করিয়াছে! রিভাল-গৃহের দ্বারে পৌঁছিতেই তাহার বুকের স্পন্দন কেমন অস্বাভাবিক বাড়িয়া উঠিল, নিশ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল, পা কাঁপিতে লাগিল।

দ্বার-সম্মুখে দাসীর সহিত জ্যাকের সাক্ষাৎ হইল। দাসী সংবাদ দিল, ডাক্তার জ্যাকের জন্য বাড়ীর পশ্চাতে বাগানে অপেক্ষা করিতেছেন। বাগানে? সে কি! জ্যাক থমকিয়া দাঁড়াইল।

তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। বাগানে কেন? বুঝি, কি বিপদ ঘটিয়াছে! চারিধারের সে প্রফুল্ল ভাবই বা কোথায় গেল? সে চিন্তিত হইল—কোনমতে আপনার কম্পিত দেহটাকে টানিয়া ডাক্তারের সম্মুখে সে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া ডাক্তার রিভাল বিচলিত হইলেন। চল্লিশ বৎসর রোগীর শয্যার পাশে বসিয়াও যে হৃদয় এতটুকু কাঁপে নাই—সে হৃদয় আজ এই তরুণ শান্ত যুবককে দেখিয়া কাঁপিয়া উঠিল। জ্যাক কহিল, "দাদামশায়, সেসিল কি এখানে নেই?"

"না ভাই—তাকে সেখানেই রেখে এসেছি, যেখানে গেছলুম। কিছুদিন সেখানে থাকুক, সে। কোথাও ত যায় না, কখনও।"

"অনেক দিন কি সে সেখানে থাকবে?"

"হাঁ—আপাতত কিছুদিন এখন থাকবে, এমনই ত স্থির হয়েছে।"

"আমার কাছে আর আসবে না সে, দাদামশায়—কখনও আর আসবে না?"

ডাক্তার কোন উত্তর দিলেন না। তাঁহার স্বর ফুটিল না। জ্যাক শরীরটাকে আর খাড়া রাখিতে পারিল না। মাথা তাহার ঝিম ঝিম করিয়া উঠিল। দেহে এতটুকু বল নাই। নিকটে একটা বেঞ্চ ছিল। থপ্ করিয়া সে তাহাতে বসিয়া পড়িল।

শীতের কুয়াশার মধ্য দিয়া দিনের সূচনা অপূর্ব্ব রাগে তখন দেখা দিয়াছে! অদূরে সম্মুখস্থ জমিতে কলাইয়ের ক্ষেত হরিদ্রাবর্ণের অজস্র ছোট ফুলে আলো হইয়া রহিয়াছে! বড় গাছের পাতার ফাঁকে কুয়াশার আড়ালে অগ্নিচক্রের মত লালসূর্য্য উঁকি দিতেছে! জ্যাক সকলই দেখিল। এক বৎসর পূর্ব্বেকার কথা তাহার মনে পড়িল! সে ও সেসিল যখন পাহাড়ের ধারে নদীর তীরে বেড়াইতে

গিয়াছিল, প্রকৃতি তখন কি অপূর্ব্ব শোভায় ঝলমল করিতেছিল। সেই অজস্র শোভা ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে তাহার চিত্ত সেসিলের প্রতি কি অসহ্যভাবে আকৃষ্ট হইল! তার পর সেসিলের সুমধুর আশ্বাসে সে আকর্ষণ আজ একান্ত নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে! দিনে দিনে সে আকর্ষণের বেগ কি গভীর বাড়িয়া উঠিতেছিল—কিন্তু সহসা এ কি—! কোন্ বিপরীত শক্তির সংঘর্ষে সে আকর্ষণ সহসা চকিতে আজ এমন স্তম্ভিত রুদ্ধ হইয়া গেল!

ডাক্তার জ্যাকের স্কন্ধে হাত রাখিয়া কোমল স্বরে কহিলেন, "জ্যাক, হতাশ হয়ো না। এখনও তার মত বদলাতে পারে! ছেলেমানুষ—কি রকম এ একটা খেয়াল শুধু, না হয় তামাসা!"

"না দাদামশায়, আপনি তাহলে সেসিলকে জানেন না! খেয়াল বা তামাসা কাকে বলে, সেসিল তা জানেও না! শুধু খেয়ালের ঝোঁকে একটা বুক সে ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে—? না, না, তা হতেই পারে না। এ সঙ্কল্প জানাবার আগে এ বিষয়ে রীতিমত সে ভেবেছে, জানবেন। সে জানত, জানেও, যে, তার ভালবাসা, —আমার কাছে কি তার মূল্য! আমার জীবনের উপর কি তার শক্তি! সেই ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হলে, আমার জীবনটা একেবারেই উবে যাবে! তবু যদি তাই সে ঠিক করে থাকে, তাহলে সে তা কর্ত্তব্য ভেবেই করেছে। আমারও আগে এটা বোঝা উচিত ছিল। এত সুখ আমার অদৃষ্টে ঘটবে—এ কি সম্ভব, দাদামশায়? আপনি জানেন না, আমার নিজেরই সব সময় এটা ঠিক বিশ্বাস হত না! এত সুখ আমার বরাতে সইবে কেন? চিরকাল যার দুঃখে কষ্টে, দারুণ দুর্দ্দশায় কেটে এসেছে, এমন স্বর্গ-সুখ তার কপালে? পথের ভিখিরী রাজ-সিংহাসনে বসবে! তা কি হতে পারে, দাদামশায়?"

জ্যাকের চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম করিল। সবলে তাহা সে রোধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ডাক্তার রিভাল তাহার দুই হাত আপনার হাতে চাপিয়া ধরিলেন, কহিলেন, "জ্যাক, আমায় ক্ষমা কর, তুমি। এ আঘাতের জন্য আমিই দায়ী! আমি ভেবেছিলুম, দুজনেই তোমরা এতে সুখী হবে। কিন্তু ভুল, ভুল ভেবেছিলুম, আমি। মানুষ গড়ে, বিধাতা ভাঙ্গেন, এ কথাটা তখন আমি ভাবিনি।"

"না দাদামশায়, আপনি তার জন্য দুঃখ করবেন না। অদৃষ্টে যা ছিল, তাই ঘটেছে। সেসিল—সে স্বর্গের দেবী—আমার ভালবাসা অত উঁচু ত তার কাছে পৌঁছুবে কেন? আমার উপর তার অসাধারণ করুণা ছিল, তাই আমি ভুল করেছিলুম—ভুল বুঝেছিলুম। এখন আমি তার কাছ থেকে দূরে আছি—সেসিলও ভাল করে সমস্তটা বুঝে দেখবার অবকাশ পেয়েছিল—বুঝে সে দেখেছে, এ বিয়ে হতে পারে না। তার জন্য আপনি দুঃখ করবেন না, দাদামশায়। তবে হাঁ, একটা কথা-সেসিলকে বলবেন, এ আঘাত আমার বুকে যতই বাজুক, তার উপর আমার এতটুকু রাগ বা দ্বেষ নেই। চিরদিন আমি তার মঙ্গলই প্রার্থনা করব। সে আমার কাছে যেমন দেবী ছিল, আজীবন তেমনই দেবী সে থাকবে!"

পরে মাথার উপর আকাশ, পাশে ক্ষেত, বন প্রভৃতির দিকে চাহিয়া জ্যাক আবার কহিল, "আর বছর ঠিক এমনই সময়ে সেসিলকে আমি প্রথম এক নতুন চোখে দেখতে সুরু করেছিলুম—আমার মনে হয়েছিল, সেসিলও বুঝি আমায় তেমনই ভালবাসে। তার পর থেকে আমার এই বাকী দিনগুলো যে কি সুখে কেটেছে, তা আমিই জানি! তেমন সুখ পৃথিবীতে মিলতে পারে বলে আমার ধারণা ছিল না। সেদিন আমি যেন নতুন করে জন্ম

নিলুম,—আর আজ? আজ আমার মৃত্যু হল! এই এক বৎসর যে অতুল সুখ আমি ভোগ করেছি, তা শুধু আপনার আর সেসিলের দয়ায়! জীবনে আমি তা কখনও ভুলব না!

তাহার পর ধীরে ধীরে জ্যাক রিভালের কম্পিত হস্তের বন্ধন খুলিয়া লইলে ডাক্তার কহিলেন, "তুমি চলে যাচ্ছ, জ্যাক? এখানে আমার সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করবে না?"

"পারব না, দাদামশায়! আমায় ক্ষমা করবেন,—আমার মনের অবস্থা ভারী খারাপ। আহারে রুচিও নেই! আমায় ক্ষমা করুন।"

জ্যাক চলিয়া গেল। কোন দিকে একবারও সে ফিরিয়া চাহিল না, নত দৃষ্টিতে চলিয়া গেল। কিন্তু গাছের ফাঁক দিয়া ঘরের জানালার পানে একবার যদি সে চাহিয়া দেখিত, তাহা হইলে সে দেখিতে পাইত, সেই খোলা জানালার পাশেই সেসিল দাঁড়াইয়াছিল। কি বিবর্ণ পাণ্ডু তাহার মুখ! চোখ অশ্রু-পরিপ্লুত! কম্পিত শীর্ণ দেহ! সেসিল জ্যাককে দেখিল—দেখিল, সে ধীর পদে নত দৃষ্টিতে চলিয়া যাইতেছে! যেন একটা প্রাণহীন দেহকে কোন্ অনৈসর্গিক শক্তি টানিয়া লইয়া চলিয়াছে!

পরের কয়টা দিন রিভাল-গৃহ যেন এক নিরবচ্ছিন্ন শোকের রাগিণীতে ভরিয়া রহিল। এমনই নিরানন্দভাবে দিন কাটিতে লাগিল। গত কয়মাস ধরিয়া যে আনন্দ-ধারা সারা গৃহে বসন্ত বায়ুর মতই ছুটিয়া ফিরিয়াছে, সহসা আজ যেন তাহা রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সে ধারার শেষ স্রোতটির সহিত গৃহের প্রাণটুকুও যেন বিদায় লইয়া গিয়াছে!

রিভাল বিষণ্ণ চিত্তে সেসিলের ভাব-ভঙ্গী লক্ষ্য করিতেন। এখন আর তাঁহার কাছে সে বড়-একটা আসে না, নির্জ্জনে থাকে,

কখনও বা বাগানের প্রান্তে নিজের মনে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহার মার ঘর, এত দিন যে ঘর একরূপ বন্ধই ছিল, তাহা সে আবার খুলিয়াছে। সেই ঘরে অতীত দুঃখের যে সহস্র স্মৃতি নীরবে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সেসিল আবার তাহাদের সাড়া দিয়া জাগাইয়া তুলিয়াছে। যে জানালা খুলিয়া বাহিরে আকাশের পানে চাহিয়া মাদ্‌লীন বসিয়া থাকিত—এবং তাহার অশ্রুরুদ্ধ নয়নের সম্মুখে চারিধার অস্পষ্ট হইয়া ক্রমে মিলাইয়া যাইত, ঠিক সেই জানালাটির পাশেই সেসিল তেমনই ভাবে বসিয়া থাকে। রোগী দেখিয়া রিভাল গৃহে ফিরিলে দৈবাৎ যদি কোন দিন সাড়া পাইয়া সেসিল ঘর হইতে বাহির হইয়া আসে ত দাদামহাশয়ের সহিত অত্যন্ত মৃদু কম্পিত স্বরে দুই চারিটা মাত্র কথা কহিয়াই সে ভোজের টেবিলে গিয়া বসে। যেদিন সাড়া না পায়, সেদিন তাহার হুঁসও থাকে না।

সেসিলকে খুঁজিয়া না পাইয়া ডাক্তার নীরব চরণে মাদ্‌লীনের ঘরের সম্মুখে আসিয়া ডাকিতেন, "সেসিল—"

সেসিল ধড়মড়িয়া উঠিয়া পড়িত, নতমুখে দাদামহাশয়ের সম্মুখে আসিত। তাড়াতাড়িতে চোখের জল মুছিবারও তাহার অবকাশ মিলিত না। তাহার সিক্ত পক্ষ্মই ডাক্তারের কাছে স্পষ্ট ধরাইয়া দিত। বৃদ্ধ রিভাল বলিবার মত একটি কথাও খুঁজিয়া পাইতেন না। কি বলিবেন তিনি? কিসের সান্ত্বনা দিবেন! কি জানি, নাড়া পাইলে সেসিলের সারা চিত্ত যদি সহসা আবার দারুণ শোকে ঝরিয়া পড়ে!

ডাক্তার অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। ব্যাপার কি? এ যে মাদ্‌লীনের অবস্থার সহিত হুবহু সব মিলিয়া যাইতেছে। তেমনই বিশৃঙ্খলা! অশ্রুর নির্ঝর তেমনই উথলিয়া উঠিয়াছে! তবে কি সেসিলও বৃদ্ধকে ফাঁকি দিয়া পলাইবে? কেন? তাহার এ দুঃখ, কিসের

জন্য? জ্যাককে যদি সে আর ভাল নাই বাসিবে, তবে কিসের এ বেদনা? নির্জ্জনে থাকিবার জন্য অহরহ কেন এ প্রয়াস? আর যদি ভালই বাসে, তবে কেন তাহাকে এ-ভাবে সে বিদায় দিল? ডাক্তার ভাবিলেন, নিশ্চয় ইহার মধ্যে একটা গূঢ় রহস্য আছে! কিন্তু কি সে রহস্য—? কি সে? তাহা কি এমনই গোপনীয় যে দাদামহাশয়ের নিকটও অসঙ্কোচে খুলিয়া বলা চলে না? কিন্তু সেসিলকে এ সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন করিতেও তাঁহার সাহস হইত না।

সেসিলের দুঃখে জ্যাকের কথা রিভাল একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। রোগীর বাড়ী নাড়ী দেখিতে গিয়াও মাঝে মাঝে তাঁহার কেমন গোল বাধিত, দুই-একটা ভুল হইয়া যাইত! তাঁহার সেই হাস্যময় প্রসন্ন ললাটে ঘন কালো রেখা পড়িয়াছিল! তবু এ রহস্য-মীমাংসার কোন সম্ভাবনাই দেখা যাইতেছিল না।

সহসা এক গভীর রাত্রে ডাক্তারের ঘণ্টায় সঘন রব উঠিল। কোন্ রোগীর গৃহে ডাক পড়িয়াছে! ডাক্তার উঠিয়া বাহিরে আসিলেন। বৃদ্ধা সেল-গৃহিণী ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল; ডাক্তারকে দেখিয়া সে কাঁদিয়া পড়িল, তাহার বৃদ্ধ স্বামীকে বুঝি আর বাঁচানো যায় না। মৃত্যুর সহিত কয়দিন ধরিয়া কঠিন সংগ্রাম চলিয়াছে—কিন্তু এবার বুঝি মৃত্যুরই জয় হয়! বৃদ্ধার অদৃষ্ট মন্দ, তাই সে গরিবের মা-বাপ দয়াল রিভালের কাছে না আসিয়া অপরের উপর নির্ভর করিয়াছিল। এখন একবার তাঁহাকে যাইতেই হইবে, নহিলে বৃদ্ধা এখানে রিভালের পায় পড়িয়া প্রাণ দিবে।

বৃদ্ধের প্রাণ গলিয়া গেল। তখনই তিনি সেল-গৃহিণীর সহিত বাহির হইয়া পড়িলেন। দারুণ শীতের রাত্রি—ঠাণ্ডা বাতাসের অত্যাচারের অভাব ছিল না—হাড় অবধি ঝন্ঝন্ করিয়া উঠে, তবু আর্ত্তের আহ্বানে বৃদ্ধ অবিচলিত চিত্তে ছুটিয়া চলিলেন।

আরাম-কুঞ্জের পার্শ্বেই সেলের কুটির। সেখানে পৌঁছিয়া ডাক্তার দেখিলেন, শীতল ভূমির উপর ছিন্ন মলিন শয্যায় একখানা শীর্ণ কঙ্কাল পড়িয়া রহিয়াছে। ঘরে মৃদু আলো জ্বলিতেছিল—ঘরটাকে দারুণ শীতের হাত হইতে উদ্ধার করিবার ক্ষীণ চেষ্টায় এককোণে কয়েকখানা কাষ্ঠে আগুন জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছে। তথাপি সে ক্ষুদ্র গৃহে মৃত্যুর হিম বায়ু হু-হু করিয়া বহিয়া আসিতেছিল। সহসা একটা উৎকট দুর্গন্ধ ডাক্তারের নাসারন্ধ্রটাকে যেন জ্বালাইয়া দিল! তিনি কহিলেন, "কিসের গন্ধ এ, মাদাম সেল?"

একটা ঢোক গিলিয়া সেল-গৃহিণী কহিল, "ঐ ডাক্তার দিয়েছিল —কতকগুলো পাতা ঘরে জ্বালাবার জন্য—"

"ডাক্তার—? কোন্ ডাক্তার?"

"ঐ যে, ও বাড়ীতে ছিল—হার্জ্ না কি নাম!"

রিভাল তাহাই অনুমান করিয়াছিল। হার্জকে সম্প্রতি পথে একদিন দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল, বটে! সে-ই তবে এই নিরীহ বৃদ্ধ কৃষককে মৃত্যুর পথে এমন করিয়া ঠেলিয়া আনিয়াছে! পারির আদালতে দুইবার জরিমানা দিয়াও তাহার এ দুষ্প্রবৃত্তি দূর হইল না। করবেইয়ের কয়েকজন মূর্খ কৃষককে মৃত্যুর গ্রাসে ফেলিয়া একবার সে জেলও ঘুরিয়া আসিয়াছে, তবুও নিবৃত্তি নাই! চৈতন্য ফিরিল না!

বৃদ্ধ সেলের নিকট গিয়া ডাক্তার ডাকিলেন, "সেল।"

"এই যে—এই যে, আপনি এসেছেন। আমি আর বাঁচব না। বেশী দেরীও নেই—বেশ বুঝছি, আমি। বুকের ভিতর জ্বলে-জ্বলে উঠছে। জিভ খসে যাচ্ছে—"

রিভাল সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, "ব্যস্ত হচ্ছ কেন? ভয় কি? কি কষ্ট হচ্ছে, বল, আমি ব্যবস্থা কচ্ছি!"

"আর ব্যবস্থা? কিছু না—কিছু না! ঠিক শাস্তি হয়েছে আমার। যেমন লোভ, তেমনি শাস্তি!"

"কি হয়েছে, তোমার? এ-রকম বকছ কেন?"

"কেন? কেন বকছি? শুনুন, শুনুন, তবে। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই। এমন দেবতার আমি সর্ব্বনাশ করেছি। কেন? কেন? শুধু দুটো টাকার লোভে।" পরে পত্নীর দিকে চাহিয়া সেল কহিল, "বল্, বল্, সব কথা খুলে বল্, নিজের মুখে সব পাপ স্বীকার কর্—না হলে মরেও আমি নিশ্চিন্ত হব না। বল্, বল্, খুলে বল্। কিছু লুকোস্ নে!"

তখন সেল-গৃহিণী চক্ষু মুদিয়া ক্রন্দন-জড়িত স্বরে যাহা বলিল, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই—বৃদ্ধ সেল বহুদিন হইতে রোগে শয্যাশায়ী হইয়া পড়ায় সংসার অচল দাঁড়াইয়াছিল। এমন সময় দৈবাৎ একদিন ডাক্তার হারজ্ এক প্রস্তাব লইয়া তাহাদের সম্মুখে আসিল। একটা সংবাদ যদি তাহারা ডাক্তার রিভালের নাতিনী সেসিলের কর্ণগোচর করিতে পারে, তাহা হইলে বৃদ্ধ সেলকে ত সে আরোগ্য করিয়া দিবেই, তাহার উপর কুড়ি ফ্রাঙ্ক বখশিশও মিলিবে! এ প্রস্তাবে প্রথমে তাহারা রাজী হয় নাই। কিন্তু উদরে অন্ন নাই, দেহে বস্ত্র নাই,—রোগে, অনাহারে মতিরও স্থিরতা ছিল না—তাহার উপর এই অসহায় অবস্থা! দারিদ্র্যে পড়িলে লোকের বুদ্ধি একেবারেই লোপ পায়! কাজেই সে প্রস্তাবে সম্মত হওয়া ছাড়া তখন আর উপায়ান্তর ছিল না। তাই তাহারা সেসিল ঠাকুরাণীকে সে নিষ্ঠুর সংবাদ দিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু সেই অবধি মনে তাহাদের শান্তি নাই—রোগও রীতিমত বাড়িয়া উঠিয়াছে! বৃদ্ধ সদাশয় রিভালের উপর এ অত্যাচার ভগবান সহিবেন কেন? সে পাপের চূড়ান্ত শাস্তি ভোগ হইতেছে—তবু ডাক্তারকে ডাকিয়া এ পাপের

কথা না শুনাইলে মরণেও জ্বালা জুড়াইবে না, তাই তাঁহাকে এ রাত্রে তাহারা কষ্ট দিয়াছে—সেলের চিকিৎসার জন্য নহে।

ডাক্তার স্তম্ভিত হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু কি? কি সে খপর?"

সেল-গৃহিণী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "সেই সর্ব্বনেশে কথা, সেসিল ঠাকরুণের মা-বাপের কথা!"

"পাষণ্ড সব—"দপ্ করিয়া রিভালের অন্তর দারুণ রোষে জ্বলিয়া উঠিল। বৃদ্ধার শূন্য হাত দুইটা ধরিয়া প্রবলভাবে তাহাকে নাড়া দিয়া রিভাল কহিলেন, "এ কথা বলেছ তুমি? তাকে বলেছ? বল।" সে স্বরে যেন বিদ্যুৎ ঠিকরিয়া পড়িতেছিল।

"টাকার লোভে এ পাপ করেছি শুধু,—তুচ্ছ টাকার লোভে ইহকাল পরকাল সব হারিয়ে বসেছি। এ সব কথা আমরা কিছু জানতুমও না বাবা, সেই হতভাগা ডাক্তারই সব বলেছিল।"

"বুঝেছি সব।" ডাক্তার সেল-গৃহিণীর হাত ছাড়িয়া দিলেন; পরে অস্ফুট স্বরে কহিলেন, "এমন করে সে শোধ নিলে! কিন্তু এ-সব কথা কার কাছ থেকে শুনলে সে! জানলে কোথা থেকে?" রিভাল চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সারা রাত্রি ধরিয়া বৃদ্ধ সেলের জন্য নানা ব্যবস্থা করিয়াও রিভাল সেলকে বাঁচাইতে পারিলেন না। উষার প্রাক্কালে বৃদ্ধ সেল অনুতপ্ত হৃদয়ের সমস্ত বেদনা হইতে যখন মুক্তি লাভ করিল, এবং বৃদ্ধা সেল শবের পার্শ্বে কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িল, ডাক্তার রিভাল তখন ধীরে ধীরে কুটীর হইতে বিদায় লইলেন!

একটি রাত্রি তাঁহার দেহে ও মনে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন আনিয়া দিল। তাঁহার শুধু মনে হইতেছিল, এমন চক্রান্ত, এমন নিষ্ঠুর হীন ষড়যন্ত্রও মানুষের মাথায় উদয় হইতে পারে!

ডাক্তার গৃহে ফিরিলেন; পথে আরাম-কুঞ্জের দিকে একবার চাহিয়া দেখিতে ভুলিলেন না। তখনও তাঁহার সমস্ত শরীর জ্বলিতেছিল! ডাক্তার হারুজের সৌভাগ্য যে সে পূর্ব্বেই সরিয়া পড়িয়াছিল—নহিলে আজ বৃদ্ধের হস্তে পরিত্রাণ-লাভের তাহার কোনই সম্ভাবনা ছিল না।

গৃহে ফিরিয়া প্রথমেই তিনি সেসিলের ঘরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে কেহ নাই! রাত্রে কেহ শয্যায় শয়ন করিয়াছিল বলিয়াও মনে হয় না। তিনি ডাকিলেন, "সেসিল—"কেহ সাড়া দিল না। তাঁহার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল। তিনি ডাক্তারখানায় গেলেন। কৈ, সেখানেও ত সেসিল নাই! তবে কোথায় সে? কোথায়? ডাক্তার মাদ্‌লীনের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। অতীত শোকের স্মৃতি যেখানে জমাট বাঁধিয়া পড়িয়া রহিয়াছে, সেই বিরাট সমাধি-মধ্যে, —ঐ যে সেসিল। কৌচের উপর মাথা রাখিয়া সেসিল ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। চোখের কোণে জলের দাগ শুকাইয়া গিয়াছে। তাহারই কালো ছাপ মুখে-চোখে তখনও লাগিয়া রহিয়াছে। ডাক্তার ধীরে ধীরে সেসিলের মাথায় হাত রাখিলেন। সেসিল চমকিয়া জাগিয়া উঠিল, "দাদামশায়—"

"বুঝেছি সেসিল—এই সব লক্ষীছাড়া হতভাগার দল, এরাই তোমায় সব কথা বলে গেছে, যে কথা এত যত্ন করে এতদিন ধরে তোমার কাছ থেকে আমরা গোপন করে রেখেছিলুম! ভগবান—এত চেষ্টা, সব মিছে হল! এ বাজ সেসিলের বুকে পড়লই! সে বাজ আবার এই সব নারকীর হাত থেকে!"

বৃদ্ধ মাতামহের বুকে সেসিল মুখ লুকাইল; বলিল, "না দাদামশায়, বলো না, আমায় কিছু বলো না। আমার নিজের মনে কি লজ্জা, কি দারুণ ধিক্কার জমে রয়েছে!"

"তবু আমায় বলতেই হবে, সেসিল। আমি যদি একটু আগেও

বুঝতে পারতুম—কেন, তুমি জ্যাককে বিদায় দিলে! এই জন্যই শুধু—না?”

“হ্যাঁ।”

“কেন, শুনি। আমায় বল, দিদি।”

“মার এ কলঙ্কের কথা আমার মুখ থেকে বেরুবে না, কখনও না! তবু, যে আমায় বিয়ে করবে, আমি যার স্ত্রী হব, এ ঘটনার কিছুই সে জানবে না? তাকে এত বড় কথা প্রকাশ করে না বলা আমার অন্যায়—শুধু অন্যায় নয়, পাপও! অথচ নিজের মার এই কলঙ্কের কথা—! তা-ও বলা যায় না। কাজেই আমার এক পথ ছিল—আমি সেই পথ নিয়েছি।”

“তবে এখনও তাকে তুমি ভালবাস? বল, বল সেসিল।”

“বাসি, বাসি, দাদামশায়—সারা প্রাণ দিয়ে, মন দিয়ে ভালবাসি! জ্যাকও আমায় তেমনই ভালবাসে—এ বিয়ে যদি না হয়, তবুও সে আমায় ভুলবে না, কখনও না, দাদামশায়। আমিও তাকে ভুলতে পারব না! কখনও না। তবু এ ত্যাগ আমায় স্বীকার করতেই হবে। নাম-হীনা এক কলঙ্কিনীর মেয়েকে সাধ করে কে কবে ঘরের গৃহিণী করে, দাদামশায়?”

“তুমি ভুল করেছ, সেসিল, মস্ত ভুল করেছ। তোমায় বিয়ে করতে জ্যাকের কতখানি সাধ! এ বিয়েতে শুধু যে সে সুখী হত, তা নয়, গর্ব্বও বোধ করত—তবু সে এ-সব কথা জানত। আমি নিজেই তাকে সব কথা খুলে বলেছিলুম।”

“দাদামশায়—”

“সেসিল, আমায় যদি তুমি সব কথা তখন খুলে বলতে, তাহলে আজ তিনজনকে এ কষ্ট ভোগ করতে হত না!”

“জ্যাক জানে দাদামশায় যে, আমি কে,—আমার পরিচয়?”

"জানে, সব জানে। আমিই তাকে বলেছিলুম—সে আজ এক বছরের কথা। যেদিন প্রথম সে এসে আমায় বলে, তোমায় সে ভালবাসে, সেইদিনই তার কাছে তোমার পরিচয় আমি খুলে বলি।"

"তবুও সে আমায় বিয়ে করতে রাজী হল?"

"সে যে তোমায় বড় ভালবাসে, সেসিল। তা-ছাড়া তারও অদৃষ্ট তোমারই মত। তারও বাপ নেই, পরিচয় নেই। ইদা কুলত্যাগিনী—ইদার কুলত্যাগের পর জ্যাকের জন্ম হয়। তবে তফাৎ এই, তোমার মা ছিলেন দেবী, আর তার মা—"

ডাক্তার রিভাল তখন সেসিলের নিকট জ্যাকের ইতিহাস খুলিয়া বলিলেন। এই শান্ত নিরীহ বালকের জীবনের উপর দিয়া কি মহা ঝড় বহিয়া গিয়াছে, কি গভীর দুঃখে-কষ্টে আপনাকে সে গড়িয়া তুলিয়াছে! শৈশবে দারুণ উপেক্ষা, যৌবনে নিষ্ঠুর নির্ব্বাসনের মধ্য দিয়া তাহার দিন কাটিয়াছে—সে সমস্ত কথা রিভাল সেসিলের নিকট খুলিয়া বলিলেন। বলিতে বলিতে অতীত-বর্ত্তমানে মিলিয়া কাহিনীটি করুণ বেদনায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সব কথা ডাক্তারের নূতন করিয়া যেন মনে পড়িয়া গেল। তিনি বলিলেন, "এখন বুঝেছি, সেসিল, এ কথা কোথা থেকে প্রকাশ হল। এ তার কাজ, জ্যাকের মার—তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। সেই—সেই প্রগল্‌ভা নারীর রসনাই তোমাদের মধ্যে এ বিচ্ছেদ এনে দিয়েছে। যে কথা কখনও তোমায় খুলে বলব না, স্থির করেছিলুম, সে কথা তারই মুখ থেকে বেরিয়েছে। আহা বেচারা, বেচারা জ্যাক! তার মা তাকে জীবনে কোন দিনই সুখী হতে দিলে না,—চিরদিন তার সুখে ব্যাঘাত দিয়ে আসছে।"

সেসিলের প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। দারুণ নৈরাশ্যে সমস্ত ভবিষ্যৎ সঘন অন্ধকারে সে আচ্ছন্ন দেখিল। কি করিলে এখন

এ আঁধার কাটে? সব যেমন ছিল, আবার তেমন হয়? জ্যাক! বেচারা জ্যাক আমার! একবার তুমি ফিরিয়া এস। সেসিল তোমার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিবে! তুমি ছাড়া সেসিলের আর কে আছে, জ্যাক! কেহ নাই—আর কাহাকেও সে চাহে না! কোন দিনই চাহে নাই! তুমি এস, এস জ্যাক—সেসিল তোমার দাসী, তাহাকে তোমার চরণ-প্রান্তে আশ্রয় দাও। সেসিল কাঁদিয়া ফেলিল।

রিভাল কহিলেন, "জ্যাক বেচারা তোমার কথায় বড় কষ্ট পেয়ে গেছে - "

"সে আর কোন চিঠি লেখে নি, দাদামশায়?"

"না। কিন্তু তোমার সঙ্গেও কি সে মোটে দেখা করে নি, সেসিল?"

"না। আর কখনও সে এখানে আসবে না, দাদামশায়।"

"তবে চল, সেসিল, আমরাই তার কাছে যাই। সে বেশ হবে। আজ রবিবার, তার ছুটি আছে—বাসাতেই তাকে পাব'খন—নিশ্চয়। দুজনে গিয়ে তাকে সঙ্গে করে এখানে নিয়ে আসি, চল। যাবে দিদি?"

"যাব—এখনই চল, দাদামশায়।"

তখন সেসিলকে লইয়া রিভাল অবিলম্বে পারি যাত্রা করিলেন।

ইহার ঠিক আধ ঘণ্টা পরেই হাঁপাইতে হাঁপাইতে একটি লোক আসিয়া রিভাল-গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহার কপাল দিয়া ঘাম ঝরিতেছে, সারা দেহ ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে—পৃষ্ঠে টুপির প্রকাণ্ড বোঝা। টুপির বোঝা নামাইয়া দ্বারের সম্মুখে আসিয়া চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া পিতলের পাতে খোদা লেখাটুকু অতি কষ্টে বানান করিয়া সে পড়িল, "—ডা—ক্তা—রে—র—ঘ—ণ্টা।"

"এই যে—" বলিয়া সে দাঁড়াইয়া ললাটের ঘর্ম্ম মুছিল। পরে ঘণ্টায় ঘা দিল। একজন দাসী আসিয়া দ্বার খুলিয়া প্রশ্ন করিল, "কি চাই?"

"ডাক্তারকে—"

"তিনি বাড়ী নেই।"

"তাঁর একটি নাতনিও এখানে থাকেন, না?"

"তিনিও নেই।"

"কখন ফিরবেন?"

"জানি না।"

ভিতর হইতে দ্বার আবার সশব্দে বন্ধ হইল। লোকটি ফটকের সম্মুখে কিছুক্ষণ থমকিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; ভাবিল, এখন তবে উপায় কি? তাহার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইল! চোখের জল মুছিয়া কপালে দুই হাত চাপড়াইয়া অস্ফুট স্বরে সে কহিল, "হা ভগবান! এমনি করে বিনে চিকিচ্ছেতেই কি বেচারা তাহলে মারা যাবে!"

একটা কাতর দীর্ঘনিশ্বাস তাহার মর্ম্ম ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়া ধীরে ধীরে শান্ত বাতাসে মিলাইয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

হাসপাতালে

সেদিন সন্ধ্যা হইতেই "ভবিষ্য জাতির আলোচনার" সম্পাদক-গৃহে সাহিত্যের আসর জমিয়া উঠিয়াছিল। উপেক্ষিত অনাদৃত সাহিত্য-রত্নগুলি সকলেই তথায় উপস্থিত ছিল। শুষ্ক মুখ, ঈর্ষা-ক্ষরিত দৃষ্টি—প্রতিভার হতভাগা পুত্রের দল ছিন্ন মলিন বেশে সাধ্য-

মত পারিপাট্য সাধন করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই আর্জান্তঁ-গৃহে সমবেত হইয়াছিল। তাহাদিগকে দেখিলেই মনে হয়, আর্জান্তঁর নিমন্ত্রণ-পত্র ঝাঁটার মত এই সমস্ত জঞ্জালকে ঝাঁটাইয়া এক জায়গায় জড় করিয়া দিয়াছে।

ইদা আজ ফিরিয়া আসিয়াছে। কবি-প্রিয়া কবির বাহু-বন্ধনে আবার আসিয়া ধরা দিয়াছে, সেই জন্যই আজ এ "পুনর্ম্মিলনোৎসবের" আয়োজন। উৎসবে আর্জান্তঁ-রচিত বিরাট বিরহ-কাব্য "প্রতিভা-ভঙ্গ" পঠিত হইবে।

ইদা ফিরিয়া আসিয়াছে, এখন এ বিরহ-গানের সার্থকতা কি! তাহারই সম্মুখে তাহার অদর্শন-জনিত বেদনার ভার এমনভাবে ছড়াইয়া দিলে, কাহার মর্ম্মই বা তাহাতে উদ্বেলিত হইবে? সার্থকতা নাই থাকুক, মর্ম্ম উদ্বেলিত নাই হোক,—ঘটনা-চক্রের সকৌতুক আবর্ত্তনে এমন একটা বিরাট কাব্য তাই বলিয়া ত মাটি হইয়া যাইতে পারে না! বিষয়টা লইয়া বন্ধু-বান্ধবদের সহিত আর্জান্তঁর বিস্তর জল্পনা-কল্পনা চলিয়াছিল! কেহ বলিল, "ব্যাপারটা হাস্যকর হবে। প্রিয়ার পাশে বসে প্রিয়ার অদর্শনে হা-হুতাশ—এমন কাজ কৈ আর কেউ করে নি ত!"

আর্জান্তঁ কহিল, "নাই করুক! প্রতিভা কখনও গতানুগতিক পথে চলতে পারে না।" তাহার মুখের কথা লুফিয়া একজন ভক্ত —সে বেচারা তিন দিন অনশনে কাটাইয়া আর্জান্তঁর প্রসাদাকাঙ্ক্ষায় আসিয়াছিল—সে গর্জ্জিয়া উঠিল, "বয়ে গেল! স্ত্রী ফিরে এসেছে, তাতে কি! তার জন্য আর্টকে ত মেরে ফেলা যায় না!" আর্জান্তঁ কহিল, "ঠিক ত—এই ত সমজদারের কথা। বিরহ চুলোয় যাক্— আর্ট আর্ট।"

এই আর্টের খাতিরেই আর্জান্তঁর গৃহ আজ সুখাদ্যের স্নিগ্ধ

মধুর গন্ধে ভরিয়া উঠিয়াছে, সাহিত্যিক মহারথীবৃন্দের কল-কোলাহলে পূর্ণ হইয়াছে! সন্ধ্যার বাতি জ্বলিলে কার্য্য আরম্ভ হইল। প্রকাণ্ড একটা টেবিলের এক পার্শ্বে আর্জান্ত ও ইদা—তাহাদিগকে ঘিরিয়া লাবাস্যাঁন্দ্র্-মোরোনভার দল বসিয়া গিয়াছে। লাবাস্যাঁন্দ্র্ পিয়ানোতে ঘা দিয়া খানিকটা চীৎকার করিল। সে থামিলে আর্জান্ত বিচিত্র ভঙ্গীতে কাব্য-পাঠে কণ্ঠ খুলিয়া দিল।

সে এক অপূর্ব্ব কৌতুককর ব্যাপার! কবি তাহার প্রিয়ার অদর্শনে ব্যথিত চিত্তের বিলাপ-উচ্ছ্বাস মুক্ত করিয়া দিয়াছে। সেই প্রিয়া কি "নিষ্ঠুরা," "হৃদয়-হীনা," "পাষাণী," "দুষ্টা"! অভিধান হইতে অভিযোগের সব সম্বোধনগুলিকে টানিয়া আনিয়া এ কাব্যে আসন দেওয়া হইয়াছে! গোলাপী ফিতায় কোণ-ফোঁড়া প্রকাণ্ড খাতার মধ্য হইতে আহা-উহুর ধারা অজস্র ধারে ঝরিয়া পড়িতেছিল। শুনিয়া ইদার কাণ মাথা ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল—ভক্তের দল সে কাব্য-সুধাপানে বিভোর হইয়া উঠিল। কাব্যের শেষে আবার একটু 'উপসংহার' ছিল—নূতন কয়েক ছত্র যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কবি পড়িল, '—সেই শয়তানী নারী ফিরিয়া আসিয়াছে—সেই দাসী আজ আসিয়া আবার এই পায়ে লুটাইয়া পড়িয়াছে—এই সেই দুষ্টা দাসী, আমার চরণ তলে!" ভক্তের দল করতালি দিয়া বলিয়া উঠিল, "জয় জয় কবি, তোমারই জয়!"

করতালির দারুণ ঘটাতেও কবির চিত্ত তৃপ্তি মানিল না। পত্রিকাখানি আজ দুর্দ্দশার চরম সীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! এখন প্রতি মাসের পরিবর্ত্তে বৎসরে দুই-চারিবারমাত্র দৈবাৎ তাহা প্রকাশিত হয়! পাৎলা জীর্ণ কাগজ—কালীর রেখায় ভাঙ্গা অক্ষরে পৃষ্ঠাগুলি পরিপূর্ণ, শুধু বাহিরের মলাটটি জমকালো বর্ডারে লাল কালিতে ছাপা—মধ্যে কৈফিয়ৎ আঁটা—ছাপাখানার গোলযোগে প্রকাশে বিলম্ব

হইল। সঙ্গে সঙ্গে এই অপরিহার্য্য ত্রুটির জন্য পাঠক-পাঠিকার নিকট ক্ষমা চাহিয়া তাহাদিগকে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে, ছাপাখানার গোলযোগ কোনমতে কাটিয়া গিয়াছে; এবার হইতে ঠিক নিরূপিত সময়েই পত্রিকা বাহির হইবে।

কিন্তু এ আশ্বাসেও এতটুকু লাভ ছিল না। পত্রিকা তাহার শেষ নিশ্বাসটুকু ছাড়িবার জন্য শুধু একটা অবসরের প্রতীক্ষা করিতেছিল! এমন দিনে শার্লং ফিরিয়া আসিয়া কবির হাতে আপনাকে সমর্পণ করিয়া কহিল, "এসেছি, ওগো কবি, আমি এসেছি—আজ থেকে আমি তোমার, তোমারই শুধু!"

আর্জান্ত নির্ব্বোধ বা শয়তান যাহাই হোক্—এই দুর্ব্বলা নারীর উপর তাহার প্রভাব অসাধারণ ছিল। আপনার গর্ব্ব-আস্ফালনের যন্ত্র-স্বরূপ এই নারীকে না পাইলে তাহার চলেও না—ইহাকে তাহার চাই-ই। এই অনাদৃত কবি-দেবতাটি সহস্র নির্য্যাতনে তাহাকে পীড়িত ব্যথিত করিলেও ইহার তাহাতে দুঃখ ছিল না। এত বড় কবির সঙ্গ-সুখ-লাভে এতদিন বঞ্চিতা থাকিয়া কবির প্রতি তাহার অনুরাগ এবার যেন দ্বিগুণভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছিল। আহা, অনাদৃত উপেক্ষিত কবি,—বাহিরের সহিত প্রবল সংঘর্ষে কাতর হইয়া পড়িতেছে, তবুও তাঁহার সাধনার বিরাম নাই! বাহিরের লোকগুলা কোন্ মায়াবলে কবির অন্তরের ভাবরাশি কোনমতে জানিয়া লইয়া ছন্দে নাটিকায় উপাখ্যানে জন-সমাজে তাহা প্রচার করিয়া দেশের লোকের বাহবা লইতেছে! আর তাহার প্রিয় কবিটি এই নিভৃত নীড়ের মধ্যে বসিয়া দারুণ ঈর্ষার বিষে শুধু জর্জ্জরিত হইয়া মরিতেছে! দুর্ভাগা কবির প্রতি এই ভক্ত নারীর এতখানি সমবেদনার ইহাই এক প্রধান কারণ ছিল। ইহাই শুধু এ দুঃসময়ে কবির চিত্তে প্রতিভার দীপটিকে নিবিতে দেয় নাই—দুই হাতে নিরাপদ অন্তরাল

রচনা করিয়া ঈর্ষার প্রলয়-ঝঞ্ঝা হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়া জ্বালাইয়া রাখিয়াছে। একবার শুধু একটু অবসর পাইলে হয়! আর্জান্তঁর প্রতিভার দীপ অমনি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে,—নিশ্চয় জ্বলিবে! সে আলোর উজ্জ্বল রেখায় বিশ্বের লোক মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া দেখিবে—কি দেখিবে? শুধু কি তাহাদের কবিটিকে দেখিয়াই তাহারা চরিতার্থ হইবে? না—! তাহার পার্শ্বে কবির প্রতিভা-দীপে তৈল-দান-রতা এই নারীকেও কি তাহারা এতটুকু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবে না? এই একটি মাত্র আশা শুধু ইদাকে শত নির্য্যাতনেও কাতর করে নাই!

এই যে দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া অক্লান্ত সংগ্রাম চলিয়াছে—প্রতিভাকে চাড়া দিয়া দাঁড় করাইবার জন্য এই অকাতর পরিশ্রম—যে সংগ্রামে কবির অপর সঙ্গীর দল,—কেহ ক্ষেত্র হইতে সরিয়া বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিয়াছে, কেহ-বা ক্ষেত্র-প্রান্তে মুমূর্ষু অবস্থায় পড়িয়া আছে—ইহার মধ্যে—এই বিরাট বিশৃঙ্খলার মধ্যে একমাত্র কবিই শুধু বিজয়-গর্ব্বে মেবারের রাণা প্রতাপসিংহের ন্যায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে! অগাধ জলরাশির মধ্যে ক্ষুদ্র দ্বীপ-খণ্ডের মত জাগিয়া রহিয়াছে—প্রলয়-পয়োধি কিছুতেই তাহাকে নিমজ্জিত করিতে পারে নাই!

কাব্য-পাঠ তখন শেষ হইয়া গিয়াছিল। ভক্তের দল কাব্য-সৌন্দর্য্যের মোহটুকু তখনও কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই; ইদার চোখের কোণে অশ্রুর রাশি আসিয়া সঞ্চিত হইয়াছিল, বহু চেষ্টায় ইদা তাহা ঝরিতে দেয় নাই, এমন সময় দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, একটা লোক মাদাম আর্জান্তঁর সহিত দেখা করিতে চাহে! তাহার কি জরুরি প্রয়োজন আছে!

কে যেন মধু-চক্রে ঘা দিল। সকলে দাঁড়াইয়া উঠিল—"কে?" "কি চায়?" "কেন এসেছে?" হু-হু করিয়া প্রশ্নের ঝড় বহিয়া গেল।

দাসী কহিল, "একটা লোক।"

"কে লোক ?"

"লোকটা যেন পাগল! মাদামের সঙ্গে সে দেখা করতে চায়। আমি বললুম; এখন দেখা হবে না—মাদাম ব্যস্ত আছেন—তবু সে শুনবে না—বলছে, দেখা না করে কিছুতেই সে এখান থেকে নড়বে না। সে বলছে, তার ভারী দরকার। এই বলে সে চৌকাঠের উপর বসে পড়েছে—কিছুতে উঠছে না!"

শার্লতের বুক কাঁপিয়া উঠিল। সে কহিল, "যাই, আমি দেখে আসি!"

আর্জাস্তঁ তাহার হাত ধরিয়া একটা ঝটকা দিল, কহিল, "না, না, তোমার যাওয়া হতেই পারে না! লাবাস্তাঁন্দ্র্, তুমি দেখে এস ত হে, ব্যাপারখানা কি!" লাবাস্তাঁন্দ্র্ একটা রাগিণীর কথা ভাবিতেছিল; শিষ্ দিতে দিতে উঠিয়া গেল।

কবি তখন আপনার কাব্যের ব্যাখ্যা করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু বাধা পড়িল। লাবাস্তাঁন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া কবিকে একান্তে ডাকিল। কবি স্তম্ভিতভাবে প্রশ্ন করিল, "ব্যাপার কি ?"

"ব্যাপার আবার কি! সেই ছোঁড়াটা একে পাঠিয়েছে—তার অসুখ করেছে।"

"ছোঁড়া! কে ছোঁড়া ? জ্যাক—!"

"তা না ত আর কে! লোকটা বলছে, জ্যাকের বড় অসুখ!"

"হুঁ! মস্ত চাল চেলেছে, ছোকরা! চল, আমি একবার যাচ্ছি।" আর্জাস্তঁ বাহিরে আসিল। আর্জাস্তঁকে দেখিয়া লোকটি উঠিয়া দাঁড়াইল। সে বেলিসেয়ার।

আর্জাস্তঁ কহিল, "তোমাকে সে পাঠিয়ে দিয়েছে, বুঝি ?"

"না মশায়, কেউ আমায় পাঠায় নি। আমি নিজেই এসেছি।

তার কি কথা বলবার শক্তি আছে যে পাঠাবে? আজ তিন হপ্তা সে শয্যাগত। ভয়ানক জ্বর—একেবারে বেহুঁস হয়ে আছে।"

"রোগটা কি?"

"বুকের অসুখ। বুকে ভারী ব্যথা, বুক কন কন করছে। ডাক্তাররা ভয় পেয়েছে, বলছে, আর এক হপ্তাও টেঁকে কি না সন্দেহ! তাই আমরা ভাবলুম—আমরা মানে, আমি আর আমার স্ত্রী—ভাবলুম, তার মাকে একবার খপরটা দেওয়া উচিত ত! তাই আমি এসেছি।"

"তুমি কে?"

"আমি? আমি বেলিসেয়ার। জ্যাক আমায় আদর করে 'বেল' বলে ডাকে; তার মাও আমায় চেনেন। 'বেল' বললেই তিনি বুঝতে পারবেন। তিনি আমাদের খুব জানেন।"

"শোন, বেল মশায়," কবির স্বরে একটা বিদ্রূপের সুর জাগিয়া উঠিল। কবি কহিল, "বুঝলে বেল মশায়, যারা তোমায় পাঠিয়েছে, গিয়ে তুমি তাদের বলো, এ চাল তারা যা চেলেছে, চমৎকার! কিন্তু এ সব চাল নেহাৎ পুরোনো হয়ে গেছে। নতুন চাল চালতে বলো, তাতে যদি কার্য্যোদ্ধার হবার সম্ভাবনা থাকে!"

"চাল কি মশায়?" বেলিসেয়ার কবির বিদ্রূপ ঠিক বুঝিতে না পারিয়া কহিল, "চাল, কি বলছেন? আমার কথা বিশ্বাস করছেন না, আপনি?"

বেলিসেয়ারের কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই আর্জান্তঁ সশব্দে দ্বার বন্ধ করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। বেলিসেয়ার হতবুদ্ধিভাবে পথের ধারে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল—পরে সে-ও ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিল।

আর্জান্তঁ ফিরিয়া আসিয়া ইদাকে কহিল, "ও একটা বাজে লোক

ভুল করে এ বাড়ীতে এসেছিল।" তখন আবার কাব্যালোচনা চলিল।

কুয়াশা-মণ্ডিত, ক্ষীণ-আলোক-বিচ্ছুরিত পথ ধরিয়া বেলিসেয়ার বাসায় চলিল। পথে সে শুধু ভাবিতেছিল, তাহার বন্ধুর কথা,—জ্যাকের কথা! না জানি, বিছানায় পড়িয়া কি অস্থিরভাবেই সে ছটফট করিতেছে! এতিয়োল হইতে ফিরিয়াই সে জ্বরে পড়িয়াছিল। গা আগুনের মত গরম হইয়া উঠিয়াছিল, চোখ দুইটা আফিমের ফুলের মতই টকটকে লাল। কপালের শির ফুলিয়া দপ্ দপ্ করিতেছিল। তবুও জ্যাক কাহাকেও সে কথা খুলিয়া বলে নাই।

সেই জ্বর-গায়েই পরদিন সে কারখানায় গেল। শেষে দুই দিনের পর যখন একদিন একান্ত কাতরভাবে বিছানায় পড়িয়া সে ছটফট করিতেছিল, তখন বেলিসেয়ারের স্ত্রীই তাহার এ অস্থিরতা প্রথম লক্ষ্য করে। জ্যাকের গায়ে হাত দিয়া সে দেখে, গা পুড়িয়া যাইতেছে। তখনই ডাক্তার আনা হইল। বহুক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার ললাট কুঞ্চিত করিয়া সংবাদ দিল, অসুখ বড় শক্ত। না সারিবারই সম্ভাবনা,—যদি সারে, তাহা হইলে জ্যাকের পুনর্জন্ম হইবে!

সেই অবধি জ্বরের আর বিরাম নাই। বেগটা কমিলেও জ্বর একেবারে ছাড়ে না; রাত্রে আবার বাড়ে। সেই প্রবল জ্বরে জ্যাক কত-কি বকে! কখনও তৃষিত হৃদয়ে সে মাকে ডাকে, কখনও বা সেসিলের নাম করিয়া শুধু অশ্রু বর্ষণ করে।

মাদাম বেলিসেয়ার আসিয়া সেদিন সন্ধ্যার সময় চুপি চুপি বেলিসেয়ারকে কহিল, "ওগো, আমি ত গতিক বড় ভাল বুঝছি না—জ্যাকের মাকে একবার খপর দাও। যেমন করে পার, তাকে একবার তুমি নিয়ে এস! মাকে দেখলে ওর প্রাণটা তবু কতক বোধ হয় স্থির হতে পারে! জ্ঞান হলে ও যে ওর মার নাম করে না, রোগের ঘোরেই

শুধু করে, এই থেকেই আমি বেশ বুঝছি, দিবারাত্রি ও শুধু ওর মার কথাই ভাবছে।"

তাই বেলিসেয়ার নানা সন্ধান করিয়া সেদিন ইদার বাটীতে গিয়াছিল। কিন্তু ইদা আসিল না—কোন সংবাদও সে পাইল না। নিতান্ত নিরাশ চিত্তে বেলিসেয়ার গৃহে ফিরিয়া আসিল। বেদনায় প্রাণ তাহার ফাটিয়া যাইতেছিল।

বেলিসেয়ার যখন ফিরিয়া জ্যাকের কক্ষে প্রবেশ করিল, তখন ঘরে মৃদু আলো জ্বলিতেছিল। অস্পষ্ট আলোকে সে দেখিল, জ্যাকের বিছানার পার্শ্বে মাদাম বেলিসেয়ার ও লেভ্যান্দ্র্-গৃহিণী চুপি চুপি কথা কহিতেছে—আর থাকিয়া থাকিয়া জ্যাকের দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দ শুনা যাইতেছে। সমস্ত ঘরে যেন একটা বিভীষিকার ছায়া পড়িয়াছে। তাহাকে একা ফিরিতে দেখিয়া মাদাম বেলিসেয়ার উঠিয়া আসিয়া চুপি চুপি কহিল, "একলা যে?"

তখন বেলিসেয়ার, যাহা ঘটিয়াছিল, আনুপূর্ব্বিক সব খুলিয়া বলিল। শুনিয়া মাদাম বেলিসেয়ার শিহরিয়া উঠিল, "মাগো, কি সব রাক্ষস, শয়তান! ছেলেটা মরে, তবু একবার উঁকিটি মারবে না! আর তুমিই বা কেমন লোক—সে বাধা মেনে দিব্যি চলে এলে! শরীরে কিছু হায়া নেই! তুমি চীৎকার করে বললে না কেন, যে মাদাম, তোমার ছেলে জ্যাক বুঝি মরে!"

বেলিসেয়ার বসিয়া পড়িল! গৃহে যে তিরস্কার মিলিবে, এ কথা সে বিলক্ষণ জানিত! কিন্তু উপায় কি? সেই অত লোকের ভিড়ে কি করিয়া সে ভিতরে প্রবেশ-লাভ করিত? অজস্র গলাধাক্কা দিয়া সেখান হইতে ঠেলিয়া সকলে যে তাহাকে পথে বাহির করিয়া দিত।

মাদাম বেলিসেয়ার কহিল, "এর চেয়ে যদি আমি যেতুম, তা হলে বোধ হয় কাজ হত!"

বেলিসেয়ার মাথা তুলিয়া নম্র স্বরে কহিল, "কিন্তু তারা যে ভিতরে ঢুকতেই দিলে না আমাকে।"

"ধাক্কা দিয়ে চলে যেতে হয়—একবার কোন মতে খপরটা দেওয়া, তার পর যা তাদের মন যেত, তাই না হয় করত!"

লেভ্যান্দ্র-গৃহিণী কহিল, "কিন্তু তুমি ত জান না দিদি, এই সব মেয়েমানুষের প্রাণ কি রকম শক্ত, পাথরে গড়া!"

লেভ্যান্দ্র-গৃহিণীর রাগ হইয়াছিল। ইদার প্রতি এখন আর তাহার এতটুকুও মমতা ছিল না। অত করিয়া তাহার মন যোগাইয়া খোসামোদ করিয়া সে বেচারা আশা করিয়াছিল, ইদা তাহাকে অর্থ-সাহায্য-দানে তাহার ব্যবসায়ের শ্রী-বর্দ্ধনে সাহায্য করিবে—তা কোথায় সে সাহায্য! বসন-ভূষণে অর্থ ব্যয় করিতে এতটুকু যাহার কৃপণতা নাই, গরীবকে কিছু দিতে গেলেই কি তাহার সেই অর্থে আগুন লাগিয়া যায়! কাজেই ইদার প্রতি তাহার ক্রোধের কারণ যথেষ্টই ছিল। আজ সেই রোষের খানিকটা প্রকাশ করিতে পাওয়ায় তাহার হাড়েও যেন একটু বাতাস লাগিল!

মাদাম বেলিসেয়ার সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিল, "থাক্ গে, ও সব কথা! এখন করি কি? এ অবস্থায় ত ওকে আর ফেলে রাখতে পারিনে! বিনা চিকিৎসায় কি শেষ মারা যাবে? অথচ চিকিৎসা করাতে পয়সাও বড় অল্প লাগবে না—অত পয়সাই বা আমরা পাই কোথা?"

লেভ্যান্দ্র-গৃহিণী কহিল, "তুমি আর কি করবে বল, দিদি? যা না করবার, তোমরা তাই করচ! পরের জন্য এমন কে কবে করে থাকে? তবে আমার পরামর্শ যদি শোন ত বলি—"

"কি?"

"ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাও। সেখানে তদারকের অভাব হবে না।"

"চুপ, চুপ—কি বল, তুমি? জ্যাক কি আমার পর—ওকে আমি আমার পেটের ছেলের মত দেখি যে! আহা, বাছাকে কি রোগে যে পেলে—"বেলিসেয়ার-গৃহিণীর চোখে জল আসিল। তাহা মুছিয়া সে বিছানার পানে চাহিল—বিছানাটা খট্ করিয়া একবার নড়িয়া উঠিল। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া জ্যাক পাশ ফিরিল।

মাদাম বেলিসেয়ার চুপি চুপি কহিল, "দেখ দেখি, ও বোধ হয় শুনেছে। ও রকম পড়ে আছে বলে কি তুমি মনে কর, ওর জ্ঞান নেই? জ্ঞান বেশ আছে!"

"তাতে আর হয়েছে, কি? আমি কি মন্দ কথা বলেছি? বলি, তুমি যাই ভাব না কেন গো, ও ত আর সত্যিই কিছু তোমার পেটের ছেলে নয়, মার পেটের ভাইও নয়! তোমারও তেমন কিছু অর্থ-বল নেই! হাসপাতালে দিলে তবু ওর চিকিৎসে হবে,তাই আমার বলা।"

বেলিসেয়ার কহিল, "কিন্তু ও যে আমার নিতে!" এতক্ষণ সে কোন কথাই কহে নাই। লেভ্যান্দ্র-গৃহিণীর কথায় সেও উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

লেভ্যান্দ্র-গৃহিণী ব্যাপার বুঝিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

জ্যাক সমস্তই শুনিয়াছিল। পাশে কে কি কথা বলে, সে সমস্তই তাহার কানে যায়। সে শুধু নিরুপায়ে চক্ষু মুদিয়া থাকে। বুকের মধ্যে যে অসহ্য যাতনা আগ্নেয়-গিরির বিরাট দাহের মত অহর্নিশি জ্বলিয়া উঠিতেছে, তাহার জ্বালায় কথা কহিবার প্রবৃত্তিই তাহার মোটে থাকে না। চক্ষু মুদিয়া সে শুধু আপনার জীবন-নাট্যের প্রতি অঙ্ক প্রতি দৃশ্য পর্য্যালোচনা করে। কি বিচিত্র ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত চলিয়াছে! ভাবিতে ভাবিতে বুকের বেদনা যখন অসহ্য হইয়া উঠে, তখন সে নীরবে শুধু পড়িয়া থাকে। পড়িয়া থাকা ছাড়া উপায়ই বা কি! প্রকাশ হইয়া পড়িলে এখনই বেলিসেয়ার ও তাহার গৃহিণী অস্থির হইয়া উঠিবে। এই সরল গ্রাম্য নর-নারীর

সুগভীর স্নেহ ও অবিরাম সেবায় তাহার প্রাণ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িত। কি করিয়া তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া যায়—ভাবিয়া সে কোন উপায়ই স্থির করিতে পারিত না। আজ লেভ্যান্দ্র্-গৃহিণীর কথায় সে যেন অকূল পাথারে কূলের সন্ধান পাইল! হাসপাতাল? ঠিক বলিয়াছে। সেখানেই সে যাইবে! তাহাতে আরোগ্য না মিলুক, এই নিরীহ লোকদুইটিকে মুক্তি দিয়া স্বস্তি ত তাহার মিলিবে। কিন্তু কি করিয়া সেখানে যাওয়া যায়? সে যে বহুদূরে! অথচ তাহার এক পা চলিবারও সামর্থ্য নাই!

দেওয়ালের দিকে চাহিয়া শুধু সে এই কথাই ভাবিতেছিল। এই দেওয়ালের দিকে চাহিয়াই সে শুইয়া থাকিত; চক্ষু মুদিত না। মূক দেওয়াল যদি সে চোখের ভাষা বুঝিয়া কথা কহিতে পারিত ত সে নিশ্চয় বলিত, সে চোখে শুধু পরিপূর্ণ ধ্বংশ ও সীমাহীন নৈরাশ্যের কাহিনী গভীর অক্ষরে কে রচিয়া রাখিয়াছে!

একাই সে আপনার এই বেদনার বোঝা বহন করিত, কাহাকেও তাহার অংশ দিত না। মাদাম বেলিসেয়ারের কথায় অধরে হাস্যরেখা সূচিত করিয়া তুলিবার সে চেষ্টা করিত, কিন্তু জলের রেখার মতই সে হাসি নিমেষে মুছিয়া যাইত, এবং মুখের সেই দারুণ শুষ্কতা ভেদ করিয়া রোগের শীর্ণ ছায়া চারিধারে ছড়াইয়া পড়িত।

এমনই ভাবে তাহার রোগতপ্ত দিনগুলা কাটিয়া যাইতেছিল। বাহিরে শ্রবজীবি-দলের কর্ম্ম-কোলাহল ধ্বনিয়া উঠিত, জ্যাকের চিত্ত সে শব্দে কাতর হইত! কেন, তাহাকে দুর্ব্বল রোগাতুর করিয়া রাখিয়াছ, ভগবান! কেন সে আর সকলের মতই কার্য্যক্ষম, সুস্থ, সবল নহে? জীবনের জটিল গ্রন্থিমোচনে, কাজ-কর্ম্মের মধ্যে কেন আজ তাহার হাতদুটিকে নিযুক্ত রাখ নাই?

কাজ! কিন্তু কাহার জন্য জ্যাক আজ কাজ করিবে? কিসের

আশায়? মা তাহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, শেষে সেসিলও তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে! এখন তবে কাহার মুখ চাহিয়া, কাহার সুখের জন্য সে কাজ করিবে, মানুষ হইবে? তাহার আজ আর কে আছে, কি আছে, যাহার আশায় অলস ক্ষুব্ধ চিত্তটাকে উত্তেজনায় আশার রাগিণীতে সে মাতাইয়া তুলিবে? আজ তাহার কেহ নাই, কিছু নাই! তবে আর এ জীবনে সংগ্রাম করিয়া লাভ কি? জয়ের প্রয়োজন নাই, যুদ্ধের প্রয়োজন নাই—গা এলাইয়া দিয়া বিপুল পরাজয়ের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দাও। ক্ষতি কি!

পরদিন প্রত্যূষে মাদাম বেলিসেয়ার জ্যাকের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখে, দেওয়ালে হাতের ভর দিয়া দাঁড়াইয়া জ্যাক বেলিসেয়ারের সহিত কি তর্ক করিতেছে। সে সবিস্ময়ে কহিল, "এ কি জ্যাক, তুমি উঠেছ যে! শুয়ে পড়, শুয়ে পড়—এখনও তুমি ভারী দুর্ব্বল! দাঁড়াবার মেহনৎ সহ্য হবে কেন?"

বেলিসেয়ার কহিল, "দেখ ত! কিছুতে ও কথা শুনবে না, দাঁড়াবেই। ও বলছে, ও হাসপাতালে যাবে, এখানে থাকবে না।"

মাদাম বেলিসেয়ারের বুকের ভিতরটা অসহ্য বেদনায় টনটন্ করিয়া উঠিল। চোখের কোণে অশ্রুর বেগ ঠেলিয়া আসিল। কোন মতে তাহা রোধ করিয়া সে কহিল, "কেন জ্যাক? এখানে তোমার কি কষ্ট হচ্ছে, বল। বল জ্যাক, তোমার কি চাই?"

"না, না, মাদাম বেলিসেয়ার—কষ্ট কিছুই নয়। তোমরা আমার জন্য যা কচ্ছ, মা-বাপও বুঝি এমন করে না। এমন স্নেহ আর কখনও আমি পাই নি! বাপ কেমন, তা ত জানিই নে। তোমাদের এ স্নেহের ঋণ স্বর্গ দিলেও শোধ হয় না। কিন্তু আর আমায় ধরে রেখো না—ছেড়ে দাও। না, রাখবার চেষ্টাও করো না, আর। আমি মিনতি কচ্ছি, আমায় যেতে দাও। আমি যাবই।"

"কিন্তু কি করে যাবে তুমি? হেঁটে ত যেতে পারবে না—বড় কাহিল যে। তার চেয়ে একটু বল পেলে বরং যেয়ো। তখন আমরা বারণ করব না।"

"না, না, আমি এত কাহিল হই নি, এখনও; বেশ যেতে পারব। আস্তে আস্তে যাব। বেলিসেয়ার সাহায্য করবে—ওর হাত ধরে যাব। কেমন বেলিসেয়ার, আমাকে নিয়ে যাবে না? সেই একদিন নান্তেয় আমি চলতে পাচ্ছিলুম না—পা টলছিল—তোমার কাঁধে ভর দিয়ে হেঁটেছিলুম—মনে পড়ে, বেলিসেয়ার? সেই রকম করে যাব। তা ছাড়া আকাশ, পথ, এ সব দেখবার জন্য আমি অস্থির হয়ে পড়েছি। আর এ বদ্ধ ঘরে অন্ধকারের মধ্যে থাকা যায় না।"

এমন সুদৃঢ় যাহার সঙ্কল্প, তাহাকে বাধা দেওয়া কঠিন। নদীর জল যখন স্রোতের বেগে ছুটিতে থাকে, তখন সহস্র বাধাও সে স্রোত আঁটিয়া রাখিতে পারে না। জ্যাককেও কোন মতে ধরিয়া রাখা গেল না। মাদাম বেলিসেয়ারের ললাটে চুম্বন করিয়া বেলিসেয়ারের স্কন্ধে ভর দিয়া জ্যাক ঘরের বাহির হইল, ধীরে ধীরে দীর্ঘ সোপান অতিক্রম করিল এবং অবশেষে মুক্ত পথে বাহির হইল। বাহিরে আসিয়া বাড়ীটার পানে চাহিয়া কিয়ৎক্ষণ সে দাঁড়াইয়া রহিল। যে গৃহে তাহার এতদিন কাটিয়াছে, আশার আশ্বাসে যে গৃহ পরিপূর্ণ ছিল, যে জায়গার প্রতি ইষ্টকখণ্ডে তাহার জীবনের সহস্র উজ্জ্বল স্মৃতি মিশিয়া রহিয়াছে এবং যে গৃহে তাহার সমস্ত আশার সমাধিও হইয়া গিয়াছে, সেই গৃহ হইতে বিদায় লইবার সময় তাহার নয়ন-পল্লব এখন সজল হইয়া উঠিল। বিদায়, বিদায়, চির-বিদায়, হে আশা-নিরাশা-মণ্ডিত গৃহ, বিদায়! তাড়াতাড়ি সমস্ত দুর্ব্বলতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া বেলিসেয়ারের স্কন্ধে ভর দিয়া সে অগ্রসর হইল।

অত্যন্ত ধীর মৃদু পদে জ্যাক পথে চলিল। খানিকটা পথ হাঁটিয়া

কিঞ্চিৎ বিশ্রাম—এমনই ভাবে চলিতে হইল। মাথার চুল দীর্ঘ হইয়া মুখে-চোখে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, ঘামে চুল ভিজিয়া গিয়াছে,—কপাল হইতে টস্ টস্ করিয়া ঘাম ঝরিয়া পড়িতেছে। মাঝে মাঝে চোখে চারিধার কেমন ঝাপসা ঠেকিতেছে, আবার পরক্ষণে সব দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে। আলো ও ছায়ার সে এক চকিত লীলাভিনয়! জনতার মধ্য দিয়া এই দুই জন লোক চলিয়াছে; জ্যাক ও বেলিসেয়ার। বাহিরের কোলাহল, বাহিরের বৈচিত্র্যের প্রতি তাহাদের লক্ষ্যও ছিল না। তাহাদিগকে দেখিলে মনে হয় যেন প্যারির পশুবলের সহিত সংগ্রাম করিয়া একটি প্রাণী বিধ্বস্ত হইয়াছে; অপরটি তাহাকে জীবন-সংগ্রামের সেই নিষ্ঠুর ক্ষেত্র হইতে অত্যন্ত সাবধানে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে—ক্ষেত্রের বাহিরে কোথাও যদি তাহার জন্য একটু শান্তি, একটু আশ্রয় মিলাইতে পারা যায়!

জ্যাককে লইয়া বেলিসেয়ার যখন হাসপাতালে পৌঁছিল, তখন বেলা পড়িয়া গিয়াছে! হাসপাতালের সুদীর্ঘ বারাণ্ডায় সারি সারি বেঞ্চে অসংখ্য লোক বসিয়া। সকালে বিকালে এ জনতার বিরাম নাই! কেহ গুমরিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে, কেহ-বা সান্ত্বনা দিতেছে! চারিধারে যন্ত্রণার মৃদু গুঞ্জন-ধ্বনি! সকলের মুখেই দারুণ উদ্বেগের চিহ্ন! জ্যাক আসিয়া সেই দলে যোগ দিল।

জনতা স্তব্ধ ছিল না। সকলেই সুখ-দুঃখের আলোচনা করিতেছিল—বেদনার রাগিণী অজস্র সুরের মূর্চ্ছনায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল! জ্যাক নির্ব্বিকার চিত্তে বসিয়া সেই সকল আলোচনা শুনিতেছিল।

সম্মুখের দ্বার খুলিয়া গেল। ডাক্তার আসিল। অমনই চারিধারে একটা স্তব্ধতার আবরণ পড়িয়া গেল। পরক্ষণেই ঈষৎ চাঞ্চল্য! ডাক্তার আসিয়া রোগীদের রোগ পরীক্ষা করিতে লাগিল। রোগীর হাত টানিলেই বুকটা তাহার ধ্বক্ করিয়া উঠে! না জানি, কি

শুনিতে হইবে। হয় আরোগ্যের সম্ভাবনা, নয়, পৃথিবী হইতে বিদায় লইবার সঙ্কেত! রোগীর নিশ্বাস ফুলিয়া ফুলিয়া বহিতে থাকে, স্বর কাঁপিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে! রোগের যাতনার উপর একটা বিভীষিকার কম্পন খেলিয়া যায়।

এক নারী একটি বালককে ক্রোড়ে লইয়া ডাক্তারের সম্মুখে দাঁড়াইল। বালকের বয়স বারো বৎসর হইবে। ডাক্তার নারীর হাত ধরিয়া কহিল, "কি—? কি হয়েছে?"

"আজ্ঞে, আমার কিছু নয়, বাবা—অসুখ এই ছেলেটির।"

"হুঁ। ছেলের? কি—কি হয়েছে? দেখি—চট্‌পট্, দেরী না —দেরী না।"

"এই যে—ও কাণে একটু খাটো আছে, বাবা,—আমি বলছি—"

"কাণে খাটো? কোন্ কাণ?"

"দু কাণেই, বাবা।"

"দু কাণেই? আচ্ছা, দেখি—"

"এই যে—দাঁড়াও ত এধারে, দাঁড়াও—কোন্ কাণে শুনতে পাও না, বল"

"আচ্ছা, ওষুধ পাবে।"

"তোমার কি?"

জ্যাককে লইয়া বেলিসেয়ার ডাক্তারের সম্মুখে দাঁড়াইল। জ্যাক কহিল, "অসহ্য বেদনা।"

"কোথায়?"

"বুকে। বুক যেন সর্ব্বদা জ্বলছে।"

বেলিসেয়ার কহিল, "আর জ্বর।"

ডাক্তার হুঙ্কার দিল, "তুমি থাম।" জ্যাককে কহিল, "হুঁ—তুমি মদ খাও?"

"আজ্ঞে না, আগে এক সময় মাঝে-মাঝে খেয়েছি!"

"হুঁ—তাই বল! আর কখনও খেয়ো না—বুঝলে!"

"আজ্ঞে না, আর কখনও খাব না।"

"দেখি, জিভ্ দেখি—জিভ্—"জ্যাক জিভ্ বাহির করিল।

ডাক্তার কহিল, "এবার বুকটা দেখব। জামার বোতাম খোল।" জ্যাক বোতাম খুলিল। ডাক্তার যন্ত্র বসাইল। পাঁচ মিনিট ধরিয়া যন্ত্র নাড়িয়া, বুকে-পিঠে টোকা দিয়া মুখ গম্ভীর করিয়া ডাক্তার কহিল, "তাই ত—"

বেলিসেয়ার কহিল, "কেমন দেখলেন?"

"ভাল না। খারাপ। খুবই খারাপ। একে কি সারা পথ হাঁটিয়ে এনেছ?"

"হাঁ, গাড়ীভাড়ার পয়সা পাব কোথায়, বলুন—"

"অন্যায় করেছ, ভারী অন্যায় করেছ! এই শরীরে হাঁটাটা ভাল হয় নি!" তখনই ডাক্তার আদেশ দিল, "ডুলি আন!"

বেলিসেয়ার কহিল, "রোগটা কি?"

ডাক্তার মৃদু স্বরে কহিল, "রোগ আর কি! কাশির ব্যামো। সারা দুষ্কর। দেখা যাক চেষ্টা করে।"

ডুলি আসিল। জ্যাককে ডুলির সাহায্যে হাসপাতালের সাঁত-দি দিউ বিভাগে পাঠানো হইল। এ বিভাগটি যক্ষ্মা রোগীদিগের জন্য নূতন খোলা হইয়াছিল। জ্যাককে আনিয়া একটি বিছানায় শোয়ানো হইলে নার্স আসিয়া কহিল, "এঃ, এ যে খালি কতকগুলো হাড়-পাঁজরা একটা চামড়ার খোলে পুরে নিয়ে এসেছ! কতদিন অসুখ হয়েছে?" বেলিসেয়ার নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "তা আজ্ঞে, খুব বেশী দিন নয়।"

জ্যাক কোন কথা কহিল না। পথের পরিশ্রমে চোখ তাহার ঘুমে ভরিয়া আসিয়াছিল। মুক্ত জানালা দিয়া স্নিগ্ধ বায়ু ঘরের মধ্যে

প্রবেশ করিতেছিল। সেই বাতাস যেন মার মতই জ্যাকের শ্রান্ত কপালে ধীরে ধীরে স্নেহ-হস্ত বুলাইয়া দিল। জ্যাক ঘুমাইয়া পড়িল, ঘুমাইয়া সে স্বপ্ন দেখিল।

—এক সুদীর্ঘ পথ—কোথায় গিয়া সে পথ শেষ হইয়াছে, কিছুই বুঝা যায় না—সীমাহীন, অফুরান পথ! সেই পথে অসংখ্য লোক চলিয়াছে। সে-ও চলিয়াছে! কোথায় চলিয়াছে, তাহা সে জানে না! পথের আরম্ভটা যেন কতক সেই এতিয়োলের পথের মতই! তবে এতিয়োলের পথ এতখানি দীর্ঘ নহে! ঐ দূরে তাহার অগ্রে ও কাহারা চলিয়াছে? এ কি—তাহার মা—আর ও—? সেসিল। ইদা ও সেসিল অগ্রে চলিয়াছে—এই পথেই! জ্যাক ডাকিল, "মা,"—"সেসিল—"। কেহ সাড়া দিল না, ফিরিয়াও কেহ চাহিল না! চলিয়াছে ত চলিয়াছেই। জ্যাকও চলিতে লাগিল। সহসা কতকগুলা গাছপালার আড়াল পড়িল। মা ও সেসিলকে আর দেখা গেল না। জ্যাক তখন আপনার গতির বেগ বাড়াইয়া দিল। ঐ যে আবার যায়! ঐ যে মা আর সেসিল! সহসা আবার মধ্যে প্রকাণ্ড অন্তরাল রচিত হইয়া উঠিল। কল ও বিশাল যন্ত্রাদির বিরাট ব্যবধান! জাহাজ, রেল ও এঞ্জিন তাহাদের বিপুল দেহ লইয়া এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের সৃষ্টি করিয়াছে। জ্যাক সেই প্রাচীর লঙ্ঘনের চেষ্টা করিল। ঘর্ঘর রব করিয়া কলের চাকা ঘুরিতেছে! জ্যাকের পা তাহাতে বাধিয়া গেল! তাহার দেহ চূর্ণ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল। মাংসগুলা দেহ হইতে টুকরা টুকরা খসিয়া পড়িল। শীর্ণ কঙ্কালটা চাকার মধ্য হইতে ছিটকাইয়া পড়িল। তাহার পর নিমেষে দৃশ্য পরিবর্তিত হইল।

—চারিধারে অগ্নিকুণ্ড! দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিতে বুঝি এখনই তাহাকে গ্রাস করিবে! সঙ্গে সঙ্গে একটা উৎকট গন্ধ—অসহ্য! জ্যাক পলাইয়া বাঁচিল।

— আবার নূতন দৃশ্য। জ্যাক যেন দশ বৎসরের ছোট ছেলেটি। বাদাম সেলের গৃহ হইতে বাহির হইয়া বনে সে পাখীর সন্ধানে চলিয়াছে। গলি বাঁকিতেই সম্মুখে সে দেখে, এক ডাইনী বুড়ী। কাঠের বোঝা রাখিয়া বুড়ী তাহার উপর বসিয়াছিল—যেন সে কাহার প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহাকে দেখিয়া জ্যাক যেমন পলাইবে, অমনই বুড়াটা তাহাকে ধরিবার জন্য উঠিল। জ্যাক ছুট দিল; বুড়ীও তাহার পশ্চাতে ছুটিল। অবিরাম গতিতে জ্যাক ছুটিতে লাগিল; বুড়ীরও ছুটের বিরাম নাই। এবার বুঝি বুড়ী তাহাকে ধরিয়া ফেলে! শেষে অবসন্ন হইয়া জ্যাক বসিয়া পড়িল। বুড়ী আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। তখন দুইজনে যুদ্ধ চলিল, ভীষণ যুদ্ধ। জ্যাকের পরাজয় হইল। বুড়ী জ্যাককে তাহার কাঠের বোঝার সহিত আঁটিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। জ্যাকের বুকে খচ্ খচ্ করিয়া কতকগুলা কাঠের খোঁচা ফুটিয়া গেল। যন্ত্রণায় সে চীৎকার করিয়া উঠিল, "মা গো!"

চমকিয়া জ্যাকের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তখন ভোর হইয়াছে, তাহার বিছানার পাশেই নার্স। নার্স কহিতেছে, "নাও, এই ওষুধটা খেয়ে ফেল ত!"

জ্যাক ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া নার্সের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। এ ত স্বপ্ন নয়! তবুও বুকের উপর এ কিসের বোঝা চাপিয়া রহিয়াছে—অসহ্য এ ভার! তাহার চাপে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে!

দশম পরিচ্ছেদ

উপেক্ষিত

জ্যাক বালিসে ভর দিয়া বসিল; ঔষধ পান করিল। নার্স কহিল, "তোমার নাম কি?"

"জ্যাক।"

"কি কাজ কর, তুমি?"

"আমি কারিকর।"

"তোমার কেউ নেই—যাদের দেখতে চাও?"

"না" বলিয়া জ্যাক একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

নার্স আর কোন কথা কহিল না। জ্যাকের দীর্ঘনিশ্বাসে সে বুঝিল, তাহার চিত্তের তারে সে একটা নিষ্ঠুর আঘাত দিয়া ফেলিয়াছে, তাই এ প্রসঙ্গ চাপা দিবার অভিপ্রায়ে সে কহিল, "এবার তোমায় কিছু খেতে হবে। কাল সারারাত্রি ঘুমিয়েছ। এটা ভাল লক্ষণ অবশ্য।"

জ্যাক সবেমাত্র কিছু আহার করিয়াছে—এমন সময় ডাক্তার ও তাঁহার পশ্চাতে এক দল ছাত্র আসিয়া জ্যাকের সম্মুখে দাঁড়াইল। ডাক্তার জ্যাকের বুকে যন্ত্র রাখিয়া কাণ পাতিয়া তাহার মধ্য দিয়া বুকের বিচিত্র ধ্বনি শুনিল—পরে ছাত্রদিগের হাতে যন্ত্র দিয়া কহিল, "কি কি পাচ্ছ, বল সব" ছাত্রের দল একে একে আওড়াইয়া গেল—"সোঁ সোঁ, কৃড়িক্ কৃড়িক্, ঘড়্-ঘড়্! ফুস্‌ফুসের মধ্যে হাওয়া ঢুকছে—যক্ষ্মা!"

ডাক্তার জ্যাককে কহিল, "আজ রবিবার। কেউ তোমাকে দেখতে আসবে কি?"

জ্যাক কহিল, "না।" ডাক্তার ও ছাত্রের দল চলিয়া গেল। অদূরে বেলিসেয়ার ও মাদাম বেলিসেয়ার দাঁড়াইয়াছিল; তাহারা নিকটে আসিল। মোড়ক খুলিয়া, কয়েকটা আঙুর লইয়া জ্যাকের হাতে দিয়া, বেদানা ভাঙ্গিয়া দানা বাহির করিতে করিতে মাদাম বেলিসেয়ার কহিল, "এখন কেমন আছ, জ্যাক? একটু ভাল বোধ হচ্ছে?"

বেলিসেয়ার স্ত্রীকে সব কথা খুলিয়া বলিয়াছিল। ডাক্তার বলিয়াছে, রোগ ভীষণ, এ রোগে জ্যাকের পরিত্রাণ নাই। তবে যে কয়টা দিন সে বাঁচিয়া থাকে, তাহাই পরম লাভ। দারুণ যক্ষ্মার হাতে কোন দিনই কোন লোক পরিত্রাণ পায় নাই—জ্যাকেরও সেই দারুণ যক্ষ্মা হইয়াছে। কোনমতে অন্তরের বেদনা অন্তরে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া মাদাম বেলিসেয়ার সহজভাবেই জ্যাকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিল; কিন্তু জ্যাক কোন উত্তর দিল না; শুধু ম্লান নয়নে সে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

বেদানার কয়টি দানা জ্যাকের মুখে দিয়া তাহার দীর্ঘ কেশে হাত বুলাইতে বুলাইতে মাদাম বেলিসেয়ার কহিল, "জ্যাক, তোমার মাকে খপর দিয়ে আনাব কি?"

জ্যাকের ম্লান চক্ষু সহসা দীপ্ত হইল, পাণ্ডু অধরে হাসির ক্ষীণ রেখা ফুটিয়া উঠিল! আহা, ইহাই ত সে চায়! মাকে শুধু একবার দেখিবার সাধ হয়! সমস্ত প্রাণ আজ মাকে দেখিবার জন্য তৃষিত হইয়া উঠিয়াছে! কিন্তু মা কি আসিবে? যদি মা জানিতে পারে যে জ্যাক মরিতে বসিয়াছে, আর বাঁচিবে না—তাহা হইলে—? তাহা হইলে কি একবার না আসিয়া মা থাকিতে পারিবে? না, না, মা ত নিষ্ঠুর নয়! মা যদি আসে, তবে জ্যাকের এ বুকের বেদনাও বুঝি কিছু শান্ত হয়!

মাদাম বেলিসেয়ার বলিল, “আমি তাঁকে নিয়ে এখনই আসব, জ্যাক।” মাদাম বেলিসেয়ার চলিয়া গেল। বেলিসেয়ার চুপ করিয়াই দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার বন্ধু, তাহার মিতে, তাহার সঙ্গী জ্যাক—! সেই জ্যাক চিরদিনের জন্য তাহাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়াছে! বেলিসেয়ারের হৃদয়ের মধ্যে একটা বেদনা ঝড়ের মতই ঠেলিয়া ফুলিয়া গর্জ্জিয়া উঠিতেছিল!

মাদাম বেলিসেয়ার আর্জান্তঁর গৃহে গিয়া কাহাকেও তথায় দেখিতে পাইল না। ভৃত্য কহিল, সকলে গ্রামে বেড়াইতে গিয়াছে—কখন্ ফিরিবে, তাহার কিছুই ঠিকানা নাই! কথাটা মাদামের বিশ্বাস হইল না। এই শীতের দিনে গ্রামে বেড়াইতে গিয়াছে? না! এই ভোরে, অজস্র তুষার-বর্ষণের মধ্যে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে? কখনও না! অসম্ভব! কিন্তু কি করা যায়? মাদাম বেলিসেয়ার নিতান্তই নিরাশ চিত্তে ফিরিয়া আসিল।

তাহাকে ফিরিতে দেখিয়া জ্যাক যখন কহিল, “কি? মা এল না! আমি জানতুম, মাদাম বেলিসেয়ার, মা আসবে না।” তখন কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবে, মাদাম বেলিসেয়ার এমন একটি কথাও খুঁজিয়া পাইল না।

জ্যাক তখন চক্ষু মুদিয়া আর-এক কথা ভাবিতে লাগিল। সে কথা বড় ভাল লাগে। সেসিলের কথা! সেসিল, কোথায় তুমি? তোমার জ্যাকের যে আজ প্রাণ বাহির হইয়া যায়! একবার আসিয়া দেখিবে না, সেসিল? জ্যাকের চোখের কোণ বহিয়া একটি দুইটি করিয়া অশ্রুর বিন্দু গড়াইয়া পড়িল।

মাদাম বেলিসেয়ার কহিল, “কেঁদো না জ্যাক, আমি আবার যাচ্ছি। যেমন করে পারি, তাকে আমি নিয়ে আসবই! দেখি, সে কত বড় পাষাণী মা।”

"না, না, কাজ নেই—সে আসবে না, মা আসবে না, মাদাম বেলিসেয়ার!"

কিন্তু মাদাম বেলিসেয়ার সে কথা কাণেই তুলিল না—ইদার সন্ধানে আবার সে বাহির হইয়া গেল।

শার্লং ও আর্জান্ত সবেমাত্র তখন বাড়ীর দ্বারে গাড়ী হইতে নামিয়াছে, এমন সময় উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া আসিয়া মাদাম বেলিসেয়ার তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইল। রোষে তাহার সর্ব্ব শরীর জ্বলিতেছিল। তীব্র তীক্ষ্ণ স্বরে সে ইদাকে কহিল, "মাদাম, তুমি এখনই আমার সঙ্গে এস।"

ইদা চমকিয়া উঠিল। "এ কি—মাদাম বেলিসেয়ার!"

"হাঁ, আমি। তোমার ছেলে জ্যাক,—তার ভারী অসুখ। বুঝি সে বাঁচে না—একবার তোমায় দেখবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে!"

আর্জান্ত কহিল, "বেরো মাগী, ঢং পেয়েছিস্ বটে! রোজ রোজ চালাকি! অসুখ করে থাকে—বেশ, আমরা ডাক্তার পাঠাচ্ছি —তা বলে এঁকে যেতে হবে, এমন কোন কথা নেই।"

মাদাম বেলিসেয়ার কাঁদিয়া ফেলিল; কাঁদিয়া কহিল, "ওগো ডাক্তারের কোন ভাবনা নেই গো—অনেক ডাক্তার তাকে দেখছে। সে এখন হাসপাতালে।"

"হাসপাতালে?" ইদার স্বর রুদ্ধ হইয়া গেল।

"হাঁ, হাসপাতালে। কিন্তু আর বড় বেশীক্ষণ থাকচে না। যদি তুমি দেখতে চাও ত মিছে কথা-কাটাকাটি না করে এখনই চলে এস।"

আর্জান্ত ইদার ভাব লক্ষ্য করিয়া কহিল, "এস, এস, শার্লং, —ওর কথা শোন কেন? হঠাৎ এমন গুরুতর অসুখ হল যে—"

তাহার কথায় বাধা দিয়া মাদাম বেলিসেয়ার কহিল, "ওগো, বাজে কথার সময় নেই, এখন! তা ছাড়া আমি তোমার জন্য আসিনি এখানে, শুধু বেচারা জ্যাকের বড় সাধ, তোমায় দেখে—তার সেই শেষ সাধ যদি মিটুতে পারি, তাই আমি এসেছি। ওঃ ভগবান, ভগবান, এমন রাক্ষসী মার পেটেও তুমি ছেলে দিয়েছিলে!"

ইদার আর সহ্য হইল না! সে বলিল, "চল, চল, আমি এখনই যাব।"

আর্জান্তঁ হাঁকিল, "ইদা—" তাহার স্বর রূঢ়, তীব্র।

ইদা কহিল, "না, না, আমায় ক্ষমা কর। আমার জ্যাককে শুধু একটি বার আমি দেখে আসি। একটি বার, একটি বার আমায় ছুটি দাও—"

মাদাম বেলিসেয়ারের হাত ধরিয়া ইদা তখনই গাড়ীতে গিয়া উঠিয়া বসিল। গাড়ী ছুটিল।

মাদাম বেলিসেয়ার যখন হাসপাতাল হইতে আর্জান্তঁর গৃহের দিকে যাত্রা করিল, ঠিক তাহার পর মুহূর্ত্তে এক কিশোরীর হাত ধরিয়া এক বৃদ্ধ হাসপাতালে জ্যাকের কক্ষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ভাবনায় উভয়েরই বুক কাঁপিয়া উঠিতেছিল। কৈ জ্যাক? কেমন আছে সে?

নিমেষে জ্যাকের শয্যা-প্রান্তে আসিয়া তাহারা দাঁড়াইল। কিশোরী জ্যাকের তপ্ত ললাট স্পর্শ করিয়া ডাকিল, "জ্যাক, জ্যাক,—দেখ, চেয়ে দেখ, আমি এসেছি, আমি—সেসিল।"

সেসিল! সত্যই সেসিল! সত্যই সে আসিয়াছে। জ্যাক চোখ মেলিল। এই যে, সেই সুন্দর মুখখানি,—শুধু অশ্রুর কুয়াশায় ঈষৎ ম্লান! মৃদু হাসিয়া জ্যাক আপনার দুই হাত বাড়াইয়া দিল। দুই

হাত দিয়া সে সেসিলের কণ্ঠ বেষ্টন করিল। আঃ, সেই কোমল স্পর্শ,—কি মধুর, কি আরামের!

ধীরে ধীরে সেসিলের মুখ আপনার মুখের কাছে টানিয়া আনিয়া মৃদু কণ্ঠে জ্যাক ডাকিল, "সেসিল—"

"কেন জ্যাক?"

স্থির দৃষ্টিতে জ্যাক কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া সেসিলের মুখের পানে চাহিয়া রহিল; পরে আবার ধীরে ধীরে ডাকিল, "সেসিল—"

"কি বলছ, জ্যাক? বল—"

"এখনও তুমি আমায় ভালবাস?"

"বাসি জ্যাক, বড় ভালবাসি। তোমায় ছাড়া আর কাকেও কখনও ভাল বাসিনি আমি—কাকেও না।"

মৃত্যুর কর-স্পর্শে মমতা-হীন কঠিন এই রোগ-কাতর গৃহে এমন মধুর-স্বর পূর্ব্বে আর কখনও ধ্বনিত হয় নাই! ভালবাসি! জীবনের শেষ সীমা-রেখায় আসিয়া যে দাড়াইয়াছে, তাহার কাছে এই শব্দটুকু কি বিচিত্র মাধুর্য্য ঝঙ্কৃত করিয়া তুলে!

"তুমি এসেছ সেসিল,—আমায় দেখতে এসেছ? আমায় তুমি এত ভালবাস? আর তবে আমার কোন দুঃখ নেই, কোন অভাব না! এখন আমি হাসি-মুখে মরতে পারব।"

ডাক্তার রিভাল কহিলেন, "মরবে কেন? ছি, ও কি কথা বলছ, জ্যাক? ভয় কি? তুমি সেরে উঠবে। আমাদের সেবায় তুমি সেরে উঠবে। তোমার জ্বর এখন নেই; আজ ত তুমি ভালই আছ, জ্যাক, মুখখানিও বেশ দেখাচ্ছে!"

সত্যই আজ জ্যাকের মুখে স্বাস্থ্যের একটা উজ্জ্বল আভা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, অনেকখানি পাণ্ডুতা ঘুচিয়া গিয়াছিল। কিন্তু হায়, নিবিবার পূর্ব্বে মাটির দীপ এমনই উজ্জ্বলভাবে মুহূর্ত্তের জন্য জ্বলিয়া

উঠে! অস্ত যাইবার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে সূর্য্য উদয়-কালের মতই রক্ত কিরণে রাঙিয়া উঠে—প্রভাতের তারা আকাশের গায় মিলাইয়া যাইবার পূর্ব্বক্ষণে এমনই শুভ্রতায় ভরিয়া উঠে।

জ্যাক আপনার মুখের উপর সেসিলের হাত চাপিয়া রাখিল—সেসিলের মুখের দিকে আবার কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া জ্যাক কহিল, "আমার জীবনে যা-কিছু অভাব ছিল, তুমিই তা পূর্ণ করেছ! তুমি আমার কে, তা জান, সেসিল? তুমি আমার বন্ধু, আমার ভগ্নী, আমার স্ত্রী, আমার বাপ, আমার মা—এক কথায় আমার সর্ব্বস্ব!"

কিন্তু এ আনন্দ-জ্যোতি সহসা ম্লান হইয়া গেল। সেসিলের মুখের পানে চাহিয়া থাকিতে থাকিতেই জ্যাকের চক্ষু মুদিয়া আসিল। তাহার বিবর্ণ মুখের উপর মৃত্যুর ছায়া গাঢ়ভাবে নামিয়া আসিতেছিল; সেসিল তাহা লক্ষ্য করিল। ডাক্তার রিভালের দিকে চাহিয়া সে ডাকিল, "দাদা মশায়—"

"চুপ।"

সেসিল নিষেধ মানিল না, আবার ডাকিল, "জ্যাক"

ধীরে অতি ধীরে জ্যাকের ঠোঁট নড়িল, মুদিত-নয়ন-পল্লব একবার শুধু কাঁপিয়া উঠিল। জ্যাক কথা কহিবার চেষ্টা করিল, কথা বাহির হইল না; মাথা তুলিবার চেষ্টা করিল, শুধু একটা বড় রকমের নিশ্বাস ঝরিয়া পড়িল।

এমন সময় বাহিরে একটা কলরব উঠিল। "দাও, দাও, যেতে দাও—" নারী-কণ্ঠে মিনতির সে এক করুণ সুর! এবং সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের মত বেগে দুইজন স্ত্রীলোক সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। ইদা ও মাদাম বেলিসেয়ার। সঘন নিশ্বাসে ইদা কহিল, "কৈ—কৈ—আমার জ্যাক! কৈ সে?"